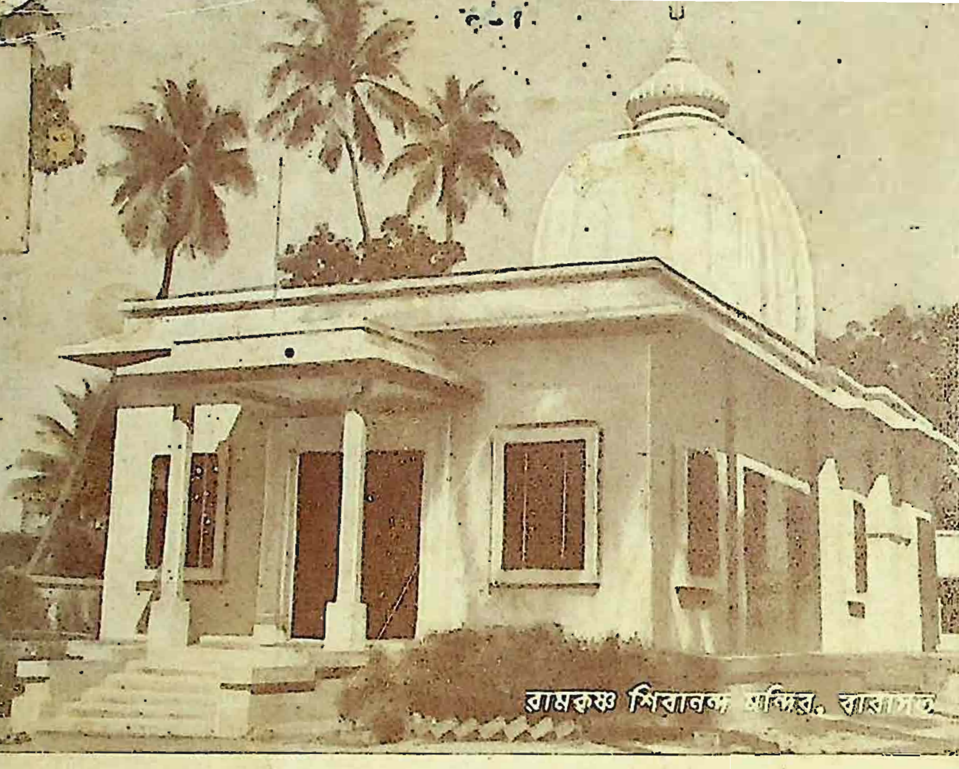

7148

শিবানন্দ-পত্রসংগ্রহ

স্বামী অপূর্বানন্দ

সংকলিত

শিবানন্দ-পত্রসংগ্রহ

(স্বহস্ত লিখিত চিঠি)

7/48

স্বামী অপূর্বানন্দ
সংকলিত

রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম
বারাসত
(২৪ পরগণা)

প্রকাশক :

সম্পাদক : রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম

পোঃ বারাসত, চব্বিশ পরগণা

সংকলক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

এ গ্রন্থের সমগ্র আয় বারাসত, রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর সেবায় ব্যয়িত হবে

প্রাপ্তিস্থান :

১। রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম—বারাসত, ২৪ পরগণা

২। উদ্বোধন কার্যালয়, ১নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩

৩। জেনারেল বুক ষ্টল, এ ৬৬, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

৪। শ্রীকানাইলাল মিত্র, ২০ নং মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪

৫। শ্রীইন্দুভূষণ দে, ৮।১ এ, বিপিন মিত্র লেন, কলিকাতা-৪

৬। অদ্বৈত আশ্রম, ৫ নং ডিহি এণ্টালী রোড, কলিকাতা-১৪

মুদ্রাকর :

বিশ্বনাথ দত্ত

দি ইউরেকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

গোধুলিয়া, বারাণসী

মূল্য : চার টাকা

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীভগবানের অপার করুণায় "শিবানন্দ-পত্রসংগ্রহ" প্রকাশিত হইল। এই পত্রগুলি পূজ্যপাদ মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের স্বহস্ত লিখিত এবং প্রভূত আশা, উৎসাহ, উদ্দীপনা, আশীর্বাদ ও অসীম করুণাপূর্ণ। বেলুড় মঠের স্বামী অপূর্বানন্দজী বহু আয়াস স্বীকার-পূর্বক এই পত্রগুলি সন্ন্যাসী ও ভক্তগণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং প্রধানতঃ তাঁহারই অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে এই অমূল্য গ্রন্থখানি প্রকাশ করা সম্ভব হইল। কতিপয় অনুরাগী ভক্ত এবং সন্ন্যাসী এই শুভ প্রচেষ্টায় আর্থিক ও কায়িক সাহায্য দান করিয়াছেন। যাঁহারা পত্রগুলি দিয়াছেন এবং যাঁহারা ইহা প্রকাশনে অন্যভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এই গ্রন্থপাঠে যদি একজনেরও আধ্যাত্মিক কল্যাণ হয়, তাহা হইলেই আমরা নিজেদের ধন্য মনে করিব।

ভূমিকায় সংকলক স্বামী অপূর্বানন্দজী পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের তপস্যাপূত দিব্যোজ্জ্বল জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও পত্রগুলির বৈশিষ্ট্য লিখিয়া দেওয়ায় পুস্তকখানির সৌষ্ঠব অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

যথেষ্ট সাবধানতা সত্ত্বেও কিছু কিছু মুদ্রণপ্রমাদ রহিয়া গেল, তজ্জন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী পাঠক-পাঠিকা-গণের ক্ষমার্হ। ইতি—

রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম
পোঃ বারাসত, ২৪ পরগণা
(কলিকাতা অফিস—৭ নং রজনী সেন রোড, কলিকাতা—২৬)
শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের শুভ জন্মতিথি
২রা জানুয়ারী, ১৯৬২

বিনীত
প্রকাশক

প্রস্তাবনা

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও সন্ন্যাসী শিষ্য পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দজী—যুবক তারকনাথ ঘোষাল রূপে যখন প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণপ্রান্তে উপনীত হন তখন তাঁর বয়স প্রায় ২৫ বৎসর মাত্র। তারপর তাঁর জীবনের অবশিষ্ট ৫৫ বৎসর নানা অধ্যায়ের ভিতর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে—দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গ ও তাঁর অমোঘ কৃপালাভ, কাশীপুরে অন্যান্য গুরু-ভ্রাতাদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা, বরাহনগর মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদের সঙ্গে ধ্যান-ধারণা, বিশাল ভারতভূমির নানাস্থানে এবং হিমালয়ে পরিব্রাজকরূপে পর্যটন ও কঠোর তপস্যা, স্বামীজীর নির্দিষ্ট কর্মপ্রণালীতে অংশগ্রহণ করে প্রচারকার্য ও আশ্রমস্থাপন, কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রম ও আলমোড়া আশ্রমের একনিষ্ঠ কৃচ্ছ্র জীবন এবং পরে পরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দের সাহচর্যে বেলুড় মঠ পরিচালনা, পরিশেষে জীবনের শেষ দ্বাদশ বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষত্ব ও শত সহস্র অধ্যাত্মপিপাসু ত্যাগী ও গৃহীভক্তের ধর্মজীবন নিয়ন্ত্রণ।

মহাপুরুষজীর সুদীর্ঘ জীবনের এই বিভিন্ন অধ্যায়ে তাঁর মনপ্রাণ কিন্তু সূর্যমুখী ফুলের মত সর্বদা একটি দিককেই লক্ষ্য করে থাকত—তাঁর আরাধ্যদেবতা অন্তরাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে।

জনৈক ভক্তের প্রশ্নে তিনি এক পত্রে লিখেছিলেন "…আমার জীবনে এমন কোন বিশেষ ঘটনা নাই যাহা লিখিবার যোগ্য। তবে

এক বিশেষের অপেক্ষাও বিশেষ ঘটনা আছে তাহা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচরণদর্শন ও তাঁর কৃপালাভ—সেও তাঁর নিজগুণে। আমার এমন কোন গুণ ছিল না—যাহা দ্বারা তাঁহার কৃপা লাভ করিতে পারি। তিনি ইচ্ছাময়, স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন। তিনি ইচ্ছা করিয়া আমায় দয়া করিয়াছেন ; এইমাত্র ঘটনা এই জীবনে।”

তাঁর জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপালাভ ছাড়া বলিবার মতো অন্য কোনও ঘটনা ছিল না! এবং এজন্যই মহাপুরুষ মহারাজের শ্রীরামকৃষ্ণময়তা শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তের প্রাণে একটি বিপুল উদ্দীপনা সঞ্চার করে। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই জানতেন না, বুঝতেন না। বেদ-বেদান্ত, ত্যাগ-তপস্যা, পূজা-আরাধনা, তীর্থ-ব্রত, জ্ঞান-ভক্তি, যোগ-যাগ, সেবা-কর্ম—স্বামী শিবানন্দের নিকট সকলই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন ব্যঞ্জনা মাত্র। উপেয় শ্রীরামকৃষ্ণ, উপায়ও শ্রীরামকৃষ্ণ। বীরভক্ত মহাবীর যেমন নিজের বক্ষ বিদীর্ণ করে দেখিয়েছিলেন—শ্রীরামচন্দ্রকে; তেমনি মহাপুরুষ মহারাজও প্রকটিত করেছেন তাঁর অন্তরের দেবতাকে এই ক'টি কথার মাধ্যমে—“…ঠাকুর আমার মা, আমার পিতা, আমার গুরু, আমার সর্বস্ব।…”

* * *

আজ প্রায় আঠাশ বৎসর হতে চলল মহাপুরুষজী এ পৃথিবীর পরপারে চলে গিয়েছেন। তিনি বলতেন,—ভগবদবতারের পার্ষদগণের নির্বাণমুক্তি নেই, মৃত্যুর পরেও তাঁরা দিব্যলোকে সূক্ষ্মদেহে বিরাজ করেন, ভগবৎধ্যানে ভগবৎ-সেবায় তৎপর থাকেন। তিনি আরো সহজ করে বলেছেন—“আমরা শ্রীরামকৃষ্ণলোকে যাব। …ঠাকুরের

সঙ্গে এক হয়ে থাকব।...তাঁকে ভাবলেই আমাদেরও ভাবা হবে।...” শ্রীরামকৃষ্ণগত-প্রাণ মহাপুরুষ মহারাজও নিশ্চিতই আমাদের দুর্নিরীক্ষ্য শ্রীরামকৃষ্ণলোকে এই ভাবে অবস্থান করছেন। আমরা ঠিক জানিনে। জানবার উপায় নেই; তবে বিশ্বাস করি—তাঁর কথা আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু বিশ্বাস অপেক্ষাও আমাদের বড় সম্বল আছে। তা তাঁর স্নিগ্ধ ভাস্বর জীবনের অপার্থিব অম্লান স্মৃতি। স্মৃতির শক্তি অপরিসীম। স্মৃতি ভবিষ্যৎকে বর্তমানে টেনে আনে—অতীতকে বর্তমানে সঞ্জীবিত করে।

এই গ্রন্থে সংকলিত মহাপুরুষজীর সহস্তলিখিত পত্রগুলির মধ্যে আমরা তাঁকে জীবন্ত কল্যাণমূর্তিতে প্রতিভাত দেখতে পাই। আরো দেখতে পাই—তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল জীবকল্যাণ। এবং ঐ কল্যাণব্রতের উদ্‌যাপনেই তাঁর সমগ্র জীবন ব্যতীত হয়েছে। হিমালয়ে তপশ্চর্যায় নিরত মহাপুরুষজী ভক্তের প্রশ্নে বলেছিলেন “...তিনি কৃপা করে আমার জীবন পূর্ণ করে দিয়েছেন।...নিজের মুক্তি কামনাও নেই। এখন একমাত্র প্রার্থনা—প্রভু, জীবজগতের কল্যাণ কর।...হিমালয়ে বসে সর্বক্ষণ ঠাকুরের কাছে এই প্রার্থনাই করছি। আমি জানি তিনি আমার প্রার্থনা শোনেন।....”

* * *

এ পত্রগুলি পাঠে শ্রীরামকৃষ্ণানুরাগী ভক্তগণ প্রভূত আধ্যাত্মিক প্রেরণা, অভয় এবং আশ্বাস স্বতঃই অনুভব করবেন, সন্দেহ নাই। ব্রহ্মবিদ্ পুরুষের পত্র তাঁর জীবনের একটি প্রত্যক্ষ স্পর্শ ও সৌরভ বহন করে আনে। যেন আমরা তাঁর কাছে বসে তাঁর সরল অথচ

গভীর উপদেশ শুনছি, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্কট ও সংঘর্ষ সমূহের সমাধান তাঁর কাছে জেনে নিচ্ছি। আত্মদ্রষ্টা-মহাপুরুষ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ভক্তকে পত্র লিখবার সময় তাঁর স্বকীয় ধর্মানুভূতি হতে পরম সত্যের সন্ধান দেন। মহাপুরুষজীর পত্রগুলিতে আমরা বিশেষ করে পাই তাঁর 'প্রাণের প্রাণ, সর্বস্বধন' শ্রীরামকৃষ্ণকে। তিনি সকলের কাছেই জানাচ্ছেন—শ্রীরামকৃষ্ণকে গ্রহণ করার আবেদন। শ্রীঠাকুরের চরণে আত্মনিবেদনেই ভক্তি মুক্তি সব করামলকবৎ হয়। এই পত্রে আমরা সাহিত্য বা ব্যাকরণ বা অলঙ্কারের পটুতা খুঁজিনে, এমন কি যুক্তি বা দার্শনিক তথ্যেরও সন্ধান করতে চাইনে। আমরা খুঁজি তাঁকে, তাঁর জীবন্ত সান্নিধ্যকে, তাঁর সকল-সংশয়-বিমুক্ত বৈরাগ্য-জ্ঞান-দীপ্ত প্রেমোজ্জ্বল চৈতন্যসত্ত্বাকে—সর্বোপরি মহাপুরুষজীর দেহ-প্রাণ-মনের ভিতর দিয়ে যে শ্রীরামকৃষ্ণ ফুটে বের হ'তেন—সেই প্রেমময় কৃপাময় আনন্দময় দেবতাকে। পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের বর্তমান লিপিসংকলনের পরিপূর্ণ সার্থকতা এই দিক থেকেই।

মহাপুরুষজীর এই পত্রগুলি পড়তে পড়তে তিনি আমাদের অন্তরে জেগে উঠেন, অভিনবরূপে—শ্রীরামকৃষ্ণময়রূপে। আমাদের মধ্যে যারা তাঁকে স্থূলশরীরে দেখি নি, স্থূলশরীর অপেক্ষাও স্পষ্টতর ভাবে তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারব—এই চিঠি গুলির ভিতরে। আর যারা তাঁকে দেখেছে—তারা পুনরায় শুনতে পাবে তাঁর মুখের কথা এবং তাঁর আশীর্বাদও প্রত্যক্ষ অনুভব করবে। তাঁর নিজের হাতে লেখা এই চিঠিগুলির মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের পাবন বিশ্বরূপত্ব স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। এ কিন্তু পত্র লেখকের কষ্ট-কল্পনা নয়—স্বতঃ-স্ফূর্ত অতীন্দ্রিয়

অনুভব। আর কী তন্ময়তার সঙ্গে তিনি চিঠি লিখতেন! তখন তিনি এক হয়ে যেতেন—তাঁর হৃদয়দেবতার সঙ্গে। তাঁর চিঠিতে যে আশীর্বচন লিখিত হয়েছে, অভয়বাণী ধ্বনিত হয়েছে—তা শ্রীরামকৃষ্ণেরই বাণী—শ্রীশ্রীঠাকুরেরই আশীর্বাদ।

*　　*　　*

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রত্যেক পার্ষদ বিশাল শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে তাঁদের নিজস্ব জীবন-প্রেরণা রেখে গিয়েছেন এবং তাঁদের প্রত্যেকের অবদানই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অনুপম। তাঁরা প্রত্যেকেই এই সঙ্ঘের সামূহিক শক্তি বর্ধিত করেছেন। প্রত্যেকেই আমাদের স্মরণীয় বরণীয়। পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের জীবনকেও শ্রীরামকৃষ্ণ-মহাশক্তির অঙ্গীভূত করে আমরা যখন অনুধ্যান করি, তখন তাঁর স্নিগ্ধ দীপ্তি আমাদের চমৎকৃত করে।

"…আমি শ্রীরামকৃষ্ণের চরণাশ্রিত দাস, এইমাত্র জানি। ইহার অধিক সত্য সত্যই জানি না।… ভরসামাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা—সে সম্বন্ধে নিশ্চয় আছে। এ জীবনে আমার আর কিছুই নাই এবং তাঁর কৃপায় অন্য কিছুর আকাঙ্ক্ষাও নাই।…" যখন তাঁর এই দীনোক্তিটি স্মরণ করি—তখন আমরা মুগ্ধ হই, বিহ্বল হই।

"আমি শ্রীরামকৃষ্ণের চরণাশ্রিত দাস"—এই ছিল তাঁর জীবনে শ্রেষ্ঠতম গৌরব।

সশক্তিক শ্রীরামকৃষ্ণের জয়, শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ-ভক্তের জয়, শ্রীরামকৃষ্ণ-আদর্শের জয়।

সংকলক

আলমোড়া
১৯১৩

7/48

শিবানন্দ-পত্রসংগ্রহ

শ্রীগুরবে নমঃ • (১) কানপুর

২৫।৩।১৮৯৫, সোমবার

মহাশয়েষু,

আমি ইতিপূর্বে যে কার্ড লিখিয়াছিলাম তাহা বোধ হয় পাইয়া থাকিবেন। আপনি লিখিয়াছিলেন—পরে অন্যান্য বিষয় জানাইব, কিন্তু এযাবৎ কিছুই ত লিখিলেন না। আপনি শারীরিক ও মানসিক কেমন আছেন লিখিবেন। আপনার চিন্তা আমার মনে প্রায়ই থাকে—বিশেষতঃ বারাণসীধাম যখনই মনে হয়, সঙ্গে সঙ্গে আপনার চিন্তারও উদয় হয়। পুনরায় কাশী যাইবার ইচ্ছা হইতেছে। ভাবিতেছিলাম গ্রীষ্ম সম্মুখে আসিতেছে, পার্বত্য প্রদেশে যাই ; কিন্তু নিশ্চয় বলিতে পারিতেছি না বিশ্বনাথ তাঁর ৺কাশীধামে লইয়া যাইবেন, কি উত্তরাখণ্ডে। কিন্তু কাশীর দিকেই আকর্ষণ অধিক বোধ হইতেছে।

এখানকার Editor (সম্পাদক) মহাশয় প্রথমবারের কাগজেই আপনার প্রেরিত হিন্দুধর্ম সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তর ছাপাইবেন।

সম্প্রতি এখানে একটি পরিচিত বাঙ্গালী যুবকের কাছে গঙ্গাধর (অখণ্ডানন্দ) বাবাজীর সংবাদ পাইলাম। তিনি প্রায় ৪।৫ মাস তাঁহার সঙ্গে শ্রীনাথদ্বারাতে ছিলেন। বাবাজী তাঁহার দ্বারা সেখানে

একটি স্কুল স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন ; কিন্তু কৃতকার্য হন নাই……। আরো কোন কোন বিষয় শুনিলাম, যদি ইহার মধ্যে সাক্ষাৎ হয় ত বলিব।

শ্রীগুরুদেবের জন্মোৎসব সম্বন্ধে পত্র পাইয়াছি। অতি সমারোহের সহিত তাহা সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। লোকসমাগম আশাতীত হওয়ায় খাদ্যসামগ্রী যাহা আয়োজন করা হইয়াছিল তাহাতে সংকুলান হয় নাই এইরূপ তাঁহারা লিখিয়াছেন। আমার সস্নেহ আশীর্বাদ জানিবেন ও পুত্রপৌত্রাদিকেও জানাইবেন। উপেন্দ্রনাথ এখন মানসিক সুস্থ আছেন ত ? ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম ভরসা

(২)

মঠ

৭ই মে, ১৮৯৬

মহাশয় !

কেমন আছেন ? আপনার শারীরিক ও মানসিক কুশল জানিতে ইচ্ছা হয়। পর্বতে যাইবার কি হইল ? নিরঞ্জনানন্দ আলমোড়ায় পৌঁছিয়াছেন ও হিমালয় প্রথমবার দর্শন করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছেন।

মানসিক উন্নতি তখনই ঠিক বুঝিতে পারা যায়, যখন বিষয়কে বিষবৎ বোধ হয়—আত্মীয় স্বজন হইতে দূরে থাকিতে স্বতঃই ইচ্ছা হয়। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব (৩) চিলকাপিটা হাউস, আলমোড়া
শ্রীচরণভরসা কুমাউন, উত্তর প্রদেশ, ১৬।৮।১৩

প্রিয় যতুনাথ,

তোমার প্রেরিত কাপড়খানি এবং তার কোনে বাঁধা ॥৹ (আট আনা) যথা সময়ে পাইয়াছি। কাপড়খানি উত্তম হইয়াছে। পার্শেলের ভিতর চিঠিপত্রাদি কখনও দিও না। তোমার চিঠিও আজ পাইয়াছি। আমি এখান হইতে কবে যাইব তাহা ঠিক বলিতে পারিতেছি না—প্রভুর ইচ্ছা যাহা তাহাই হইবে। তিনি যে জন্য আমায় এখানে আনিয়াছেন তাহা আগে সফল হউক, পরে এখান হইতে যাওয়ার বিষয় চিন্তা করা যাইবে। তোমার সহিত সাক্ষাৎ যখন প্রভুর ইচ্ছা হইবে, তখনই হইবে—আমি স্বাধীন নহি।

তোমার ইচ্ছা প্রভু নিশ্চয়ই পূর্ণ করিবেন, খুব ভজন কর। শ্রীশ্রীমা সম্ভবতঃ ৺জগদ্ধাত্রী পূজার পর কলিকাতায় আসিবেন। তুমি মঠ বা উদ্বোধন আফিস হইতে সেই সময় সংবাদ লইও। আমি এখান হইতে ঠিক সংবাদ বলিতে পারিব না। আমিও যদি সে নাগাত যাই ত তোমায় লিখিব। আমায় দেখিবার জন্য তুমি অত ব্যস্ত হইও না। প্রভুর জন্য তোমার মন খুব ব্যগ্র হউক এই আশীর্বাদ আমি তোমায় করি। গুরু ও মন্ত্রের জন্য ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নাই। তুমি প্রভু রামকৃষ্ণ যুগাবতারের শরণ লইয়াছ—তাঁর নামই তোমার মন্ত্র। লোকের কথা তোমার শুনিবার প্রয়োজন নাই।

এ বহু দূরে, কোন ফলাদি পাঠাইও না—সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইবে। বৃথা বহু ব্যয় করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তুমি যে পয়সা

পাঠাইয়াছ তাহা দ্বারাই আমি এখানে ফলটল যাহা হয় কিনিয়া খাইব সেজন্য কোন চিন্তা নাই। এখানে লেবুও খুব। যে স্থানে রহিয়াছি, সে বাগানেই কত লেবু।

তুমি শারীরিক সুস্থ আছ শুনিয়া বড়ই সুখী হইয়াছি। আমিও এখানে মন্দ নাই—প্রভুর ইচ্ছায়। তবে পল্টু বাবুর ছেলেটি এখনও বড়ই অসুস্থ। তাঁরা সকলেই খুব কাতর হইয়া রহিয়াছেন। প্রভুর কৃপায় ছেলেটি সুস্থ হইলে বড়ই আনন্দের বিষয় হয়—সর্বদাই এই প্রার্থনা করিতেছি।

তুমি প্রভুকে খুব ডাক—তিনি নিশ্চয়ই তোমায় কৃপা করিয়াছেন এবং আরও করিবেন ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমার সহিত সাক্ষাতে তত ফল হইবে না যত তাঁর ভজনে হইবে ইহা নিশ্চয় জানিও। তুমি আমার আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে।

ইতি—তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

পুঃ—তুমি শুদ্ধসত্ত্ব, কামকাঞ্চন-ত্যাগী, দয়াল রামকৃষ্ণ যুগাবতারের শরণ লইয়াছ, তোমার আবার বিবাহ কি? ওসব কথা মনে আসিতে দিও না। কেহ বলিলে যেরূপ জোরের সহিত উত্তর দিয়াছ ঐরূপ জোরেই বলিবে। সংসারে আসক্ত জীব সর্বদাই ঐরূপ কথা-সকলই বলিয়া থাকে। তুমি পরম-পবিত্র দয়াল রামকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়াছ, তাঁর ত্যাগী সন্তানদের প্রীতিলাভ করিয়াছ—নিশ্চয় বিবাহ করিবে না—এরূপ দৃঢ় সংকল্প সর্বদাই মনে রাখিবে। সংসারাসক্ত মানবের ভয় দেখানতে ভীত কখনই হইবে না। আমাদের অভয়বাণী সর্বদাই

মনে রাখিবে। বিবাহিত জীবনে ভগবানে ঠিক ঠিক অনুরাগ হওয়া বড়ই কঠিন ; কিছু কিছু সামান্য হইতে পারে, কিন্তু সে কিছুই নয়। তবে অবিবাহিত হইলেই যে ভগবানে বিশ্বাস ভক্তি হয় তাও বলি না। যদি কোন অবিবাহিত যুবকের ভাগ্যবলে ভগবানে অনুরাগ জন্মে, তবে সে যেন অবিদ্যামায়ার প্রলোভনে কখনও বিবাহ না করে—এই আমার বক্তব্য। তোমাকে আমি তা পূর্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি।

শ্রীশ্রীগুরুদেব (৪) চিল্কাপিটা হাউস, আলমোড়া·
শ্রীচরণভরসা কুমাউন, উত্তরপ্রদেশ, ১৮।১২।১৩

প্রিয় যদুনাথ,

তোমার প্রীতিপূর্ণ পত্রখানি যথা সময়ে পাইয়াছিলাম। তুমি শারীরিক ভাল আছ শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম। প্রভুর শরণাপন্ন হইয়াছ, ধর্মপথে রহিয়াছ, তোমার ভয় কি ? কে তোমার কি করিবে ? কোন ভয় নাই। প্রভুর সেবা কর, খুব স্মরণ কর। সংসারের আপদ বিপদ কেবল তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তাঁকে স্মরণ করিলেই ভক্তি বৃদ্ধি হয়—ভক্তের পক্ষে এই লাভ। তাঁর কৃপায় বিপদ সম্পদ হইয়া দাঁড়ায়।

সব স্থানের অপেক্ষা আমি হিমালয়ে থাকি ভাল, তার কোন সন্দেহ নাই। প্রভুই জানেন—ইহার কারণ কি।

বাংলাদেশে যাওয়ার এখনও কিছুই স্থির করি নাই। যেমন তাঁর ইচ্ছা হইবে তাহাই হইবে।

এখানে এখন আমি একলাই আছি। শ্রীশ্রীপ্রভুর ভক্ত পল্টুবাবু এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন, কারণ তাঁহার পুত্রের অসুখের এখানে বিশেষ কোন উপকার হইল না এবং শীতও অত্যন্ত পড়িল।

এখন এখানে সমস্ত পর্বতশৃঙ্গে বরফ পড়িতেছে—অতি অনুপম শোভা। অবশ্য শীতও ভয়ানক—তার সন্দেহ নাই।

তুমি যেরূপ খেলার মত প্রভুর সেবা করিতেছ তাহাই কর। ইহা তাঁর বড় প্রিয়। প্রেমের সহিত যেরূপ ভোগাদি দিতে ইচ্ছা তোমার হইবে তাহাই দিবে। তিনি নিশ্চয়ই তাহা গ্রহণ করেন জানিবে; কিছুমাত্র দ্বিধা করিও না—প্রেমে কোন বিচার নাই।

হাঁ, আমি একবার শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীজী কর্তৃক প্রেরিত হইয়া কলম্বো গিয়াছিলাম। সেখানে বিবেকানন্দ সোসাইটী নামে এখন একটি সমিতি স্থাপিত হইয়া কার্য হইতেছে। অবশ্য, প্রভুর ইচ্ছায়, আমার সেখানে অবস্থানকালীন সে সমিতি আরম্ভ হয়। ভারতবর্ষের নানা-স্থানে প্রভুর ইচ্ছায় কতক কতক পরিচিত ভক্ত আছেন।

তুমি প্রভুর সম্বন্ধে যাহা দেখিয়াছ, স্বপ্নেই হউক আর জাগ্রতেই হউক তাহা ঠিক। এইরূপ যত দেখিবে ততই তোমার বিশ্বাস ভক্তি বাড়িয়া যাইবে। এখনও অনেক রকম দেখিবে।

আমি শারীরিক একপ্রকার মন্দ নাই। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও ভালবাসা জানিবে। তোমার কেহ কিছু করিতে পারিবে না—ভয় নাই, প্রভু তোমায় রক্ষা করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিবে। ইতি—

তোমার চিরশুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ।

শ্রীশ্রীগুরুদেব (৫) চিলকাপিটা হাউস্, আলমোড়া

শ্রীচরণভরসা কুমায়ুন, উত্তর প্রদেশ, ২১।১।১৪

প্রিয় যতুনাথ,

তোমার পত্র যথা সময়ে পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। প্রভুর কৃপায় তুমি যেরূপ স্বপ্ন দেখ তাহাতে তাঁর চরণে তোমার বিশ্বাস, ভক্তি দিন দিন বৃদ্ধি হইবে নিশ্চয় জানিও। বাস্তবিকই এরূপ স্বপ্ন অপর কাহাকেও বলিতে নাই—অবশ্য আমায় বলিতে ক্ষতি নাই। এখনও আরো অনেক প্রকার দর্শন শ্রবণ হবে—ক্রমে দেখতে পাবে।

আমার এখানে থাকিতে কোন বিশেষ কষ্ট নাই—প্রভুর কৃপায়। অবশ্য শীত খুব, কারণ হিমালয় পর্বত—বুঝিতেই পারিতেছ। কিন্তু প্রায় ২।৩ সপ্তাহ হইতে শীত অস্বাভাবিক রূপে কমিয়া গিয়াছে; দেশের শস্য এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে ইহা বড়ই খারাপ। আমি একসের করিয়া দুধের বন্দোবস্ত করিয়াছি। অন্যান্য খাবার লোকে সহর হইতে দিয়ে যায়। দুধ ভালই পাই, টাকায় আট সের করিয়া দেয়। তুমি সেজন্য কিছুই ভাবিত হইও না।

তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে। তুমি নিশ্চিন্তে প্রভুর সেবায় নিযুক্ত থাক—তাঁর কৃপা তোমার উপর হইয়াছে নিশ্চয় জানিও। এখন কেবল তাঁকে ভালবাস। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ — (৬) — চিলকাপিটা, আলমোড়া
উত্তর প্রদেশ, ১৪।৮।১৪

প্রিয় যদুনাথ,

তোমার সকল পত্রই পাইয়াছি। প্রভুর উৎসবের বিবরণ পড়িয়া বড়ই আনন্দ হইল। ভক্তদের উৎসাহ, তোমার বাটীর সকলের প্রীতির সহিত যোগদান এবং পরিশ্রম স্বীকার করিয়া রন্ধনাদি করা, ছাত্রদের যত্ন—এসকল শুনিয়া মনে যে কি পর্যন্ত আনন্দ অনুভব করিয়াছি তাহা লিখিয়া কি জানাইব। একটি ভক্ত যেখানে বাস করে তার প্রভাবে বহুদূর ব্যাপিয়া অনেক লোক প্রভুর কৃপায় ভক্ত হইয়া যায়। প্রভু চিরকাল এইরূপেই তাঁর মহিমা প্রচার—করিয়া আসিতেছেন। তুমি নিশ্চয়ই ভাগ্যবান, ইহাতে আর সন্দেহ কি?

প্রায় ২ সপ্তাহের অধিক হইল, আমার শরীর বড়ই অসুস্থ হইয়াছিল। ২।১ দিন যাবত কিছু ভাল বোধ করিতেছি। ভয়ানক সর্দি, গা হাত পা ব্যথা এবং ২।১ দিন জ্বরভাবও হইয়াছিল। এখনও সম্পূর্ণ সারে নাই; তবে প্রভুর কৃপায় গ্লানি অনেকটা কমিয়া গিয়াছে।

আমি পূর্বে যে বাড়ীতে ছিলাম সে বাড়ীটি এক ভদ্রলোক ভাড়া লইয়াছেন; সুতরাং আমি কিছু দূরে আর একটি ছোট কুটীরে আসিয়াছি। পরে আবার কোথায় যাইব প্রভুই জানেন। তবে পত্র উপরোক্ত ঠিকানায় দিলেই আমি পাইব। তুমি আমার আন্তরিক

ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে। টাকা কড়ি কষ্ট করিয়া পাঠাইলে আমার মনে বড়ই কষ্ট হইবে জানিও, সুতরাং পাঠাইবার কোন প্রয়োজন নাই। এখানে এমন আম পাওয়া যায় না।
আজ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী—মহা পুণ্যের দিন। জয় রামকৃষ্ণ! ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

(৭) চিল্‌কাপিটা হাউস, আলমোড়া
উত্তর প্রদেশ, ৫।৯।১৪

প্রিয় যদুনাথ,

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। গতবার পত্র লিখিতে দেরী বোধ হয় হইয়াছিল—শরীর ভাল না থাকাই প্রধান কারণ। প্রভুর ইচ্ছায় আমার কোন কষ্ট নাই। কষ্ট হইলেও তিনি সমস্ত সুবিধা করিয়া দেন। আর্থিক অসুবিধাও নাই; কারণ অধিক প্রয়োজনও নাই। যাহা প্রয়োজন হয় তাহা সহজেই জুটিয়া যায়—সেজন্য তুমি কোন চিন্তা করিও না। প্রভুই গুরু পিতা মাতা সখা সহায় সম্পত্তি—সকলই। সুখ দুঃখ যাহা হয় সব তিনিই জানেন। যখন যেরূপ বিধান করেন অবনত মস্তকে এবং আনন্দে তাহা গ্রহণ করিতে হয়।

শ্রীমান প্রহ্লাদ চক্রবর্তীকে আমার আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্বাদ দিবে। প্রভুর ইচ্ছায় সে এশরীর স্বপ্নে দেখিয়াছে—প্রভু তাকে ভক্তি বিশ্বাস, পবিত্রতা দিন, ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা তাঁর শ্রীচরণে।

তোমাদের ওখানে ভক্তছাত্র আরো আছে শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। প্রভুর এই জন্যই নরদেহ ধারণ করা। বহু লোকের পারমার্থিক কল্যাণ সাধিত হইতেছে এবং আরো হইবে। তুমি বাস্তবিকই ভাগ্যবান্, তাই প্রভু তোমাকে ভক্ত করিয়া লইয়া তোমাকে হেতু করিয়া আরো কত ছেলেকে ভক্ত করিয়া লইতেছেন। ভগবান্ যখন অবতার গ্রহণ করেন, তখন এইরূপ লক্ষণ সব দেখা যায়। দেখিবে এখনও আরো কত ভক্ত আসিবে। প্রভু যাকে কৃপা করেন, তার আর ভয় নাই— (পূর্ব সংস্কারের দৃঢ়তা বশতঃ) পতন হইলেও, যাকে একবার কৃপা করেন তাকে তিনি আর কখনই ভুলেন না।

তুমি লিখিয়াছ যে তোমাকে দেখিলে আমি চিনিতে পারিব না। ইহার কারণ আমি বুঝিতে পারি নাই। তোমার চেহারা আমার সম্পূর্ণরূপে মনে রহিয়াছে, স্নুতরাং না চিনিবার কোন কারণ নাই। তুমি প্রভুর ভক্ত। তাঁর পূজা, সেবা, জপ, ধ্যান এবং তাঁর বিষয় চর্চা যত করিতে থাকিবে ততই তুমি আমাদের নিকটবর্তী থাকিবে নিশ্চয় জানিও।

আমি কুটীরে থাকিয়া প্রভুর ইচ্ছায় কোন কষ্ট পাই না। তাঁর ইচ্ছা হইলে যে কোন আশ্রমেই হোক যাইব। তুমি আমার আশীর্বাদ ও আন্তরিক ভালবাসা জানিবে এবং আর আর ভক্ত ছেলেদেরও জানাইবে। মধ্যে মধ্যে কুশল সংবাদ দানে সুখী করিবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৮) চিল্‌কাপিটা হাউস্‌, আলমোড়া
উত্তর প্রদেশ, ২৬।১০।১৪

প্রিয় যদুনাথ,

অনেকদিন তোমার ও অন্যান্য ভক্তদের সংবাদ পাই নাই। আশা করি সকলে শারীরিক ও মানসিক কুশলে আছ। আমিও প্রভুর কৃপায় একরকম আছি।

মধ্যে ৺কালী পূজার পূর্বেই ৺কাশী যাইবার প্রস্তাব হইয়াছিল; কারণ মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী) ৺কাশীধামে শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রমে প্রতিমায় মহামায়ার আরাধনা করিয়াছিলেন এবং সেজন্য আমাকে যাইতে বলিয়াছিলেন। আমিও প্রস্তুত হইয়াছিলাম; কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা না হইলে কোন কাযই হয় না। ঘটনাচক্রে কুলি পাওয়া গেল না এবং কুলি না পাইলে যাওয়া হইতেই পারে না। রেল-ষ্টেসন থেকে এ স্থান প্রায় ৩৯।৪০ মাইল। পর্বত চড়াই করিয়া আসিতে হয় এবং যাইবার সময়ও তাই। এক রকম চেয়ারের মত যান আছে, তাহাতেই বসিতে হয় এবং ছয় জন কুলি উহা বহন করিয়া লইয়া যায়। সুতরাং কুলি না পাইলে আমাদের মতন লোকের যাওয়া অতিশয় কষ্টকর। যাহা হউক প্রভুর যাহা ইচ্ছা তাহা মঙ্গলের জন্য, তাহার কোন সন্দেহ নাই। এবার এখানে শীত কিছু অর্থাৎ এক বা দেড় মাস আগেই পড়িল। যেরূপ শীত এখন হইয়াছে ডিসেম্বর মাসে সেরূপ হয়। ইহার কারণ এবার এখানে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি ক্রমাগত হইতেছে এবং মধ্যে মধ্যে শিলাবৃষ্টিও হইয়া গিয়াছে।

তুমি ও তোমার ভক্ত-বন্ধুরা আমার আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে। এবার যদি শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছা হয় ত ৺কাশী যাইতে পারি। তোমাদের কুশল সহ শীঘ্র পত্র লিখিও। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৯) শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রম, লাক্সা
বেনারস সিটি, ১৪।১২।১৪

প্রিয় যদুনাথ,

তোমার পত্র যথা সময়ে পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। তুমি ভাল আছ এবং ভক্ত ছেলেগুলিও সকলে ভাল আছে জানিয়া বড়ই আনন্দ হইয়াছে। পুরাতন কথা সব ভুলিয়া যাও; যাহা হইয়া গিয়াছে সমস্তই প্রভুর ইচ্ছা বলিয়া নিশ্চয়ই জানিবে। অন্য কোনরূপ ভাবিলেই অশান্তি ভোগ করিতে হয়।

তোমাদের ৺বারাণসী আসিবার কথা হইতেছে, বড়ই উত্তম, তবে এ আশ্রমে একান্ত স্থানাভাব। আমরা একমাস আশ্রমের নিকটস্থ কোন এক ভক্তের বাড়ীতে ছিলাম। পরে আশ্রম হইতে ২।৩ জন সাধু মঠে এবং অন্যত্র যাওয়াতে কিছু স্থান খালি হওয়ায় আমরা আশ্রমে একজন ও সেবাশ্রমে দুজন—এই প্রকারে রহিয়াছি। তোমরা যদি আস তাহা হইলে নিকটে একটা ছোটখাট স্থান দেখিয়া নিতে হইবে। অধিক বিছানাপত্র আনিবার প্রয়োজন কি? দুখানা করিয়া কম্বল হইলেই চলিতে পারে।

প্রভু তোমায় খুব ভক্তি, বিশ্বাস দিন—ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা তাঁর শ্রীচরণে। অধিক লম্বা পত্র লেখা আমার আসে না। সুতরাং এ ছোটখাট পত্রেই সন্তুষ্ট হইও। আমার শরীরটা পর্বত হইতে আসা অবধি তত ভাল থাকিতেছে না। ভক্ত ছেলেগুলিকে আমার আশীর্বাদ ও ভালবাসা অবশ্য অবশ্য জানাইবে। প্রভু তাদেরও খুব ভক্তি বিশ্বাস দিন। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (১০) শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম, লাক্সা বেনারস সিটি, ৫।১।১৫

প্রিয় হরিচরণ,

তোমার ২২।১২।১৪ তারিখের পত্র যাহা Duars (ডুয়ার্স) হইতে লিখিয়াছিলে তাহা যথা সময়ে পাইয়াছিলাম এবং প্রেরিত Writing pad (চিঠির কাগজের প্যাড) একখানি এবং perpetual calander (স্থায়ী ক্যালেণ্ডার) একখানি গতকল্য পাইয়াছি। দ্বিতীয় খানি আশ্রমের বড়ই কাযে লাগিবে, প্রথম খানি আমি নিজে ব্যবহার করিতেছি—অতি উত্তম হইয়াছে।

যে কাজের জন্য Duars-এ গিয়াছিলে তাহা হইয়াছে তো? আমার বোধ হয় উহাতে কোম্পানির কাজের উন্নতি হইবে।

প্রভুর স্মরণে তোমার শারীরিক ও মানসিক কামভাব সকল দমিত হইয়া যাইবে তাহার সন্দেহ নাই। প্রভু স্বয়ং জন্ম হইতে কামজয়ী, তাঁর স্মরণে জীবের কাম ইত্যাদি সকল রিপুই দমিত হয়। কেবল প্রাণের সহিত তাঁর কাছে চাওয়া—ইহা হইলেই রিপু-দমন নিশ্চয়ই হইবে। ভয় নাই, তিনি তোমাকে দেখিতেছেন।

তুমি শারীরিক ভাল আছ জানিয়া খুবই সুখী হইয়াছি। আমার শরীর তত ভাল থাকিতেছে না; পর্বতে ভাল ছিলাম। এখানে আসা অবধি প্রায় ২ মাস হইল সর্দি লাগিয়াই আছে। এখানেই যখন শরীর এরূপ তখন বাংলাদেশে গেলে এর চেয়ে আরো খারাপ হইবার সম্ভাবনা। দেখা যাক প্রভুর ইচ্ছা যেরূপ হয়।

তুমি আমার আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে। সুবিধা হয় তো ৩ জোড়া কাল রংএর গরম মোজা পাঠিয়ে দিও। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

(১১)

চিলকাপিটা, আলমোড়া
উত্তর প্রদেশ; ১৮।৪।১৫

প্রিয় হরিচরণ,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তুমি কাযের জন্য বড় মনোকষ্টে আছ, প্রভু তোমার কষ্ট দূর করিবেন। ভক্ত যেজন্য মনে কষ্ট পায় প্রভু তাহা জানেন এবং তাহা দূর করিয়া শান্তি দেন, ইহা নিশ্চয় জানিও। কোন ভয় নাই, শুভকার্যের অনুষ্ঠান তোমরা করিয়াছ, তোমাদের মনে কাহাকে কষ্ট দিবার বা প্রতারণা করিবার উদ্দেশ্য নাই, বরং যাহাতে অনেকের কল্যাণ হয় এই উদ্দেশ্যে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছ। প্রভু এরূপ কার্যে নিশ্চয় সহায়তা করিবেন জানিও। কার্য উদ্ধার হইয়া যাইবে, তুমি মনে কষ্ট করিও না। প্রভুর চরণে প্রার্থনা করিবে এবং উদ্যম ও বিশ্বাসের সহিত কার্য করিতে থাক। তাঁহাকে স্মরণ মনন সর্বদাই করিবে। কোন চিন্তা নাই, মনে কষ্ট করিও না।

Daily News (ডেইলি নিয়ুজ) খানি শীঘ্র এই ঠিকানায় পাঠাইতে বলিয়া দিও। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও ভালবাসা

জানিবে এবং মধ্যে মধ্যে সমস্ত খবর লিখিবে। হরি মহারাজের স্বাস্থ্যের এখনও কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই। পথের কষ্টে খুব ক্লান্ত হইয়াছিলেন এবং কোমরে একটা ব্যথা হইয়াছিল, তার কারণ দুইদিন ক্রমাগত ডাণ্ডিতে বসিয়া আসা এবং এখানে আসিয়াও উপরনীচ করা। পাহাড়ে জায়গা, সমতলভূমি তো নয়? যাহা হউক ব্যথাটা ক্রমে কমিতেছে। এখানে আসিয়া অবধি ক্রমাগত মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ও খুব ঠাণ্ডা ছিল, সেজন্যও হরিমহারাজের শরীর খারাপ ছিল। কিন্তু ২।৩ দিন যাবত আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছে, রৌদ্র ও সময় সময় হইতেছে, তাঁর শরীর ও কিছু কিছু ভাল বোধ হইতেছে।

তুমি পুনরায় আমার আশীর্বাদ জানিবে এবং মনের আনন্দে থাকিবে। কোন ভয় নাই প্রভুর কৃপায়। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (১২) চিলকাপিটা, আলমোড়া উত্তর প্রদেশ—১৪।৫।১৫

প্রিয় যদুনাথ,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। প্রভুর মহিমা ওখানে ধীরে ধীরে বাড়িতেছে শুনিয়া কত যে আনন্দ হইতেছে তাহা লিখিয়া কি জানাইব? এ তাঁর কাজ, তিনি নিজেই করিতেছেন। তুমি উপলক্ষ্য মাত্র হইয়া ধন্য হইয়া যাইতেছ এবং যে যে ভক্তেরা

তোমার সহিত যোগদান করিতেছে, তাহারাও ধন্য হইয়া যাইতেছে। ইহাই নিশ্চয় জানিও। বিপক্ষ দলের লোকেরা যাহা ইচ্ছা করুক। তোমরা প্রভুর কায করিয়া যাও। তোমরা কখনও কাহারো সহিত বিবাদ করিও না। নীরবে প্রভুর ভজন, সাধন ও শুভকার্য করিতে থাক। কিছুদিন পরে তোমাদের চরিত্রে সকলেই মুগ্ধ হইবে এবং প্রভুর চরণে মস্তক লুটাইবে নিশ্চয় জানিও। ধৈর্য, ধৈর্য, ধৈর্য, অবিচলিত ধৈর্য চাই। প্রভুই সম্বল প্রভুই বল, প্রভুই সহায়, আর কিছুই নাই। তোমাদের কেহই তাড়াইতে পারিবে না, বরং প্রভু আরো দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইবেন, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

ভদ্রলোকের ছেলেরা পাট ক্ষেতের আগাছা উঠাইয়া অর্থ-সংগ্রহ করিতেছে এবং তদ্দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করিবে। আহা! প্রভুই তাদের এই শ্রমের শুভ ফল নিশ্চয় দিবেন। তারপর সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠার সংকল্প হইতেছে—ইহা আরো সুন্দর। প্রভু তোমাদের এই সকল শুভ উদ্যমে সহায় হউন, ইহাই আমার প্রাণের প্রার্থনা—তাঁর শ্রীচরণে।

ধন্য এই সব ছেলেরা যারা প্রভু এবং তাঁর ভক্তদের স্বপ্নে দেখে। তারা সকলেই প্রভুর আশ্রয় পাইয়াছে—আমার বিশ্বাস। বল্লারতন-গঞ্জের ছেলেটিকে আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও ভালবাসা দিবে এবং বলিবে—তাদের উপর প্রভুর কৃপা হইতেছে, আরও হইবে ধীরে ধীরে। ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই।

তোমার অর্থাভাব, অন্নবস্ত্রাভাব শুনিয়া মনে বড়ই কষ্ট পাইলাম। প্রভু শীঘ্রই তোমার এই সব অভাব পূর্ণ করিবেন। এত পরিমাণে

করিবেন যে তখন তুমি চমৎকৃত হইবে এবং প্রভুর ভজন ও কার্য আরো দ্বিগুণ উৎসাহে করিবে—ইহাই আমার মনে হয়।

রজনীবাবুর স্বতন্ত্র পত্র পাইলাম,—তাঁকেও পৃথক উত্তর দিতেছি। তুমি পত্রখানি তাঁকে দিও।

তুমি ও ভক্তেরা সকলে আমার আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

(১৩)

চিলকাপিটা, আলমোড়া
উত্তর প্রদেশ, ২০।৫।১৫

প্রিয় হরিচরণ,

৩।৪ দিন হইতেই তোমায় পত্র লিখিব বলিয়া খুবই মনে করিতেছিলাম, কারণ অনেকদিন তোমার পত্রাদি পাই নাই। আজ তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। অজীর্ণের মত হইয়াছে লিখিয়াছ, খাওয়া দাওয়া বিশেষ সাবধানে করিবে। আহারাদির অনিয়মেই অজীর্ণ হয়। মনে মধ্যে মধ্যে কুচিন্তা আসে লিখিয়াছ, উহা আর কিছুই নয়—সংস্কারবশতঃ ঐরূপ হইতেছে। কোন ভয় নাই, খুব প্রভুর স্মরণ মনন করিবে, কখনই তিনি তোমাকে পাড়তে দিবেন না। সংসারের সংস্রবে থাকিলে মনে মধ্যে মধ্যে ওরূপ কুচিন্তা আসে; কিন্তু অধিকক্ষণ স্থায়ী হতে পারে না। প্রভুর খুব স্মরণ এবং প্রার্থনাই একমাত্র ভরসা জানিবে।

হরি মহারাজ কিছু ভাল বোধ করিতেছেন প্রভুর কৃপায়। বোধ হয় এ বাড়ীটি আমাদের শীঘ্র ছাড়িতে হইবে, কারণ ভাড়ার জন্য লোকে লিখিতেছে সুতরাং আর একটি বাড়ীর চেষ্টা হইতেছে। এখানে ভাড়া দিতে হয় না ইহা আমাদের বড়ই সুবিধা ছিল প্রভুর ইচ্ছায়। এবার বাড়ী-ভাড়া করিতে হইবে। প্রভুর ইচ্ছায় যেমন হইবে পরে লিখিব। তুমি আমার ও হরি মহারাজের আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে এবং শারীরিক ও মানসিক কুশল মধ্যে মধ্যে লিখিয়া সুখী করিবে।

এখানে গত দুই রাত্রি খুব বৃষ্টি হইয়াছে, সুতরাং বেশ ঠাণ্ডা। কলিকাতায় কেমন? ইতি— তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

পুঃ—দাসুর খবর কি? বহুকাল তার পত্রাদি পাই নাই। সে ভাল আছে ত?

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (১৪) চিলকাপিটা, আলমোড়া উত্তর প্রদেশ, ১।৬।১৯১৫

প্রিয় হরিচরণ,

তোমার ২৭।৫ তারিখের পত্র যথাসময়ে পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। আমাদের বাসের জন্য ঘরের সুবিধা হইয়াছে প্রভুর ইচ্ছায়। সেজন্য তুমি কিছুমাত্র চিন্তিত হইও না। আমরা প্রভুর কৃপায় তাঁর আশ্রিত চিরদাস, তিনি আশ্রিতের সুখ-দুঃখ সুবিধা-অসুবিধা সর্বপ্রকারেই দেখিতেছেন।

তুমি লিখিয়াছ তুমি এখন বিষম সংসারজালে পড়িয়াছ এবং আর কোন দিকে উপায় দেখিতেছ না। উপায় কেবল প্রভুর স্মরণ মনন ও প্রার্থনা—বালকের ন্যায় কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা। তিনি নিশ্চয়ই প্রার্থনা শুনেন—কোন চিন্তা নাই। তিনি ভক্তবৎসল, ভক্তের বিপদ হইলেই সেই বিপদভঞ্জন রামকৃষ্ণ তখনই তাকে উহা হইতে উদ্ধার করেন। সংসার বাস্তবিকই বিপদসঙ্কুল স্থান, এই জন্য সদা-সর্বদা তাঁকে স্মরণ মনন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাঁকে ভুলিলেই বিপদ। আমি জানি তুমি কখন তাঁকে ভুলিবেনা। বিপদে ভক্ত তাঁকে আরো প্রাণ ভরে ডাকে; এইজন্যই সংসারে বিপদের সৃষ্টি। তা না হলে কেহই তাঁকে ডাকিত না; সংসারের সম্পদে সকলেই তাঁকে একেবারে বিস্মৃত হইয়া যাইত। অতএব তুমি প্রাণভরে রামকৃষ্ণ বলে কাঁদ—আনন্দে ভেসে যাবে, আশায় প্রাণ ভরে যাবে। ভক্ত-বৎসল পতিতপাবন রামকৃষ্ণই এ যুগের অবতার, তুমি তাঁর আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছ, তোমার আবার বিপদ-ভয় কি? বিপদে বরং তোমার প্রাণে আরো ভক্তির সঞ্চার হবে—ভক্তির প্রবাহ বহিয়া যাইবে। তুমি যুগাবতার রামকৃষ্ণের শরণাগত—তোমার কাছে সংসার অতি তুচ্ছ, অতি ক্ষণস্থায়ী। তুমি সেই নিত্যধনের অধিকারী। তুমি সংসারের বিপদ এবং সম্পদ উভয়কেই উপেক্ষা করিবে। তুমি সংসারের বাহিরের বা সংসারের সার পদার্থ সেই মহান্ রামকৃষ্ণের চরণের আকাঙ্ক্ষী। সংসারের বিপদ তোমায় কি ভয় দেখাবে বা সংসারের সম্পদ তোমায় কি উল্লাসিত করিবে? তুমি জান এ দু-ই অনিত্য, একমাত্র শ্রীরাম-কৃষ্ণই নিত্য। অধিক আর কি লিখিব। তুমি নির্ভয় হও, প্রভুর

চরণে প্রাণ ভরে প্রার্থনা কর, হৃদয়ের সম্পূর্ণ প্রেম তাঁকে দাও এবং আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও ভালবাসা গ্রহণ কর। শীঘ্র আবার পত্র লিখিবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

(১৫)

চিলকাপিটা, আলমোড়া
উত্তর প্রদেশ, ২৯।৬।১৫

প্রিয় যদুনাথ,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। অবশ্য গ্রামে থাকিতে পারিলেই খুব ভাল হইত। রজনীবাবুকেও আমি এ বিষয়ে লিখিয়াছিলাম। যাই হোক, যদি প্রভুর ইচ্ছায় গ্রামে তাঁর ভক্ত-সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইয়া থাকে তবে উহা হইতে থাকিবে। তাঁর যদি একান্তই ইচ্ছা হয় যে তুমি অন্যত্র যাইবে—তাহাই শিরোধার্য করিয়া লইতে হইবে। ইহাতে আমার বলিবার কিছুই নাই। আমি ধ্রুব-নিশ্চয় জানি তাঁর ইচ্ছাতেই এই সমস্ত হইতেছে। তুমি নীরবে এত নির্যাতন সহ্য করিয়া অতি উত্তম কায করিয়াছ। প্রভু তার সুফল দিবেন নিশ্চয় জানিও, এবং ফল-কামনায় তোমার অধিকার নাই। তুমি সৎকার্য করিতেই বাধ্য। ফল তাঁর শ্রীচরণে অর্পণ করিয়া দাও। আর অধিক কি লিখিব? ইহাই ভগবদ্বাক্য, শ্রীগীতার বাক্য।

পূর্ব পত্রে সমস্ত লিখিয়াছি। অভিমান, অহঙ্কার কখনই মনে স্থান অধিকার করিতে দিও না। প্রাণভরে প্রভুর চরণে প্রার্থনা করিবে,

তাহা হইলেই শান্তি পাইবে। মিশনের সাধুরা ওঅঞ্চলে খুব কায করিতেছে শুনিয়া হৃদয় প্রফুল্ল হইল। প্রভু তাদের কুশলে রাখুন এবং তারা খুব কৃতকার্য হউক—ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

আজ তোমার নামে একখানি নূতন থানধুতি রেজেষ্টারী পার্শেলে পাঠাইলাম। সেখানি পরিবে এবং আমায় জানাবে। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও ভালবাসা জানিবে। প্রভুরই ইচ্ছা পূর্ণ হউক, ভক্তের এই কথা। প্রভু তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করুন। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুঃ—তুমি ভালই থাকিবে। ভক্তেরাও সব ভাল থাকিবে - কোন চিন্তা নাই। যদি একান্তই অন্যত্র যাও, যাবার দিন একখানি পত্র লিখে যেও এবং নূতন স্থানে যাইয়াও পত্র লিখিও।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (১৬) চিলকাপিটা, আলমোড়া
উত্তর প্রদেশ, ১৫।৭।১৫

প্রিয় রামমোহন,

যদুনাথের পত্রের সঙ্গে তোমার একখানি পত্র পাইয়া বড়ই সুখী হইয়াছি। প্রভুর কৃপায় তুমি যে সকল স্বপ্ন দর্শন করিয়াছ তাহাতে আমার বিশ্বাস—তোমার চিত্ত শুদ্ধ। শ্রীরামকৃষ্ণ যুগাবতার, জগৎগুরু। তিনি তোমাকে দয়া করিয়া এইরূপ উত্তম ও পবিত্র, হৃদয়-উন্নতকারী স্বপ্ন সকল দেখাইতেছেন। তুমি প্রভুর স্মরণ মনন, তাঁর নামজপ ও

তাঁর শ্রীমূর্তি চিন্তা করিবে ; তাহা হইলে তোমার পরম কল্যাণ হইবে, নিশ্চয় জানিও। এখন পাঠ্যজীবন—পড়াশুনা ভাল করিয়া করিবে। জীবন পবিত্র রাখিতে চেষ্টা করিবে। প্রভুর চরণে প্রার্থনা করিলেই মনে বল পাবে, ভক্তি বাড়িবে, বিশ্বাস বাড়িবে। অধিক আর কি লিখিব ? প্রভু তোমার কল্যাণ করুন – এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা। তুমি আমার আশীর্বাদ জানিও। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (১৭) চিলকাপিটা, আলমোড়া
উত্তর প্রদেশ, ২৪।৭।১৫

প্রিয় হরিচরণ,

আজ কয়দিন হইল তোমার এক পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। মহাদেব শ্রীগুরুমহারাজের কৃপায় তুমি সমস্ত বিপদ হইতে মুক্ত হইবে নিশ্চয় জানিও। সংসার বাস্তবিকই বিপদসঙ্কুল স্থান। প্রভু কৃপা করিয়া যাকে এই জ্ঞান দেন সে বাস্তবিকই ভাগ্যবান এবং সে কখনও এ সংসারের বিপদে বা সম্পদে হর্ষ বা বিষাদ বোধ করিবে না। সংসার এই দুই ভাবেই পূর্ণ—সম্পদ ও বিপদ। প্রভুকে দুই অবস্থার ভিতরেই দেখিতে হইবে, কারণ এ দুয়ের একটাও স্থায়ী নয়, কিন্তু প্রভু নিত্য—তাঁকে ভুলিলেই সর্বনাশ। অবশ্য সংসারে সকলকেই কায করিতে হইবে; তবে তাঁকে সর্বদা মস্তকোপরি রাখিতে হইবে।

পরে honesty, labour and perseverence (সততা কর্ম, ও অধ্যবসায়) দরকার। এইগুলি মানিয়া চলিলে তাদের কল্যাণ হইবেই হইবে।

তোমার শরীর এখন ভাল আছে শুনিয়া সুখী হইলাম। হরি মহারাজের শরীর মন্দ নয়—পূর্বাপেক্ষা বল পাইয়াছেন। বর্ষা এখানে যেরূপ আবশ্যক তাহা হইতেছে না, তবে হইবার আশা আছে। তুমি আমার আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে এবং মধ্যে মধ্যে কুশলসংবাদ দিয়া সুখী করিবে। ইতি— তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (১৮) চিলকাপিটা, আলমোড়া উত্তর প্রদেশ, ২৮।৭।১৫

প্রিয় নগেন,

তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। মধ্যে মধ্যে তোমাদের পত্র পাইলে সুখী হই। দেবেন মধ্যে মধ্যে আমায় লেখে। কি জানি প্রভুর ইচ্ছায় যতদিন তোমাদের সহিত পরিচয় হইয়াছে ততদিন হইতে তোমাদের যেন বড়ই আত্মীয় বলিয়া মনে হয়। তোমরা শ্রীশ্রীমা'র দয়া পাইয়াছ ইহাই মূলকারণ তাহার সন্দেহ নাই। নিশ্চয়ই তোমরা তাঁর কৃপায় শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে অচলা ভক্তি লাভ করিয়াছ এবং তাঁর পার্ষদেরা সকলেই তোমাদের বড় ভালবাসেন। আমি রাঁচীতে কয়দিন তোমাদের নিকট থাকিয়া আমার এরূপ ধারণা হইয়া

গিয়াছে যে, তোমরা আমাদের বড়ই আপনার লোক। এ সব শ্রীশ্রীমায়েরই খেলা।

পূর্ববঙ্গের দুর্ভিক্ষের ভীষণ মূর্তির ছবি অনেক কাগজে দেখিতেছি এবং পত্রাদিও পাইতেছি। অতি দুঃসময় তাহার সন্দেহ নাই। প্রভুর কি ইচ্ছা তিনিই জানেন। দয়া করুন, এই প্রার্থনা করি—আর কি বলিব? মিশন কিছু কিছু সেবা করিতেছেন সত্য; কিন্তু দুঃখের পরিমাণ এত অধিক যে লক্ষ লক্ষ টাকা হইলে তবে দুঃখ কতক দূর হয়। সবই প্রভুর ইচ্ছা। তিনি কৃপা করুন।

তুমি ও তোমার মাতাঠাকুরাণী, সেই ছেলেটি ও বাটীর সকলে আমার আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে। তুরীয়ানন্দস্বামী পূর্বাপেক্ষা অনেকটা ভাল আছেন।···মধ্যে মধ্যে তোমাদের কুশল সংবাদ পাইলে খুব সুখী হইব। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

(১৯)

চিলকাপিটা, আলমোড়া
উত্তর প্রদেশ, ৯।৮।১৫

প্রিয় নগেন্দ্রকুমার,

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। তোমার পত্র যদুনাথ আমায় পাঠাইয়াছিল কি না আমার স্মরণ হইতেছে না। যাই হউক তুমি যে প্রভুর শরণ লইয়াছ ইহাতে আমার পরমানন্দ। যে প্রভুর শরণ লয়, সে আমাদের বড় আত্মীয় বলিয়া মনে হয়। তাঁর

কাছে প্রার্থনা করিবার কোন বিশেষ প্রণালী নাই। প্রাণ ভরিয়া তাঁকে ভালবাস। তিনি তোমার পিতা, মাতা, গুরু, ইষ্ট ভগবান্ এবং জীবনের সর্বস্বধন—ইহা জানিয়া মনবুদ্ধি তাঁর পাদপদ্মে সব অর্পণ করিয়া দাও। তারপর তিনি যেমন করাইবেন তাহাই করিবে। ছোট ছেলে যেরূপ পিতামাতার কাছে আব্দার করে, সেই রকম তাঁর কাছে গোপনে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করিবে--প্রভু আমাকে ভক্তি দাও, বিশ্বাস দাও, আমি অজ্ঞান, তোমার শরণাগত আমায় সুবুদ্ধি দাও, যে ভাবে সংসারে থাকিতে হইবে সেইভাবে তুমি আমায় চালাও—তুমি আমার একমাত্র পরিচালক। তুমিই আমার পিতামাতা, বন্ধু, গুরু, ভগবান্ ইষ্ট। তুমি আমার জীবনের সর্বস্বধন—এইভাবে প্রাণ দিয়া প্রার্থনা করিবে। তাহা হইলেই তিনি তোমায় কৃপা করিবেন। তিনি পরম দয়াল, ভক্তবৎসল, ভগবান্। জীবের ভক্তি বিশ্বাস প্রেম তাঁতে হইবে বলিয়াই তিনি দয়া করিয়া এ যুগে রামকৃষ্ণরূপে সভক্ত অবতার হইয়াছেন। এইগুলি মনে দৃঢ়রূপে ধারণা করিবে। আর অধিক কি বলিব? এখন পাঠ্যজীবন, ভাল করিয়া লেখাপড়া কর। গুরুজনদের মান্য করিবে এবং যথাসাধ্য অসৎসঙ্গ পরিহার করিবে।

বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ—তুমি ত বালক, এখন ৮ম শ্রেণীতে মাত্র পড়িতেছে, এখন বিবাহের নামও মনে করিও না। এখন যত পবিত্র থাকিতে পারিবে তত প্রভুর প্রিয় হইবে এবং লেখাপড়াও ভাল হইবে। সেবা-শক্তি বাড়িবে, এখন বিবাহ কি? ছি! ছি! ও কথা মনেও আনিবে না। সমস্ত স্ত্রী—কি বালিকা, কি যুবতী, কি বৃদ্ধা, সকলেই সেই জগজ্জননী ভগবতীর রূপ বলিয়া মনে করিবে—

তবে প্রভু রামকৃষ্ণের প্রিয়পাত্র হইতে পারিবে। বিদ্যাভ্যাস কর, সংসারের অর্থাভাব দূর করিবার চেষ্টা পরে করিতে হইবে। ভাইগুলির লেখাপড়া যাহাতে হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সংসারে এইরূপ শুভকার্য অনেক আছে। দেখিতেছনা যে পূর্ববঙ্গে কি দুঃখ দারিদ্র্য এখন চলিতেছে! কতশত লোক অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে। অর্থ থাকিলে কত লোকের প্রাণ বাঁচান যায়। কত শুভকার্য অর্থের দ্বারা করা যায়।

যাহা হউক আজ এই পর্যন্ত। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও প্রীতি তুমি জানিবে এবং কখন কখন পত্র লিখিবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী-
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২০) চিল্‌কাপিটা হাউস্, আলমোড়া
উত্তর প্রদেশ, ১৪।৮।১৫

প্রিয় যদুনাথ,

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। তোমার একটা কায প্রভুর ইচ্ছায় শীঘ্র হইলেই বড় আনন্দ হয়—আশা হয় হইয়া যাইবে।

.... তোমাদের ওখানে আসিয়াছিল জানিয়া বড় আনন্দ হইল। প্রভুর কৃপায় নোওয়াখালি জেলার লোকের দুঃখ কতক পরিমাণে প্রশমিত হইয়াছে শুনিয়া বড়ই আশ্বস্ত হইলাম। কিন্তু অন্য অন্য স্থানে

এখন ভয়ঙ্কর অবস্থা হইয়া উঠিয়াছে। প্রভু দয়া করিয়া এ দুঃখ দূর না করিলে আর অন্য উপায় নাই।··· যদি তোমাদের ওখানে একবার আসিতে পারে তো খুব ভাল হয়।

উত্তরপাড়া স্কুলে তোমার কায হয় তো বেশ হয়। মঠের কাছে, সর্বদা যাওয়া আসা করিতে পারিবে। দেখ, প্রভুর যেমন ইচ্ছা। তোমার শরীর পূর্বাপেক্ষা ভাল শুনিয়া সুখী হইলাম। শরীর ভাল হইলে মনও ভাল হইবে। আবার প্রভুর দর্শন পাইবে। তিনি কত প্রকারে যে ভক্তদের শিক্ষা দেন তাহা তিনিই জানেন। তোমাকে এইভাবেই শিক্ষা দিতেছেন। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। তুমি তাঁকে ডাকিতে ভুলিও না। প্রাণ ভরে কেঁদে কেঁদে ডাকবে, আর এই প্রার্থনা করবে যে—প্রভু, অভিমান অহঙ্কার যেন মনে কখনও না আসে। উহা আসিলে মনকে বড় নামিয়ে দেয়। মধ্যে তোমার মনের যে এরূপ অবস্থা হইয়াছে তাহার কারণ আর কিছুই নয়—কেবল অলক্ষিত-ভাবে, অহংকার অভিমান মনকে অধিকার করিয়াছে। এখন খুব প্রার্থনা করিবে যেন প্রভু তোমার মনকে উহা হইতে মুক্ত করিয়া দেন, তোমাকে অহৈতুকী ভক্তিপ্রেম দিয়া ধন্য করেন।

বিনীতভাবে তাঁর কাছে প্রার্থনা করিবে। তাহা হইলে পূর্ববৎ বা তদপেক্ষা অধিক আনন্দ পাবে, প্রীতি ও শান্তি পাবে। প্রভু দয়াল ঠাকুর—ভক্তকে বড় ভালবাসেন।

তুমি আমার আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে ও অন্যান্য ভক্তছেলেদের জানাবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

(২১)

চিলকাপিটা, আলমোড়া
উত্তর প্রদেশ, ১৪।৮।১৫

প্রিয় ক্ষিতীশচন্দ্র,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। স্কুল-কর্তৃপক্ষের ব্যবহার শুনিয়া বড়ই কষ্ট হইল। যাহা হউক প্রভু তোমাদের কখনও ত্যাগ করিবেন না—ইহা নিশ্চয় জানিও। দেশের লোক দেখিতেছে—প্রভুর মিশনের সন্ন্যাসীবৃন্দ দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীর সেবা করিতেছেন এবং যাঁরা সেবাকার্যের জন্য গিয়াছেন তাঁরা কত ভক্তিমান। তাঁহারা প্রাণ দিয়া কায করিতেছেন, তাঁহারা কাহারো চাকর নন, ইচ্ছা করিয়া আপন ভাইবোনদের সেবা করিতেছেন—এই সকল দেখিয়া তোমাদের গ্রামের লোকদের মনে যদি ভক্তির উদয় না হয় তো, তাঁরা এখনও অন্ধ বলিতে হইবে। যাহা হউক তোমরা তাঁর (প্রভুর) স্মরণ, মনন, তাঁর শ্রীচরণে প্রার্থনা, তাঁর গুণগান যেমন করিতেছিলে তাহাই করিবে। লেখাপড়া খুব ভাল করিয়া করিবে, চরিত্রবান হইবে, কাহারো সহিত বিবাদ কখন করিও না।···

আন্তরিক প্রার্থনা করি দয়াময় প্রভু তাঁদের সদ্‌বুদ্ধি দিন। প্রভুর ইচ্ছায় হয়ত যদুনাথ অন্যত্র যাইবে। প্রভুই তোমাদের একটা উপায় করিয়া দিবেন—কোন চিন্তা নাই। নিশ্চয় প্রভু তোমাকে কৃপা করিবেন। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২২) চিলকাপিটা, আলমোড়া
উত্তর প্রদেশ, ২৩।৮।১৫

প্রিয় নগেন্দ্রকুমার,

তোমার পত্র পাইয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। তোমার পূর্ব পত্রের উত্তর আমি দিয়াছি। তুমি কেন তাহা পাও নাই জানি না। স্কুলে একবার অনুসন্ধান করিও।

তুমি নিকট —র নিকট শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাবার্তা শুনিয়াছ এবং ভাগ্যক্রমে প্রভুর ও আমাদের উপর বিশ্বাস ভক্তি হইয়াছে শুনিয়া, যে কত আনন্দ হইল তাহা লিখিয়া আর কি জানাইব? এ যুগে এই সময়ে যে কোন লোক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্মে ভক্তি, বিশ্বাস করিবে সে ধন্য হইয়া যাইবে—জীবন পবিত্র হইবে – ইহাই আমার ধ্রুব বিশ্বাস। কখনই তুমি প্রভুর কৃপালাভ হইতে বঞ্চিত হইবে না নিশ্চয় জানিবে। যে যথার্থ প্রাণের সহিত তাঁহার স্মরণ লইবে তাহার ইহকাল পরকাল উভয়েরই কল্যাণ হইবে—আমার এই কথা বিশ্বাস করিও। নিষ্কামভাবে তাঁতে আত্মসমর্পণ করিয়া দেও, দেখিবে আনন্দ, আশা ও পবিত্রতায় জীবন পূর্ণ হইয়া যাইবে।

আমি আশ্চর্য হইলাম কেন তুমি আমার পূর্ব পত্র পাইলে না। ডাকপিয়নের কাছেও খবর লইবে, স্কুলেও অনুসন্ধান করিবে। এখন পাঠ্যাবস্থ', লেখাপড়ার দিকে ভাল করিয়া মন লাগাইবে। তুমি একটা ভুল লিখিয়াছ—"তথাকার Assistente Headmaster (সহকারী প্রধানশিক্ষক) মহাশয় শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত"। হওয়া

উচিত "Assistant"। তুমি ৮ম শ্রেণীতে পড়, এরূপ ভুল হওয়া উচিত নয়।

যাহা হউক তিনি যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত, তাঁর কাছে অবশ্যই প্রভুর উপদেশ শুনিবে। সময় সময় যাহা জিজ্ঞাস্য থাকে তাঁকে বলিবে। গুরুজনকে মান্য করিবে। আমি হৃদয়ের সহিত আশীর্বাদ করি প্রভু তোমায় কৃপা করুন। মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিও। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(২৩)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণম্

চিলকাপিটা হাউস, আলমোড়া
উত্তর প্রদেশ, ২৫।৮।১৫

প্রিয়…,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তোমার শরীর এখন অনেক ভাল আছে শুনিয়া সুখী হইলাম। অবশ্য প্রভু তোমায় খুব পরীক্ষার ভিতর দিয়া লইয়া যাইতেছেন, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার শক্তিও তিনি তোমায় দয়া করিয়া দিন—ইহাই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা। তুমিও সেজন্য প্রার্থনা করিও, তিনি নিশ্চয়ই তোমায় বল দিবেন। সোনা অনেক পোড় খেলে তবে গয়না প্রস্তুত হয়। প্রভু তোমায় তাই পোড় খাইয়ে পাকা করিয়া লইতেছেন। এইরূপ পরীক্ষার ভিতর পড়িলে বিশ্বাস ভক্তি যেরূপ দৃঢ় হয় তাহা

আর কখন কোন অবস্থায় হয় না। "অচল অটল সুমেরুবৎ" বুদ্ধি থাকিবে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন—শরণাগত ভক্তের স্বভাবই "বিড়াল ছানার মতন"—বিড়ালের ছানাকে মা যখন যেখানে রাখে সেইখানেই পড়িয়া থাকে। ক্ষুধা পাইলে কেবল ম্যাও ম্যাও করিয়া ডাকে, অমনি মা এসে খাইয়ে দেয়। প্রকৃত ভক্তের স্বভাব সেইপ্রকার, সে সর্বাবস্থায় শ্রীভগবানের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে।

তোমার সাংসারিক অবস্থা এইরূপ বহু দিন থাকিবে না। তুমি যে লিখিয়াছ "আপনার আশা-ভরসামূলক পত্রে এবং প্রভুর চিন্তায় মন অনেক সময় নিমগ্ন থাকে বলিয়া এ দারুণ দুঃখের চিন্তা বাহির দিক দিয়া চলিয়া যায়" ইহাতে তোমার মনের অবস্থার উপর আমার খুব বিশ্বাস হইতেছে। সুখ বা দুঃখ কোন কালে কাহারো চিরদিন স্থায়ী হয় না—দুই-ই 'আগমাপায়ী', প্রভুই কেবল নিত্যবস্তু। তাঁতে বিশ্বাসভক্তিই নিত্য। সংসার কয়দিনের জন্য ? সুখেই হউক বা দুঃখেই হউক তাঁকে ভুল না হইলেই হইল। দুঃখও স্থায়ী নয়, সুখও স্থায়ী নয়। প্রেমময়, দয়াময় প্রভুই স্থায়ী। কর্মক্ষেত্রে মান অপমান, সুখ-দুঃখ, লাভালাভ, জয়পরাজয় সকলই যাহাতে সমজ্ঞান হয়—ইহার জন্য প্রভুর চরণে আন্তরিক প্রার্থনা করিতে হইবে এবং প্রভু তোমায় তাহাই দিবেন। সুমেরুর চেয়েও দৃঢ় হও—ভক্তিতে এবং বিশ্বাসে। আর অধিক কি লিখিব ? তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও ভালবাসা জানিবে। আমি শারীরিক একপ্রকার আছি। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ | (২৪) | চিলকাপিটা, আলমোড়া উত্তর প্রদেশ, ২৫।৮।১৫

প্রিয় নিশিমোহন,

তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। তুমি যেভাবেই প্রভুকে সম্বোধন করিতে ভালবাস সেই ভাবেই করিবে। তাহার কোন বিশেষ নিয়ম নাই। মোট কথা তাঁকে প্রাণ দিয়া ভালবাসা চাই। তাঁকে আত্মীয় হইতেও পরম আত্মীয় বোধ হওয়া চাই, তা' যে ভাবেই সম্বোধন কর।

প্রফুল্লকুমার ও প্রভাত চক্রবর্তী—উভয় বালককে আমার আশীর্বাদ দিবে। তারা যেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে খুব ভালবাসে, নিত্য প্রণাম করে, তাঁর নাম গুণগান করে, তাঁর বিষয় নিত্যই কিছু কিছু পাঠ করে এবং তোমাদের সহিত তাঁর বিষয় আলোচনা করে। অবশ্য পাঠ্যজীবনে লেখাপড়ার উপর খুব দৃষ্টি রাখা চাই এবং পিতা মাতা গুরুজনকে মান্য-ভক্তি করা বিশেষ কর্তব্য। ধর্ম, কর্ম লোক দেখাবার জন্য নয়। উহা প্রাণের জিনিস। ধর্মাচরণ খুব গোপনে গোপনে করিতে হয়। লোক-জানাজানি হইলে বিঘ্ন হয়; অভিমান অহংকার আসিয়া পড়ে। ···কে আমি পত্র লিখিয়াছি। প্রফুল্ল ও প্রভাতের কথা শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম। আমার আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্বাদ তোমরা সকলে জানিবে। ইতি—

তোমাদের শুভকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২৫) চিলকাপিটা, আলমোড়া উত্তর প্রদেশ, ১৩।৯।১৫

প্রিয় ক্ষিতীশচন্দ্র,

তোমার পত্র আজ পাইলাম। তুমি শ্রীশ্রীঠাকুরের শরণ লইয়াছ শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। এ সময়ে যে যুগাবতার জীবকলুষহারী পরমদয়াল, পরমপবিত্র, আজন্ম কামকাঞ্চন-ত্যাগী, সর্বধর্ম সমন্বয়ের মূর্তি, ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের শরণ লইবে, তার ভবসমুদ্র পার হইবার আর কোন ভয় নাই এবং সে আমাদের বড়ই প্রিয়। যত্নাথ বাস্তবিকই প্রভুর শরণাগত এবং তার উপর তাঁর কৃপাকণা পড়িয়াছে। সে যেখানেই থাকুক না কেন প্রভু তাকে দেখিতেছেন এবং তাঁর ভক্তসঙ্গও সে সেখানেই পাইবে। চণ্ডীপুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের অনেকগুলি ভক্ত হইয়াছে, আমি শুনিয়াছি এবং বড়ই সুখী হইয়াছি। এইরূপে বঙ্গদেশে বহুস্থানে বহু ভক্ত হইতেছে। এই সব যুগাবতারের আবির্ভাবের লক্ষণ। কেহই তাঁকে প্রচার করিতে যায় নাই। তিনি আপনিই প্রচারিত হইতেছেন। যেমন সূর্যকে প্রকাশ করিতে আর অন্য আলোর দরকার হয় না, সূর্য নিজের আলোতেই নিজে প্রকাশিত, সেইরূপ রামকৃষ্ণ নিজেই নিজেকে প্রকাশ করিতেছেন।

তুমি তাঁকে যে ভাবে ইচ্ছা ডাকিবে, তাহাতে কোন বিশেষ বিধি নাই। তোমায় প্রভু কৃপা করিয়া যে সকল স্বপ্ন দেখাইতেছেন তাহা তোমার সৌভাগ্য, নিশ্চয় জানিও। আমি তোমায় আন্তরিক আশীর্বাদ করিতেছি প্রভু তোমায় কৃপা করুন, আরো কৃপা করুন।

ভক্তদের সহিত মিশামিশি করা খুব ভাল এবং তাঁর নামগুণগান এবং তাঁর সম্বন্ধীয় পুস্তকপাঠে জীবনের বাস্তবিক উন্নতি হয়। যত্নাথের বাড়ীতে ঠাকুরের নামে লাইব্রেরী হইয়াছে শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। সেটির যাতে উন্নতি হয় তার জন্য তোমরা সকলে চেষ্টা করিবে।

তুমি যে লিখিয়াছ তোমার লেখাপড়া বেশী ভাল লাগে না, ও কথা আমার তত ভাল লাগিল না। বিদ্যাভ্যাস করা খুব ভাল, বুদ্ধি মার্জিত হওয়া খুব ভাল—মূর্খ হওয়া ভাল নয়; এবং বিদ্যাভ্যাস ধর্ম-পথের বিরোধী নয়, সুতরাং লেখাপড়ায় মনোযোগী হওয়া উচিত।

অধিক আর কি লিখিব? তোমার প্রভুপদে খুব ভক্তি বিশ্বাস হউক, ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা জানিবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

পুঃ—অন্যান্য ভক্ত ছেলেদের আমার আশীর্বাদ দিও।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২৬) চিলকাপিটা, আলমোড়া উত্তর প্রদেশ, ১৭।৯।১৫

প্রিয় নগেন্দ্রকুমার,

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম এবং উহা পড়িয়া বড়ই প্রীতি লাভ করিয়াছি। যত্নাথ মাজবারি মঃ ইং স্কুল হইতে আমাকে এক পত্র লিখিয়াছিল। আমিও তার উত্তর দিয়াছি। অবশ্য যত্নাথ চণ্ডীপুরে থাকাতে এবং তাদের বাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা-সেবা,

নামগুণগান এবং তাঁর সম্বন্ধে পাঠ ইত্যাদি হওয়ার জন্য অনেক ভক্ত ছেলের কল্যাণ হইত—তার আর সন্দেহ নাই। শুনিয়াছি যদিও সে ওখানে নাই তথাপি শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা সেবা এবং তাঁর বিষয় পাঠ ও কীর্তনাদি এখনও সেখানে হয়। নিশ্চয়ই তাহা হইবে। কারণ শ্রীপ্রভুর ইচ্ছাতেই চণ্ডীপুরে তাঁর মহিমা প্রচার হইতেছে, সুতরাং তাহা কখনও বন্ধ হইবে না।

আমি কলিকাতায় বোধ হয় প্রভুর ইচ্ছায় শীতকালে যাইতে পারি। যেরূপ হয় পরে জানিতে পারিবে।

প্রভুর কাছে প্রার্থনা যেরূপেই যিনি করুন না কেন তিনি তাহা শুনেন। বাক্‌সংযম করিয়া মনে মনেই করুন, আর বাক্ সংযম না করিয়া প্রার্থনা করুন—তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। প্রভু প্রেমের ঠাকুর। যে তাঁকে ভালবেসে ডাকে তিনি তার ডাক শুনেন। সেজন্য তুমি কিছুই ভাবিও না। তবে তাঁকে যত গোপনে গোপনে ডাকিতে পার ততই ভাল। তাঁর প্রতি তোমার ভক্তি ভালবাসা লোকে যত জানিতে না পারে ততই ভাল, ততই বিঘ্ন বাধা কম হবে।

চণ্ডীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম স্থাপিত হইবে শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। প্রভু এইরূপেই তাঁর নিজ লীলার প্রচার নিজেই করেন এবং ভক্তদের কৃপা করেন আর তাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি করেন। প্রভু দয়াময়, প্রেমময়। দয়া করিয়া ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন এবং ভক্তেরা শুদ্ধ, পবিত্র, ভক্তিমান, বিবেক-বৈরাগ্যবান, দয়াবান হউক ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

আমি কখন কখন নিশি দে, নিশি গুহ, শ্রীনাথ দে, মহেন্দ্র সেন ইত্যাদির নিকট হইতে পত্র পাই।

তুমি প্রাণভরে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করিবে। বালকের ন্যায় নির্জনে তাঁর কাছে কেঁদে কেঁদে ভক্তি, জ্ঞান, প্রেম, বিবেক, বৈরাগ্য পবিত্রতা, দয়া চাহিবে এবং তিনি নিশ্চয় ঐ সব তোমাকে দিবেন—এই আশীর্বাদ আমি তোমায় হৃদয়ের সহিত করিতেছি। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ (২৭) চিলকাপিট', আলমোড়া
শরণম্ উত্তর প্রদেশ, ১৮।৯।১৫

প্রিয় রাসমোহন,

তোমার পত্র যথাসময়েই পাইয়াছিলাম। তোমার লেখাপড়া বন্ধ হইয়াছে শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। তোমার দাদা কেন তোমার লেখাপড়ার খরচ বন্ধ করিলেন—কারণ কিছু বুঝিতে পারিলাম না।

তুমি প্রভুর শরণ লইয়াছ—আর ভয় কি? তাঁকে প্রাণ ভরে ডাক। তিনি তোমার বিশ্বাস ভক্তি খুব বৃদ্ধি করিয়া দিবেন এবং কত ভাল ভাল স্বপ্ন দেখিবে, যাহাতে তোমার বিশ্বাস ভক্তি ক্রমে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইবে।

তোমাদের তমালতলায় শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবে শুনিয়া খুব আনন্দ হইল। ইহাতে অনেক ভক্তের কল্যাণ হইবে—

তার সন্দেহ নাই। কোন ভয় নাই—তাঁর ইচ্ছাতেই এই সব হইতেছে, সহস্র বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া এ কার্য সুসম্পন্ন হইবে। প্রভুর লীলার প্রচার এইরূপেই চিরকাল হইতেছে। বিঘ্ন বাধা না থাকিলে কার্যের জোর হয় না, ভক্তদের মনে একটা জেদ বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞা আসে না এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হইলে কোন কায সিদ্ধ হয় না। অবশ্য বিরোধী লোকজনের সহিত বিবাদ করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ বিবাদ করিলে মনের মলিনতা বৃদ্ধি হয়—ইহা ভক্তজীবনের উদ্দেশ্য নয়। নিজেদের কার্য করিয়া যাও। বিরোধীরা যাহা বলেন বলিতে দাও, তোমরাও শুনিয়া যাও।

তোমার অসুখের কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। কবিরাজী চিকিৎসা এই অসুখের পক্ষে খুব ভাল, তাহাই করিবে। আমি কোন ঔষধপত্র জানি না। তবে প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে তুলসী অর্পণ করিয়া তুমি সেই তুলসী খাইবে।

তুমি আমার নিকট পাদুকা চাহিয়াছ। আমার সেসব নাই এবং আমার উহা দিবার অধিকারও নাই। আমি প্রভুর দাস। আমার কাহারও গুরু হইবার অধিকার নাই, তবে শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে যাঁহারা শরণ লন তাঁহারা আমাদের পরম আত্মীয়; তাঁদের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য আমরা সর্বদা তাঁর কাছে প্রার্থনা করি এবং আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে তাঁদের কল্যাণ প্রভু নিশ্চয়ই করিবেন।

যদুনাথের বাটীতে প্রভুর পূজা সেবা, তাঁর নাম গুণগান, কীর্তন এবং তাঁর পবিত্র জীবনের চর্চা হয়। সেই গুলির যাহাতে খুব বৃদ্ধি হয় তাহারই চেষ্টা প্রাণপণে করিবে, ভক্তদের যত্ন আদর করিবে। তাহা

হইলেই তোমার বিশ্বাস ভক্তি খুব দৃঢ় হইবে এবং প্রভুর কৃপা তুমি আরও উপলব্ধি করিবে।

আর অধিক কি লিখিব? তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও ভালবাসা জানিবে। আমি কতদিনে বেলুড় মঠে যাইব তাহা ঠিক বলিতে পারি না—যেমন প্রভুর ইচ্ছা হয় তাহাই হইবে।

যদুনাথের এক পত্র মাজবাড়ী ম॰ ইং স্কুল হইতে পাইয়াছিলাম এবং তাহার উত্তরও দিয়াছি। সে সেখানে মানসিক ভাল নাই। সে যেখানেই থাক, প্রভু তাকে দেখিতেছেন—তার জন্য কোন চিন্তা নাই। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

(২৮) চিলকাপিটা হাউস্, আলমোড়া
উত্তর প্রদেশ, ২৫।৯।১৫

প্রিয় নগেন্দ্রকুমার,

তোমার পত্র আজই পেয়েছি এবং আজই উত্তর দিতেছি। আমার মনে হচ্ছে তোমার পূর্বেকার পত্রেরও উত্তর দিয়াছি।

তুমি শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রাণভরে ডেকে যাও। তিনি তোমায় নিশ্চয় কৃপা করিতেছেন, আমার বিশ্বাস। খুব কেঁদে কেঁদে তাঁর কাছে ভক্তি, প্রীতি, বিশ্বাস, পবিত্রতা, সুবুদ্ধি—এই সকলের জন্য বালকের মত চাইবে। তিনি নিশ্চয় তোমায় তাহা দিবেন। কোন বিশেষ

আসন করিয়া বসিয়া ডাকিবার প্রয়োজন নাই। যেরূপ ভাবে বসিলে তোমার সুবিধা হয় সেইভাবেই বসিবে, তাতে কোন ক্ষতি নাই।

তোমাদের Asst. Hd. Master (সহকারী প্রধান শিক্ষক) মহাশয়ের সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাবার্তা কহিবে। তিনি তাঁর সম্বন্ধে যাহা বলিবেন তাহা শুনিবে। তাহাতে তোমার বিশেষ উপকার হইবে। লেখাপড়ায় খুব মন দিবে, গুরুজনকে মান্য করিবে এবং কুসংসর্গ পরিহার করিবে। অধিক আর কি লিখিব? প্রভুকে আপনার করিয়া লও। তিনিও তোমায় আপনার করে নেবেন। আমার আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

•

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

(২৯)

চিলকাপিটা, আলমোড়া—পোঃ
উত্তর প্রদেশ, ২৮।৯।১৫

প্রিয় জ্ঞানেন্দ্র,

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। প্রভু কৃপায় তুমি ভাল আছ শুনিয়া প্রীত হইয়াছি। আমি অন্তরের সহিত আশীর্বাদ করিতেছি প্রভু তোমায় খুব কৃপা করুন। প্রাণ ভরিয়া তাঁকে ডাকিবে, তাঁকে আপনার হইতেও আপনার করিয়া লইবে। তিনি দয়া ও প্রেমের ঠাকুর, তিনি ভক্তকে বড় ভালবাসেন। ভক্ত প্রাণের সহিত তাঁকে

ডাকিলে তিনি বড়ই সন্তুষ্ট থাকেন, কারণ ভক্তদের জন্যই তিনি মানবরূপ ধারণ করেন, নতুবা তিনি তো পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবান্। তাঁর নিজের কিছুই প্রয়োজন নাই, তবে যে তিনি শরীর পরিগ্রহ করেন তাহা কেবল দয়া ও প্রেমপরবশ হইয়া মানবের কল্যাণের জন্য, ইহা নিশ্চয় জানিবে।

তোমাদের হেড্ মাষ্টার মহাশয় ঠাকুরের ভক্ত শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। তাঁরা অর্থাৎ মাষ্টার পণ্ডিতমহাশয়েরা ভক্ত হইলে বহু ছেলের কল্যাণ। সুরেন্দ্র বাবুকে আমার ঠিক মনে পড়িতেছে না, বোধ হয় মঠে দেখিয়া থাকিব। আমি মঠে খুব কম সময় থাকি সেইজন্য অনেক ভক্তকে আমি দেখি নাই। যাহা হউক সুরেন্দ্রবাবু যখন প্রভুর ভক্ত, তখন আমাদের নিশ্চয়ই পরমাত্মীয় তার সন্দেহ নাই। যাঁরা ঠাকুরের চরণে শরণ লইয়াছেন তাঁরা আমাদের বড়ই আপনার লোক বলিয়া মনে হয়। তুমি নিশ্চয় ভাগ্যবান, কারণ যে স্কুলে তুমি পড়িতেছ তথাকার হেড্ মাষ্টার মহাশয়ও ভগবানের ভক্ত।

তুমি আমার আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে এবং হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করি যেন প্রভু তোমায় খুব দয়া করেন। নিশ্চয়ই তিনি তাহা করিবেন। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণং

(৩০)

চিল্‌কাপিটা, আলমোড়া
উত্তর প্রদেশ, ২৯।৯।১৫

প্রিয় যত্নাথ,

তোমার পত্র এবং পরে তোমার প্রেরিত একটি টাকা পাইয়াছি। প্রভুর কৃপায় তুমি যেরূপ পূর্বে দর্শনাদি করিতে, পুনরায় সেইরূপ কিছু কিছু দেখিতেছ শুনিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। আরো অনেক অনেক ব্যাপার প্রভু তোমায় দেখাবেন। অবশ্য যতটা সম্ভব সংস্রব-দোষ পরিহারের চেষ্টা করিবে। আবার লোকের মন ক্ষুণ্ণও যেন না করা হয়, আর নিজেকেও বাঁচিয়ে চলিবে।

প্রভু তোমাদের বাড়ীতে নিশ্চয় আছেন। তিনি কখনই তোমাদের বাড়ী পরিত্যাগ করিবেন না—নিশ্চয় জানিও। অনেক ভক্ত ছেলের চিঠি—আমি মধ্যে মধ্যে পাই। তাহা হইতে জানিতে পারি যে তারা নিত্যই তোমার বাড়ীতে যায় এবং ঠাকুরের সেবাদি করে। আমার বোধহয় কোনরূপ সেবার বন্দোবস্তের পরিবর্তন হয় নাই। তোমার প্রীতি বাড়াইবার জন্যই ঠাকুর তোমায় ওরূপ স্বপ্ন দেখাইয়াছেন। তুমি পত্র লিখিয়া জানিতে পারিবে।

প্রভুকে যে ভাবেই কেন লোকে দেখুক না—তাদের তাতেই কল্যাণ হবে। তাঁকে মহাপুরুষ বলিয়া যদি কেহ জানে, তারাও ধন্য হয়ে যাবে। সেজন্য তুমি কিছু চিন্তা করিও না। ৺পূজার বন্ধে বাড়ী আসিয়া দেখিবে—প্রভু তোমায় আরো কৃপা করিতেছেন এবং তিনি আরো দৃঢ়রূপে তোমাদের ওখানে প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন। এ

সব দেখিয়া আনন্দে ও আশায় তোমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া যাইবে। যাহা কিছু হইতেছে সব তাঁর ইচ্ছায়—ইহা নিশ্চয় জানিয়া শান্তিতে থাক।

তুমি শারীরিক ভাল আছ জানিয়া সুখী হইলাম। হরি মহারাজ পূর্বাপেক্ষা ভাল। আমিও প্রভুর ইচ্ছায় একরকম আছি। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব (৩১) চলকাপিটা, আলমোড়া
শ্রীচরণ ভরসা উত্তর প্রদেশ, ১৯।১০।১৫

প্রিয় হরিচরণ,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তুমি আমার ৺বিজয়ার আশীর্বাদ ও প্রীতি জানিবে। তোমার শরীর ভাল নয় এবং আবার বাহিরে যাইতে হইবে শুনিয়া চিন্তিত রহিলাম। শরীর বাঁচিয়ে সব কত্তে হবে এটা নিশ্চয় জানিও। তোমাদের কার্যের অসুবিধা হইতেছে শুনিয়া মনটা কিছু উদ্বিগ্ন হয়। যাই হোক শ্রীগুরুদেবের নাম করে, সত্যের উপর দাঁড়িয়ে, আলস্য ত্যাগ করে কায কর; তারপর ফলাফল তাঁর হাতে। তুমি অধিক চিন্তিত হইও না এবং হইবার প্রয়োজনও নাই। দশজনে মিলিয়া কায করিতেছ, ভয় নাই প্রভুর স্মরণ করিয়া কায কর। যাহাতে কাযটা রক্ষা হয় এমন কোন উপায় তিনি অবশ্য উদ্ভাবন করিবেন। আমি বুঝতে পাচ্ছি তোমরা

চেষ্টা যথেষ্ট করিতেছ। অবশ্য ইউরোপের যুদ্ধ একটা বিশেষ কারণ তার সন্দেহ নাই, তাও বুঝতে পাচ্ছি। যাই হোক তুমি প্রভুকে স্মরণ করে দশের হিতের জন্য কার্য করিতে থাক। আমরা এখানে প্রভুর কৃপায় এক প্রকার আছি।

দেশের অবস্থা বাস্তবিকই অতি শোচনীয়, দেখে শুনে প্রাণ শুকিয়ে যায়। চতুর্দ্দিকেই দুর্ভিক্ষ এবং কত প্রকার দুঃখ। তাঁর যে কি ইচ্ছা তিনিই জানেন। তাঁর জগৎ, তাঁর সৃষ্টি তিনি যেমন ভাবে চালাবেন সেই ভাবেই চলবে। সুখের মধ্যে চালান আর দুঃখ দিয়াই চালান তাঁর ইচ্ছা। অত্যন্ত দুঃখ হইলে আমরা কাঁদিব, তাঁর দয়ার জন্য প্রার্থনা করিব; ইহা অপেক্ষা আর আমরা কি করিতে পারি! একজন পরমভক্ত গান রচনা করেছেন—"মা যদি সন্তানে মারে, শিশু কাঁদে মা মা বলে, গলা ধরে ফেলে দিলে তবু মা মা বলে ডাকে।·····" আমাদেরও ঐ ভাব। মা যদি বেশী দুঃখ দেন, মা বলে কাঁদবো এবং 'দয়া কর দয়া কর' বলতে ছাড়বো না; কারণ দয়াই তাঁর স্বরূপ। তাঁর নিজের কোন প্রয়োজন নাই, তাঁর সবই জীবের জন্য। নিজে সর্বত্যাগী মহাদেব মহেশ্বর।

তুমি পুনরায় আমার আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিও এবং শীঘ্র পত্র লিখিও। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

(৩২)

চিল্‌কাপিটা, আলমোড়া
উত্তর প্রদেশ, ৩০।১০।১৫

প্রিয় জ্ঞানেন্দ্রনাথ,

অনেক দিন হইল তোমার পত্র পাইয়াছিলাম—এতদিনে উত্তর দিতেছি, কিছু মনে করিও না। আমি পত্র লিখিতে বড় আলস্য বোধ করি এবং পত্রও অনেক আসে।

তুমি প্রভুর কৃপায় আরোগ্য হইয়াছ শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইয়াছে। তাঁর মহিমা আরো কত দেখিতে পাইবে ক্রমে ক্রমে। ৺মা'র পূজা হইয়া গিয়াছে, আবার ৺মাকালীর পূজা আসিতেছে—কত আনন্দ পাইবে।

উপদেশ আর অধিক কি দিব। প্রাণ ভরে তাঁকে ডাক—তাঁকে আপনার করে লও—খুব প্রার্থনা কর যে প্রভু, তুমি আমায় আপনার করে নাও—তুমি দয়া না করিলে আমরা তোমায় কি করে ভালবাসবো—এইরূপে প্রার্থনা করিলেই দেখিবে তিনি ভালবাসবেন এবং তোমার হৃদয় আনন্দ, আশা ও প্রেমে ভরে যাবে।

অন্যান্য বিষয় যাহা তুমি লিখিয়াছ সে সকল বিষয় তোমার চিন্তা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তোমার নিজের বিশ্বাস ভক্তি প্রীতি কিসে বাড়ে সেইজন্য খুব প্রার্থনা করিবে—অন্যের বিষয় প্রভুর ইচ্ছা যেমন হয় তিনি করিবেন। সব মঙ্গলই হইবে। আমি আন্তরিক আশীর্বাদ করিতেছি, প্রভু তোমায় খুব ভক্তি বিশ্বাস প্রীতি পবিত্রতা

দিয়া তাঁর পথে খুব অগ্রসর করিয়া দিন। তাঁর কৃপা তোমার উপর আছে নিশ্চয় জানিবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

(৩৩)

চিলকাপিটা, আলমোড়া
উত্তর প্রদেশ, ১৯১৫

শ্রীমান···,

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। ঠাকুর তোমায় ভক্তি, বিশ্বাস, প্রীতি. ভালবাসা সবই দিবেন। জীবকে তাঁর অদেয় কিছুই নাই—তিনি এই জন্যই অর্থাৎ বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি জীবকে দিবার জন্যই অবতার গ্রহণ করেন, ইহা নিশ্চয় জানিবে। তুমি চাহিলেই পাইবে। তিনি এই সকল দিবার জন্য সদাই প্রস্তুত।

তুমি ৺দক্ষিণেশ্বর, মঠ প্রভৃতি এ যুগের মহাতীর্থ সকল দর্শন করিয়া আসিয়াছ, ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ-ভক্তদের দর্শন লাভ করিয়াছ এবং তাঁদের উপদেশ শুনিয়া আসিয়াছ, ইহা অতি সৌভাগ্যের বিষয়—ইহা অনেকের ভাগ্যে ঘটে না।

লেখাপড়া ত্যাগ করা এখন উচিত নয়। ভগবান্ লাভ করার পথে বিদ্যাভ্যাস বিশেষ অন্তরায় নয়। মন দিয়া পড়া শুনা করিবে। মূর্খ হইলেই যে ভগবান্ লাভ হয় তা নয় এবং পণ্ডিত হইলেই যে তাঁকে লাভ হয় তাহাও নয়। তাঁকে লাভ, তাঁর কৃপা ব্যতীত হয় না, এবং তাঁর কৃপা যে আন্তরিক চায় সেই পায়। প্রভু কৃপা করিবার জন্যই

নরদেহ ধারণ করেন। এ যুগে রামকৃষ্ণরূপে জীবকে কৃপা করিতে আসিয়াছেন। যখন তাঁর আশ্রয় লইয়াছ তখন আর সংসারসাগর পার হইবার ভাবনা নাই--ইহা নিশ্চয় জানিও। খুব প্রাণভরে তাঁর কাছে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করবে। তারপর তিনি যদি সংসার ত্যাগ করান তবে তাহাই করিবে এবং তিনি যদি কাম-কাঞ্চন বর্জিত করিয়া অনাসক্ত ভাবে সংসারে রাখেন তাই থাকিবে। তাঁর উপর ভার দাও, সম্পূর্ণ নির্ভর কর।

মঠে যে থাকিতে ইচ্ছা করে তাকেই রাখার নিয়ম নাই। উপযুক্ত হইলেই রাখা হয় এবং কে উপযুক্ত প্রেমানন্দ স্বামী, যিনি এখন মঠের অধ্যক্ষ (কাজকর্ম দেখাশুনা করেন) তিনিই, দেখিয়া শুনিয়া লন। যাহোক লেখা-পড়াটা কখনই এত শীঘ্র ত্যাগ করিও না। পড়াশুনা কর এবং প্রভুর চিন্তাও কর। তারপর তিনি যা করেন তাই ভাল।

তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও ভালবাসা জানিবে এবং ইচ্ছা হইলে কখন কখন পত্র লিখিবে। আমি শারীরিক মন্দ নাই। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ — (৩৪) — শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রম, লাক্সা
বেনারস সিটি, ২০।১১।১৫

প্রিয় যদুনাথ,

তোমার পত্র এখানে পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইয়াছি। এবার এ আশ্রমে প্রতিমায় ৺শ্যামাপূজা হইয়াছিল। ভক্তদের বিশেষ

অনুরোধে ঠিক পূজার পূর্বদিন সন্ধ্যার সময় তাড়াতাড়ি আসিয়া পড়িয়াছি। পূজা খুব সাত্ত্বিকভাবে সুচারুরূপেই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে—প্রভুর কৃপায়।

মহেশ বাবুর ওঁখানে যদি তোমার কাজ হয় তো খুব ভাল। তিনি খুব খাঁটি লোক এবং বাস্তবিকই অতি চরিত্রবান এবং কাজের লোক। তিনি তোমাকে চাহিবেন আমি বুঝিতে পারিতেছি। মহেশ বাবুর ওখানে যদি প্রভুর ইচ্ছায় তোমার কায হইয়া যায় ত জানিবে তাঁর খুব কৃপা তোমার উপর। প্রভু দয়া করিয়া তোমায় ঐ কাজটি দিন এই আমার প্রার্থনা।

অমাবস্যার দিন তমালতলায় শ্রীশ্রীমার ও প্রভুর পূজা-ভোগরাগাদি অতি সুন্দররূপে হইয়াছিল, অনেক ভক্তসমাগম হইয়াছিল এবং কীর্তনাদিতে সকলে আনন্দ করিয়াছ শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। প্রভু তোমাদের খুব দয়া করুন—ইহা আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

লাইব্রেরীর উন্নতি হইতেছে—বড়ই উত্তম, খুব হোক। লোকের স্তুতি নিন্দা উভয়েই বধির হইবে। তুমি নিজকে অতি দীন, তাঁর শরণাগত—তাঁর দাসস্য দাসস্য দাসস্য দাসোহং—এই ভাব মনে সর্বদা জগরূক রাখিবে। অভিমানের গন্ধও যেন মনে না থাকে—খুব প্রার্থনা করিবে।

হরিমহারাজ আলমোড়ায় থাকিলেন। আমি আবার সম্ভবতঃ প্রভুর ইচ্ছা হইলে মার্চ বা এপ্রিল মাসে সেখানে যাইতেও পারি, তবে

এখানে কিছুদিন থাকিয়া পরে ৺প্রয়াগ কিছুদিনের জন্য যাইব, তারপর মঠে যাইবার ইচ্ছা আছে—এখন প্রভুর যা ইচ্ছা।

তুমি আমার আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণম্

(৩৫)

শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম, লাক্সা
বেনারস সিটি, ২২।১২।১৫

প্রিয় যদুনাথ,

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। তুমি বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছ খুব ভাল হইয়াছে। শরীরে বল পাইলে একটা ভাল স্থানে কাজের জোগাড় করিয়া লও—প্রভুর ইচ্ছায় তা' হয়ে যাবে।

রাসমোহন আমাকে এক পত্র লিখিয়াছিল—আমি তার উত্তর দিই নাই। যাহা হোক প্রভু তোমাকে দেখিতেছেন—কেহই কিছু করিতে পারিবে না। তুমি তাঁকে ধরে বসে থাক—তাঁর ধ্যান চিন্তা, নাম গুনগান কর এবং যতটুকু পার তাঁর কাজ কর, তিনি সব ঠিক করে দিবেন।

আমার শরীর এখানে আসা অবধি ভাল থাকিতেছে না। শীঘ্র মঠে যাইবার ইচ্ছা আছে। তুমি আমার আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে এবং কেমন থাক, কোথায় কাজ হইল ইত্যাদি সব লিখিবে। কুমিল্লায় মহেশ বাবুর ওখানে কাজের কি হইল? এখানকার সব একরূপ ভাল প্রভুর কৃপায়। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ — (৩৬) — শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রম, লাক্সা
বেনারস সিটি, ৭।১।১৯১৬

প্রিয় নগেন্দ্রকুমার,

অনেক দিন হইল তোমার এক পত্র আমি এখানে আসিয়া পাইয়াছিলাম। ৺শ্যামা পূজার সময় আমি এখানে আসিয়াছি, আসা অবধি শরীর ভাল ছিল না।

যে যাহাই বলুক তুমি প্রভু ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ—তোমার আর চিন্তা নাই। তিনি তোমার সকল দুঃখ দূর করিবেন। ভক্তি বিশ্বাস প্রেম পবিত্রতা সমস্ত দিবেন—খুব প্রার্থনা করিবে। তিনি দয়াল ঠাকুর, জীবের উদ্ধারের জন্যই তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ সহ অবতার গ্রহণ—এই বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া রাখিবে এবং এই বিশ্বাস দৃঢ় হইবার জন্য প্রার্থনা করিবে।

তোমার পিতা কোথায় গিয়াছিলেন—ফিরিয়া আসিয়াছেন কি? যদুনাথ পীড়িত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে, পত্র পাইয়াছিলাম, এখন বোধ হয় ভাল আছে। আমি শীঘ্র মঠে যাইব বোধ হয়। আশা করি তোমাদের পরীক্ষা এতদিনে হইয়া গিয়াছে এবং তুমি উত্তীর্ণ হইয়াছ। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে, ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৩৭) শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম, লাক্সা বেনারস সিটি, ১৮।১।১৬

প্রিয়···,

তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দ হইয়াছে। তোমাদের পত্র পাইলে বাস্তবিক খুব আনন্দ অনুভব করি। প্রভু তোমাদের ভক্তি বিশ্বাস হিমাচলের ন্যায় দৃঢ় করিয়া দিন, ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা জানিবে। আর অধিক কি বলিব? তোমরা সর্বতোভাবে কুশলে থাক। উপেন্দ্র পৃথক বাড়ী-ভাড়া লইয়াছে, কিরণবাবুর বাড়ীতে সুবিধা হইল না। সেখানে অন্য লোক আছে এবং মধ্যে মধ্যে আসে; সুতরাং পরিবার লইয়া সেখানে থাকা সুবিধার নয়।

হরি মহারাজের পত্র মধ্যে মধ্যে পাইয়া থাকি। তিনি প্রায় সেই রকমই আছেন অর্থাৎ (মোটের উপর কিছুটা, যদিও সম্পূর্ণ নয়) ভাল। তোমার প্রেরিত টাকা দুটি তাঁকে পাঠাইয়া দিয়াছি। আশ্রম-নির্মাণ কার্য চলিতেছে। তবে অর্থাভাব বশতঃ কাজ শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন হইবার আশা নাই। প্রভুর ইচ্ছা যেরূপ হয় হইবে, তজ্জন্য চিন্তা নাই।

তোমরা সকলে আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও ভালবাসা জানিবে। আমি বোধ হয় শ্রীশ্রীস্বামীজীর জন্মোৎসবের পরই মঠে যাইব—প্রভুর ইচ্ছায়। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৩৮) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড়
জিলা হাওড়া, ২।৫।১৯১৬

প্রিয় যতীন,

অনেকদিন হইল তোমার একখানি প্রীতিপূর্ণ পত্র পাইয়াছিলাম ; কিন্তু সময়মত উত্তর দিতে পারি নাই—শরীর ভাল থাকিতেছে না।

মিহিজাম একটী ক্ষুদ্র স্থান। জল বায়ু ভাল বলিয়া এ দেশের কোন কোন ধনী ভদ্রলোক মধ্যে মধ্যে পরিবর্তনের জন্য যান। মোটে ২০।২৫ খানা বাংলো সেখানে আছে। একজন প্রভুর ভক্ত সপরিবারে ওখানে পরিবর্তনের জন্য গিয়াছেন। তাঁদের ইচ্ছা হইয়াছিল যে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি-উপলক্ষে সেখানকার গরীব সাঁওতালদের ভোজন দিয়া সেবা করেন। তাই সেই উপলক্ষে আমাদের লইয়া যান এবং প্রায় ৮০০ (আটশত) গরীব সাঁওতাল-নারায়ণদের খিচুড়ী, আলুর দম, আলু কুমড়ার একটা তরকারি, রাঙ্গা-আলু তেঁতুলের চাটনি, দধি ও বুঁদে দ্বারা সেবা করা হয় এবং ভোজনান্তে সকলকে পরিতোষ করিয়া তেল মাখান হয় (উহাতে তাহারা ভারি খুশী)। আর ২।১ পাতা দোকতা তামাক দেওয়া হয় —তাতে আরো খুশী। অতি সরল লোক তারা। যাহোক আমাদের খুব আনন্দ হইয়াছিল। তাদের ওরূপ যত্ন করিয়া কেহই কখন খাওয়ায় নাই, তারা বড়ই খুশী—প্রভুর ইচ্ছায়।

খোকা মহারাজ ওখানে পুরুষ ও মেয়ে ভক্তদের সকলকেই প্রভুর নামে আনন্দ দিতেছেন শুনিয়া আমরা সকলেই যারপর নাই আহ্লাদিত

হইয়াছি। তিনি প্রভুর সাক্ষাৎ ভক্ত। তোমরাও শ্রীশ্রীমার কৃপা লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছ—এইরূপ ঘটনার সমাবেশ হইলেই আনন্দের আর সীমা থাকে না। ধন্য প্রভু! ধন্য তাঁর করুণা!! ধন্য তাঁর ভক্তবৃন্দ!!! এই ধরাধামে স্বর্গ আর কি? যুগাবতার আসিলে এইরূপ কার্যই হয়। তুরীয়ানন্দ স্বামী আলমোড়াতেই আছেন। তাঁর শরীর মধ্যে ভাল ছিল না। এখন একটু ভাল আছেন লিখিয়াছেন প্রভুর কৃপায়, আমিও বোধ হয় শীঘ্রই আলমোড়া যাইব। শরীর এখানে ভাল থাকিতেছে না। অত্যন্ত গ্রীষ্ম এবং chronic (পুরাতন) সর্দি লাগিয়াই আছে, আবার মাঝে মাঝে একটু জ্বরভাবও হয়।

উপেনের শরীর এখন একটু ভাল আছে জানিয়া সুখী হইলাম। আমার আশীর্বাদ তাকে দিও। প্রভু তাকে সর্বতোভাবে ভাল রাখুন।

এই জন্মেই প্রভু তোমায় বাসনামুক্ত করিয়া দিবেন—কোন চিন্তা নাই। জন্মান্তরে যাইতে হইবে না। এ জাত সাপের কামড়, নিশ্চয় জানিবে। আর সংসারে বদ্ধ হইতে হইবে না।

তোমার মায়ের ৺কাশীদর্শন উত্তমরূপ হইয়াছে জানিয়া বড়ই সুখী হইলাম। খোকা মহারাজ ও ব্রহ্মচারী শীঘ্র মঠে ফিরিয়া আসিতেছে শুনিয়া সুখী হইলাম। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৩৯) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড়
জিলা—হাওড়া, ৬।৫।২৬

প্রিয় জ্ঞানেন্দ্র,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তোমরা শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিয়া জীবন ধন্য করিয়াছ জানিয়া কত যে সুখী হইয়াছি তাহা লিখিয়া কি জানাইব। তোমরা মহা ভাগ্যবান তাহার কোন সন্দেহ নাই। সৌর্যেন্দ্রকে আমরা বিশেষ জানি। অতি ভাল ছেলে—আমি তার কাছে শুনিয়াছিলাম যে তুমি তার ওখানে গিয়াছিলে।

শ্রীশ্রীমা যেরূপ বলিয়া দিয়াছেন তাহাই ঠিক ঠিক করিবে—আমাদের আর কিছুই বলিবার নাই। এখন প্রাণ ভরে তাঁকে ডাক—খুব শান্তি পাবে। আমার ওদিকে যাবার এখনও স্থির হয় নাই—তবে শিলং পাহাড়ে কিছুদিনের জন্য যাইবার কথাবার্তা হইতেছে, তাহারও এখন পর্য্যন্ত দিন স্থির হয় নাই। আশীর্বাদ হৃদয়ের সহিত করি—তোমার ভক্তি বিশ্বাস দৃঢ় দৃঢ়তর হউক। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৪০) মঠ, বেলুড়, হাওড়া
৮।৭।১৬

প্রিয়—,

তোমার ৬।৭ তারিখের পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। তোমাদের পত্র যখনই পাই তখনই আনন্দ হয়। মনে হয় যেন কত আপনার লোকের পত্র পাইলাম। ইহা প্রভুর স্থাপিত সম্বন্ধ বলিয়া মনে হয়; এবং বড়ই মিষ্ট সম্বন্ধ। প্রার্থনা করি প্রভুপদে তোমাদের অনুরক্তি দিন দিন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হউক এবং সংসারবন্ধন শিথিল হইয়া যাউক। অনেক শিথিল হইয়াছে, প্রভু আরো করিয়া দিন।

তুমি যে ঘটকের মারফত কাঁঠাল পাঠাইয়াছিলে তাহা মহারাজ প্রমুখ সকলেই খাইয়াছিলেন—অবশ্য প্রভুর ভোগ প্রথমেই হয়, পরে সকলে প্রসাদ পান। কাঁঠাল মন্দ নয়, তবে তত ভাল নয়। যা হোক তুমি যে যত্ন করিয়া উহা পাঠাইয়াছ এবং ঘটক যে কষ্ট করিয়া উহা এতদূর আনিয়াছিল ইহাতে তোমাদের মহারাজ এবং আমাদের উপর এক অপূর্ব অহৈতুক পবিত্র প্রেম যে আছে তাহারই পরিচয়। প্রভু তোমাদের এই প্রেম গাঢ় করিয়া দিন।

তোমাদের কাঁঠালটি যে কীর্তন করিয়া ভোগ দিয়া চক্রবর্তী প্রভৃতি ভক্তেরা আনন্দে প্রসাদ পাইয়াছে এবং উহা সুস্বাদু ছিল ইহাতে আমাদের মহা আনন্দ হইয়াছে। শরৎ, স্বামীজির মহা প্রিয় ভক্ত, সুপণ্ডিত এবং ভক্তদের বড়ই আনন্দ দান করে। আমাদের কথা তাকে বলিও।

ব্যাঙ্গালোরে যাবার কতবার দিনস্থির হইল, আবার সব পরিবর্তন হইয়া গেল। পুনরায় ৫ই শ্রাবণ শুক্রবার দিন স্থির হইয়াছে—এখন প্রভুর ইচ্ছা।

জগদানন্দ ব্রহ্মচারী মঠেই আছেন এবং ভাল আছেন। তাঁর সংসার বন্ধন কাটিবার খুব ইচ্ছা। প্রভু তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

মহারাজের শরীর তত মন্দ নয়। আমাদেরও শরীর তত মন্দ নয়। অগ্নিমান্দ্য এ সময়ে হয় এবং তজ্জন্য প্রায় সকলেরই অজীর্ণ হইতেছে। ব্রহ্মচারীদের মধ্যে কাহারো কাহারো জ্বরও হইতেছে। অসময়ে অত্যন্ত বর্ষা ইহার কারণ। তোমরা সকলে আমার আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্বাদ পুনরায় জানিবে। আলমোড়া হইতে সংবাদ পাইয়াছি, তুরীয়ানন্দ স্বামী অপেক্ষাকৃত ভাল আছেন। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুঃ—শ্রীশ্রীমা আগামী মঙ্গলবার, ২৬শে আষাঢ় কলিকাতায় শুভাগমন করিবেন। খোকা মহারাজও সেই সঙ্গে এখানে আসিবেন। প্রেমানন্দ স্বামীর পেটের অসুখ হইয়াছিল, এখন ভাল আছেন। কলিকাতায় আছেন—শীঘ্রই মঠে আসিবেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৪১) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড়
জিলা—হাওড়া, ১৫।৮।১৬

প্রিয় যদুনাথ,

তোমার পত্র যথাসময়েই পাইয়াছিলাম এবং সেই সঙ্গে কামিনী-কুমারেরও এক পত্র পাইয়াছি। তুমি ৪।৫ ভাদ্র নাগাৎ কলিকাতায় মহেশবাবুর বাড়িতে আসিয়া তাঁর পুত্রের শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত হইবে শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম। আমার মনে হয় প্রভুর কৃপায় তোমার ভালই হইল। কল্‌কাতায় শ্রীশ্রীমা' ঠাকুরাণী রহিয়াছেন—সারদানন্দ স্বামী প্রমুখ অনেক ভক্ত বাগবাজারে থাকেন, এবং শিমলা যেখানে মহেশবাবুর বাটী সে পল্লীতেও প্রভুর অনেক ভক্ত থাকেন, তারপর মধ্যে মধ্যে মঠেও আসিতে পারিবে। যাহা তুমি চাও প্রভু তোমায় ধীরে ধীরে সব দিতেছেন।

তোমার পূর্বের একখানি পত্রে প্রভুর একটি স্তোত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিলে। এখানে আমাদের অনেকের উহা বড়ই ভাল লেগেছিল। আমি গত বুধবার দার্জিলিং হইতে এখানে আসিয়াছি। প্রভুর ইচ্ছায় যদি শরীর এখানে ভাল থাকে তো এখানেই কিছুদিন থাকিব নতুবা অন্যত্র যাইব। পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইল বলিয়া তোমার বাড়ির ঠিকানায় পত্র লিখিলাম। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও ভালবাসা তুমি জানিবে ও কামিনীকুমারকেও জানাইবে। তাকেও আমি পত্র লিখিতে চেষ্টা করিব। আমার শরীর তত খারাপ নাই। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৪২) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
হাওড়া, ২৪।৮।১৬

প্রিয় যতুনাথ,

তোমার পত্র আজ পাইয়া সমস্ত সংবাদ অবগত হইলাম। তোমার পূর্ব পত্র পাইয়া তাহার উত্তরে এক পোষ্টকার্ড তোমায় লিখিয়াছিলাম তোমার বাড়ির ঠিকানায়—বোধ হয় তুমি তাহা পাও নাই।

মহেশ বাবু সেদিন মঠে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে তুমি শীঘ্রই কলিকাতায় আসিবে এবং তাঁদের সহিত তোমায়ও ৺বৈদ্যনাথ যাইতে হইবে। তাঁরা সপরিবার ৺বৈদ্যনাথ যাইতেছেন। আমি কতদিন মঠে থাকিব ঠিক বলিতে পারি না। ৺পূজার সময় বোধ হয় এখানে নাও থাকিতে পারি। শীঘ্রই বোধ হয় মিহিজাম যাইতে পারি; উহা মধুপুরের নিকট একটি ষ্টেশন। প্রভুর কৃপায় তোমার মনের কামভাব সব দমিত হইয়া যাইবে। মধ্যে মধ্যে উহার উদ্রেক-বোধ হয়—উহা শরীর ধারণে হইয়াই থাকে, কিন্তু প্রভুর স্মরণে এবং প্রার্থনায় সব চলিয়া যায়, ক্রমে নাশ হইয়া যায়—কোন ভয় নাই। আজন্ম কামকাঞ্চনত্যাগী, চিরশুদ্ধ, পবিত্র এবং জীবকলুষনাশন পরম-কারুণিক ভক্তবৎসল শ্রীরামকৃষ্ণের শরণ লাভ করিয়াছ। তোমার চিন্তা নাই। কোনরূপ মনের বিকার হইলেই প্রাণ ভরিয়া তাঁর কাছে প্রার্থনা করিবে, তাহা হইলেই শান্তি পাইবে।

আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও ভালবাসা জানিবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৪৩) মিহিজাম পোঃ সাঁওতাল পরগণা, ৪।৯।১৬

প্রিয় হরিচরণ,

তোমার পত্র আমি যথাসময়ে এখানে পাইয়াছি। আজ ৪।৫ দিন হইল এখানে আসিয়াছি, ৺পূজার পূর্বে বোধ হয় মঠে ফিরিব এইরূপ ইচ্ছা—পরে প্রভুর যেমন ইচ্ছা।

মনটা খারাপ থাকে লিখিয়াছ; উহার স্বভাবই এই রকম, কখন ভাল কখন খারাপ। প্রভুর স্মরণ-মননটা সর্বদাই করা চাই। তিনি ভাল মন্দের পার, মন ভাল মন্দের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ কি? একবার তাঁর স্মরণে সহস্র ভালমন্দ কোথায় পালায় এবং আনন্দ ও আশায় হৃদয় ভরে যায়।

কাযটা এখন ভাল চলিতেছে শুনিয়া সুখী হইলাম। প্রভু তোমাদের সর্বতোভাবে কল্যাণ করুন ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা তাঁর শ্রীচরণে। ৺কাশী মঠের একটা সুবিধা হইলে আমি প্রভুর কৃপায় নিশ্চিন্ত হই।

এই পত্র পাবার পর "Statesman" (ষ্টেইটস্‌মেন) কাগজখানা এই ঠিকানায় পাঠাইয়া দিও।

আমার শরীর এখানে তত মন্দ নাই অর্থাৎ মঠের অপেক্ষা ভাল। আমার আন্তরিক স্নেহ ভালবাসা ও আশীর্বাদ তুমি জানিবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৪৪) বেলুড়মঠ, ২৮।১০।১৬

প্রিয় জ্ঞানেন্দ্রকুমার,

অনেকদিন পর তোমাদের তিন জনের পত্র পাইয়া খুশী হইলাম। তোমরা প্রভুর কৃপায় সকলে ভাল আছ জানিয়া আনন্দ হইল। আন্তরিক আশীর্বাদ করি যেন প্রভুর শ্রীচরণে তোমার ঐকান্তিক ভক্তি বিশ্বাস হয় এবং তুমি সর্বতোভাবে কুশলে থাক।

শ্রীশ্রীমা কলিকাতায় আছেন, তাঁর শরীর তত সুস্থ নয়, তবে এক প্রকার ভালই আছেন। উপদেশ আর অধিক কি দিব। যুগাবতার কলিকলুষহারী ভক্তহৃদয়বিহারী পরমদয়াল রামকৃষ্ণের আশ্রয় লইয়াছ আর ভাবনা কি? এখন কেবল তাঁকে পরমাত্মীয় বোধে ভালবাস। তিনি তোমার, তুমি তাঁর—এই ভাব খুব দৃঢ়রূপে মনে বসে যাক্, তাহা হইলেই আনন্দ, আশা হৃদয়ে সর্বদা জাগরিত থাকিবে। কেবল এই প্রার্থনা করিবে যে প্রভু, তোমায় ভালবাসিতে শিখাও—জানিনা তোমায় কি করে ভালবাসিতে হয়; তুমি ভালবাসিলে তবে ভালবাসা শিখিব নচেৎ অন্য উপায় নাই। এইরূপে প্রাণের সহিত তাঁর শ্রীচরণে প্রার্থনা করিবে, দেখিবে আনন্দ প্রেম শান্তি শুদ্ধতা সব পাবে। ইতি –

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

পুঃ—এ সময় মঠের স্বাস্থ্য ভাল থাকে না, অন্য কোথাও শীঘ্র যাবো।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৪৫) বেলুড় মঠ, ১।১১।১৬

প্রিয় হরিচরণ,

অনেক দিনের পর তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। কোন ভয় নাই; শ্রীরামকৃষ্ণ আমার প্রভু, আমার সর্বস্ব, আমার পরমাত্মা, তিনি জগতের ত্রাণ-কর্তা, যুগাবতার, পরম দয়াল, চির ক্ষমাশীল, শরণাগত-প্রতিপালক। তিনি তোমায় নিশ্চয় শান্তি দিবেন। যে তাঁর ভক্তের ঠিক ঠিক শরণ লয়, প্রভু তাকে রক্ষা করেন এবং শরণাগতি দেন, নিশ্চয় জানিও। সংসার ও কাযকর্মের সংস্রব থাকিলেই সকলকেই সময় সময় অল্পবিস্তর অশান্ত করিয়া তোলে, কিন্তু ভক্ত তাহাতে বিচলিত হয় না—ধৈর্য্যের সহিত তাঁর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। তাঁর মুখ দেখতে পেলে ভক্ত সাংসারিক সব দুঃখ অম্লানবদনে সহ্য করিয়া যায়। তুমি ভক্ত, তোমাকে দুঃখ কোনরূপে বিচলিত করিতে পারিবে না। কোন ভয় নাই, তিনি তোমায় সুখে দুঃখে সব অবস্থায় দেখিতেছেন।

আমি ও প্রেমানন্দ স্বামী আগামী শনিবার Bombay (বোম্বে) মেলে ৺কাশী যাইব—অবশ্য অল্প দিনের জন্য। পরে যেখানে যাইব তাহা তোমায় পত্রে লিখিব।

অনেক দিনের পর আজ Statesman (ষ্টেইট্স্‌মেন কাগজ) পাইলাম। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহ প্রীতি জানিবে এবং আবার শীঘ্র পত্র লিখিবে। আসামে flood (বন্যা) হওয়াতে তোমাদের ক্ষতি হয় নাই তো? ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব (৪৬) শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রম, লাক্সা
শ্রীচরণ ভরসা বেনারস সিটি, ৮।১১।১৬

প্রিয় যত্নাথ,

তোমার পূর্ব পত্রও আমি পাইয়াছিলাম। আমি ও প্রেমানন্দ স্বামী গত শনিবার মিহিজাম আসি। পরে রবিবারে আবার যাত্রা করিয়া সোমবারে এখানে আসিয়াছি। এখানে সেবাশ্রমের নূতন জমির উপর পাঁচটি নূতন গৃহ নির্মিত হইয়াছে। তাহারই গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে যাগযজ্ঞাদি হইয়াছিল—সেজন্য গতকল্য আমাদের এখানে আসা। তোমার পূর্ব পত্রের উত্তর পরে লিখিব। কলিকাতার ঠিকানায় পত্র লিখিও, কারণ আমরা অধিক দিন এখানে থাকিব না। ১০।১৫ দিন পরে বোধ হয় আমরা মিহিজাম যাইব— কিছুদিন সেখানে থাকিয়া মঠে ফিরিব।

আমার আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে। রাগটাগ কিছুই করি নাই—এখানে ওখানে যাওয়া আসার গোলমালে পত্রাদি কাহাকেও লেখা হয় নাই। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ (৪৭) শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রম, লাক্সা পোঃ
শরণম্ বেনারস সিটি, ২৩।১১।১৬

প্রিয় যত্নাথ,

তোমার কার্ড যথা সময়ে পাইয়াছিলাম। শীঘ্র উত্তর দিবার প্রয়োজন নাই বলিয়া এত দিন লিখি নাই। তুমি শ্রীশ্রীমা'র

অন্ন-প্রসাদ পাইয়াছ শুনিয়া যারপর নাই সুখী হইলাম—বাস্তবিকই তুমি ভাগ্যবান সন্দেহ নাই। তোমরা কিছুদিন পরে কুমিল্লা যাইবে শুনিয়া সুখী হইলাম। কুমিল্লা খুব স্বাস্থ্যকর স্থান; তোমার শরীর সেখানে খুব ভাল থাকিবে এবং মধ্যে মধ্যে কখন কখন বাড়ী যাইতে পারিবে।

বাবুরাম মহারাজের শরীর এখানে অপেক্ষাকৃত ভাল আছে, আমিও তত মন্দ নাই।

তুমি যাহা জানিতে চাহিয়াছ—তাহা আমার মতে তোমার কোন বিশেষ প্রয়োজন নাই, এই পর্যন্ত জানিয়া রেখো যে তিনি (শ্রীঠাকুর) আমাকে সন্তানের ন্যায় ভালবাসিতেন, আর অধিক জানিবার দরকার নাই।

তুমি আমার আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

(৪৮)

শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম
বেনারস সিটি, ২০।১।১৭

প্রিয়—,

তোমার ১।১।১৭ তারিখের পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। অবশ্য উত্তর দিতে বিলম্ব হইল; তজ্জন্য তুমি কিছু মনে করিবে না আমি জানি। আন্তরিক প্রার্থনা করি তুমি ও তোমরা প্রভুর পথে খুব

অগ্রসর হও। মায়ামোহের সংসারে তোমরা পদ্ম-পত্রের জলের ন্যায় নির্লিপ্ত থাকিবে প্রভুর কৃপায়, ইহা নিশ্চয় জানিও। অধিক আর কি লিখিব? সকল ভক্তেরা আমার ও তুরীয়ানন্দ স্বামীর আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে।

বাবুরাম মহারাজ স্বামীজীর জন্মতিথি পূজার পূর্বেই মঠে গিয়াছেন। আমরা উৎসবের পরই এখান হইতে যাত্রা করিব মনে করিয়াছি। হরি মহারাজের শরীরটা এখানে আসা অবধি বড়ই খারাপ ছিল। এখন প্রভুর কৃপায় একটু ভাল আছেন। খোকা মহারাজ এখনও রাঁচিতে। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুঃ—ঘটক, উপেন রায়, ইন্দু ও রাজেন্দ্র প্রভৃতি এবং আর আর ভক্ত যাদের নাম মনে পড়ছে না—সকলে আমার আশীর্বাদ জানিবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ — (৪৯) — মঠ বেলুড়, বেলুড় পোঃ হাওড়া, ৫।৮।১৭

প্রিয়—,

তোমার ও মোহিনী চক্রবর্তীর পত্র একত্রেই পাইলাম। প্রেমানন্দ স্বামী দেড় মাসের পর অন্নপথ্য করিয়াছেন, এখনও খুব দুর্বল—বিছানা হইতে উঠিতে পারেন না। তবে ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে

বল পাচ্ছেন। প্রভুর কৃপায় তিনি এবার নবজীবন লাভ করিলেন। সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে এখনও বিলম্ব আছে।

তোমার বন্ধু শরৎ কন্‌খল সেবাশ্রমে সেবাকার্য করিতে গিয়াছে—উত্তম কথা। সকলেই যে সংসারে এক রকম কার্য করিবে ভগবানের তাহা উদ্দেশ্য নয়। প্রভু যখন যে অবস্থায় রাখেন, সেই অবস্থায় থাকিয়া ভক্ত তাঁকে ডাকিবে—তাঁকে ডাকাই ভক্তের উদ্দেশ্য। ভক্তের পক্ষে নির্ভর করা ছাড়া আর কোন গতি নাই। অহংকৃত হইয়া কার্য করা ভক্তের স্বভাববিরুদ্ধ। প্রভুর যদি ইচ্ছা হয় তুমি সর্বত্যাগী হও—তাহা হইলে তিনি তার উপায় করিয়া দিবেন। তিনি ভক্তকে সব অবস্থায় রাখিয়া শান্তি দিতে পারেন। শান্তিই ভক্তের উদ্দেশ্য—ভগবৎপ্রীতিই জীবনের সার।

তোমার হৃদয়ে প্রীতি ভক্তির স্রোত আবার আসিবে। প্রবাহের এই ধারা ; একবার উঠে, আবার নামে—আবার উঠে আবার নামে—ঢেউয়ের মতন। এই রকম হতে হতে প্রেম-ভক্তির স্রোত ভগবানে গিয়া পড়ে—যেমন নদীসকল নানা দিক হইতে নানা গতিতে প্রবাহিত হইয়া শেষে গম্ভীর অসীম সমুদ্রে মিলিত হয় এবং লীন হইয়া যায়। ব্যস্ত হইও না—ধীরে ধীরে তিনি যেমন নিয়ে যাচ্ছেন তেমনই চল। অসন্তোষের ভাব মনে স্থান দিও না। আমার শরীর তত ভাল থাকে না। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহ প্রীতি জানিবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ (৫০) বেলুড় মঠ, হাওড়া

শরণম্ ৫।৯।১৭

প্রিয় যতীন,

তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। যখনই তোমার পত্র পাই সত্য সত্যই একটা আনন্দ পাই। তার কারণ তোমরা আমাদের যথার্থ ও ঠিক ঠিক ভালবাস। তোমার চিঠিগুলি কেবল ফাঁকা কথা-মাত্র নয়, একটু প্রীতি মাখা থাকে—তাই আনন্দ হয়। প্রভু তোমাদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ করুন। সকলের সর্বপ্রকার কল্যাণের জন্যই তাঁর নরদেহ ধারণ এবং আমরা তাহাই দেখিতে চাই এবং হবেও তাই।

মহারাজ, হরি মহারাজ এখনও ৺পুরীতে। তাঁরা অপেক্ষাকৃত ভাল আছেন। খুব সম্ভব আশ্বিন মাসে ভুবনেশ্বরে আসিবেন ও নূতন আশ্রমের ভিত্তি স্থাপন করিবেন এবং অন্ততঃ ৩।৪টা ঘর যাতে শীঘ্র শীঘ্র হয়ে যায় সে চেষ্টা করিবেন। খোকা মহারাজ বনগ্রাম হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া রামকৃষ্ণপুরে আসিয়াছেন, শীঘ্রই বোধ হয় মঠে আসিবেন। বাবুরাম মহারাজ আরোগ্যলাভ করিয়াছেন প্রভুর কৃপায়; তবে এখনও মঠে আসিয়া থাকিবার উপযুক্ত হন নাই। বিশেষ এ সময়টা মঠের স্বাস্থ্য ভাল নয়। অনেকের জ্বর জাড়ি হইতেছে। তোমরা সকলে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে এবং মধ্যে মধ্যে এইরূপ কুশল সংবাদ লিখিয়া সুখী করিবে। প্রভু তোমাদের প্রভূত কল্যাণ করুন। তোমরা অধ্যাত্ম রাজ্যে খুব অগ্রসর হও। ঘটক কেমন আছে? ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৫১) মঠ, বেলুড় পোঃ হাওড়া, ২৫।৯।১৭

প্রিয় শ্রীনাথ,

তোমার পত্র পাইয়াছি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শরণ লইয়াছ, আর কোন ভয় নাই। তিনি যখন যেখানে যেরূপ অবস্থায় রাখেন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তাঁকে সদা সর্বদা স্মরণ, মনন করিতে ভুলিবে না—প্রাণ ভরিয়া তাঁর কাছে প্রার্থনা করিতে থাকিবে। তিনি নিশ্চয় তোমাকে কৃপা করিবেন। তিনি তোমায় কৃপা করিয়াছেন, তাহা না হইলে তাঁহার উপর তোমার ভক্তি হইল কেমন করিয়া? তুমি দু'বেলা যদুদের বাড়ীতে প্রভুকে প্রণাম করিতে, তাঁর সেবা করিতে কেন যাও? তিনি কৃপা করিয়াছেন বলিয়া। তিনি তোমায় দয়া করিয়াছেন——এ বিষয়ে কখনই সন্দেহ করিও না। সন্দেহই অশান্তির কারণ। তাঁর কাছে খুব প্রার্থনা করিবে। ক্রমে বুঝিতে পারিবে যে তিনি তোমার প্রার্থনা শোনেন। তখন আশা ও আনন্দে প্রাণ ভরিয়া যাইবে। মাতৃসেবা করিতেছ—ইহা সংসারে প্রধান কর্তব্য। ইহা কখনও অবহেলা করিও না। সংসারও ভগবানেরই—যে কাযই কর সব তাঁরই কায। তাঁর দাস হইয়া তাঁর সংসারের কায করিতেছ, এই ভাব সর্বদা মনে রাখিবে। তাহা হইলে অশান্তি হইবে না এবং আসক্তিও আসিবে না। সংসারে অধিক ভোগবাসনা থাকিলে এবং তাহা চরিতার্থ না হইলেই জীব কষ্ট পায়। নতুবা মোটা ভাত, মোটা কাপড় হইলেই সন্তুষ্ট থাকিয়া প্রাণ ভরিয়া প্রভুর স্মরণ' মনন করা—

যথাসাধ্য ভক্তদের এবং দুঃখী, গরীব-নারায়ণদের সেবা করিয়া জীবন কাটিয়ে দেওয়া—ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় কি হইতে পারে ?

আমার শারীরিক অবস্থা মাঝামাঝি একরকম চলিতেছে, তত ভাল নয়। তুমি ভাল আছ জানিয়া সুখী হইলাম। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৫২) বেলুড় মঠ – ৩০।১১।১৭

প্রিয় যদুনাথ,

তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি পুনরায় পূর্বের মত প্রভুকে ব্রহ্মগোপালরূপে দর্শন করিয়াছ শুনিয়া বড়ই খুশী হইয়াছি। আমি পূর্বে তোমায় অনেকবার বলিয়াছি যে, তোমায় প্রভু দেখিতেছেন এবং তোমার অন্তরে প্রীতি ভক্তি বিশ্বাস ক্রমে ক্রমে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর দৃঢ়তম হইবে। নাগ মহাশয় প্রকৃত মহাপুরুষ, তার আর সন্দেহ নাই। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের সাক্ষাৎ কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত—তাঁর তুলনা নাই।

মোহিনীমোহন এসেছিল। ৺পূজার সময় মঠে বাহির হইতে যে সকল সাধু আসিয়াছিল, তাদের কাহারো কাহারো জ্বর হওয়ায় বড় কষ্ট হইয়াছিল। যা হোক প্রভুর কৃপায় সকলে আরোগ্যলাভ করিয়াছে। মঠে এখনও কাহারো কাহারো জ্বর হইতেছে—এবার

ম্যালেরিয়ার প্রকোপ এ অঞ্চলে খুব বেশী। বাবুরাম মহারাজ ও হরি মহারাজ খুব আস্তে আস্তে আরোগ্যের দিকে চলিতেছেন। মহারাজ (ব্রহ্মানন্দ স্বামী)ও আসিয়াছেন—তাঁরা সকলেই কলিকাতায় আছেন। সেখানে ভাল ডাক্তারদের দ্বারা বাবুরাম মহারাজ ও হরি মহারাজের চিকিৎসা হইতেছে।

তুমি ইংরাজী বেশ পড়িতেছ জানিয়া সুখী হইলাম, খুব ভাল করিয়া শিক্ষা কর। ঋণ পরিশোধ হইতেছে জানিয়া খুব সন্তোষ লাভ করিয়াছি। আমার জুতার কোন প্রয়োজন নাই, আবশ্যকীয় যাহা কিছু প্রভুর ইচ্ছায় সবই আছে।

তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহ প্রীতি জানিবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ — (৫৩) — শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড়
হাওড়া, ১৪।২।১৮

প্রিয় হরিচরণ,

তোমার ৪।২।১৮ তারিখের পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। ব্যস্ত থাকার জন্য সময় মত উত্তর দিতে পারি নাই।

কোন ভয় নাই। হাজার কাযের ভিতর থাকিলেও তোমার ভক্তি প্রীতি বিশ্বাস সদাই জাগরিত থাকিবে, তার জন্য কোন চিন্তা নাই। যে কায ধরিয়াছ সেটা সিদ্ধ করা চাই, প্রভুর কৃপায়।

শ্রীশ্রীস্বামীজীর পুস্তকাবলী হইতে quotations (উদ্ধৃতি) সংগ্রহ করিয়াছ এবং তাহা ছাপাইবে মনস্থ করিয়াছ, উত্তম কথা। উহা বাঙ্গালায় না ইংরাজীতে? বাংলায় হইলে অনেক লোক পড়িতে ও বুঝিতে পারিবে। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহ প্রীতি জানিবে।

শ্রীশ্রীস্বামীজীর জন্মোৎসব সুচারুরূপেই সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

ইতি— তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৫৪) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
হাওড়া, ১।৩।১৮

প্রিয় তারানাথ,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। তুমি এখন পূর্বাপেক্ষা ভাল আছ জানিয়া সুখী হইলাম। প্রভু তোমায় নিরাময় করুন—ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। তুমি যে ঔষধের কথা লিখিয়াছ, ভুদি বাবুকে বলিয়া যদি সুবিধা করিতে পারা যায় আমরা সে চেষ্টা করিব।

বাবুরাম মহারাজ বোধহয় ৺বৈদ্যনাথ changeএ (বায়ু-পরিবর্তনে) যাইবেন। তাঁর শরীর এখনও সুস্থ হয় নাই। হরি মহারাজ এখনও কাহারো সাহায্য বিনা উঠিয়া বসিতে পারেন না।

তবে অন্য অন্য বিষয়ে ভাল। মহারাজের শরীর একপ্রকার মন্দ নয়। তিনি কখনও মঠে কখনও কলিকাতায় থাকেন। তুমি আমাদের আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে এবং সেবাশ্রমের এবং অদ্বৈত আশ্রমের সকলকে জানাইবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণম্

(৫৫)

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় পোঃ
জিলা—হাওড়া, ৬।৪।১৮

প্রিয় যদুনাথ,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। কোন ভয় নাই, তুমি প্রভুর শরণাগত ভক্ত—তোমার মনে কোনরূপ অশুভ বাসনা নাই। ভক্তি বিশ্বাস প্রেম ছাড়া তোমার আর কোন বাসনা নাই, তোমার ভয় কি?

বাবুরাম মহারাজ দেওঘরে স্থান পরিবর্তন করিয়াছেন—সেখানে তিনি অপেক্ষাকৃত ভাল আছেন—হরি মহারাজও ধীরে ধীরে সুস্থ হইতেছেন।

তোমার জীবনের গতি যিনি ইচ্ছা করেন তিনিই লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পারেন, কোন আপত্তি নাই—দেখিলে বরং তোমার উপর তাঁদের শ্রদ্ধা বর্ধিত হইবে এবং তাঁদেরও হৃদয়ে ভক্তি বিশ্বাস বাড়িবে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা অবশ্য যাদের মন শুদ্ধ ও বিশ্বাসী তাদের বলিবে—তাহাতে ভাল ব্যতীত মন্দ হইবে না। তবে বেশী গোলযোগের প্রয়োজন নাই। প্রভু সমগ্র দেশকে ভক্তি বিশ্বাস দিবেন। ক্রমে ক্রমে কত দেখিতে পাইব—দেখিয়া শুনিয়া ধন্য হইয়া যাইব সকলে। যুগাবতারের ধর্ম এইরূপেই প্রচার হয়। সমগ্র জগতে শান্তির বিস্তার হইবে, তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহ প্রীতি জানিবে এবং ওখানকার ভক্তদের সকলকে জানাইবে। আমাদের ঢাকা যাবার কোন ঠিক নাই। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৫৬) বৈদ্যনাথ ধাম, ৪।৭।১৮

শ্রীমান্—,

তোমার পত্র আমি এখানে পাইয়াছি। কোন বিশেষ কার্যোপলক্ষে আমি এক মাসের অধিক হইল এখানে আসিয়াছি। শীঘ্রই এখান হইতে যাইব। আমি তোমায় ঠিক চিনিতে পারিলাম না, যা হোক তুমি যেই হওনা কেন তুমি যখন ঈশ্বরাবতার, পতিতপাবন, কলি-কল্মষহারী, যুগাচার্য, পরমকারুণিক, ভক্তবৎসল শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ, তখন তোমার পরম মঙ্গল হইবে—আমি নিশ্চয় বলিতে পারি। কেবল প্রাণভরে তাঁকে ডাক, তাঁর কাছে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা

কর, দেখিবে হৃদয় তাঁর প্রেমে ভরে যাবে। বালক যেমন মা বাপের কাছে আবদার ক'রে কাঁদে, ঠিক সেই রকম ক'রে তাঁর কাছে বিশ্বাস ভক্তি প্রেম চাও—নিশ্চয়ই পাবে ; অধিক আর কি লিখিব ? আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব (৫৭) এস, পি, রায়ের বাংলো
শ্রীচরণ ভরসা দেওঘর, ৮।৭।১৮

প্রিয় — চৈতন্য,

তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি কিছুদিন ৺কাশী আসিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছ – উত্তম কথা। চন্দ্রকে বলিলে সে তোমায় যত্ন করিয়া রাখিবে। অবশ্য কত দিন সে তোমাকে রাখিতে পারিবে তাহা আমি বলিতে পারি না। তবে তাদের যতদিন অসুবিধা না হয়, ততদিন তোমায় নিশ্চয় রাখিবে। তুমি এই পত্র চন্দ্রকে দেখাইলেই হইবে।

এখানে বাবুরাম মহারাজ এখনও ভুগিতেছেন ; তবে খুব ধীরে ধীরে ভাল হচ্ছেন। একেবারে আরোগ্য হইতে এখনও অনেক সময় লাগিবে—এক বৎসরের অধিকও হইতে পারে। নির্মল নিরাপদে পৌঁছিয়াছে শুনিয়া সুখী হইলাম। তোমরা সকলে আমার আন্তরিক আশীর্বাদও স্নেহ প্রীতি জানিব। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৫৮) মঠ, পোঃ—বেলুড় হাওড়া, ১।৮।১৮

প্রিয় হরিচরণ,

বহুকালের পর তোমার চিঠি পাইয়া বড়ই সুখী হইলাম। আমি মধ্যে প্রায় ৬।৭ সপ্তাহ দেওঘরে ছিলাম। প্রেমানন্দ স্বামী তথায় জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য গিয়াছিলেন. কিন্তু সেখানে তাঁর পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁকে গত শনিবার প্রাতে কলিকাতায় আনা হয় এবং প্রভুর ইচ্ছায় গত মঙ্গলবার বেলা সাড়ে চারটার সময় তাঁর দেহ ত্যাগ হইয়াছে। তজ্জন্য প্রভুর যাবতীয় ভক্ত সকলে অত্যন্ত দুঃখিত। তিনি মঠের একজন প্রধান কর্ণধারস্বরূপ ও বিশেষ শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। তাঁর যেমন নাম কার্যেও তেমনই ছিলেন। তিনি ভক্তদের প্রাণের তুল্য ভালবাসিতেন এবং প্রেমভক্তি ও বিশ্বাসের জীবন্ত বিগ্রহ ছিলেন। প্রভুর পরমাত্মীয় ও ভক্ত ছিলেন। তাঁর দেহত্যাগ আমাদের হৃদয়ে বড়ই আঘাত দিয়াছে। যতদিন ইচ্ছা প্রভু তাঁর ভক্তকে জগতে রাখিয়াছিলেন এবং তাঁর কায করাইয়াছিলেন। এখন তাঁর ইচ্ছা তিনি নিজের কাছে তাঁহাকে ডাকিয়া লইলেন। ইদানীং তিনি রোগে অসহ্য কষ্ট ভোগ করিতেছিলেন ; সেই জন্যই প্রভু দয়া করিয়া তাঁকে কষ্ট হইতে মুক্ত করিলেন। সবই তাঁর ইচ্ছা।

তোমাদের কায একরূপ চলিতেছে এবং প্রভুর ইচ্ছায় ভবিষ্যতে আরো ভাল চলিবে বলিয়া মনে হয়। চিন্তা নাই, কামকাঞ্চনের প্রলোভন হইতে প্রভু তোমায় রক্ষা করিবেন। প্রভু চিরকুমার, তাঁতে কামগন্ধ

নাই। তাঁর স্মরণে জীবের কামভাব চলিয়া যায়। যখন মনে কুভাব আসিবে তখনই সেই পবিত্র মধুর মূর্তি স্মরণ করিও—কাম লজ্জায় কোথায় পলাইয়া যাইবে।

স্বামীজীর quotations (উদ্ধৃতি) সংগৃহীত হইতেছে এবং সরল বাংলায় অনুদিত হইতেছে—অতি উত্তম। ছাপাইলে খুব ভাল হইবে, তবে এখন কাগজ প্রভৃতি বড়ই মহার্ঘ।

আমার শরীর এক রকম চলিয়া যাইতেছে। তুমি এখন শারীরিক ভাল আছ জানিয়া সুখী হইলাম। প্রার্থনা করি তুমি শারীরিক ও মানসিক কুশলে থাক এবং কোম্পানির কাজেরও উন্নতি হোক। ইহাতে অনেকের অন্নের সংস্থান হইবে। দেশের বড়ই দুঃসময়—প্রভু দয়া করুন। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে।

তোমায় পত্র লিখিতে বসিয়াছি, এমন সময় তোমার পত্র আসিল এবং মনে বড়ই আনন্দ হইল। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৫৯) মঠ, বেলুড় পোঃ
হাওড়া, ৭।৮।১৮

শ্রীমান্—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। আমি যাহা পূর্বে লিখিয়াছি তাহা ব্যতীত আমার আর কিছু বলিবার নাই এবং জানি ও

না। প্রভুকে যে চায় সেই পায়। প্রভু বলিতেন, ভগবান্ যেন চাঁদা মামা—সকলেরই মামা, যে চায় সেই পায়। প্রভুর বিরহে তাঁকে না পেয়ে কাঁদিতে কেহ কাহাকেও শিখাইতে পারে না। উহা আপনা আপনিই সময়ে আসে। ঠাকুর বলিতেন যে, একটী ছোট ছেলে ঘুমাইতে যাইবার আগে তার মাকে বলেছিল—"মা আমি এখন ঘুমাতে যাচ্ছি, আমার হাগা পেলে আমাকে ডেকে দিও।" মা বলিল—"বাবা তোমার হাগা পেলে তোমার ঘুম আপনিই ভাঙ্গবে, ডাকতে হবে না।" সেইরূপ তাঁকে লাভ করবার জন্য কাঁদতে শেখাতে হয় না। আপনিই কান্না আসিবে—অবশ্য সময়ে। যখন সে সময় আসিবে তুমি আপনিই কাঁদিবে। অবশ্য সে সময় কখন আসিবে তাহা কেহই জানে না। তুমি হৃদয়েই তাহা জানিতে পারিবে।

প্রেমানন্দ স্বামী প্রায় ১৪।১৫ মাস যাবৎ কঠিন Malaria ও (প্লীহা যকৃৎ ইত্যাদিতে) ভুগিতেছিলেন। হঠাৎ সেদিন তাঁর জ্বর বৃদ্ধি হয় এবং Pneumonia (নিউমোনিয়া) হয়। একে অত্যন্ত দুর্বল শরীর তার উপর এই কঠিন পীড়া, দেহ সহ্য করিতে পারিল না; সুতরাং তিনি তাহা ত্যাগ করিয়া গত মঙ্গলবার ১৪ই শ্রাবণ ৩০ জুলাই প্রভুতে লীন হইয়া গেলেন। প্রভুরই ইচ্ছা সব।

চিণ্ময়ানন্দ (শচীন) নামে এক young (যুবক) সন্ন্যাসীও ঐরূপে দেহত্যাগ করিয়াছে। সেও অনেকদিন হইতে উদরাময় রোগে ভুগিতেছিল, হঠাৎ সর্দি ও Pneumonia (নিউমোনিয়া) হইয়া দেহত্যাগ করিয়া প্রভুর লোকে চলিয়া গেল প্রায় এক মাসের অধিক হইল। সব প্রভুর ইচ্ছা।

প্রভুর নাম, প্রভুর ধ্যানই কামজয় করিবার একমাত্র উপায় আমি জানি। ইহা ছাড়া আমি আর কোন উপায় জানি না। আর উপায়, সাধারণ উপায়—কামিনীর দিকে কখন চোখোচোখি চাহিবে না, কাম সম্বন্ধীয় কথোপকথন করিবে না—কোন পুস্তকও পড়িবে না।

আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে। প্রভু তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৬০) রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় পোঃ
হাওড়া, ৭।৯।১৮

শ্রীযুক্ত—,

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। চির পবিত্র, কামকাঞ্চন-বর্জিত, 'শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্' সেই রামকৃষ্ণের শ্রীমূর্তির সম্মুখে বসিয়া কাতর ভাবে প্রার্থনা করিলেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। অধিক আর লিখিবার কিছু নাই। যদু গতকল্য মঠে আসিয়াছিল; তারা আগামী কল্য রবিবার দার্জিলিং যাত্রা করিবে। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে।

ব্যাকুলতা কেহ কাহাকেও শিখাইতে পারে না—আপনা হইতেই আসে। যদি না আসে, জানিতে হইবে তার এখনও সময় হয় নাই। মা জানেন কোন ছেলেকে কখন খাওয়াতে হবে। যদি দেরী হয়

বুঝিতে হইবে যে, মাই দেরী করিয়া ছেলেকে খাবার দিতেছেন ; কি কারণ তা তিনিই জানেন। প্রভুই মা, অতএব তাঁর উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর করিতে হইবে। আশীর্বাদ করি তোমার প্রভুপদে পূর্ণ বিশ্বাস, পূর্ণ নির্ভরতা হোক। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

(৬১)

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড়
জিলা—হাওড়া, ৩০।৯।১৮

প্রিয় যদুনাথ,

তোমার পত্র যথাসময়েই পাইয়াছিলাম। তোমাদের কাহারো শরীর ওখানে ভাল থাকিতেছে না শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। আমি পূর্ব হইতেই কিন্তু তোমাকে এবিষয় জানাইয়াছিলাম যে, সেপ্টেম্বর মাস দার্জিলিং-এ বড়ই খারাপ, অক্টোবর হইতে অনেকটা ভাল হইবে।

তোমার দর্শন সকল খুব ভাল—প্রভুর কৃপা তোমার উপর আছে—ইহা নিশ্চয় জানিও এবং দিন দিন তুমি আধ্যাত্মিক উন্নতি করিবে ইহাতে সন্দেহ নাই। আর অধিক জানিবার ইচ্ছা করিও না এবং জানিবার তোমার প্রয়োজনও নাই। তুমি বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতিতে পূর্ণ হইয়া যাও এবং আনন্দ ও শান্তি সম্ভোগ কর। তোমার সংস্রবে যে সকল ভক্ত আসিবে, তাদের সঙ্গে প্রভু-ভক্তি সম্বন্ধে আলাপ করিবে—যদি আলাপ করার যোগ্য বোধ কর, নতুবা নয়।

ওখানে এমন কোন বিশেষ লোক নাই, যাঁর কাছে তুমি যাইয়া উপকৃত হইতে পারে। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহ আশীর্বাদ জানিবে, সেই ছেলেটীকেও জানাইও। এখানকার স্বাস্থ্য এখন ভাল নয়— যেমন প্রত্যেক বৎসরই হয়। আমার শরীর এখনও খাড়া আছে প্রভুর ইচ্ছায়। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৬২) মঠ, বেলুড়, হাওড়া
২০।১০।১৮

প্রিয় বিশ্বরঞ্জন,

বহুকাল পরে তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। মাদ্রাজ মঠে অনেকের Influenza (ইন্‌ফ্লুএঞ্জা) হইয়া কষ্ট পাইতেছে ইহা আমি পূর্বেই শুনিয়াছি, এবং খুব চিন্তিত রহিয়াছি—বিশেষ অবনীর জন্য। যা হোক প্রভুর কৃপায় সে যে ভাল হইয়া উঠিতেছে এবং অন্য সকলের অবস্থাও ক্রমশঃ ভাল, তাহা শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। প্রভু শীঘ্রই তাদের নিরাময় করুন, ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা। তেজনারায়ণ বোধ হয় এতদিন মঠে আসিয়া পৌছিয়াছে। তুমি ও তোমরা সকলে আমার শ্রীবিজয়ার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহ প্রীতি জানিবে। বহুকাল পরে তোমার লিখিত চিঠি পাইয়া বড়ই

সুখী হইয়াছি। প্রার্থনা করি তাঁর চরণে তোমার বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি অটল হউক এবং তুমি শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া চিরশান্তি উপভোগ কর। এখানে এ সময়টা বড় অস্বাস্থ্যকর হয়। অনেকেই ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছে। তোমরা পুনরায় আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে।

ইতি— তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

(৬৩)

রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
হাওড়া, ১২।১১।১৮

প্রিয়—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। এবার সমস্ত ভারত ব্যাপী মহামারী ও দুর্ভিক্ষ। প্রভুর কি ইচ্ছা তিনিই জানেন।

মহারাজ ও হরিমহারাজ কলিকাতায় আছেন। তাঁরা উভয়েই অপেক্ষাকৃত ভাল আছেন। শ্রীশ্রীমাও অনেকটা ভাল আছেন। মঠের স্বাস্থ্য এখন কিছু ভাল হইতেছে। যা হোক, প্রভুর কৃপায় তোমরা যে সকলে প্রাণে বাঁচিয়া আছ, ইহা তাঁর বড়ই দয়া। প্রভু তোমাদের সর্বাঙ্গীন কুশলে রাখুন, ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

অন্য কাহারো কথায় তোমরা মনে নৈরাশ্য আসিতে দিও না। সেই মহাপুরুষের বাক্য সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া থাক। তিনি ভারত সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা ধ্রুব নিশ্চয় বলিয়া জানিও। সাধারণ লোক আপাতদর্শী। কিন্তু সে মহাপুরুষ বহু দূরদর্শী ছিলেন।

প্রভুর আবির্ভাব ভারতের অমঙ্গলের জন্য কখনই নয়—বিশেষ বঙ্গের কল্যাণের জন্য—ইহা নিশ্চয় জানিও। বঙ্গদেশের কল্যাণ মানে—সমগ্র ভারতের কল্যাণ, ইহাই ধারণা করিও।

আমার ৩।৪ দিনের জন্য Influenza (ইন্‌ফ্লুএঞ্জা) হইয়াছিল। তারপর হইতে শরীরটা প্রায় ২।৩ সপ্তাহ বড়ই খারাপ ছিল - এখনও কিছু কিছু আছে। প্রভুর ইচ্ছা যতদিন ততদিন এই মর্ত্য জগতে থাকিতে হইবে। তোমরা সকলে—ইন্দু, ঘটক, প্রফুল্ল প্রভৃতি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহ ভালবাসা জানিবে। প্রভুর শরণাপন্ন হইয়া থাক—কোন ভয় নাই। জীবনে মরণে তিনিই একমাত্র সাথী। সুখে দুঃখে তিনিই একমাত্র সহায়। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৬৪) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড়
জিলা হাওড়া, ২২।১১।১৮

প্রিয় শরদিন্দু,

তোমার পত্র পাইয়া বড়ই সুখী হইলাম। তুমি পিতা মাতার সেবায় নিযুক্ত হইয়াছ—অতি কর্তব্য কর্ম এবং মহৎ কায। প্রভুর কৃপায় ইহাতে তোমার মনের উন্নতি ছাড়া অবনতি কখনই হইবে না। তাঁরাও ভক্ত লোক, তোমাকে সংসারে মগ্ন করিতে—তাঁরা কখনই

চাহিবেন না। তুমি কর্তব্যপরায়ণ হইয়া প্রভুর স্মরণ মনন করিবে, পড়াশুনা করিবে, মিশনে সর্বদা যাতায়াত করিবে। ইহাতে তোমার জীবনের উন্নতি হইবে। সুবিধাজনক কোন কায যদি ঢাকাতে পাও, তাহাও করিতে পারিবে।

মহারাজ বোধ হয় দুই সপ্তাহের মধ্যে মঠে আসিতে পারেন। আমার শরীর মাঝামাঝি এক রকম আছে। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে এবং মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিবে। প্রভু তোমার মঙ্গল করুন। ইতি— শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৬৫) মঠ, বেলুড় পোঃ হাওড়া, …।৮।১৮

প্রিয় নরেন,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। আমি মনে মনে ভাবিতেছিলাম যে, তুমি কুণ্ডা পৌঁছিয়া কেন পত্রাদি লিখিলে না। যাহা হউক তোমার পত্র পেয়ে আনন্দ হলো এবং তুমি অসুখ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছ শুনিয়া সুখী হইলাম। এখানকার এই নূতন জ্বরই তোমারও হয়েছিল বোধ হচ্ছে। যা হোক দেওঘরে এবং ও অঞ্চলে বৃষ্টি হয়েছে ইহা বড়ই সুসংবাদ। ধান চালটা হবে, অবশ্য ভুট্টাটা মারা গিয়াছে। বহু গরীব ভুট্টা খাইয়াই কয়মাস চালায়, তা' আর হইল না—সবই ভগবৎ-ইচ্ছা।

খোকা মহারাজের এখনও কোথাও যাইবার কথা শুনি নাই। গত রবিবার বাবুরাম মহারাজের স্মরণার্থে ঠাকুরের বিশেষরূপ ভোগ-রাগ, ভজন কীর্তনাদি হইয়াছিল। প্রায় ১৩।১৪ শত লোক তৃপ্তির সহিত প্রসাদ পাইয়াছে। লুচি, হালুয়া—জলখাবার, পরে খিচুড়ি, আলু পটলের দম, কপি আলুর তরকারি, নিরামিষ ছ্যাচড়া, অনেক রকমের ভাজা, চাটনি, মালপুয়া, রাধাবল্লভী, জিলিপি, পায়স, দধি, আঁব, সন্দেশ, পান্তুয়া ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে হইয়াছিল। তিনি যেরূপ উৎসব ভালবাসিতেন, লোকজনকে খাওয়াইতে ভালবাসিতেন সেইরূপই প্রভুর ইচ্ছায় হইয়াছিল। বৃষ্টি হইবার খুব সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু প্রভুর ইচ্ছায় হয় নাই। নির্বিঘ্নে সব কায সম্পন্ন হইয়াগিয়াছে।

সেদিন যোগেশ বাবুও এসেছিলেন, বল্লেন—"অনিলবাবু (যিনি আশ্রমের জন্য সব বন্দোবস্ত করিতেছেন) শীঘ্রই কলিকাতায় আসিতে-ছেন"। যোগেশবাবু খুব সম্ভব ৺পূজার সময় দেওঘরে যাবেন। তিনি ভবানীপুরেই আছেন। তাঁর ঠিকানা—বাবু যোগেশচন্দ্র ঘোষ, 86-D, Harish Chatterjee's Street, Bhawanipur, Calcutta (৮৬-ডি, হরীশ চাটার্জির ষ্ট্রিট, ভবানীপুর, কলিকাতা)

অন্তরের সহিত আশীর্বাদ করি প্রভুর চরণে তোমার অচলা ভক্তি বিশ্বাস হোক, এবং তাঁর ভক্তদের উপরে ভালবাসার বৃদ্ধি হ'ক। এখানকার সংবাদ একপ্রকার ভাল। ফণীর একপত্র পাইয়াছিলাম, উত্তর দিয়াছি। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ (৬৬) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় পোঃ
শরণম্ হাওড়া, ১০।৩।১৯

প্রিয় বিশ্বরঞ্জন,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। এখানকার উৎসবাদি প্রভুর কৃপায় নির্বিঘ্নে খুব সমারোহের সহিত হইয়া গিয়াছে। সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী সকলে, প্রভুর কৃপায় একপ্রকার কুশলে আছে। আন্তরিক প্রার্থনা করি তাঁর পাদপদ্মে তোমার ভক্তি নিরবচ্ছিন্ন তৈল-ধারাবৎ বহিতে থাকুক এবং তুমি পরম পবিত্র, জিতেন্দ্রিয়, ওজস্বী, তেজস্বী, ভগবৎ-প্রেমিক হইয়া থাক। অধিক আর কি লিখিব, আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহ প্রীতি জানিবে। মহারাজ রবিবার কলিকাতা হইতে আসিতে পারেন নাই, শরীর খারাপ ছিল। মধ্যে মধ্যে তোমার কুশল সংবাদ পাইলে সুখী হইব। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ (৬৭) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় পোঃ
শরণম্ হাওড়া, ১৯।৪।১৯

প্রিয়—,

তোমার পত্র পাইয়াছি। শীঘ্রই চিদানন্দ নামক মঠের একজন সন্ন্যাসী কুমিল্লা মহেশ বাবুর ওখানে যাইবেন, এবং সেখান হইতে ব্রাহ্মণ-বাড়িয়ার অন্তর্গত বিটঘর গ্রামে সেবাকার্য আরম্ভ করিবেন। মঠের

আর একজন সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আছেন, তাঁর বাড়ী সেখানে। তিনি বহু কাল পরে তাঁর মাতাঠাকুরাণীকে দেখিতে গিয়াছেন, তিনিও সেবাকার্য্যে চিদানন্দের সহিত যোগ দিবেন। চিদানন্দ তোমায় সময় মত পত্র লিখিবেন, তিনি মঠ হইতে এই প্রকার আদিষ্ট হইয়াছেন। তুমি প্রস্তুত থাকিবে।

তাঁর নাম জপ করিতে করিতে আপনা আপনিই ধ্যান হইয়া আসিবে। প্রেমের সহিত তাঁর নাম জপ কর, ক্রমে একরূপ আনন্দ অনুভব করিবে, সেই আনন্দটা স্থায়ী হওয়াই ধ্যান। অথবা প্রেমের সহিত প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণা করিতে করিতে এক অপূর্ব আনন্দ অনুভব করিবে, ক্রমে ক্রমে মূর্ত্তি ও লয় হইয়া যাইবে, এক প্রকার কেবল চৈতন্যময় আনন্দ অনুভূত হইবে—তাহাও ধ্যান। ধ্যানের বহু প্রকার (রকম) আছে, একটা অবলম্বন করিয়া যাওয়া চাই। তুমি তাঁর নাম করিতে করিতে প্রার্থনা কর যে—প্রভু আমার ধ্যান যাহাতে হয় এমন করিয়া দিন, তিনি তাহাই করিয়া দিবেন—নিশ্চয় জানিও। তিনি সকলের হৃদয়ের গুরু, পথপ্রদর্শক, প্রভু পিতা মাতা সখা এবং জীবের তিনিই সর্বস্ব—ইহা নিশ্চয় জানিবে। অধিক আর কি লিখিব আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব (৬৮) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়,
শ্রীচরণ ভরসা হাওড়া, ২০।৪।১৯

প্রিয় ধ্যানানন্দ,

তোমার প্রেরিত মায়ের ও বাবার প্রসাদী ফুল বিল্বপত্রাদি পাইয়া ধন্য হইয়াছি। তুমি দর্শনাদি করিয়া বোধহয় এতদিনে বাড়ী ফিরিয়াছ। আগামীকল্য সোমবার গোঁসাই (চিদানন্দ) ও মঠের আর একটী ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুঃর্ভিক্ষ সেবাকার্যে রওনা হইবে। তাহারা প্রথমে কুমিল্লায় মহেশ বাবুর বাড়ীতে যাইয়া, তাঁহার সহিত দেখা করিয়া খুব সম্ভব প্রথমে বিটঘর গ্রামে কার্য আরম্ভ করিবে। তুমি প্রস্তুত থাকিও। খুব সম্ভব তাহারা তোমায় পত্র লিখিবে। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি তুমি জানিবে। এখানকার সংবাদ ঠাকুরের ইচ্ছায় একরূপ কুশল। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব (৬৯) মঠ, বেলুড়,
শ্রীচরণ ভরসা হাওড়া,২৬।৪।১৯

প্রিয় যদুনাথ,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তমালতলায় প্রভুর আশ্রমের বিষয় শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। ক্রমে উহার খুব উন্নতি হইবে এবং বহু লোকের বিবিধ প্রকারের কল্যাণ সাধিত হইবে তার সন্দেহ নাই।

ওদেশের লোক তমালতলার আশ্রমকে "রামকৃষ্ণ মিশন" বলে, তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না—কোন ভয়ের কারণ নাই। স্বয়ং গভর্ণর বিগত ৭ই মার্চ বেলুড় মঠে আসিয়াছিলেন, এবং দেড় ঘণ্টাকাল আমাদের সঙ্গে ধর্মালাপ করিয়া, চা মিষ্টান্ন ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া খুব সন্তোষ লাভ করিয়া গিয়াছেন। গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে ৫০০৲ টাকা মঠের পোস্তানির্মানের জন্য দিয়াছেন, সুতরাং মিশনের উপর আর কাহারো বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস থাকিবার সম্ভাবনা নাই, প্রভুর ইচ্ছায়।

প্রভুর ভোগের জন্য গোবিন্দভোগ চাউলের জন্য তোমায় বিশেষ চিন্তিত হইতে হইবে না। সহজে অর্থাৎ কাহারো কোনরূপ অসুবিধা না হয় এরূপ ভাবে প্রীতির সহিত যদি কেহ তাঁর সেবা করিয়া ধন্য হইতে চায় তাহাই বাঞ্ছনীয়, নতুবা কোন প্রয়োজন নাই—প্রভুর ইচ্ছায়।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে তুমি যাহা লিখিয়াছ আমার সে বিষয় সম্পূর্ণ মত আছে। দেশের কল্যাণের জন্য তাহাই এখন বিশেষ প্রয়োজন এবং স্বামীজির প্রাণের ইচ্ছাও তাহাই ছিল।

তোমার ময়মনসিংহ-নিবাসী বন্ধু ও তুমি ৩১ বৈশাখ নাগাদ মঠে আসিয়া ২।১ দিন থাকিবে ইচ্ছা করিতেছ—উত্তম কথা। প্রভু তার কল্যাণ করুন। আমার শরীর তত মন্দ নয়—আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি তুমি জানিবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৭০) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড়
জিলা হাওড়া, ৫।৫।১৯

প্রিয় —,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুর্ভিক্ষ সেবাকার্য মাত্র ৪।৫ দিন হইল আরম্ভ হইয়াছে। খুব অল্প পরিমাণে কার্য হইতেছে, সেইজন্য বোধ হয় তোমাকে এখনও ডাকিবার প্রয়োজন হয় নাই ; হইলেই তোমাকে তাঁরা সংবাদ দিবেন।···

প্রীতি সহিত বারম্বার নাম করা—ইহাই জপ, তাহাই করিবে। করিতে করিতে আনন্দ পাইবে, রিপু ইত্যাদি সব দমিত হইয়া যাইবে। তাঁর নাম করা, প্রাণের সহিত তাঁর কাছে প্রার্থনা করা—রিপু আদি জয় করিবার একমাত্র উপায়। তাঁর কৃপাই সম্বল। ডাকিতে ডাকিতে, নাম করিতে করিতে, প্রার্থনা করিতে করিতে, তাঁর কৃপা হয়। কৃপা হইলেই ভক্তের আর কোন চিন্তা নাই। ধ্যান জপ নিশ্চয় করিতে হইবে, করিতে করিতে ফল প্রত্যক্ষ করিবে—তার আর সন্দেহ নাই।

আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে। প্রভু তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন, তোমার বিশ্বাস ভক্তি প্রীতি দিন দিন বৃদ্ধি হউক, ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(৭১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণম্

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
হাওড়া, ২৩।৫।১৯

প্রিয় নরেন,

তোমার সুদীর্ঘ পত্রে বিস্তারিত সব অবগত হইলাম। জ্যোতির্ময়ানন্দের পৌঁছান সংবাদ সহ এক পত্র তাহার ভিতর ছিল। তোমাদের যতটুকু শক্তি প্রভু দিবেন, ততটুকু সেবাকার্য করিবে। অভাব যত, তার শতাংশের একাংশ যে আমরা পূর্ণ করিতে পারিব এরূপ বোধ হয় না। তবে তাঁর প্রেরণায় যে সকল সহৃদয় নারায়ণ কিছু কিছু অর্থ আমাদের হাতে দিতেছেন, আমরা যথাসাধ্য সেইগুলি দুঃখী-নারায়ণদের মধ্যে (যতগুলিকে সম্ভব) বিতরণ করিবার চেষ্টা করিতেছি—তারপর তাঁর ইচ্ছা যা হয় তিনি করিবেন। আজ জ্যোতিষের আর এক পত্র পাইলাম। বাসুদেবানন্দ তার উত্তর দিয়াছে। কিছু কাপড় আরো যাইতেছে।···

—কে লেখা হইয়াছে। তুমি ও তোমরা সকলে আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহ ভালবাসা জানিবে। এখানকার সংবাদ প্রভুর কৃপায় একরূপ কুশল। তোমাদের কুশল প্রার্থনা করি।···

···তোমার মন খুব ভাল থাকিবে। মন শরীর তোমার বলিতে আর কিছুই নাই, এইটি ঠিক জেনো। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৭২) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড়
জিলা—হাওড়া, ১৫।৬।১৯

শ্রীমান্ রোহিণী,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। প্রভুর ইচ্ছায় ঐ অঞ্চলে বৃষ্টি হইতেছে শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। তোমরা চাষীদের বীজ কিছু কিছু দিতেছ—অতি উত্তম, এই ঠিক সময়। প্রভু দয়া করিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের আশু কষ্ট নিবারণ করুন, আমরা দেখিয়া চরিতার্থ হই।

ওখানকার কায শেষ করিয়া পরে কোন নির্জন স্থানে বসিয়া তাঁর নাম করিতে ইচ্ছা হইতেছে—অতি উত্তম। মনের এভাব আসার কারণ—এই শুভ কায করিতেছ বলিয়া। ইহা তোমার উপর প্রভুর কৃপার পরিচায়ক। নিস্বার্থভাবে তাঁর কায করার এই ফল। অতি উত্তম; কায শেষ করিয়া তাহাই করিবে। পরে আবার এ বিষয়ে বিবেচনা করা যাইবে। তোমরা সকলে ভাল আছ শুনিয়া সুখী হইলাম। আন্তরিক প্রার্থনা করি প্রভু তোমাদের শারীরিক ও মানসিক কুশলে রাখুন। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুঃ—বৃষ্টি এ অঞ্চলেও ৯ দিন ধরিয়া হইয়াছে। গত কল্য হইতে বন্ধ হইয়াছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৭৩) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড়, হাওড়া ২৩।৬।১৯

শ্রীমান্—,

ক্রমে ক্রমে তোমার দুইখানি পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। যদি দাদার টাকায় লেখাপড়া করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে ইহা নিশ্চয় জানিও যে, তাঁহারা ভবিষ্যতে ঐ টাকার বিনিময়ে তোমায় চাকুরী বা এমন কোন কাজ করিতে বলিবেন, যাহার দ্বারা তাঁদের সংসারের উপকার হয় এবং ইহা যে যুক্তিযুক্ত তার কোন সন্দেহ নাই। পিতা মাতা ভ্রাতা বা যে কোন আত্মীয় কাহাকেও বিনা প্রয়োজনে লেখা পড়া শিখাইতে বা অন্য কোন কাজের জন্য অর্থব্যয় করে না। স্বার্থ আর কিছুই নয়—পরিজনবর্গের উন্নতি সাধন। তোমার যদি গার্হস্থ্য-জীবন যাপন করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তাঁদের টাকাকড়ি লইয়া পড় এবং শীঘ্রই আসিয়া কলেজে ভর্তি হইবার চেষ্টা কর। আর যদি সংসার-ত্যাগ করিয়া সমস্ত জীবন প্রভুর পদে অর্পণ করিতে চাও তবে সেজন্য যে লেখাপড়ার প্রয়োজন তাহা আমরা বন্দোবস্ত করিতে পারি। ইহা যদি তোমার অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে যে কার্যে তোমায় ওখানে পাঠান হইয়াছে, তাহা সম্পন্ন করিয়া মঠে আসিলে পর লেখাপড়ার বন্দোবস্ত করা যাইবে।

আর অধিক কি লিখিব। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি তুমি জানিবে।··· এখানেও বৃষ্টি খুব হইয়াছে। এখনও বৃষ্টির বিরাম নাই। মঠের আর আর সংবাদ একরূপ কুশল। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৭৪) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়, হাওড়া, ২৬।৬।১৯

প্রিয় যত্নাথ,

অনেকদিন পর তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তোমার শরীর এখন অপেক্ষাকৃত ভাল শুনিয়া আরো সুখী হইয়াছি। এবার অনেকদিন দেশে ছিলে এবং প্রভুর আশ্রমের কার্যের অনেক উন্নতি হইয়াছে জানিয়া বড়ই আনন্দ হইল।

দুষ্ট লোকেরা শত্রুতাচরণ করিয়া প্রভুর কার্যের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না, বরং প্রভুর ইচ্ছায় কায আরো ভাল হইবে। যদি সি, আই, ডি, অফিসার আসিয়া তদন্ত করেন তো খুব ভালই হইবে। ঐ আশ্রমের কার্যের ভিত্তি সত্যস্বরূপ প্রভু রামকৃষ্ণ। তাঁর সেবা, পূজা, বন্দনা পাঠ কীর্তনাদি এবং দুঃখী পীড়িতদের সেবাই আশ্রমের কায। অফিসার মহাশয় যদি আসেন—অনুসন্ধান করিয়া ইহা ব্যতীত আর কিছুই না পাইলে—শত্রুরা আপনারাই লজ্জিত হইবে। সেজন্য কোন চিন্তা নাই। তুমি বিন্দুমাত্রও ভীত হইও না এবং ভক্তদের ও এইরূপ লিখিয়া দিও, তারা প্রভুর কৃপায় কিছুমাত্র যেন ভীত না হয়—প্রভুরই জয় জয়কার হইবে। একবার অনুসন্ধান যদি হইয়া যায়, তাঁর ইচ্ছায় তাহা খুব ভাল হইবে। আশ্রমের পক্ষেও ভবিষ্যতে খুব মঙ্গল হইবে, ভক্তেরা নিশ্চিন্ত হইয়া কাজ করিতে পারিবে। কোন চিন্তা নাই, প্রভুরই জয় হইবে—সত্যেরই জয় হইবে।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন সম্বন্ধে পরে যেরূপ হয় করিবে। যদি নূতন প্রাথমিক শিক্ষাবিধির প্রবর্তন হয়, তাহা হইলে তোমাদের বোধ হয়

আর প্রাথমিক শিক্ষার কার্য করিতে হইবে না। তবে এখনও ঠিক বলা যায় না; যাহোক প্রভুর ইচ্ছা যাহা হয় হইবে—সেজন্য কোন চিন্তা নাই। তুমি ও ভক্তগণ সকলে আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহ প্রীতি জানিবে। আমার শরীর তত ভাল নয়, তবে খুব খারাপও নয়। প্রভু তোমার ভক্তি বিশ্বাস প্রীতি কার্যক্ষমতা পবিত্রতা দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়া দিন, ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা তাঁর শ্রীচরণে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুঃ—ভক্তদের বলিয়া দিবে যেন তাদের স্বভাবে কোনরূপ উগ্রভাব না থাকে। বিনয় যেন সর্বদা স্বভাবে, কার্যে এবং ব্যবহারে বিদ্যমান থাকে। ভক্তের স্বভাবই বিনয়ী হওয়া—উগ্রতা অহংকারের লক্ষণ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

(৭৫)

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
হাওড়া, ২৮।৬।১৯

শ্রীমান্ শরদিন্দু,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তোমার পূর্ব পত্রও পাইয়াছিলাম। আমার শরীরটা তত ভাল যাইতেছে না—মধ্যে মধ্যে পেট খারাপ হয়। মহারাজ কলিকাতায় আছেন। কখন ভাল কখন একটু খারাপ—এইরূপই চলিতেছে প্রভুর ইচ্ছায়। যাহোক শরীর এইরূপই এখন চলিবে। এখন প্রভুর কৃপায় তাঁর শ্রীচরণে পূর্ণ বিশ্বাস,

ভক্তি, প্রীতি বজায় থাকিলেই ধন্য হইয়া যাইব। প্রার্থনা করি তোমরাও তাঁর শ্রীচরণে পূর্ণ বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি পবিত্রতা লাভ করিয়া ধন্য হও। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ তুমি জানিবে। এখানকার আর আর সংবাদ প্রভুর ইচ্ছায় একরূপ চলিয়া যাইতেছে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

(৭৬)

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড়
জিলা—হাওড়া, ১২।৭।১৯

শ্রীমান্—,

তোমার পত্র পাইয়াছি। ওখানে বেশ বৃষ্টি হইতেছে এবং transplantation (ধান্যরোপন) আরম্ভ হইয়াছে এবং শ্রমজীবীরা ক্ষেত্রে কাজ পাইতেছে, সুতরাং তোমাদের Recipients (সাহায্যপ্রার্থী) ও কমিয়া যাইতেছে শুনিয়া বড়ই, আনন্দ হইল। প্রভু দয়া করিয়া তাঁর সৃষ্টি রক্ষা করেন তো রক্ষা, নতুবা এই প্রকার বারম্বার দুর্ভিক্ষ ও কঠিন কঠিন সংক্রামক পীড়ায় দেহ রুগ্ন ও শীর্ণ হইয়া সকলে কার্যে অক্ষম হইয়া পড়িবে ও ধীরে ধীরে slow death (ক্রম-মৃত্যু) অবশ্যম্ভাবী। সবই তাঁর ইচ্ছা, আমরা প্রভুর দাস, আমাদের দ্বারা যতটুকু সেবা করাইয়া লইবেন, আমরা ততটুকু করিয়াই ধন্য হইব।

পত্র লিখিয়া তখনই উত্তর পাইবার আশা আমার নিকট করিও না। পত্র লিখিতে আমার বিলম্ব হয়, অবশ্য বিশেষ দরকারী পত্র হইলে সে

স্বতন্ত্র কথা। আমাকে অনেকে পত্র লেখে, সময় মত উত্তর দিতে আমি সক্ষম নই।

সব সময় শরীর ভাল থাকে না। যতদূর সম্ভব প্রভুর স্মরণ মনন কর এবং তাঁর ইচ্ছায় তাঁর যে সেবাকার্য করিতেছ প্রাণ মন দিয়া সেইটি করিবে। নিশ্চয় জানিবে যে ইহা জপ ধ্যান অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়। এ কার্য্য নিষ্কামভাবে করিলে প্রভুর কৃপা শীঘ্র হয়। সাক্ষাৎ প্রভুরই সেবা করিতেছ। দরিদ্র ক্ষুধিতরূপে স্বয়ং প্রভুই তোমাদের দ্বারে উপস্থিত—এই জ্ঞানে সেবা করিবে এবং এই জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা করিবে, দেখিবে পরম শান্তি পাইবে। আমরা লোককে প্রতারণা করিতে আসি নাই, জীবের যাহাতে পরম কল্যাণ হয় তাহাই আমরা শিক্ষা দিয়া থাকি এবং সেই শিক্ষামত যে কাজ করিবে তার মঙ্গল হইবেই হণবে। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে, প্রভুর স্মরণ মনন সর্বদা করিবে এবং আনন্দে কার্য করিবে। ইতি —

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণম্

(৭৭)

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
হাওড়া, ৪।৮।১৯

প্রিয়—,

তোমার পত্র পাইলাম। শ্রীশ্রীমার শ্রীচরণ দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, অতি উত্তম। তুমি যাইয়া তাঁকে বলিও, "শিবানন্দ স্বামী

(তারক মহারাজ) আপনার শ্রীচরই দর্শন করিতে আমায় আপনার শ্রীচরণ সমীপে পাঠাইয়াছেন। বাঁকুড়ার দুঃর্ভিক্ষ পীড়িতদের সেবা করিতে তিনি আমায় পাঠাইয়াছিলেন—সেখান হইতে আপনার শ্রীচরণদর্শন ও কৃপালাভের জন্য আসিয়াছি। আপনি কৃপা করুন”—এই কথা বলিলেই তিনি তোমায় দয়া করিবেন। তিনি দয়ার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, যে যায় কাহাকেও বিমুখ করেন না। অতএব আমার স্বতন্ত্র পত্র দিবার প্রয়োজন নাই। এই পত্রখানি তাঁর শ্রীচরণ সমীপে পাঠ করিও, তাহা হইলেই হইবে।

প্রভুর কৃপায় সময়মত বৃষ্টি হইয়া শস্যের উপকার হইয়াছে শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল, বৃষ্টি আরো হইবে— প্রভুর ইচ্ছায়। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহ প্রীতি জানিবে ও রোহিণী ও শচীনকেও জানাবে। মঠের স্বাস্থ্য এখনও তত খারাপ হয় নাই, তবে অল্প অল্প Malaria (ম্যালেরিয়া) দেখা দিয়াছে ; প্রভুয় ইচ্ছায় এখনও অধিক হয় নাই। আমার শরীর একরূপ মাঝামাঝি চলিয়া যাইতেছে। এখানেও কয়দিন খুব ঝড় ও সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে ; এখন আর কিছু নাই।

সন্ধান করিয়া দেখিও, ওখানে বা নিকটে স্থানীয় মজবুদ গামছা পাওয়া যায় কি না। যদি পাওয়া যায়, তবে ৩ বা ৪ হাতি এক জোড়া গামছা ডাকে আমায় যত শীঘ্র সম্ভব পাঠাইও, পরে দাম পাঠাইব। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ (৭৮) মঠ, ১০।৮।১৯
শরণম্

শ্রীমান –,

তোমার প্রেরিত গামছা ২ খানি আজ পাইলাম। শ্রীশ্রীমা'র কৃপালাভ বড় ভাগ্যেতে ঘটে। তুমি যাইয়া তাঁর শ্রীচরণে প্রণিপাত করিয়া বলিবে, মা, আমাকে কৃপা করুন ; তারপর তিনি যাহা দয়া করিয়া বলিবেন তাহাই শিরোধার্য করিবে। যদি তিনি কৃপা করিয়া তোমাকে মন্ত্রদান করেন, জানিবে তুমি ভাগ্যবান্। তিনি আমাদের সকলের মা। তাঁর প্রদত্ত মন্ত্র পাইলে তোমার জন্ম সার্থক হইবে। ইহাতে আমারও পরম আনন্দ হইবে জানিবে। তিনি প্রভুরই নাম তোমায় দিবেন—সকলকেই তিনি তাহাই দেন।······

আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহ প্রীতি জানিবে। ওদিকে সুবৃষ্টি হইয়া চাষের উপকার হইতেছে শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। প্রভু কৃপা করুন। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব (৭৯) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
শ্রীচরণ ভরসা হাওড়া, ৪।৯।১৯

শ্রীমান্—,

তোমার পত্র পাইলাম। যে পত্র জয়রামবাটী হইতে লিখিয়াছিলে তাহাও পাইয়াছিলাম এবং খুব আনন্দ হইয়াছে যে শ্রীশ্রীমা তোমায় কৃপা

করিয়াছেন। আমার শরীর খুব খারাপ হইয়াছিল, এখন কিছু ভাল প্রভুর ইচ্ছায়। খোকা মহারাজ এখানেই আছেন এবং কিছু কাল আরো থাকিবেন। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহ প্রীতি জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৮০) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড়
হাওড়া, ৫।৯।১৯

শ্রীযুক্ত অবনীমোহন,

আজ কয়দিন হইল তোমার পত্র পাইয়াছি। আমার শরীর প্রায় ১২।১৩ দিন হইল অসুস্থ—এখন কিছু ভাল। মঠ এসময় বড়ই অস্বাস্থ্যকর একপ্রকার হাঁসপাতাল হইয়াছে বলিলেও হয়। প্রতি বৎসরই এইরূপ হয়; কার্তিক মাস পর্যন্ত এরূপ থাকে। এমন সময়ে আমরা বাহিরের কাহাকেও মঠে আসিতে বলি না, কারণ নিজেরাই ভুগিয়া ভুগিয়া জ্বালাতন, আবার বাহিরের লোকের সেবা কে করে? বাহিরের লোক আসিবামাত্রই ২।১ দিনের মধ্যেই জ্বরে পড়ে, সুতরাং নিজেদের অসুখ এবং অন্য লোকের সেবা অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠে। সেজন্য তুমি এখন মঠে আসার ইচ্ছা পরিত্যাগ কর। অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসে লিখিও, যেরূপ হয় দেখা যাইবে। ইতিমধ্যে যদি সংসারে বিশেষ জ্বালাতন বোধ হয় অন্য কোথাও যাইও।

প্রভুকে আশ্রয় করিয়াছ, কোন চিন্তা নাই, তিনি তোমায় রক্ষা করিবেন। তাঁর শ্রীপদে খুব প্রার্থনা করিবে—বালকের ন্যায় রোদন করিয়া প্রার্থনা করিবে, নিশ্চয়ই তিনি তোমার প্রার্থনা শুনিবেন এবং তোমায় শান্তি দিবেন। তিনি জীবন্ত ঠাকুর, পরমদয়াল, পতিতপাবন, কলিকলুষনাশক। এ যুগে যে তাঁর আশ্রয় ঠিক ঠিক প্রাণের সহিত লইবে, তার ভবসংসার পারের আর কোন চিন্তা নাই। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে। প্রভু তোমার মঙ্গল করুন—তিনি মঙ্গলময়। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(৮১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণম্

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় পোঃ
জিলা—হাওড়া, ২০।৯।১৯

প্রিয় ধীরেন,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তুমি লিখিয়াছ যে, তুমি অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কেন তোমার অধঃপতন হইবে? না—প্রভুর কৃপায় তাহা কখনই হইবে না। তুমি যাঁর আশ্রয় লইয়াছ, যাঁর ধ্যান চিন্তা করিতেছ, যাঁর চরণে আন্তরিক প্রার্থনা করিতেছ, তিনি যে যুগাবতার—সত্য সত্য অবতার—সাজা গোজা নয়, পাঁচ জনে করে তোলে নাই, তিনি সত্যস্বরূপ ঈশ্বরাবতার—যেরূপ যুগে যুগে হন। ধর্মের গ্লানি হলে, অধর্মের অভ্যুত্থান হলে যিনি নর দেহ ধারণ করেন, কত ক্লেশ সহ্য করেও যিনি শ্রীরাম, যিনি শ্রীকৃষ্ণ, যিনি

শ্রীবুদ্ধ, শ্রীচৈতন্যদেব, যিনি যীশুখৃষ্ট, যিনি শঙ্করাচার্য, যিনি রামানুজাচার্য রূপে আবির্ভূত হন, তিনিই ইদানীং শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি বলে তাঁর সাক্ষাৎ ভক্তদের আশ্রয় পাইয়াছ এবং তাদের দ্বারা প্রভু রামকৃষ্ণকে ইষ্টরূপে গ্রহণ করিয়াছ। অতএব নিজেকে ভাগ্যবান বলিয়া জানিবে।

প্রভুর জীবনের চর্চা খুব করিবে। প্রাণ ভরিয়া প্রার্থনা করিবে—দেখিবে আশা ও শান্তি পাইবে। কখনই অধঃপতনের দিকে যাইবে না। প্রাণে খুব ভরসা রাখিবে। নিজেকে কখনই দুর্বল করিবে না—জানিবে সেই প্রভুই চৈতন্যরূপে, আত্মারূপে তোমার হৃদয়ে রহিয়াছেন। অবিশ্বাসই দুর্বলতার কারণ। Abiding faith in the existence of the Lord, who is residing in your heart. (যিনি তোমার হৃদয়মধ্যে রহিয়াছেন সেই প্রভুর অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই)। তিনি তোমার অন্তরে বাহিরে রহিয়াছেন, এইরূপ ভাবনা করিবে, তাহা হইলেই বীর হইবে, দুর্বলতা দূরে যাইবে। আমি পাপী পাপী, কখনই মনে করিবে না। প্রভু তোমার হৃদয়ের অন্তরাত্মা। তুমি পাপী হবে কেন? "নিজেকে পাপী মনে করাই পাপ।" তুমি তাঁর দাস—তোমার দেহ মন্দির। প্রভুই সেই মন্দিরের ভিতরের দেবতা। তুমি পাপী কেন? তুমি মহা পবিত্র। এইটি করিও—ঈশ্বরের অবিশ্বাসীদের সঙ্গে অধিক ধর্ম বিষয় লইয়া চর্চা করিও না। অসৎসঙ্গ যতদূর সম্ভব পরিহার করিবে। অবসর সময়ে নিজে একলা একলা বেড়ান ভাল, বা শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বামীজীর পুস্তকাদি পাঠ করা

ভাল। তুমি কোন চিন্তা করিও না। কোন ভয় নাই। তুমি বীর হইবে—ইহাই আমার আন্তরিক আশীর্বাদ।

আমার শরীর মধ্যে খুব খারাপ হইয়াছিল। মঠের স্বাস্থ্য এখন ভাল নয়। প্রতি বৎসরই এই সময়টা, শ্রাবণ হইতে কার্তিক মাস পর্যন্ত মঠ এবং পার্শ্ববর্তী গ্রাম ভয়ানক Malarious (ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত) হয়। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(৮২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণম্

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
হাওড়া, ৮।১০।১৯

শ্রীমান্—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তুমিও ওখানকার ভক্ত সকলে আমার শুভ বিজয়ার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহ প্রীতি জানিবে। এখানে মহামায়ার পূজা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে—তাঁর কৃপায়। লোক সংখ্যা এবার অভূতপূর্ব হইয়াছিল। বৃষ্টি বড়ই বিঘ্ন ঘটাইবার চেষ্টায় ছিল; কিন্তু মা'র কৃপায় তাহা পারে নাই। রাখাল মহারাজ ৮মী পূজার দিন মঠে আসিয়া, দ্বাদশীর দিন বৈকালে কলিকাতায় ফিরিয়া যান। শরৎ মহারাজ দুদিন ছিলেন। তাঁর শরীর ভাল নয়।

পূর্ববঙ্গের অবস্থা সবই শুনিয়াছি। আমাদের কার্য কেবল সেবা করা। বিপদ বিপদ বলিয়া হা হুতোহস্মি করিবার সময় আমাদের নাই। বিপদ হইয়াছে—ধীরভাবে বিপন্নদের যথা সাধ্য সেবা করা আমাদের কর্তব্য। কান্নাকাটি করা বিফল। প্রভুর সেবকদল পূর্ববঙ্গে নানাস্থানে প্রেরিত হইয়াছে। এখন তাঁহার কৃপায় 'জয় রামকৃষ্ণ' বলিয়া দেখা যাক্, তিনি কি করেন। কিছু কায হবেই। সরকারের তরফ হইতেও খুব চেষ্টা হইতেছে। আরো অন্যান্য সেবাপ্রতিষ্ঠান কাযে লাগিতেছে ও লাগিবে শুনিতেছি। তোমরা এ সকল ব্যাপারে ভগ্নহৃদয় হইও না। বঙ্গদেশের এই ভীষণ দুর্দৈবের মধ্যে দয়াময় প্রভুর কোন বিশেষ শুভ উদ্দেশ্য আছে। অল্পদিনের মধ্যেই তাহা বুঝিতে পারিবে। আপাতদৃষ্টিতে যাহা দেখাইতেছে, তাহা অবশ্য খুব কষ্টকর তাহার কোন সন্দেহ নাই এবং তার যথা সম্ভব প্রতিবিধানের চেষ্টাও হইতেছে। কিন্তু জগতের সমস্ত ব্যাপার আপাতদৃষ্টিতে দেখিলে চলিবে না—একটু দূরদৃষ্টিও চাই। এই বিশাল সৃষ্টির অধিপতির কার্যকলাপ অহংকার-বিমূঢ় মানব কি বুঝিবে ?

তুমি পুনরায় আমার আশীর্বাদ, স্নেহ প্রীতি জানিবে। প্রভুর পাদপদ্মে পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর করিবে। জানিবে সব তাঁরই ইচ্ছা— তিনি মঙ্গলময়। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(৮৩)

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণ ভরসা

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
হাওড়া, ১১।১০।১৯

শ্রীমান্ শরদিন্দু,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। তুমি আমার ৺বিজয়ার আশীর্বাদ জানিবে। ওখানকার পূজার সংবাদ শুনিয়া সুখী হইলাম।

এখানে শ্রীগুরুদেবের কৃপায় মহামায়ার পূজা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্ববঙ্গে ভীষণ ঝড় ও বন্যা হইয়া একেবারে সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে—এরূপ ওদেশের অতিবৃদ্ধ লোকেরাও কেহ কখনও দেখে নাই। ভগবানের কি ইচ্ছা তিনিই জানেন। একে ঘোর দুর্ভিক্ষ তার উপর বস্ত্রহীন, এবার আবার আশ্রয়হীন হইয়া লোকে আর কতদিন বাঁচিবে? প্রভুই জানেন তাঁর সৃষ্টি কি উপায়ে তিনি রক্ষা করিবেন। যা হোক প্রভুর ইচ্ছায় ওখানকার মিশন হইতে তোমরা কিছু কায করিতেছ। এখান হইতেও সেবকগণ বরিশাল, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ প্রেরিত হইয়াছে ও হইতেছে। এখন প্রভু যা করেন। অন্যান্য সেবকসম্প্রদায়ও সেবার্থে লোক পাঠাইতেছে ও পাঠাইবে। সরকার হইতেও খুব সেবার বন্দোবস্ত হইতেছে। এইরূপই মা'র লীলা—দুই করে নাশ, দুই করে বরাভয়। একদিকে ঝড় বন্যায় নাশ, অপর দিকে লোকের মনে দয়ার উদ্রেক করিয়া তাদের সেবার বন্দোবস্ত—এরূপই মায়ের খেলা দেখিতেছি। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা

করিলে কেহই কোন উত্তর দিতে সক্ষম নয়। তুমি পুনরায় আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৮৪) রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় পোঃ
হাওড়া, ২১।১১।১৯

শ্রীমান্ রোহিণী,

তোমার পত্র অদ্য পাইয়া সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। তোমাদের centreএ (কেন্দ্রে) শ্রীশ্রীঠাকুরের কায সুচারুরূপে যথাসাধ্য হইতেছে শুনিয়া খুব আনন্দ হইল। কিন্তু শুনিতে পাই অভাব অত্যন্ত, সে পরিমাণে আমরা সেবা করিতে পারিতেছি না। অবশ্য প্রভুর ইচ্ছায় যেরূপ টাকা আসিবে কাযও সেইরূপ হইবে। আন্তরিক প্রার্থনা করি তোমাদের শরীর সুস্থ থাকুক এবং মনও ভাল থাকুক। অগ্রহায়ণের শেষে অনেকের ঘরে ধান্য আসিবে—লোকের কতকটা এমন কি অনেকটা কষ্ট দূর হইবে। প্রভু কৃপা করিয়া আর কোন বিঘ্ন বাধা ইতিমধ্যে না ঘটিতে দেন, ইহা আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। গাছপালা পড়িয়া পুষ্করিণীর জল খারাপ হইয়া নানা প্রকার পীড়া হইতেছে, তার সন্দেহ নাই। তোমরা খুব সাবধানে থাকিবে। জলটা, বিশেষ পানীয় জল খুব অনেকক্ষণ সিদ্ধ করিবে এবং ঠাণ্ডা হইলে ভাল করিয়া ছাঁকিয়া তবে খাইবে। প্রথমেও ছাঁকিয়া তবে সিদ্ধ করিবে

এবং ঠাণ্ডা করিয়া আবার ছাঁকিয়া লইবে। আর সকল লোককে ঐরূপ করিতে বলিবে।

তোমাদের জন্য আমাদের সর্বদা চিন্তা থাকে। প্রভু তোমাদের দেখিতেছেন, কোন চিন্তা নাই। তোমরা তাঁরই দয়ার কার্য করিতেছ। তিনি সর্বদা তোমাদের দয়া করিতেছেন। মন টন সব ভাল হইয়া যাইবে তাঁর কৃপায়, কোন চিন্তা নাই। তাঁর ইচ্ছায় অগ্রহায়ণ মাস শেষ হইলেই তোমাদের ওখানকার কাযও শেষ হইয়া যাইবে এবং মঠে চলিয়া আসিবে। প্রভুর স্মরণ মনন করিতে থাক, কোন চিন্তা নাই। মঠের স্বাস্থ্য এখনও ভাল হয় নাই। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহ প্রীতি জানিবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৮৫) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় পোঃ হাওড়া, ২।১২।১৯

শ্রীমান্ বিশ্বেশ্বর,

আমাদের ইচ্ছা, তুমি ওখানে থাকিয়া যাহাতে ও অঞ্চলের লোকের মধ্যে ধর্মভাব বৃদ্ধি হয় এবং শিক্ষার প্রসার হয় সেজন্য বিশেষ মনোযোগ দাও। কয়েকজন লোক (ওখানকারই) খুব আগ্রহ সহকারে আমাদের অনুরোধ করিয়াছেন, যাহাতে আমরা উপরোক্ত বিষয়ের জন্য যত্নবান হই; তাঁহারাও যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। অতএব তুমি যখন ওখানে আছ তখন এ বিষয়ে তুমি যে

যত্নবান হইবে ইহা বলা বাহুল্য। ধীরে ধীরে শিক্ষাবিস্তার আরম্ভ কর। লোকজনের সহিত (যাঁরা অবশ্য ঐ বিষয়ে উদ্যোগী) পরামর্শ কর। তাঁহারা কিরূপ সাহায্য করিবেন তাহা দেখ। অবশ্য প্রথমেই অধিক আড়ম্বর করা উচিত নয়। প্রথমে অল্প কায আরম্ভ কর, পরে ক্রমে ক্রমে কর্ম বৃদ্ধি হইতে পারিবে এবং মঠ হইতে ২।১ জন লোকও পাঠাইতে পারা যাইবে।

সেখানকার লোকদের ভিতর এ ভাব আসিবার প্রথম কারণ তোমার ওখানে অনেকদিন অবস্থান করা, দ্বিতীয় মিশন হইতে দুর্ভিক্ষ পীড়িত-দের সেবা। যাহোক প্রভুর কৃপায় ইহা অতি শুভসংকল্প তার সন্দেহ নাই। এখন তিনি কৃপা করিয়া ইহা সফল করুন—ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। তুমি ধীরে ধীরে কায আরম্ভ কর; পরে আমাদের লিখিও। আমরাও তোমাকে যাহা বলিবার তাহা জানাইব। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে এবং ওখানকার ভক্তদেরও জানাইবে। মঠের স্বাস্থ্য এখনও ভাল হয় নাই। মহারাজ ভুবনেশ্বরে ভাল আছেন। হরি মহারাজ ৺বারাণসীতে আছেন। তাঁর শরীর অপেক্ষাকৃত ভাল, তবে খুব ভাল নয়। শরৎ মহারাজ ২।৩ সপ্তাহের জন্য ৺কাশী গিয়াছেন। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৮৬) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড়
জিলা হাওড়া, ৩১।১।২০

শ্রীমান—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। একটা বড় ঘর হওয়া খুব দরকার।—র এক পত্র পুরুলিয়া হইতে পাইয়াছি। সে সেখানে অনেক শিক্ষিত, ধনী ভদ্র লোকের সহানুভূতি পাইতেছে, প্রভুর ইচ্ছায়। নৈশ বিদ্যালয়টি বেশ চলিতেছে শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। প্রার্থনা করি উহার আরো উন্নতি হউক এবং দরিদ্র ও অশিক্ষিতদের ভিতর একটু শিক্ষার বিস্তার হউক। ভবিষ্যতে প্রভুর কৃপায় তদ্দ্বারা তাদের অনেক প্রকার কল্যাণ হইবে, ঐহিক এবং পারমার্থিক—ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

তোমরা তাঁর ভক্ত যখন ওখানে আছ, এবং যথাসাধ্য সাধন ভজন, পূজা পাঠ করিতেছ ও পবিত্র জীবন যাপন করিতেছ, তখন ওখানকার লোকদের যে পরমকল্যাণ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? কেবল তাদের কল্যাণ নয়, তোমরাও বিশ্বাস ভক্তি প্রেম, দয়া ও পবিত্রতাতে পূর্ণ হইয়া যাইবে। উহা মঠের একটী উত্তম কেন্দ্র হইবে। এখন নৈশ বিদ্যালয়টিই ভাল করিয়া পুষ্টিলাভ করুক, প্রভুর ইচ্ছায়, তারপর ক্রমে ক্রমে দেখা যাইবে।

ক্ষি—বাগ্‌দা যাইবার জন্য রওনা হইয়া পুরুলিয়ায় গিয়াছে। এতদিনে বোধ হয় সে বাগ্‌দায় পৌঁছিয়া থাকিবে। তার শরীর এখানে Malariaতে (ম্যালেরিয়ায়) একেবারে জর্জরিত হইতেছিল। আশা

হয় প্রভুর কৃপায় সেখানে সে খুব ভাল থাকিবে। পুরুলিয়ায় সে বেশ আছে লিখিয়াছে। বাগ্‌দায় আরো ভাল থাকিবে। ছেলেটি ভাল।

তুমি ও তথাকার ভক্তেরা আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহ প্রীতি জানিবে। এখানকার সংবাদ—মঠের স্বাস্থ্য এখন পূর্বাপেক্ষা ভাল, তবে সম্পূর্ণ নয়। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৮৭) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
হাওড়া, ৭।৩।২০

শ্রীমান্ হরিহরানন্দ,

আজ কয়েকদিন হইল তোমার একখানা পত্র পাইয়াছিলাম ; কিন্তু নানা কার্যের চিন্তায় উত্তর দেওয়া হয় নাই। তুমি এত দিনে হয়ত ৺কাঞ্চী ফিরিয়া গিয়াছ। প্রভুর কৃপায় ভজন সাধন লইয়া একান্তে পবিত্র স্থানে বাস করিতেছ, ইহা অপেক্ষা মানব জীবনে আর কি উচ্চ বাসনা থাকিতে পারে? আন্তরিক প্রার্থনা করি, তুমি শ্রীপ্রভুপদে প্রীতি, ভক্তি ও জ্ঞানের সহিত একেবারে মগ্ন হইয়া থাক। মধ্যে মধ্যে ভক্তসঙ্গ করা খুব ভাল। মাদ্রাজে মাঝে মাঝে আসিয়া প্রভুর ভক্তদের সঙ্গে বাস করিয়া যাইও। ইহা খুব ভাল। আর অধিক কি লিখিব? প্রভু তোমায় শান্তিসাগরে ডুবাইয়া রাখুন—ইহাই আমার

আন্তরিক প্রার্থনা। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহ প্রীতি জানিবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুঃ—তোমাকে ওখানে যে ভক্তেরা ভালবাসেন ও সেবাদি করেন, তাঁদেরও আমার আন্তরিক আশীর্বাদ দিও।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৮৮) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
হাওড়া, ১৯।৩।২০

শ্রীমান—,

কিছুদিন হইল তোমার একখানা পত্র পাইয়াছিলাম। এতদিনে বোধ হয় উমা চৈতন্য আশ্রমে পৌঁছিয়াছে। ঢাকায় পৌঁছিয়া সে লিখিয়াছিল যে তাহার জ্বর হইয়াছিল। বোধ হয় প্রভুর কৃপায় সে আরোগ্য লাভ করিয়া সোনারগাঁয় গিয়াছে, এবং ধীরে ধীরে কায কর্মও আরম্ভ করিয়াছে। প্রভুর স্মরণ, মনন, ভজন, সাধন এবং তাঁর কার্য খুব উদ্যমে ও সাহসের সহিত করিতে থাক, ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। তোমাদের উপর প্রভুর ইচ্ছায় অনেক শুভ কার্যের ভার আছে জানিবে। দেশের প্রকৃত কল্যাণ তোমরাই (প্রভুর সন্তানরা) করিবে—ইহাই আমাদের বিশ্বাস। দেশের বহু শুভকার্য করিবার সময় আগতপ্রায়, প্রভুর

কৃপায়। তোমরা কোমর বাঁধিয়া থাক। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহ প্রীতি তুমি ও উমা চৈতন্য জানিবে। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৮৯) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়, হাওড়া, ৩।৪।২০

শ্রীমান্ বি— চৈতন্য,

তোমার পত্র পাইয়া ওখানকার সংবাদ সমস্ত জ্ঞাত হইলাম। ক্ষি—আবার জ্বর হইয়াছিল শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। যা হোক প্রভুর কৃপায় কোন ভয়ের কারণ নাই। তাকে কিছুদিন ওখানে থাকতে হইবে। গরমটা ভাল করিয়া পড়িলে সে আরোগ্যলাভ করিবে। তাকে ভাবিতে মানা করিবে। প্রভু তাকে এবং তোমাদের সকলকেই দেখিতেছেন কোন চিন্তা নাই।

আশ্রমের জায়গা রেজেষ্টারী ও ঘর-দ্বার নির্মাণের বন্দোবস্ত সুবিধামত যেমন হইবে তাহাই করিবে। যা হচ্ছে প্রভুর ইচ্ছায় ভালই হচ্ছে, এবং ক্রমে ক্রমে ওখানকার আশ্রম খুব উন্নতি লাভ করিবে, প্রভুর কৃপায় ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।—নন্দ বেশ করছে। খুব ভজন পূজন করুক, অপরকেও করাক। প্রভু তার ও তোমাদের এবং গ্রামস্থ ভক্তদের খুব কৃপা করুন ইহা আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

—নন্দেরও এক পত্র পাইয়াছি। Influenza Relief (ইন্‌ফ্লুএঞ্জা রোগের সেবাকার্য) এর কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। সবই প্রভুর কৃপা। পুঙ্কার আশ্রম বাড়ীটি শীঘ্র নির্মিত হইয়া যাইবে জানিয়া সুখী হইলাম। এবং কৃ—তথায় নির্জনে ভজন সাধন করিতেছে ও শান্তিতে আছে জানিয়া বড়ই আনন্দ হইল। প্রভু তাকে খুব উন্নত করুন।

এখানকার সংবাদ প্রভুর ইচ্ছায় এক প্রকার চলিয়া যাইতেছে। এলাহাবাদ হইতে হরিপ্রসন্ন মহারাজকে মহারাজ ডাকিয়া আনিয়াছেন। খুব সম্ভব শ্রীশ্রীস্বামীজীর সমাধি মন্দিরটি এইবার নির্মিত হইবে। ইট সুরকি চূনের জোগাড় হইতেছে। ইট দুই নৌকা আসিয়া পড়িয়াছে। ১০।১৫ দিনের মধ্যে প্রভুর ইচ্ছায় কায আরম্ভ হইবে। খোকা মহারাজ পূর্ববঙ্গে গিয়াছেন, জ্ঞা—মহারাজ ও গিয়াছেন।

শ্রীশ্রীমা'র শরীর এখনও ভয়ানক দুর্বল—জ্বর এখনও মধ্যে মধ্যে হয়। শ্যামদাস কবিরাজ মহাশয় দেখিতেছেন। উপস্থিত একটু ভাল বলিয়া বোধ হয়, তবে আরোগ্য হইতে এখনও অনেক সময় লাগিবে। মহারাজ মধ্যে ৩ সপ্তাহের জন্য মঠ ও কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। আবার (ভুবনেশ্বরে) ফিরিয়া গিয়াছেন এবং সেখানে ভাল আছেন। তুমি ও ওখানকার ভক্তেরা সকলে আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৯০) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়, হাওড়া, ৬।৪।২০

শ্রীমান্ ক্ষি—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত জ্ঞাত হইলাম। বি—চৈতন্যের পত্রে তোমার অসুখের কথা জানিয়াছিলাম এবং তার উত্তরও দিয়াছি—বোধ হয় তাহা তুমি শুনিয়াছ। আরো কিছুকাল ওখানে থাকিলে তবে তুমি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিবে নিশ্চয়ই। Spleen ও Liver-এর complain (প্লীহা ও যকৃতের গোলমাল) যখন অনেকটা সারিয়াছে, তখন ইহা নিশ্চয় যে অধিক দিন আর তোমায় ভুগিতে হইবে না।

ধ্যান জপের জন্য প্রভুর কৃপায় ও শ্রীশ্রীমা'র আশীর্বাদে তোমার কিছু ভাবিতে হইবে না। তাঁরা যখন তোমায় ঘোর সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া আনিয়াছেন, কাম-কাঞ্চনরূপ চির-করাল রাক্ষসের গ্রাস্ হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন, তখন আর তোমার ধ্যান জপের জন্য ভাবনা নাই। কিছুদিন শারীরিক অসুস্থতার জন্য যদি উহা কম হয়, তাহাতে তোমার কোন ক্ষতি হইবে না। আবার যখন শরীর বেশ সুস্থ হইবে তখন করিবে—কোন চিন্তা নাই। গরমটা ভাল করিয়া পড়িলে শরীরে যখন খুব ঘাম হইতে আরম্ভ হইবে, তখন শরীর ক্রমে নীরোগ হইবে, মনও সুস্থ হইবে এবং সাধন ভজন পাঠ ও প্রভুর কায উত্তমরূপে করিতে পারিবে—কোন ভয় নাই।

মহারাজ এখন ভুবনেশ্বরে। তাঁর শরীর ভালই আছে। মঠের সকলের শরীর এখন তত মন্দ নয়। তবে কাহারো কাহারো একটু

অসুখ আছে। আমার শরীর ভত মন্দ নয়। এখানে গত কল্য হইতে বেশ গরম পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতায় শ্রীশ্রীমা একটু ভাল আছেন। Influenza Relief (ইনফ্লুএঞ্জা রোগের সেবাকার্য) এর কথাও বিশ্বেশ্বরের পত্রে সব শুনিয়াছি। সবই প্রভুর দয়া। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে এবং—নন্দকে ও ওখানকার ভক্তদের সকলকে জানাবে। কেমন থাক মধ্যে মধ্যে লিখিবে। ইতি— তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৯১) মঠ, বেলুড়, হাওড়া—৮।৪।২০

শ্রীমান্ শ—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। প্রভুর কৃপায় তুমি এখন একটু ভাল আছ জানিয়া সুখী হইলাম। প্রভুর কৃপায় তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হও, প্রার্থনা করি। এবং যথাসম্ভব তাঁর স্মরণ, মনন, ধ্যান, জপ করিতে থাক। এখন খুব গরম পড়িয়াছে অধিক ধ্যান জপ করিতে চেষ্টা করা ভাল নয়। বি- চলিয়া গিয়াছে কোন চিন্তা নাই। প্রভুই তোমাকে দেখিতেছেন, ভক্তেরা সব আছেন কৃ—নিকটেই আছে। সকলের সহিত বেশ প্রীতির সহিত ব্যবহার করিবে। প্রভু ভালবাসিলে জগতে সকলেই ভালবাসিবে। তাঁর কৃপাই মূল — কোন চিন্তা নাই।

শ্রীশ্রীমা'র শরীর ভাল নয়। জ্বর প্রত্যহই হয়। চিকিৎসা যতদূর ভাল হইতে পারে তাহা হইতেছে। খুব দুর্বল। ডাক্তার অন্ন বন্ধ করিয়াছেন। দুধ, সাগু ও ফলাদি যথা—বেদানা, কমলালেবু, আঙ্গুর এই সকল পথ্য দিতেছেন। এখন প্রভুর যাহা ইচ্ছা। মধ্যে খুব বৃদ্ধি হইয়াছিল, আজকাল একটু কম।

মঠের climate (জলবায়ু) এখন মন্দ নয়—তবে আশপাশে কলেরা বসন্ত ইত্যাদি কিছু কিছু হইতেছে। স্বামীজীর মন্দির-নির্মাণ কার্য চলিতেছে, খানিকটা হইয়াছে। তবে এখন সম্পূর্ণ হইবে না বোধ হয়। Materials এর (মালমসলার) মূল্য ভয়ানক বৃদ্ধি হইয়াছে। তাঁর ইচ্ছায় যাহা হয় হইবে।

এই জন্মেই তোমার পূর্ণ বিশ্বাস ভক্তি হইবে—সে জন্য কোন চিন্তা নাই। বেশ সাবধানে আহারাদি করিবে। প্রভু তোমায় দেখিতেছেন—কোন চিন্তা নাই। আবশ্যক বোধ কর তো মধ্যে মধ্যে কৃ—কে আসিতে বলিও, বা তুমিও ইচ্ছা হইলে এবং শরীরে যথেষ্ট সামর্থ্য থাকিলে কখনও কখনও পুঞ্চাতে যেতেও পার। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহ প্রীতি জানিবে। মধ্যে মধ্যে কেমন থাক লিখিবে। এখানেও গরম বেশ। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৯২) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় পোঃ হাওড়া, ১০।৫।২০

শ্রীমান্ –,

তোমার পত্র পাইলাম। শ্রীশ্রীমার শরীর বড়ই খারাপ; সেজন্য আমরা সকলেই বিশেষ চিন্তিত রহিয়াছি। প্রভুর কি ইচ্ছা, তিনিই জানেন। তা' ছাড়া আরো কতকগুলি ভক্তের শরীর অত্যন্ত অসুস্থ এবং কঠিন রোগাক্রান্ত—এই সকল কারণে আমরা মানসিক বড়ই কষ্টে আছি। সবই প্রভুর ইচ্ছা।

ওখানকার আশ্রমের কুশল জানিয়া সুখী হইলাম। প্রভু তোমাদের মঙ্গল করুন—বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি, দিন দিন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে থাকুক—ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা। যখন সুবিধা হইবে মঠে আসিয়া প্রভুর দর্শনাদি করিতে পারিবে। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ তুমি ও আশ্রমস্থ সকলে জানিবে। ইতি— তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৯৩) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় হাওড়া, ২৫।৫।২০

শ্রীমান্—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। দলিলের খসড়া খানাও পাইয়াছি। কোন উকিলকে দেখাইয়া তাঁহাদের মন্তব্য তোমায় পরে লিখিব। প্রভুর কৃপায় রোহিণী একটু ভাল আছে জানিয়া সুখী

হইলাম। আন্তরিক প্রার্থনা করি, সে শীঘ্র প্রভুর কৃপায় নিরাময় হউক। ওখানকার জলবায়ু যদি এখন ভাল হয় এবং সে ধীরে ধীরে যদি আরোগ্যের পথে আসিতে থাক, তাহা হইলে তার ওখানে আরো কিছু দিন থাকাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। তার যদি ইচ্ছা হয় তো, সে আরও কিছুদিন ওখানে থাকুক এবং আসিবার ইচ্ছা হয় আসুক। এখানকার আর আর সংবাদ ভালয় মন্দয় প্রভুর ইচ্ছায় একরূপ চলিতেছে।

প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত বাগবাজারের ৺বলরাম বসুর একমাত্র পুত্র, আমাদের পরম প্রিয় ভক্ত গত ৩১শে বৈশাখ শুক্রবার তাঁর নিজ-ভবনে উদরাময় রোগে দেহত্যাগ করিয়া প্রভুর অভয় পদে আশ্রয় লইয়াছেন। তাঁর দেহত্যাগের জন্য প্রভুর ভক্ত যে যেখানে আছেন সকলেই মর্মাহত হইয়াছেন। তাঁর দেহের বয়স মাত্র ৪৫ বৎসর ছয় মাস হইয়াছিল। উদরাময় রোগ তাঁর বহুকাল হইতেই ছিল। সবই প্রভুর ইচ্ছা।

শ্রীশ্রীমা'র শরীর এখনও ভাল হয় নাই। তুমি ও অন্যান্য ভক্তেরা সকলে আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহ প্রীতি জানিবে। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

(৯৪)

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড়
জিলা—হাওড়া, ২৮।৫।২০

শ্রীমান্ হরিচরণ,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। প্রভুর স্মরণ করিয়া কায করিতে থাক। কাজ তোমার নিজের নয়। দেশের দশ জনের মঙ্গলের জন্য (অবশ্য কিছু তোমারও) কাজ করিতেছ—ইহা প্রভুরই কায। ভারতের এই দুর্দিনে যদি কতকগুলি লোকেরও দুবেলা দু মুঠা অন্নের সংস্থান এবং পরিধেয় বস্ত্র একখানার উপায় হয়, তাহা মহৎ কায। স্বামীজির প্রাণের ইচ্ছা এই সব ছিল। যারা উদরান্নের জন্য, পুত্র কন্যা স্ত্রী পিতা মাতা লইয়া পরিচ্ছদশূন্য হইয়া দিন রাত হাহাকার করিতেছে এবং অকালে কালের করাল গ্রাসে পতিত হইতেছে—তদ্বারা দেশটা উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে—তাদের এখন কি ধর্ম দিবে? তাদের যদি এই দুর্দিনে দু বেলা দু মুঠা অন্ন এবং একখানি পরিধেয় বস্ত্র দিতে পারা যায়, বা তার কোনরূপ উপায় করিয়া দিতে পারা যায়, তবে প্রভুর দয়া আমাদের উপর হইবে। যে করিবে তারই উপর হইবে—নিশ্চয় হইবে। অতএব এই সব কার্যই তাঁর পূজা, তাঁর উপাসনা বলিয়া জানিবে।

"Work is worship" (কর্মই উপাসনা) অনেক মহাত্মা ইহা বলিয়া গিয়াছেন এবং ইহা ধ্রুব সত্য। কায তোমার নিজের কখনই নয়, ইহা অনেক লোকের ; সুতরাং উহা প্রভুর কায। তুমি নিজে না খাইয়া বা স্ত্রী পুত্রদের না খাওয়াইয়া কায করিতে পার না। অবশ্যই

তাদের ভরণ-পোষণ করিবে—তাহাতে কোন দোষ নাই, জানিবে। তোমার ইষ্টদেব এবং তাঁর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ও প্রধান পার্ষদ স্বামীজি এই জগতের কল্যাণের জন্য দেহ ধারণ করিয়া, কত কষ্ট সহ্য করিয়া জীবের সর্বতোভাবে কল্যাণ যাহাতে হয় তাহা সাধন করিতে করিতে অকালে দেহ রক্ষা করিয়া স্ব ধামে গেলেন এবং এখনও তিনি তাঁর প্রবর্তিত কার্য সকল কৃপাদৃষ্টিতে অবলোকন করিতেছেন। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভূরি ভূরি আমরা পাইতেছি; সুতরাং তুমি কায করিয়া মনে কখনই অশান্তি আসিতে দিও না। আমরা ভক্তদের কার্যে প্রবৃত্ত হইতে সর্বদাই উপদেশ দিয়া থাকি; কারণ আমরা আমাদের জীবনের এবং জগতের নেতাদের কাছে উহা শিখিয়াছি; তাই ভক্তদেরও তাহা শিখাইতেছি। প্রভুর ইচ্ছায় এখন ভারতে এইরূপ কার্যের বিশেষ প্রয়োজন। অবশ্য নিজের ভোগ ও বিলাসিতার জন্য যে কায, তা নয়—অন্নহীনের অন্নের সংস্থানের জন্য, বস্ত্রহীনের বস্ত্র-সংস্থানের জন্য যে কায তাহার কথাই বলিতেছি। এ সময় ইহা মহৎ ধর্ম বলিয়া জানিবে। মনে কোন দ্বিধা আনিবে না। কোন ভয় নাই—সত্যকে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ প্রভু ও স্বামীজিকে সর্বদা সম্মুখে রাখিয়া, দশের মঙ্গলের জন্য কার্য করিতে থাক, কোন চিন্তা নাই।

তোমার লিখিত পুস্তক কতকটা পড়া হইয়াছে, স্থানে স্থানে facts এর (ঘটনার) একটু আধটু গোলমাল আছে, সাক্ষাতে উহা বলিব। লেখা মন্দ হচ্ছে না, তবে এখন উহা মুদ্রিত হয়—এ ইচ্ছা আমাদের একেবারেই নাই জানিবে।

মঠের জন্য কিছু চা, যত শীঘ্র হয় পাঠাইবার চেষ্টা করিবে শুনিয়া সুখী হইলাম।

আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে এবং মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিবে। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(৯৫)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণম্

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
হাওড়া, ৪।৭।২০

শ্রীমান হরিচরণ,

তোমার পত্র পাইলাম। বাগানের কাযটির নিশ্চয় Success (সফলতা) হওয়া চাই; তজ্জন্য তুমি মন প্রাণ দিয়া খাটিতেছ জানিয়া সুখী হইলাম। প্রভুর ইচ্ছায় তোমার শরীরটা সুস্থ থাকুক। প্রভুর স্মরণ, মনন ও নাম করিতে পারিলেই যথেষ্ট হইবে। তাঁর কৃপাই হচ্ছে মূল কথা। তুমি যতটুক পার তাঁর নাম ও স্মরণ, মনন করিতে পারিলেই, তাঁর কৃপায় তোমার পরম কল্যাণ হইবে—সে জন্য কোন চিন্তা নাই। বহু লোকের অন্নের সংস্থানের জন্য তুমি পরিশ্রম করিতেছ, প্রভু ও স্বামীজী সব জানিতেছেন, ধ্যানের জন্য ভাবিও না। নাম করিতে করিতে ধ্যান আপনা আপনি কখন কখন হইয়া যাইবে। তোমরা তাঁর শরণাগত ভক্ত, তোমাদের ধ্যানাদি বিশেষ করিবার আবশ্যক নাই। যদি আবশ্যক হয় তিনিই শক্তি দিয়া করাইয়া লইবেন। সে জন্য কোন চিন্তা নাই। তাঁর কৃপাতেই তোমাদের সব হইবে।

শ্রীশ্রীমা'র শরীর ভাল নয়। ক্রমেই দুর্বল্ হইয়া পড়িতেছেন। প্রভুর যা ইচ্ছা তাই হইবে। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহ প্রীতি জানিবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৯৬) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
হাওড়া, ৯।৮।২০

শ্রীমান্—,

তোমার পত্র, report এবং accounts (রিপোর্ট এবং হিসাব পত্র) পাইলাম।

গত বৎসর কায প্রভুর কৃপায় উত্তম হইয়াছে। S. D. O.র Remarks (মহাকুমা শাসকের মন্তব্য) অতি উৎসাহপূর্ণ এবং তাঁর সহানুভূতি যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা আশ্রমের পক্ষে খুব একটি শুভ সংবাদ। প্রভু সোনারগাঁ আশ্রমের খুব উন্নতি করুন— আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। বাস্তবিক —র অকালে দেহত্যাগে আমরা বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি। আশ্রমের ইহা দুষ্পূরণীয় ক্ষতি, তার আর সন্দেহ নাই। তবে প্রভু যদি দয়া করিয়া আশ্রমের উপর কৃপাদৃষ্টি রাখেন, তাহা হইলে কত অভাবনীয় উপায়ে যে আশ্রমের মঙ্গল হইবে তাহা আমরা জানি না।

মধ্যে সোনারগাঁর দুইটি ছেলে মঠে আসিয়াছিল। তাদের মুখে আশ্রমের অনেক কথা শুনিয়া সুখী হইয়াছি। উমাচৈতন্য খুব

কায করিতেছে, তারা বলিল। তুমি লোক পাঠাইবার কথা বলিয়াছ, এখন তাহা একেবারেই অসম্ভব দেখিতেছি। পরে প্রভুর ইচ্ছায় যাহা হয় বলিব। এখন মঠে খুব অল্প লোক। তুমি ও তোমরা আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে। মঠের সংবাদ একপ্রকার প্রভুর কৃপায় চলিয়া যাইতেছে। শ্রীস্বামীজীর Memorial Templeএর (স্মৃতি মন্দিরের) কার্য চলিতেছে। বিজ্ঞানানন্দ স্বামী এলাহাবাদ হইতে আসিয়াছেন। তিনি buildingএর (উক্ত মন্দিরের) কায Supervise (দেখাশুনা) করিতেছেন।

শ্রীশ্রীমা'র শরীর খুব খারাপ, চিকিৎসা চলিতেছে, খুব দুর্বল, অরুচি খুবই। প্রভুই জানেন—কি হবে। মহারাজ ভুবনেশ্বরে ভাল আছেন। আন্তরিক প্রার্থনা করি তোমরা খুব উন্নত হও, কাযও খুব হউক, দেশের যথার্থ সেবা হউক। আমার বিশ্বাস তোমাদের দ্বারা দেশের যথেষ্ট কল্যাণ হইবে। It was Swamiji's dream (ইহাই স্বামীজির স্বপ্ন) এবং নিশ্চয় তাহা realised (' কার্যতঃ পূর্ণ) হইবে। বঙ্গীয় যুবকগণ তাঁর আশার স্থল। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুঃ—কাযের জন্য লোক প্রভুই যোগাড় করিয়া দিবেন, কোন চিন্তা নাই।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৯৭) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়, হাওড়া, ১২।৮।২০

শ্রীমান্ ধীরেন,

তোমাদের পত্র অনেকদিন পরে এবার পাইলাম। I. A. plucked হইয়াছ (মাধ্যমিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইয়াছ) তাহাতে ক্ষতি কি ? সকল ছেলেই যে ফি বার পাস হয়, তা নয়। General lineএ (সাধারণ বিভাগে) পড়া আজকালকার দিনে আমারও মত নয় জানিবে। তোমার দাদারা যাহা বলিয়াছেন আমি তাহা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। অবশ্য এ কয় মাস বসিয়া থাকিতে হইবে, ইহা তোমার ন্যায় যুবকের পক্ষে কষ্টকর বটে, তবে বাড়ীর কাযকর্ম কিছু কিছু করিবে। তাহা হইলে মন ও শরীর দুইই ভাল থাকিবে। কিছু সদ্‌গ্রন্থাদিও পড়িবার চেষ্টা করিবে। পুস্তক নিশ্চয়ই পাবে—দাদারা অবশ্যই দিবেন। ভ্রাতৃবৎসলতা বলিয়া একটা জিনিস জগতে আছে। দাদাদের সহিত খুব সদ্‌ভাব রাখিবে। তাঁরা তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী।

Medical line (চিকিৎসা বিভাগ) খুব ভাল। ইহাতে প্রভুর সৃষ্ট প্রাণীদের অনেক সেবা করিতে পারিবে—তার আর সন্দেহ নাই। সেবাই একমাত্র ধর্ম, যাহাতে শ্রীভগবানের কৃপা সহজেই লাভ হয়। সেবা মহৎ সাধনা। নিঃস্বার্থে করিলে উহা মহা সুফলপ্রদ বলিয়া জানিবে। মনের অশান্তির কোন কারণ নাই। প্রভু তোমার মঙ্গলই করিবেন—ইহাতে পূর্ণ বিশ্বাস রাখিবে। I. A. পাস করিতে পার নাই—অতএব Medical lineএ (চিকিৎসা বিভাগে) যাইতে হইবে, ইহাও সেই মঙ্গলময়েরই ইচ্ছা বলিয়া নিশ্চয় জানিবে। জানিবে

জীবনের প্রত্যেক ঘটনাই প্রভুর ইচ্ছাতেই হইতেছে—ভক্ত এইরূপই ভাবিবে। অবিশ্বাসীর অশান্তি, বিশ্বাসীর প্রাণে শান্তি। প্রভুর স্মরণ করিয়া, সযত্নে কর্তব্য পালন করিয়া, কৃতকার্যতা বা অকৃতকার্যতার দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, জীবনপথে চলাই ভক্তের ভাব, বিশ্বাসীর ভাব। অন্যথা হওয়া অবিশ্বাসী, অভক্তের লক্ষণ।

অধিক আর কি লিখিব? প্রভুর শ্রীচরণে কায়মনোবাক্যে খুব প্রার্থনা করিবে; মনে শান্তি পাইবে, প্রার্থনাই ভক্তের বল। Medical lineএ (চিকিৎসা বিভাগে) পড়িবার জন্য মনকে বেশ করিয়া prepare (প্রস্তুত) কর। ইহাই মঙ্গলময় প্রভুর ইচ্ছা বলিয়া নিশ্চয় ধারণা করিবে। অশান্তির কোন কারণ নাই। তোমার জীবনের পথ কিছুই ভ্রষ্ট হয় নাই; বরং ভাল পথেই প্রভু তোমায় লইয়া যাইতেছেন। Medical lineএ success (ডাক্তারি পরীক্ষায় কৃতকার্য) হইলে তোমার জীবন ভাল পথেই যাইবে। General line (সাধারণ বিভাগ) অপেক্ষা প্রভুর ইচ্ছাতেই তোমার এই lineএ (বিভাগে) আসিতে হইতেছে জানিও। ইহাতে তোমার জীবন এক মহৎ ও উচ্চ পথে চালিত হইবে—আমার বিশ্বাস।

অধিক আর কি লিখিব? আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহ প্রীতি জানিবে। প্রভু তোমার মঙ্গল করিবেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমার শরীর তত মন্দ নয়। তবে এখানে এ সময় ম্যালেরিয়া আরম্ভ হইয়াছে। প্রভুর ইচ্ছায় যে স্বপ্ন দেখিয়াছ তাহা ভাল।

ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৯৮) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
হাওড়া, ২৯।৯।২০

শ্রীমান্ হরিচরণ,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। বাগানে গিয়াছ, উত্তম হইয়াছে। কোন চিন্তা নাই প্রভু একটা উপায় করিয়া দিবেনই দিবেন। "বৃথা চিন্তা না করিয়া তাঁর নাম করাই ভাল"—এই যে কথাটি লিখিয়াছ—পাকা কথা। তাঁর নামে ইহ-পরকালের মঙ্গল সাধিত হয়, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। তোমার কখনও অমঙ্গল হইবে না। তোমার অপরাপর সঙ্গীদেরও কল্যাণ হউক—ঐকান্তিক প্রার্থনা করি। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহ প্রীতি তুমি জানিবে। আমার শরীরটা ৬।৭ দিন হইল খারাপ। Mild type of influenza (সামান্য সর্দি জ্বর) হয়েছে।

মঠে এবার প্রতিমায় মহামায়ার আরাধনা হইবে—কাঠামো আরম্ভ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে খবর দিও। তোমাদের বাগানের জন্য আমার চিন্তা থাকে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৯৯) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় হাওড়া, ১৫।১১।২০

শ্রীমান্ হরিচরণ,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। শ্রীচৈতন্যদেবের drama (নাটক) শেষ করিয়াছ জানিয়া খুব আনন্দ হইল। জঙ্গলে বসিয়া বৃথা কালক্ষেপ করা অপেক্ষা ইহা অতি উত্তম occupation, (কায) তাহাতে আর সন্দেহ কি? ইহাতে মনের যথেষ্ট উন্নতি হইবে। তুমি ঠিকই বলিয়াছ—শ্রীচৈতন্যদেব ও ঠাকুর একই ব্যক্তি। ঠাকুর কেবল শ্রীচৈতন্যদেব কেন; যিনি রাম, যিনি কৃষ্ণ, যিনি বুদ্ধ, যিনি শঙ্কর, যিনি যীশু, তিনিই এবার শ্রীরামকৃষ্ণ। সেই জন্যই তাঁর ভাব এবার এত উদার। স্বামীজী অনেকবার বলিয়াছেন—শঙ্করের intellect (মেধা), বুদ্ধের heart (হৃদয়বত্তা), শ্রীচৈতন্যদেবের ভাবোন্মত্ততা ও প্রেম, সব শ্রীরামকৃষ্ণে একত্রে সমবেত। সেই জন্যই আজ পূর্ব পশ্চিম—সমগ্র জগত প্রভুকে মানিতেছে ও মানিবার চেষ্টা করিতেছে। তার প্রধান কারণ হচ্ছে শ্রীপ্রভুর ধর্মের মহান্ উদার ভাব এবং ইহাই এই নবযুগের ধর্ম।

মঠে এবার ৺শ্যামা-মা'র আরাধনাও প্রতিমায় হইয়াছিল। সুচারুরূপে মহা আনন্দে তাহা সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। দিনের বেলায় ৺চণ্ডীপাঠ অতি গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে হইয়াছিল। ১২ জন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী মিলিয়া সমস্বরে একত্রে ৺চণ্ডীপাঠ করিয়াছিলেন প্রায় তিন ঘণ্টা কাল ধরিয়া। তারপর ২ ঘণ্টা কাল ঐরূপ সমস্বরে সকলে

মিলিয়া জগদম্বার বহু স্তোত্র পাঠ করেন। ইহা অতি চমৎকার এবং মহা ভক্তিভাব-উদ্দীপক। মঠে এরূপ আমি কখনও দেখি নাই। ধন্য প্রভু! ধন্য মা!!

মনে হয় প্রভুর কৃপায় বাগানের মঙ্গল হইবে। শীত পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, weather (আবহাওয়া) বোধ হয় এ অঞ্চলে শীঘ্রই settled (স্থায়ী) হইবে, তা হলেই সকলের শরীর কতকটা সুস্থ হইবে। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (১০০) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
হাওড়া, ১০।১২।২০

শ্রীমান্ ধী —,

তোমার পত্র পাইয়াছি। আমি অনেক সময় অনেকের পত্রের উত্তর দিয়া উঠিতে পারি না। অনেক পত্র আসে। যা হোক তোমার সেজন্য দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই। তুমি প্রভুর ইচ্ছায় যেরূপ ভাবে চলিতেছ, সেইরূপই চল। তিনি তোমায় ঠিক পথে চালাইতেছেন ও চালাইবেন, নিশ্চয় জানিও। রিপু আদি তোমার সমস্ত দমিত হইবে। সেই আজন্ম কামকাঞ্চন-ত্যাগী, যুগধর্ম-সংস্থাপক, যুগাবতার, পরমদয়াল, পতিতপাবন, ভক্তবৎসল, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে যে হৃদয়ে ধ্যান করিবে, যে তাঁর পবিত্র ও পাবন

নাম জপ করিবে, যে তাঁর ভক্তদের আশ্রয় লইয়া তাঁকে স্মরণ করিবে, তাঁর কাছে প্রার্থনা করিবে, তিনি তার মনোবাঞ্ছা নিশ্চয় পূর্ণ করিবেন—তার সন্দেহ নাই।

আর অধিক কি লিখিব? তিনি তোমার মুক্তির দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন। তাঁকে খুব ভালবাস, আপনার হইতে আপনার করিয়া ভাব। পিতা, মাতা, বন্ধু, গুরু—এরূপ ভাবে ভাবিতে থাক। তোমার মনোবাঞ্ছা তিনি পূর্ণ করিবেন। তোমার মত দীর্ঘ পত্র লিখিতে আমি পারি না—কেবল অন্তরের সহিত আশীর্বাদ করি, তুমি বিশ্বাস, ভক্তি, জ্ঞান ও প্রেমে পূর্ণ হও। আর অধিক কি লিখিব। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ | (১০১) | মঠ, বেলুড়
হাওড়া, ২৬।১২।২০

শ্রীমান বিজ্ঞান চৈতন্য,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। M. E. School এর (মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের) জন্য স্থানীয় ভক্তদের ইচ্ছা হইয়াছে, অতি সুখের বিষয়। যদি হয় তো খুব ভাল হয়। আশ্রমের জমিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবার জন্য প্রায় ১০০/০ মন ধান্য হইবে শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল।

মহারাজ আসিয়াছেন, কতদিন থাকিবেন তাহার কিছু স্থিরতা নাই। একবার ইতিমধ্যে, বোধ হয় জানুয়ারী মাসের ৯।১০ তারিখে ৺কাশী যাইবেন। অবশ্য অধিক দিন সেখানে থাকিবেন বলিয়া বোধ হয় না। সন্ন্যাস শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবের সময় মহারাজ দিয়া থাকেন। যদি সে সময় পর্যন্ত তিনি এখানে থাকেন, তাহা হইলে সেই সময় তুমি আসিলে হইয়া যাইবে, সেজন্য চিন্তা কি? শুধু একখানা গৈরিক-বস্ত্র পরিয়া গোটাকতক মন্ত্র আওড়াইলেই যদি মানুষ মুক্ত হইয়া যাইত, তাহা হইলে ভারতবর্ষে প্রায় ২০ লক্ষ লোক মুক্ত হইয়া বেড়াইতেছে বলিতে হইবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। প্রভুর রাজ্যে ওরূপ আড়ম্বরের অধিক আবশ্যকতা নাই; ও সকল বাহ্যিক। শ্রীশ্রীমা'র কৃপায় তোমাদের মুক্তির ভাবনা নাই। সে সব তোমার হইয়া গিয়াছে, তবে বাহ্যিক একটা সংস্কার—যখন হয় করিলেই হইবে, উহার জন্য মন চঞ্চল করিবার কোন প্রয়োজন নাই জানিবে।

আমার আন্তরিক আশীর্বাদ তুমি জানিবে ও ওখানকার ভক্তদের সকলকে জানাইবে। খুব সম্ভব মহারাজ, স্বামীজীর তিথি-পূজা পর্যন্ত মঠে থাকিবেন, যদি তার পূর্বে ৺কাশী হইতে ফিরে আসেন। তুমি ন—র কাছে খবর লইও। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

পূঃ—প্রভু তোমায় বিশ্বাস, ভক্তি, জ্ঞান, প্রীতি দিয়া পূর্ণ রাখুন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (১০২) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় পোঃ হাওড়া, ২৪।১।২১

শ্রীমান্ যদুনাথ,

তোমার পত্র পাইলাম। আমি শুনিয়াছি চণ্ডীপুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির উত্তমরূপে নির্মিত হইয়াছে। সব কণ্টক প্রভু সরাইয়া দিবেন, তাঁর কাজ তিনি করিয়া লইবেন—তোমরা নিমিত্ত মাত্র। শরীরকে খুব যত্নে রাখিবে; কারণ এই শরীরের দ্বারাই প্রভুর কায করিতে হইবে। প্রভুকে ভাল করিয়া সাজাইতে পারিলেই তোমার আনন্দ হয়—উত্তম কথা, তুমি তাহাই কর। প্রভু তোমাকে ঐরূপেই চালাইতেছেন এবং তুমি ঐরূপেই চল। তাঁর ভক্তদের ভিতর বহু রুচির লোক আছে, যাকে তিনি যে ভাবে চালাচ্ছেন সে সেই ভাবেই চলছে—সবই ভাল। তাঁর ফুল-বাগানে নানাবিধ ফুল, কোনটিই কোনটির অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়—সবই উৎকৃষ্ট। গোলাপ গোলাপই, বেল বেলই, জুঁই জুঁইই, জবা জবাই—সকলেই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য হিসাবে ভাল। তুমি ঠাকুরকে উত্তমরূপে সাজাবে, ইহা অতি উত্তম। তাহাতেই তোমার জীবনের আশা পূর্ণ হইবে—নিশ্চয় জানিবে। কখনই বিপথগামী হইবে না—আমার বিশ্বাস।

মহারাজ ও শরৎমহারাজ ৺কাশী গিয়াছেন; সেখানে মিশনের কতকগুলি বিশেষ কায আছে। আমারও যাবার কথা হইয়াছিল, কিন্তু সম্মুখে ৩০শে জানুয়ারী শ্রীশ্রীস্বামিজীর জন্মোৎসব—তজ্জন্য যাওয়া হইল না। হরি মহারাজকে দেখাও তাঁহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য, তার

সন্দেহ নাই,—তবে বিশেষ কারণ উপরোক্ত মিশনের কায। হরি মহারাজ প্রায় পূর্ববৎই আছেন। মোটের উপর তত ভাল নয়, সবই প্রভুর ইচ্ছা। আমার শরীর মাঝামাঝি এক প্রকার চলিতেছে। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে। শরীরটা ভাল রাখিবার খুব চেষ্টা করিবে। ইতি— শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (১০৩) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়, হাওড়া, ১৪।২।২১

শ্রীমান্ রোহিণী,

তোমার পত্র পাইয়া সব অবগত হইলাম। তুমি ওখানে শারীরিক ও মানসিক বেশ ভাল আছ জানিয়া সুখী হইলাম। মন মধ্যে মধ্যে একটু আধটু চঞ্চল হয়—ইহা মনের স্বাভাবিক ধর্ম। তাঁর কৃপায় মন বশীভূত হইয়া গেলে আর সাময়িক একটু একটু চাঞ্চল্যে কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না; বরং উহার প্রতিক্রিয়ায় আরো বল অনুভব করিবে। তাঁর ভজনে সব হইয়া যায়, কোন চিন্তা নাই। প্রভুই তোমাদের দেখিতেছেন। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি সর্বদাই তোমাদের দেখিতেছেন—নিশ্চয় জানিবে। আহারাদি সম্বন্ধে যত সংযত থাকিতে পারা যায় ততই ভাল—তাহা হইলে রোগের ভয় এত থাকিবে না। "ভোগে রোগভয়ং" (ভোগে রোগের ভয় আছে)।

স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে তোমরা ওখানেও কিছু করিয়াছিলে শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। তাঁর উৎসব সর্বত্রই হইতেছে—প্রভুর ইচ্ছায়। মঠে লোকসংখ্যা এবার অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল। প্রায় ৯।১০ হাজার লোক প্রসাদ পাইয়াছিল—শেষে আর কুলাইতে পারা যায় নাই। ৺কালীকীর্তন, বৈঠকী গান, স্বামীজীর জীবনী সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ, এই সবও হইয়াছিল। খুব সমারোহে এবং স্থচারুরূপেই প্রভুর ইচ্ছায় সব সম্পন্ন হইয়া যায়।

অধিক আর কি লিখিব, তুমি ও তোমরা সকলে আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে। প্রভু তোমাদের সর্বপ্রকারে ভালই রাখিবেন। মঠের সংবাদ একপ্রকার তাঁর ইচ্ছায় মন্দ নয়। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ — (১০৪) — শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
হাওড়া, ২০।২।২১

শ্রীমান্—,

তোমার পত্র পাইলাম। তোমাদের ওখানে শ্রীশ্রীস্বামীজীর উৎসব স্থচারুরূপে ও সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে জানিয়া বিশেষ সুখী হইলাম। তাঁদের কায এরূপই ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকিবে।

Non-Co-operation (অসহযোগ আন্দোলন) এর ঢেউ অবশ্য সব যায়গাতেই উঠিয়াছে, সন্দেহ নাই। তবে এ ঢেউয়ের প্রবলতা

এত অধিক থাকিবে বলিয়া মনে হয় না, শীঘ্রই উহা হ্রাস পাইবে। ইহার মধ্যে যেটুকু দেশের মঙ্গলকর হইবে সেটুকুই থাকিয়া যাইবে। কলিকাতার ছেলেদের মনের ভাব প্রথমে যেরূপ প্রবলভাবে চলিয়াছিল, এখন কতক পরিমাণে কমিয়া আসিতেছে। ক্রমে যেটা থাকিবার, সেটাই থাকিয়া যাইবে। National College (জাতীয় মহাবিদ্যালয়)-এরও বিশেষ উন্নতি দেখা যায় না। তবে ক্রমে ক্রমে কিছু হইতে পারে। হুজুকে মাতিয়া কোন কায করা কোন মতেই ভাল নয়—তুমি ঠিক লিখিয়াছ। মাথা খুব স্থির রাখিয়া কায করিতে হইবে, তাড়াতাড়ি কোন কায করা উচিত নয়।

তুমি বর্তমান অবস্থায় কি করিবে তাহা আমি এখন ঠিক করিয়া বলিতে পারিতেছি না। তবে অন্য লোকের ন্যায় হুজুকে তোমার মাতা উচিত নয়। কারণ তুমি মঠের আশ্রিত। শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামীজী এবং আমরা তোমার ideal (আদর্শ)। তুমি যে বিষয় জানিতে চাহিয়াছ, বর্তমানে আমি সে বিষয়ে ঠিক্ ঠিক্ মতামত দিতে পারি না। সাম্যভাব বজায় রাখিয়া কায করা উচিত। তুমি যে স্কুলে কায করিয়া থাক, তাহার কর্তৃপক্ষদের সহিত তোমার যদি বিশেষ মতভেদ হয়, তাহা হইলে বুঝিয়া-সুঝিয়া কায করিবে। School nationalise (বিদ্যালয় দেশীয় প্রথায়) করবার সময় হইয়াছে কি না তাহা আমি বলিতে পারি না। আমার বোধ হয় এখনও হয় নাই। এবং তাহাতে বাধা বিপত্তি যে কতদূর হইবে তাহাও এখন ঠিক বলা যায় না। ক্রমে তাহা বুঝা যাইবে। সুতরাং আমরা এ বিষয়ে এখন কিছুই বলিতে পারি না। তুমি অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিও।

প্রভুকে স্মরণ করিয়া তাঁর শ্রীচরণে আন্তরিক প্রার্থনা করিয়া ধীর বুদ্ধিতে কার্য করিবে। আমাদের উদ্দেশ্য কেবল কর্ম করাই নহে—কর্মটা Secondary (গৌণ)। "আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" (নিজের মুক্তি ও জগতের হিত) এই হল স্বামীজীর শিক্ষার প্রথম কথা। ঐ দিকে নজর রাখিয়াই তোমাদের কায করা কর্তব্য। প্রাণ ভরিয়া প্রভুর স্মরণ করিয়া, তাঁহার ধ্যান করিয়া কার্য করিবে। তিনি সুবুদ্ধি নিশ্চয়ই দিবেন, কখনই বিপথে তোমাদের চালাইবেন না। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুঃ—একটি কর্মী ছেলে পাঠাইবার চেষ্টায় আছি।

০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (১০৫) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, ভুবনেশ্বর, জিলা—পুরী, ৮।৪।২১

শ্রীমান্ শ—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। আমরা যেখানেই থাকি তোমাদের উপর আমাদের দৃষ্টি সর্বদাই থাকে, কারণ তোমরা দেহ মন প্রাণ সমস্তই প্রভুর পাদপদ্মে অর্পণ করিয়াছ। মূলে জল সিঞ্চন করিলে বৃক্ষের শাখা প্রশাখা নিশ্চয়ই পুষ্ট হয়। শ্রীশ্রীমা'র কৃপা পাওয়া ও শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা পাওয়া একই কথা। অনেক জন্মের সুকৃতির ফলে তাঁদের কৃপা লাভ হয়। তোমার তাহা হইয়াছে এবং

প্রভুর সংঘের ভিতর বাস করিতে সক্ষম হইয়াছে, ইহা বহু বহু ভাগ্যে ঘটে, জানিবে। মঠে প্রভুর সেবায় নিযুক্ত আছ, আনন্দে থাক এবং সব ভাইদের নিজের পরম আত্মীয় বলিয়া জানিবে—এক প্রাণ বলিয়া জানিবে। সাধন ভজন পাঠ ও মঠের সব কায প্রাণের সহিত করিবে। তোমাদের নিজের কায কিছুই নয়, সব প্রভুর। প্রভুর মঠ, প্রভুর কায, আমরা তাঁর দাস মাত্র—এই জ্ঞান পাকা হওয়া চাই। মন প্রাণ যত তাঁতে গত হইবে, এ বোধ আপনা হইতেই আসিবে।

অধিক আর কি লিখিব। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহ প্রীতি তুমি ও তোমরা সকলে জানিবে। এখানে প্রভুর কৃপায় মহারাজ প্রমুখ আমরা সকলে এক প্রকার ভাল আছি। খুব সম্ভব ১৮ই এপ্রিল এখান হইতে মান্দ্রাজ যাত্রা করা হইবে। এখন মঠে লোক জন কম ; বেশ সাধন ভজনে ও অধ্যয়নে মন দিবে। প্রভু তোমাদের সর্বদা দেখিতেছেন। ইতি°—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুঃ—দেবেন, মাখন, ধর্মানন্দ, জ্যোতির্ময়ানন্দ, পরেশ প্রভৃতি সকলকে আমার কথা বলিবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (১০৬) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, ভুবনেশ্বর
জিলা হাওড়া, ১৮।৪।২১

শ্রীমান্ ধর্মানন্দ,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তোমার পূর্ব পত্রও পাইয়াছিলাম। মঠে তোমরাই সব senior member (পুরাতন লোক)। তোমরাই প্রভুর মঠের সমস্ত কায কর্ম এখন দেখিবে। তোমরাই

প্রভুর ইচ্ছায় আমাদের উত্তরাধিকারী। প্রভুই তোমাদের হৃদয়ে ও শরীরে শক্তি দিয়া তাঁর সমস্ত কাজ করাইয়া লইতেছেন ও লইবেন ; সেজন্য কোন চিন্তা নাই। তিনি সমস্তই দেখিতেছেন। তাঁরই যুগধর্ম সংস্থাপনের জন্য তিনি মঠস্থাপন নানা স্থানে করাইতেছেন। বেলুড় মঠই মূল স্থান—তার আর সন্দেহ নাই এবং সেখানে যে ভক্তেরা বাস করিতেছেন, সকলকেই তিনি বিশ্বাস ভক্তি প্রীতি কার্যক্ষমতা দিয়া তাঁদের শক্তিসম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছেন ও রাখিতেছেন ও রাখিবেন নিশ্চয়ই জানিও। তোমরা যত দায়িত্ব বোধ করিবে, তত শক্তি তিনি তোমাদের দিবেন। ইহা প্রভুর যুগধর্ম সংস্থাপনের কার্য।

আশা করি আঁটপুর হইতে ছেলেরা এতদিনে ফিরিয়াছে। কি— বাবুর বাড়ী তোমরা সকলে ৺অন্নপূর্ণা পূজা দর্শন করিতে গিয়াছিলে, খুব ভাল হইয়াছে। আমরা আজ ২টার ট্রেনে মাদ্রাজে রওনা হইতেছি। তাড়াতাড়ি পত্র লিখিলাম। মাদ্রাজে যাইয়া আরও লিখিব। পথে Waltair (ওয়ালটেয়ার)—এ ৪।৫ দিন halt করিবার (থামিবার) কথা হইয়াছে। তোমরা সকলে আমাদের আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। আমরা বোধহয় ২৩।২৪ এপ্রিলে মাদ্রাজ পৌঁছিব। শরীর আমাদের প্রভুর ইচ্ছায় একরূপ ভাল আছে। এখানে প্রত্যহই মেঘ হইতেছে, কিন্তু বৃষ্টি হয় নাই। এখন ঠিক বসন্ত কালের ন্যায়। কেবল দুপুর বেলা ৩।৪টা পর্যন্ত একটু গরম হয়। ইতি—

তোমার চির শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ　　　　(১০৭)　　শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর
শরণম্　　　　　　　　　　　　　　মাদ্রাজ, ২৭।৪।২১

শ্রীমান্ রোহিণী,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। তুমিও কন্‌খলে —বাবুর বাগানে আছ শুনিয়া সুখী হইলাম। স্থানটি অতি চমৎকার এবং —বাবু লোকও ভাল।

আমরা এখানে গত পরশু আসিয়াছি এবং প্রভুর কৃপায় শরীর তত মন্দ নয়। এ আশ্রমটি অতি সুন্দর। আন্তরিক প্রার্থনা করি তোমরা ভজনে খুব মগ্ন হইয়া যাও। প্রভুর কৃপায় সর্বপ্রকারে সুবিধা হইয়াছে। এখন তাঁর কৃপায় খুব অগ্রসর হও। অধিক আর কি লিখিব, আমাদের আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহ প্রীতি তুমিও সিদ্ধানন্দ জানিবে। তুমি সেবাশ্রমে নিত্যই যাইবে এবং সেখানকার ভক্তদের সঙ্গে খুব প্রীতিভাব রাখিবে। ইতি—　　　　তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ　　　　(১০৮)　শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, মায়লাপুর
শরণম্　　　　　　　　　　　　　　মাদ্রাজ, ২৮।৪।২১

শ্রীমান্ হরিচরণ,

আমরা ৺ভুবনেশ্বর ছাড়িয়া ওয়ালটেয়ারে এক সপ্তাহ ছিলাম। পরে গত ২৫ তারিখে এখানে আসিয়াছি। তোমার পত্র পাইয়াছি। কাযকর্মের জন্য অবশ্য তোমার চিন্তা আছে, তাহা আমি বেশ বুঝি ;

কিন্তু ইহার ভিতরে যে তুমি প্রভুর স্মরণ, মনন, তাঁর বিষয় চিন্তা ও লেখাপড়া করিতেছ, ইহাই তাঁর মহা কৃপার পরিচয়। প্রভু কোন ভক্তকে কি উপায়ে তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি, প্রীতি, বিশ্বাস দেন তাহা আমরা কেহই কিছুই জানি না। Mysterious, are thy ways (তোমার অচিন্ত্য লীলা)।

কোন চিন্তা নাই। তিনি তোমাকে দেখিতেছেন। বাগানে নির্জন প্রদেশে আছ; ইহা তাঁকে স্মরণ, মনন করিবার মহা সহায় ও সুযোগ। কায কর্মের একটা উপায় নিশ্চয়ই হইয়া যাইবে। আফিসের অন্যান্য সকলেও এ বিষয়ে ভাবিতেছেন ও চেষ্টা করিতেছেন, তুমিও প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছ—প্রভুর ইচ্ছায় একটা উপায় হইয়া যাইবে—ভয় নাই। তুমি তাঁর শ্রীপাদপদ্ম হইতে কখনই স্খলিত হইবে না; কিন্তু তোমার বিশ্বাস ভক্তি, প্রীতি আরো শতগুণ বৃদ্ধি হইবে, জানিও। প্রভু এইরূপেই তোমাকে লইয়া যাইতেছেন—ইহা নিশ্চয় জানিবে।

কতকটা চা মঠের জন্য পাঠাইতে পার ত ভাল হয়। মঠের চা ফুরাইয়াছে। একটু শীঘ্র পাঠাইলে ভাল হয়। বেলুড়, ই, আই, আর-এ বুক করিলে হইবে। ম্যানেজার, বেলুড় মঠের নামে পাঠাইলেই হইবে।

এখানে আমরা প্রভুর ইচ্ছায় এক প্রকার মন্দ নাই। তোমাদের মঙ্গল প্রার্থনীয়। মধ্যে মধ্যে সংবাদ পাইলে সুখী হইব। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (১০৯) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর মাদ্রাজ, ৮।৫।২১

শ্রীমান্ —নন্দ,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। তোমার শরীর খুব খারাপ হইয়াছিল জানিয়া দুঃখিত হইলাম। শরীরের ধর্মই এই—একেবারে সব সময় যে সুস্থ থাকিবে এরূপ আশা কাহারো করা উচিত নয়। যা হোক প্রভুর কৃপায় এখন একটু ভাল হইয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। আমি ৭।৮ দিন Influenza তে (সর্দিজ্বরে) ভুগিলাম। গতকল্য অন্নপথ্য করিয়াছি, দুর্বলতা এখনও বেশ আছে। মহারাজ অনেকটা ভাল আছেন। আর আর ছেলেরা সব একরকম ভাল। কাহারো কাহারো একটু একটু অসুখ আছে। মাদ্রাজ তত স্বাস্থ্যকর স্থান নয়, তবে একেবারে খারাপ নয়।

তুমি আমাদের আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (১১০) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর মাদ্রাজ—১৩।৫।২১

শ্রীমান্ শ—,

তোমার পত্র পাইয়া মঠের সমস্ত সংবাদ বিস্তারিত রূপে অবগত হইলাম। আমার Influenza (ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর) সারিয়াছে, তবে

দুর্বলতা এখনও কিছু আছে, তাহাও প্রভুর কৃপায় শীঘ্র যাইবে। তোমরা সকলে প্রভুর কৃপায় শারীরিক ও মানসিক বেশ ভাল আছ জানিয়া বড়ই আনন্দ হইল। আন্তরিক প্রার্থনা করি তোমরা তাঁর রাজ্যে খুব অগ্রসর হও। প্রেম, ভক্তি, জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য, সেবাপরায়ণতা, স্বাধ্যায় প্রভৃতিতে তোমরা পরিপূর্ণ হইয়া থাক। শরৎ মহারাজ মধ্যে মধ্যে আসেন জানিয়া সুখী হইলাম। শ্রীশ্রীমা'র মন্দিরের কার্য ও শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরের সিঁড়ির কার্য আরম্ভ হইয়াছে জানিয়া আমরা বড়ই সুখী হইয়াছি। এ সংবাদ আমরা মধ্যে মধ্যে পাইয়া থাকি।

তুমি ও শক্তিচৈতন্য প্রভুর পূজার ভাণ্ডারে কার্য করিতেছ এবং প্রভুকে প্রাণ ভরিয়া বেল ও বকুলের মালা দিয়া নিত্য সেবা করিতেছ, পদ্মফুলও খুব আসিতেছে জানিয়া আমরা যে কত আনন্দ অনুভব করিলাম তাহা পত্রে লিখিয়া কি বলিব! প্রভু নিজের সেবা নিজেই যোগাড় করিয়া লন, আমরা কেবল দেখিয়া চরিতার্থ হই, আর তাঁর মহিমা অনুভব করি ও ধন্য হই। জ্যোতির্ময়ানন্দের পত্রে সেদিন অনেক সংবাদ পাইয়াছি। কালিকাচৈতন্য হরি মহারাজের সেবায় যাইতেছে শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। অনেক সৌভাগ্যের ফলে প্রভুর ভক্তদের সেবার অধিকার পাওয়া যায়। প্রভু তার কল্যাণ করুন। সে যেন স্থির হইয়া তাঁর সেবা করিতে পারে।

ওখানে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি ও ঝড় হইতেছে জানিয়া সুখী হইলাম। এখানে বৃষ্টির নামগন্ধ নাই। গরম বেশ, তবে সমুদ্রের হাওয়াটা

এখনও পর্যন্ত খুব পাওয়া যায়। শুনিতেছি এই মাসের (মে) শেষে এই সমুদ্রের হাওয়াটা বন্ধ হইয়া যাইবে এবং সে সময় এখানে ভয়ঙ্কর গরম হইবে। আমরা সম্ভবতঃ তখন Bangalore (ব্যাঙ্গালোর)-এ যাইব।—মহারাজ মধ্যে এখানে ২।৩ দিনের জন্য এসেছিলেন। এখানকার R. K. Mission Student's Home (রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাস) ১০ই মে মঙ্গলবার Open (খোলা) হইয়া গেল। একখানি Hindu (হিন্দু পত্রিকা) কাগজ শীঘ্রই মঠে পাঠাইয়া দিব, তাতে সব reported (কার্যবিবরণী ছাপা) হইয়াছে, সকলে পড়িয়া দেখিও। আমাদের আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহ প্রীতি তুমি ও তোমরা সকলে জানিও। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (১১১) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর মাদ্রাজ, ২৭।৫।২১

শ্রীমান্ —নন্দ,

তোমার পত্র পাইয়া চিন্তিত আছি। বাগ্‌দা থেকে (বোধ হয়) অঘোর নাথ মুখোপাধ্যায়ও লিখিয়াছেন যে তোমার পীড়া কঠিন। বাস্তবিক পুরুলিয়ার Civil Surgeon (সিভিল সার্জন) দ্বারা যদি ঠিক ঠিক Diagnosis (রোগনির্ণয়) না হয়, এবং তাঁর চিকিৎসায় বিশেষ ফল না হয়, তাহা হইলে মঠে আসা উচিত এবং কলকাতায় আমাদের পরিচিত অনেক ভাল ভাল চিকিৎসক আছেন, তাঁদের দেখান

উচিত। এখন তাড়াতাড়ি বাগ্‌দায় না গেলেই ভাল। আমি মঠে অমূল্য (শঙ্করানন্দ)কে পত্র লিখিয়াছি যে, তোমার এইরূপ অসুখ হইয়াছে এবং তুমি মঠে আসিতেছ এবং যেন ভাল চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হয়। বাগ্‌দাতেও তাদের লিখিয়াছি তারা যেন বন্দোবস্ত করিয়া তোমায় মঠে লইয়া যায়। অবশ্য পুরুলিয়াতে চিকিৎসায় প্রভুর ইচ্ছায় যদি উপকার হয় তো কথাই নাই, নতুবা মঠে তোমার যাওয়া উচিত এবং বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা হওয়া উচিত।

অধিক আর কি লিখিব? আন্তরিক প্রার্থনা করি প্রভু তোমায় শীঘ্র আরোগ্য করিয়া দিন এবং তুমি তাঁর কায ভাল করিয়া কর এবং সাধন ভজনে অগ্রসর হও। গরম এখানেও ভয়ানক।···সর্বত্রই এবার অতিশয় গরম—কোথাও বৃষ্টি নাই—এমন কি হিমালয়ে পর্যন্ত গরম। এরূপ প্রায় হয় না। কি জানি মা'র কি ইচ্ছা। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে এবং ওখানকার ভক্তদেরও জানাইবে। মহারাজও তোমার অসুখের কথা শুনিয়া চিন্তিত হইয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে মঠে যাইয়া কলিকাতার ভাল ডাক্তার দেখান উচিত। আমরা এখানে ভালয় মন্দয় এক রকম আছি। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (১১২) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর মাদ্রাজ, ১।৬।২১

শ্রীমান—,

তোমরা পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। তুমি শারীরিক ভাল আছ জানিয়া সুখী হইলাম। শ্রীশ্রীমা'র কৃপায় তুমি ভালই থাকিবে—কোন ভয় নাই। তিনি যেমন রাখিবেন তেমনি থাকিবে। "ভক্তের স্বভাব বিড়াল ছানার ন্যায়"—মা যেখানে রাখে সেইখানেই থাকে, ভাল না লাগিলে ম্যাঁও, ম্যাঁও করিয়া কেবল ডাকে, কোথাও যায় না। মাও খানিক পরে আসিয়া দুধ খাওয়ায় বা আবার মুখে করিয়া যদি বুঝে তো, অন্য স্থানে রাখিয়া দেয়। সেইখানেই সে আবার চুপ করিয়া থাকে, আবার ক্ষুধা পাইলে বা কোনরূপ কষ্ট হইলে ম্যাঁও, ম্যাঁও করিয়া ডাকে, আবার মা আসে। ভক্তের এই স্বভাব—মা যা করেন, যেখানে যে অবস্থায় রাখেন তাই ভাল। কষ্ট হইলে কেবল মা মা করিয়া ডাকা ছাড়া সে আর কিছুই করিবে না। তারপর মা যা করেন তাই ভাল। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ তুমি জানিবে। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুঃ—আমাদের শরীর তত মন্দ নয়। ভয়ানক গরম। বোধ হয় শীঘ্র Bangalore (ব্যাঙ্গালোর) যাওয়া হইতে পারে।

শ্রীশ্রীরামক�ৃষ্ণঃ শরণম্ (১১৩) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর, মাদ্রাজ, ১১৷৬৷২১

শ্রীমান্ শ—,

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। তোমার পূর্ব পত্রও পাইয়াছিলাম। ৺ফলহারিণী মায়ের পূজা উত্তমরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে জানিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। প্রভু তাঁর মূল মঠে সমস্ত পূজা পার্বনাদি ঠিক ঠিক করাইয়া লইতেছেন, তার সন্দেহ নাই। তাঁর আশ্রিত ভক্তেরা দিন দিন বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি, কর্মপরায়ণতা ও পবিত্রতাতে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া আমাদের মহা আনন্দ। তোমরা খুব অগ্রসর হও, খুব অগ্রসর হও, ইহাই আমাদের প্রাণের প্রার্থনা।

প্রভু কাহার দ্বারা তাঁর সেবা করাইয়া লইতেছেন কেহই কিছুই বুঝিতে পারে না। ইঁট খোলার স—বাবু কে আমরা কিছুই জানি না। প্রভু তাঁর দ্বারাই সেবা করাইয়া লইলেন। তিনি পুণ্যবান্, ভাগ্যবান্—তার কোন সন্দেহ নাই। মা তাঁর মঙ্গল করুন।

তুমি তাঁর শরণ লইয়াছ আর চিন্তা কি? তিনি তোমার মনোবাঞ্ছা নিশ্চয় পূর্ণ করিবেন। মা তোমায় কৃপা করিয়াছেন, আমাদের কাছে আছ, প্রভুর সেবা করিতে পারিতেছ, আর চিন্তা কি? এখন কেবল তাঁকে প্রেমের সহিত পরমাত্মীয়রূপে দেখ, ভাব এবং সেইরূপ কায কর।

আর অধিক কি লিখিব; তুমি আমরাও মহারাজের আন্তরিক

আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে। বসন্তর খবর কেহই লেখে না, সে কেমন আছে? তাকে আমার আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানাইবে। তাকে আমার প্রায়ই মনে পড়ে; শক্তিচৈতন্য কেমন আছে? তাকেও আমার আশীর্বাদ দিও। মঠের গরু ও কুকুরগুলি ভাল আছে জানিয়া সুখী হইলাম। প্রভাকর কেমন আছে? তাকেও আমার আশীর্বাদ।

ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (১১৪) ব্যাঙ্গালোর—২৫।৬।২১

শ্রীমান্ শ—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। মঠে ৺গঙ্গাপূজা ও স্নানযাত্রা অতি সুচারুরূপে হইয়া গিয়াছে জানিয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইলাম। এই প্রকারই আমরা তোমাদের নিকট হইতে আশা করি। প্রভুর কৃপায় তোমরা দিন দিন খুব তাঁর পথে অগ্রসর হও। বিশ্বাস, ভক্তি, জ্ঞান, প্রীতি, পবিত্রতা, তাঁর কর্মপরায়ণতা, বিদ্যাবুদ্ধি, ধর্মভাবাদি দিয়া প্রভু তোমাদের পূর্ণ করিয়া দিন—ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা তাঁর শ্রীচরণে। প্রভুর মূল মঠে এইরূপই হওয়া চাই। এইরূপে তোমরাও উন্নত হইবে এবং মঠে যাঁরা আসিবেন তাঁরাও বিশেষ উপকৃত হইবেন এবং সমগ্র দেশের কল্যাণ হইবে। প্রভু এই সকল অনুষ্ঠান ও ধ্যান জপ ভজনাদিতে

তুষ্ট থাকেন। অতি উত্তম হইতেছে। ললিত পূজা করিতেছে জানিয়া খুব আনন্দ হইল। সে বেশ নিষ্ঠাভক্তির সহিত পূজা করে, আমি জানি। আন্তরিক আশীর্বাদ করি তোমরা পূর্ণ ভক্ত ও পূর্ণ জ্ঞানী হও।

মঠের আর আর সংবাদও পাইলাম তোমার পত্রে। শ্রীমান্ অমৃতেশ্বরানন্দের পত্রেও সব সংবাদ পাইলাম। বেশ বৃষ্টি হইতেছে শুনিয়া আনন্দ হইল। এখানে আমাদের আসিবার পূর্বেই বেশ বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখন বৃষ্টি নাই, বেশ ঠাণ্ডা; কারণ এ স্থান Sea level (সমুদ্র পৃষ্ঠ) হইতে প্রায় 3000 ft. (তিন হাজার ফিট) উপরে স্থিত, সুতরাং কখনই গরম অধিক হয় না।

শরীর আমাদের প্রভুর ইচ্ছায় তত মন্দ নাই। মানভূম অঞ্চলে বৃষ্টি হইয়াছে ও চাষবাস আরম্ভ হইয়াছে জানিয়া বড়ই আনন্দ হইল। কিন্তু খুলনায় আবার দুর্ভিক্ষ হইয়াছে শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। মা'র কি ইচ্ছা, তিনিই জানেন। যা হোক আমরা যথাসাধ্য সেবা করিব তার সন্দেহ নাই—প্রভু শক্তি দিন। —নন্দকে খুব যত্ন করিও, তার যেন কোনরূপ অসুবিধা না হয়। তোমরা আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

পুঃ—সঙ্গের পত্রখানি অনঙ্গকে দিও।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ (১১৫) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম,
শরণম্ ব্যাঙ্গালোর সিটি, ১৩।৭।২১

শ্রীমান্ তুরীয়চৈতন্য,,

তোমার প্রেরিত Report (কার্যবিবরণী) এবং তার সঙ্গে একখানি পত্রও পাইলাম। আমরা বহু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। আরো কিছুদিন এ অঞ্চলে থাকিতে হইবে। সম্ভবতঃ Travancore (ট্রাভাঙ্কোর)-এ একটি নূতন মঠ প্রভুর ইচ্ছায় স্থাপিত হইবে।

সোনারগাঁ শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রমের এ বৎসরের কার্য-বিবরণী পড়িয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। কায উত্তম হইতেছে। তুমি একাকী যাহা করিতেছ তাহা যথেষ্ট। প্রভু ও স্বামীজী সবই দেখিতেছেন। তুমি নিশ্চয়ই তোমাকে সাহায্য করিবার লোক শীঘ্রই পাইবে। মহারাজের সঙ্গে আমি ও তাঁর ৪।৫ জন সেবক-সন্ন্যাসী ১লা এপ্রিল মঠ ছাড়িয়া ভুবনেশ্বরে আসি। পরে মাদ্রাজে—মধ্যে Waltair (ওয়ালটেয়ারে) এক সপ্তাহ থাকিয়া, মাদ্রাজ হইয়া ১৪ই জুন এখানে আসিয়াছি, একমাস হইল। এখানে আরো কিছু কাল থাকিয়া, Travancoreএ (ট্রাভাঙ্কোরে) প্রভুর এক নূতন মঠ নির্মিত হইতেছে, কার্য প্রায় শেষ হইল, সেখানে মঠ খুলিতে আমাদের যাইতে হইবে।··· আপাততঃ মহারাজের এইরূপ ইচ্ছা।

তুমি অত পরিশ্রম করিয়া হৃদয়ের সহিত যখন কার্য করিতেছ, তখন যাঁহাদের কায, তাঁহারা নিশ্চয় তোমার দ্বারা উহা করাইতেছেন

এবং যে যে সাহায্য দরকার সবই তাঁহারা আবশ্যক ও সময় মত দিবেন এবং দিতেছেন তার কোন সন্দেহ নাই।

আমি তোমাদের Report (কার্যবিবরণী) মঠে পাঠাইতেছি এবং Workerএর (কর্মীর) জন্যও লিখিতেছি, কিন্তু তুমি ইহা খুব মনে রাখিবে, যে অঞ্চলে এইরূপ জীবসেবা কার্য হইতেছে, সেখানকার লোকদের ভিতর হইতে Workers Voluntarily (কর্মী স্বেচ্ছায়) আসা আবশ্যক। মিশনের Branches (কেন্দ্র) অনেক স্থানে হইতেছে, প্রায় সকল Branch (কেন্দ্র) হইতে মঠে Worker (কর্মী) চায়। এখন মঠে কত Workers (কর্মী) রাখিতে পারে? এ বিষয়ে তোমরা বেশ করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিও। আমাদের আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিও। ইতি— তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (১১৬) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, ব্যাঙ্গালোর, ১৪।৭।২১

শ্রীমান্ শ—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। নূতন আর অধিক কিছু লিখিবার নাই। তোমরা সকলে শারীরিক ভাল আছ ও যথাসাধ্য প্রভুর নাম জপ ধ্যানাদি ও তাঁর সেবাদি করিতেছ জানিয়া বড়ই সুখী হইলাম। প্রার্থনা করি প্রভুর পথে দিন দিন খুব অগ্রসর হও, শান্তি ও পরম প্রীতি লাভ কর, এবং প্রভু ও তাঁর ভক্তদের উপর তোমার খুব প্রীতি হউক।

আজ ন— এখানে আসিয়া পৌঁছিল। সে ভাল আছে। মঠের অনেক সংবাদ তার কাছে শুনিলাম। —নন্দ নিজে আমাকে তার পীড়া সম্বন্ধে এবং চিকিৎসা ও পথ্যাদির ব্যবস্থা বিষয়ে সব লিখিয়াছে। বেচারার মনে বড়ই হতাশভাব আসিয়াছে। তোমরা তাকে খুব সাহস দিবে। আমিও তাকে লিখিয়াছি—তার কোন ভয় নাই, প্রভুর কৃপায়। ২৷৩ মাসের মধ্যেই সে আরোগ্য হইয়া আবার পূর্ববৎ প্রভুর কার্য ও জপধ্যানাদি খুব ভাল করিয়া করিবে। শরীরে কঠিন-কঠিন ব্যাধি অনেক ভক্তের হয় ও হইয়াছে—তার জন্য কোন চিন্তা নাই। আমি তাকে এ সব লিখিয়াছি। তোমরা তাকে খুব সাহস দিও এবং যত্ন করিও ; অর্থাৎ সে যেন কোন রকমে ইহা না ভাবে যে তোমরা তাকে ঘৃণা কর। বাস্তবিক এখন তার বিশেষ কোন কঠিন পীড়া হয় নাই, কবিরাজ বলিয়াছেন। তবে ভবিষ্যতে হইতে পারে, কিন্তু ঠিক সময়মত চিকিৎসা আরম্ভ হইয়াছে, কবিরাজ বলিয়াছেন। প্রভুর কৃপায় সে আরোগ্য হইয়া যাইবে। অবশ্য তোমাদের এ বিষয়ে অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই। তোমাদের প্রভুর কৃপায় হৃদয় আছে। বিশেষ তুমি বাগ্‌দায় অনেকদিন তার কাছে ছিলে এবং তোমার অসুখের সময় তারা তোমার খুব যত্নাদি করিয়াছিল। প্রভুর ইচ্ছায় সে অঞ্চলে বেশ বৃষ্টি হইয়াছে জানিয়া সুখী হইয়াছি।

৺রথ-যাত্রার দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ ভোগ ও পূজাদি হইয়াছিল জানিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। মঠে এইরূপই হওয়া প্রার্থনীয়। শ্রীগীতাদি নিয়মিত পাঠ হইতেছে, অতি উত্তম।

এখানে ৩।৪ দিন হইতে বেশ বৃষ্টি হচ্ছে, ঠাণ্ডাও খুব, শরীর সব মন্দ নয়, প্রভুর ইচ্ছায়। আমরা কত দিনে মঠে ফিরিব এখন তার কোন ঠিক নাই। যদি মাদ্রাজ মঠে ৺দুর্গোৎসব হয় (—নন্দের খুব ইচ্ছা) তাহা হইলে শীঘ্র এখন যাওয়া হইবে না। যেরূপ হয় পরে জানিতে পারিবে। আমাদের আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি তুমি ও তোমরা সকলে জানিবে; শ্রীযুত তারাসার পণ্ডিত মশায়-কেও জানাইবে। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুঃ—বসন্ত তার ভাইয়ের পীড়ার সংবাদ তারে পাইয়া তাকে দেখিতে গিয়াছে, ভালই হইয়াছে। মাখন এখনও আস্‌ছে না কেন? সঙ্গের পত্র একখানি নিকুঞ্জকে দিও, আর একখানি অভয়চৈতন্যকে দিও। সু—কেমন আছে?

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (১১৭) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, পোঃ বাসভানগুড়ি
ব্যাঙ্গালোর সিটি, ২৬।৭।২১

শ্রীমান্ যদুনাথ,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তোমার শরীরটা ভাল নয় শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছি। খুব সাবধানে আহারাদি করিবে—আহারের উপর শরীরের সুস্থতা অনেকটা নির্ভর করে। কল্‌কাতার জলবায়ু এ সময় তত মন্দ নয়। একটু ব্যায়ামের বোধ হয় খুব প্রয়োজন।

তুমি যাহা লিখিয়াছ—প্রভুর ইচ্ছায় উহা বিশ্বাস, প্রেম ও ভক্তির

পরিচায়ক। প্রার্থনা করি তোমার ঐ সকল দিন-দিন খুব বৃদ্ধি হউক।

······স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে অবশ্য সর্বদা সাবধানে থাকা উচিত, যতদিন দেহ থাকিবে—ইহাতে আর সন্দেহ নাই। কখন ঊর্ধ্বমুখে কোন স্ত্রীলোকের দিকে দেখিবে না। মা যতদিন আছেন তাঁর সেবা করিতে হইবে, তারপর প্রভুর সেবা তমালতলায় যথাসাধ্য করিতেই হইবে। প্রভু তোমায় যেরূপ অবস্থায় রাখিয়াছেন সন্তুষ্ট হইয়া সেই অবস্থায় থাকিয়া, তাঁকে স্মরণ মনন যথাসাধ্য করিতে থাক—তোমায় 'মা' ফাঁকি দিবেন না—কখনই। ঠাকুর চণ্ডীপুরে ভাল আছেন শুনিয়া সুখী হইলাম। মহারাজ আমি ও অন্যান্য সকলে শারীরিক ভাল আছেন ও আছি প্রভুর ইচ্ছায়। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহ প্রীতি জানিবে। ইতি— তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ (১১৮) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম,
শরণম্ ব্যাঙ্গালোর সিটি, ১৪।৮।২১

শ্রীমান্ শ—,

তোমার একখানি পত্র অনেকদিন হইল পাইয়াছিলাম তাহার উত্তর দেওয়া হয় নাই। তারপর শুনিয়াছিলাম তোমার জ্বর হইয়াছিল। এখন কেমন আছ? অন্নপথ্য করিয়াছ কি? এই সময়টা মঠে জ্বর-জাড়ি আরম্ভ হয়। যতদূর সম্ভব খুব সাবধানে থাকিবার

চেষ্টা করিবে। এখন কয় জনের অসুখ আছে? মঠের আর আর সংবাদ সব লিখিও। শরীরের সুখ অসুখ তো যতদিন শরীর থাকিবে ততদিনই থাকিবে। প্রভুপদে বিশ্বাস, ভক্তি ও তাঁর ভক্তদের উপর বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি সর্বদাই সকল অবস্থাতেই তোমার ও তোমাদের থাকে, ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা তাঁর শ্রীচরণে।

বি—পুরুলিয়া গিয়াছে কি? কবিরাজ মহাশয় তাকে স্থান পরিবর্তন করিতে বলিয়াছেন, এবং তাহাই কর্তব্য। শুনিলাম এখন সে একটু ভাল আছে প্রভুর ইচ্ছায়। প্রার্থনা করি তোমরা সকলে শারীরিক ও মানসিক সুস্থ থাক এবং তোমরা খুব সাধনভজনে ডুবে যাও। আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি এই জীবনেই তোমরা বিশ্বাস, ভক্তি, জ্ঞান, প্রেম, বিবেক, বৈরাগ্য ও পবিত্রতাতে পূর্ণ হইয়া যাইবে। আমরা প্রভুর ইচ্ছায় শারীরিক একপ্রকার ভালই আছি। তোমাদের কুশল প্রার্থনীয়।

মঠের সব খবর দিবে। দেবেন শুনিলাম ৺কাশী গিয়াছে হরি মহারাজের সেবার জন্য, রামানন্দও গিয়াছে। হরি মহারাজের শরীর খুব খারাপ, শরৎ মহারাজ, ভূ—, ডাঃ দুর্গাপদ সব গিয়াছে। প্রভুর ইচ্ছায় তিনি এ যাত্রা রক্ষা পাইলে সকলের আনন্দ। প্রভুর যা ইচ্ছা তাহাই হইবে। তুমি ও তোমরা আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (১১৯) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, ব্যাঙ্গালোর সিটি, ২০।৮।২১

শ্রীমান্ ধর্মানন্দ—,

কয়েকদিন পূর্বে তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছিলাম। এখন তোমরা মঠে সকলে কে কেমন আছ এবং প্রতিবাসী সকলেই বা কেমন আছে? এখানে মহারাজ প্রভৃতি—আমরা সকলে এক প্রকার তত মন্দ নাই। এবার ইলিশ মাছ কেমন, মা গঙ্গায়? জেলেরা কেহ কেহ এসেছে কি? এখন ওখানে বৃষ্টি কিরূপ হইতেছে? এখানে বৃষ্টির বড়ই টানাটানি যাচ্ছে। এ ব্যাঙ্গালোর জেলার শস্য সব জলাভাবে শুষ্ক প্রায় হচ্ছে। ঘাসও সব শুকিয়ে যাচ্ছে। গরু মহিষদের বড়ই কষ্ট দেখা যাচ্ছে। আকাশে মেঘ খুব হয়; কিন্তু জল নাই, একটু-আধটু গুঁড়ি-গুঁড়ি মাঝে-মাঝে হয়—সে কিছুই নয়।

সন্তোষদের বাড়ীর সব কেমন আছে?···সব জানিতে ইচ্ছা হয়। গরুগুলি সব ভাল আছে ত? প্রভাকর (পাচক) ও চাকর সব ভাল আছে ত? কুকুরগুলো সব কেমন আছে? রজনী ও বড়দা ভাল আছে ত? আমার আশীর্বাদ তাদের দিও। তুমি ও তোমরা সকলে আমাদের আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। আন্তরিক প্রার্থনা করি তোমরা সব তাঁর পথে ধীরে ধীরে খুব অগ্রসর হও।

এবার মঠে কি মহামায়ার প্রতিমায় আরাধনা হবে? তোমরা যদি তাঁর কৃপায় উহা করিতে পার ত খুব মজা হয়। শ—ন্ন খুব ইচ্ছা

এবার মাদ্রাজ মঠে প্রতিমায় মার আরাধনা হয়। মহারাজের খুব মত। প্রতিমা কলিকাতা থেকে আনা হবে কি কুমার আনাইয়া মাদ্রাজে উহা গড়া হবে, এখনও তার স্থির হয় নাই। শ—এখনও সিলোনে আছে, শীঘ্রই আসিবে। মহামায়ার ইচ্ছায় তোমারও মাকে প্রতিমায় আরাধনার জন্য প্রার্থনা কর। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুঃ—এদেশে কোন কালে প্রতিমায় পূজা হয় নাই। এখন প্রভুর ইচ্ছা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

(১২০)

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, পোঃ-বাসভানগুডি
ব্যাঙ্গালোর সিটি, ৩১।৮।২১

শ্রীমান্ —,

তোমার পত্র যথাসময়ে পৌছিয়াছিল। মধ্যে এক সপ্তাহ এখানে ছিলাম না—পরে এখানে আসিয়া তোমার পত্র পড়িয়া সমস্ত অবগত হইলাম।

আমি জানি, যেখানে রায় ভিলা, সেণ্ট জোসেফ কলেজ-এর নিকট। অতি সুন্দর ও নির্জন স্থান—তবে সহর থেকে অনেকটা দূর। তোমার শারীরিক অসুস্থতার কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। প্রভুর ইচ্ছায় আমার মনে হয় দার্জলিংএর (হিমালয়ের) বিশুদ্ধ হাওয়ায় তোমার

শারীরিক উন্নতি হবে। North Point (নর্থ পয়েণ্ট)-এর হাওয়া খুব ভাল—লোকালয় নাই—বায়ুতে কোনপ্রকার অশুদ্ধতা নাই। তবে দার্জিলিংএর জলটা তত ভাল নয়—বিশেষ বর্ষাকালে। কিন্তু জল সিদ্ধ করিয়া অল্প গরম থাকিতে সে জল খাওয়া উচিত, তাহাতে অসুখ করে না। তুমি তাহাই করিবে এবং বাড়িতেও যেন সকলে তাহাই করেন। আমি অনেক কাল দার্জিলিংএ বাস করিয়াছি—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসন্ত সব ঋতুতেই ছিলাম। একটু সাবধানে থাকিলে ওখানে খুব ভাল থাকা যায়। ওখানে বেড়ান খুব দরকার ; অথচ ঠাণ্ডাটি যেন না লাগে। ওখানে না বেড়ালে ক্ষুধাও হয় না, হজমও হয় না—পেটের অসুখ হয়। জল কখনও ঠাণ্ডা খাওয়া উচিত নয়।

তুমি গেরুয়া পরবার জন্য অত ব্যস্ত হইও না। প্রভুতে পূর্ণ বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি হউক—তা হলেই সব হইল, জীবনের সার্থকতা হইল।···অন্তরে সার হোক—প্রভুর কৃপায়। ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা তোমার জন্য ; তুমি কোন চিন্তা করিও না—প্রভু তোমায় সময় মত সব দিবেন ও দিতেছেন। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে। ছেলেটিকে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ দিও। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (১২১) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বাসভানগুড়ি ব্যাঙ্গালোর সিটি, ৭।৯।২১

শ্রীমান্ হরিচরণ,

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। মধ্যে ৬।৭ দিনের জন্য মহীশূর রাজধানীতে, গিয়াছিলাম। তথায় প্রায় হাজার ফিট্ পর্বতের উপরে শ্রীশ্রীমা চামুণ্ডী দেবীর মন্দির। সেইখানেই ৺চণ্ডীতে লিখিত মহিষাসুর বধ মা চামুণ্ডী করিয়াছিলেন। বহু প্রাচীন স্থান; অতি রমণীয় এবং গম্ভীর ও অতি নির্জন। মন্দিরের অনতিদূরে মা'র একখানি ছোট গ্রাম আছে, তথায় মার পূজারীরা ও অন্য-অন্য অল্প কতকগুলি লোক বাস করে। আবার অত উপরে মার একটী বেশ বড় পুষ্করিণী—চমৎকার এবং খুব বড় ঘাট বাঁধা। পাথরের দেওয়াল দেওয়া, খুব নীচু নীচু ছোট ছোট ঘরগুলি গ্রামবাসীদের।

জন্মাষ্টমীর দিন, যেদিন মহামায়ারও (যোগমায়া) জন্মদিন, সেই দিনই সেখানে গিয়াছিলাম এবং মায়ের সম্মুখে বসিয়া ৺চণ্ডী পাঠ করি। মহিষাসুর-বধ অধ্যায় এবং 'শক্রাদয়ঃ' স্তব-অধ্যায়। বড়ই আনন্দ পাইয়াছিলাম। বোধ হইল মা যেন তাঁর মহিমা ও স্তবগান দয়া করিয়া শুনিতেছেন। মহীশূরের মহারাজা মায়ের বড়ই ভক্ত, অতি সাত্ত্বিক প্রকৃতি, ধীর নম্র এবং ভক্তিমান ও বিদ্বান। আমার সহিত এক দিন সন্ধ্যার সময় প্রায় ৩০।৪০ মিনিটের জন্য দেখা ও কথাবার্ত্তা হইয়াছিল—অতি দীন ও ভক্তভাব। মার "অতি প্রিয়

পুত্র বলিয়া মনে হইল। শ্রীশ্রীঠাকুর ও বিশেষ স্বামীজীর উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা।

৺মার মন্দিরও খুব প্রকাণ্ড এবং সুন্দর কারুকার্যপূর্ণ। পার্শ্বেই ৺শ্রীমহাবল্লেশ্বর-স্বয়ম্ভু-লিঙ্গ মহাদেবের মন্দির। তার পাশে শ্রীনারায়ণের মন্দির। স্থানটি অতি মনোরম এবং পবিত্র ও ভক্তি-ভাবোদ্দীপক। মহারাজ (মহীশূর), মন্দিরের অনতিদূরে একটু নীচের দিকে (সেই পর্বতেই) একটি নির্জন স্থানে একটি ছোট বাড়ী করিয়াছেন। সে স্থানটির নাম ললিতাদ্রি-ললিতা বা চণ্ডী—মা দুর্গারই অপর নাম। তিনি সেখানে হইতে নিত্য দুই একজন কর্মচারী লইয়া প্রাতে এবং সন্ধ্যার পর মন্দিরে আসেন এবং ধ্যান জপ করেন। তিনি খুব নির্জনতা-প্রিয়, সাত্ত্বিক আহারাদি করেন। ইনি ক্ষণজন্মা পুরুষ বলিয়া মনে হয়।

আমি তার পরদিন তথা হইতে মেলকোট নামক পর্বতে শ্রীমৎ নারায়ণ দর্শনে যাই। আহা! কি মনোহর মূর্তি। শ্রীরামানুজাচার্য—শ্রীসম্প্রদায়ের নেতা, বহুকাল সেই নির্জন পর্বতে শ্রীনারায়ণের সেবা করিয়াছিলেন এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের গ্রন্থ সকল সেইখানে বসিয়া বহু শিষ্য সহিত রচনা করিয়াছিলেন। তিনি যে পাঠশালাটি স্থাপন করেন, সেটি এখনও পর্যন্ত রহিয়াছে। তালপত্রে লিখিত বহু প্রাচীন পুঁথি এখনও তথায় আছে। একটি সুন্দর পুস্তকাগারও রহিয়াছে। এখনও কতকগুলি ভক্ত (সুপণ্ডিত) তথায় রহিয়াছেন। ছাত্র ও প্রায় ৬০।৭০টি, এ সকল দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইয়াছিল। রামানুজাচার্য-

অভিনয় কলিকাতায় যদি দেখিয়া থাক বা নাটকখানি (শ্রীযুত অপরেশ মুখার্জি লিখিত) যদি পড়িয়া থাক, তো দেখিবে যে মুসলমান-অত্যাচারের সময় তাহারা এই মেলকোটের নারায়ণের উৎসববিগ্রহ লুণ্ঠন করিয়া দিল্লীতে লইয়া যায় এবং তথায় ভগবানের মহিমায় বাদশাহের কন্যা সেই দেববিগ্রহের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হন এবং প্রাণের সহিত ঐ বিগ্রহের সেবা করিতেন। এদিকে রামানুজাচার্য মেলকোটে ভগবান কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হন যে—"তুমি দিল্লী যাইয়া আমার উৎসব-বিগ্রহ এখানে আনয়ন কর"। তিনি বহুদিন ভ্রমণের পর দিল্লীতে উপনীত হন এবং বাদশাহের দুহিতার নিকট মূর্তিটি ভিক্ষা করিয়া আনেন। কথিত আছে যে মূর্তি আনার পর নাকি বাদশাহ-দুহিতাও মেলকোটে আসেন এবং সেইখানেই তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁর একটি ধাতুমূর্তি অদ্যাপি নারায়ণের মূল বিগ্রহের পাদদেশে রক্ষিত আছে। এবং তাঁরও নিত্য পূজা ভোগ রাগাদি হয়।

নারায়ণের সুবৃহৎ মন্দির ও প্রাকার হইতে আরো উচ্চ পর্বতের উপরে (প্রায় ৫০০ সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতে হয়) শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দিরে যাইতে হয়। অতি গম্ভীর ও নির্জন স্থান, জনপ্রাণী নাই। চমৎকার সাধনার স্থান (কিন্তু সাধকের অভাব)। নৃসিংহমূর্তিও চমৎকার এবং বহু প্রাচীন। প্রভুর কৃপায় এই সকল মহা পবিত্র এবং মহা ভাবোদ্দীপক স্থান দর্শন করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি এবং নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছি।

আন্তরিক আশীর্বাদ করি, তুমি ভক্তি ও প্রীতিতে একেবারে মগ্ন হইয়া যাও এবং পবিত্র ও ধন্য হও। আমি এবং মহারাজ ও অন্যান্য

সকলে ভাল আছি ও আছেন। তুমি ভাল আছ জানিয়া সুখী হইয়াছি। বেশ করে কায কর। কাযটি আবার পুনরায় জাগাইয়া তোল। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (১২২) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর
মাদ্রাজ, ১৫।১০।২১

শ্রীমান্ শ—,

তোমার পত্র পাইলাম। মঠের পূজার কথা জানিয়া বড়ই আনন্দ হইল—সবই প্রভুর মহিমা। আমরা স্থূল শরীরে মঠে উপস্থিত থাকি বা না থাকি, তিনি তাঁর প্রধান কেন্দ্র ও মূলস্থানের সমস্ত কার্য-কলাপ আমাদের উত্তরাধিকারী ছেলেদের দ্বারায় করাইয়া লইতেছেন ও লইবেন—ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি যুগাবতার, যুগধর্ম সংস্থাপনের জন্যই তাঁর মানবদেহ ধারণ করা এবং বেলুড় মঠই তাঁর মূল ও প্রধান কেন্দ্র। যা হোক, তোমরা তাঁর কৃপায় আনন্দ লাভ করিয়াছ জানিয়া আমি বড়ই আনন্দ পাইয়াছি। প্রভু তোমাদের ভক্তি, বিশ্বাস দিয়া পূর্ণ করুন। তুমি শারীরিক আজকাল কেমন আছ লেখ নাই। অমৃতেশ্বরানন্দ কেমন আছে তাহাও কিছু লেখ নাই—লিখিবে।

পুনরায় আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুঃ—আমাদের ৺বিজয়ার শুভাশীর্বাদ জানিবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ — (১২৩) — শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর মাদ্রাজ, ১৮।১০।২১

শ্রীমান্ —,

আমার ৺শুভ বিজয়ার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি লিখিয়াছিলে, পত্র না লিখিলে উত্তর দিবেন না—তাই এত দিন লিখি নাই।

অভেদানন্দ স্বামী এখন বোধ হয় Burmaতে (ব্রহ্মদেশে), কতদিনে কলিকাতায় আসিবেন ঠিক আমরা জানি না। আমেরিকা ছাড়িবার সময় এক পত্র আমাদের লিখিয়াছিলেন যে, আমি ভারতবর্ষে যাইতেছি। তারপর Singapore (সিঙ্গাপুর), Koalalampur (কোয়ালালামপুর), F. M. S. (এফ্ এম্, এস) যেখানে আমাদের মঠ আছে, সেখানে হইতে এখানে খবর আসিয়াছে যে, তিনি সেখানে আসিয়াছেন এবং সেখান হইতে রেঙ্গুন যাইবেন, এই পর্যন্ত।

এখানে এবার প্রতিমায় মহামায়ের পূজা হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে প্রতিমা রেলে নির্বিঘ্নে আসিয়াছিল। খুব আনন্দ ও উৎসাহের সহিত সুচারুরূপে মা'র পূজা হইয়া গিয়াছে। এ দেশে (দাক্ষিণাত্যে) এই প্রথম প্রতিমায় শারদীয় দুর্গোৎসব হইল। শ্যামাপূজাও প্রতিমায় হইবে–কলিকাতা হইতে প্রতিমা আসিবে। আমরা ৺শ্যামাপূজার দিনকতক পরে ভুবনেশ্বর যাইব—সেখানে কয়েক দিন থাকিয়া মঠে যাওয়া—এইরূপ কথা হইতেছে। মহারাজ প্রভৃতি আমরা শারীরিক

এক প্রকার মন্দ নাই—তবে ব্যাঙ্গালোরে আরও ভাল ছিলাম। তুমি পুনরায় আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে।··· ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (১২৪) মাদ্রাজ মঠ, ২১।১০।২১

শ্রীমান্ যতীন,

তুমি আমার ও মহারাজের ৺বিজয়ার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহ-প্রীতি জানিবে। তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমার জ্বর হইয়াছিল—আমি পূর্বেই এ সংবাদ পাইয়া চিন্তিত হইয়াছিলাম। দু' বার জ্বরে ভুগিয়া নিশ্চয়ই দুর্বল হইবার কথা, খুব সাবধানে থাকিবে। অধিক পরিশ্রম যেন না করা হয় এবং পিত্তটা যাতে না পড়ে, এমন উপায় করা চাই। আমি মাখনকে এ বিষয়ে লিখিয়াছি। খালি পেটে সকলেই যেন একটু করিয়া আদা, ২।৪টা ভিজে ছোলা এবং একটু করিয়া গুড় খায়। মহারাজ বলিতেছেন যে, খাওয়ার জলটা ভাল করিয়া সিদ্ধ করিয়া যেন সকলেই খায়। উহা বড়ই উপকারী এবং অনেক সময় preventive (প্রতিষেধক)। আমার বোধ হয় তুমি মঠের ভিতর আসিয়া কিছুদিন থাক ; কারণ তুমি যে দিকে থাক সে দিকটা অপেক্ষাকৃত damp (স্যাঁৎসেঁতে) এবং পিছনটা বড়ই

জংলা। অবশ্য এ সময়টা মঠ প্রতি বৎসরই অস্বাস্থ্যকর হয়। বিশেষ পূজার সময় অনেক প্রকার অনিয়ম, অত্যাচার হইয়া থাকে— ইহাও এত জ্বর জাড়ার এক প্রধান কারণ।

মঠের পূজার সব সংবাদ পাইয়া বড়ই আনন্দ হইয়াছে। মা'র ভোগ কিরূপ হইল কেহই লেখে নাই। মাছ কিরূপ হইয়াছিল এবং পায়স ও দধি কিরূপ হইয়াছিল? মিষ্টান্ন সাধারণের জন্য কিরূপ হইয়াছিল? তুমি সব লিখিও বা অন্য কাহাকে লিখিতে বলিয়া দিও। এখানে মায়ের পূজা অতি আনন্দ ও উৎসাহের সহিত সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এদেশে এরূপ ব্যাপার সম্পূর্ণ নূতন। লোক-জন দেখিয়া শুনিয়া খুব আনন্দ পাইয়াছে। সাত্ত্বিক ভাবে শাস্ত্রবিহিত পূজায় এদেশের পণ্ডিত ও ভক্তমণ্ডলী খুব খুশী। আবার ৺শ্যামা পূজাও প্রতিমায় হইবে—মহারাজের ইচ্ছা। প্রতিমা কলিকাতা হইতেই আসিবে। ৺শ্যামা পূজার কিছুদিন পরেই আমরা ভুবনেশ্বর যাত্রা করিব। কিছুদিন সেখানে থাকিয়া মঠে যাওয়া—এইরূপ কথা হইতেছে।

তুমি পুনরায় আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে এবং শীঘ্র সারিয়া উঠ প্রার্থনা করি। আমরা শারীরিক তত মন্দ নাই, তবে ব্যাঙ্গালোরের মত নয়। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ (১২৫) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর
শরণম্ মাদ্রাজ, ২৩।১০।২১

শ্রীমান তুরীয়চৈতন্য,

আমাদের ৺বিজয়ার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। তুমি কেমন আছ? আশ্রমের কাযকর্ম আশা করি প্রভুর ইচ্ছায় একরূপ চলিয়া যাইতেছে। মঠ হইতে ভবানন্দ এতদিন ৺পূজার জন্য কাযে অত্যন্ত ব্যাপৃত থাকায় সোনারগাঁ যাইতে পারে নাই। তারপর মঠে অনেকের জ্বর হওয়ায় সেবাদি কার্যেও তাকে নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল। বোধ হয় সে এতদিনে ওখানে পৌঁছিয়াছে এবং কাযকর্ম দেখিতেছে। সে খুব ভাল ছেলে। ঠাকুরের কনখল সেবাশ্রমে সেবা কার্য করিয়াছে। লেখাপড়াও কিছু জানে। তাকে বেশ ভাল বাসিয়া যত্ন করিয়া রাখিবে। অবশ্য ইহা তোমায় বলা বাহুল্য।

এ অঞ্চলে যাহা কখন হয় নাই—এমন এক অভিনব ব্যাপার ঠাকুরের ইচ্ছায় হইয়া গেল। প্রতিমায় মা দুর্গার আরাধনা হইল। কলিকাতা হইতে প্রতিমা সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নে রেলে আনা হয় এবং খুব আনন্দ ও উৎসাহের সহিত সুচারুরূপে শাস্ত্রবিহিত পূজাদি সম্পন্ন হইয়াছে। আবার মহারাজের ইচ্ছা, ৺শ্যামাপূজাও প্রতিমায় হয়। প্রতিমা কলিকাতা হইতে আনিবার বন্দোবস্ত হইতেছে। আমরা ৺শ্যামা পূজার কিছুদিন পরেই ভুবনেশ্বর যাইব এবং তথায় কিছুদিন থাকিয়া মঠাভিমুখে যাওয়া—এইরূপ এখন স্থির হইয়াছে।

তুমি ও তোমরা পুনরায় আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে। আমরা শারীরিক একপ্রকার তত মন্দ নাই। তোমাদের কুশল প্রার্থনীয়। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (১২৬) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর
মাদ্রাজ, ২৩।১০।২১

শ্রীমান্ শ—,

তোমার পত্রে মঠের অনেক খবর পাইলাম। ছেলেদের অনেকের জ্বর জানিয়া মনে বড়ই কষ্ট হইল। অবশ্য প্রতি বৎসরেই প্রায় এরূপ হয়—কখনও কিছু কম, কখনও কিছু বেশী। এবার দেখছি কিছু বেশী। প্রভুর ইচ্ছা! কি করা যাবে? এখনও পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে ইহা অনিবার্য। এ কয় মাস মঠে অল্প বিস্তর সকলকেই প্রায় ভুগতে হবে। তবে প্রভু আমাদের কখনও অমঙ্গল করিবেন না—ইহা ধ্রুব সত্য। যে যেখানেই থাকুক, শরীরের অসুখ অল্প বিস্তর সকলের আছেই। ভুবনেশ্বর মঠেও কাহারো কাহারো খুব অসুখ হইয়াছিল—এখনও আছে। ৺কাশীতেও অনেকের অসুখ। ইহা অনিবার্য। তবে ইহাই আন্তরিক প্রার্থনা যে প্রভু যেন দয়া করিয়া তোমাদের মন ক্রমে তাঁর পাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়া লন। শরীর সুস্থ থাকুক বা অসুস্থ থাকুক—ইহা ক্ষণস্থায়ী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহা দীর্ঘকালস্থায়ী বা চিরস্থায়ী কখনই নয়।

আজকাল প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের মঙ্গল আরতি হয় ও একটু কীর্তন হয় জানিয়া বড়ই আনন্দ হইল। ইহা খুব ভাল—ইহা ভক্তি সাধনার প্রধান অঙ্গ। ঠাকুর বড়ই কীর্তনপ্রিয় ছিলেন এবং এখনও তাহাই আছেন—নিশ্চয় জানিবে।

কুকুর আরও একটি আসিয়াছে, খুব ভাল হইয়াছে। কে আনিয়াছে, কোথা হইতে এবং কি রকম—সব লিখিও।

তুমি প্রায়ই লেখ—"যেন এ জন্মেই আমার ভক্তি, বিশ্বাস লাভ হয়।" যাহাতে পূর্ণ বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম হয় তাহাই ঠাকুরের কাছে চাহিও। এ জন্মে, সে জন্মের কথা বলিও না। তুমি প্রত্যেক পত্রেই এইরূপ লেখ বলিয়া আমার মনে যেন কিরূপ লাগে অর্থাৎ ভাল লাগে না। বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেমে ভরপুর হইয়া যাও। এ জন্ম, সে জন্মের কথায় দরকার কি? তিনিই জানেন ভক্তকে কখন কি দিতে হবে। জন্ম-টন্ম কি আবার? উহা অতি নীচু কথা।

আমার আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ — (১২৭) — শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মাদ্রাজ
মায়লাপুর, ২৮।১০।২১

শ্রীমান্ উ—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। আমার ও আমাদের ৺বিজয়ার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ওদেশে বৃষ্টিতে শস্যের

বড়ই ক্ষতি হইতেছে শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখ হইতেছে। আমি জানি পাহাড়ীরা শস্য কাটিয়া ক্ষেতেই রাখে। তা ভিন্ন অন্য উপায় নাই, এবং বৃষ্টি হইলে ভয়ানক ক্ষতি হয়। আন্তরিক প্রার্থনা করি, মা তাদের কৃপা করুন। আহা! তারা বড় গরীব ও সাদাসিদে, কিন্তু সাধুদের, যা হয় এক মুঠো, খেতে দেয়, কখন 'না' বলে না। মা যেন তাদের অন্নকষ্ট না দেন। তুমি তোমার মাকে একবার দেখতে যেতে চাও তাতে আমাদের আপত্তি নাই। তবে অধিক দিন সেখানে না থাকাই ভাল।

আমাদের আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে। প্রভু তোমার কল্যাণ করুন। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুনঃ—এখানে মায়ের পূজায় খুব আনন্দ হইয়াছে, তার সন্দেহ নাই; ইহা অভূতপূর্ব। আবার ৺শ্যামাপূজাও হইবে। প্রতিমা পূর্ববৎ কলিকাতা হইতে আনা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (১২৮) মাদ্রাজ মঠ, ৭।১১।২১

শ্রীমান্ যদুনাথ,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। চাকুরি করিয়া যদি মনে অত্যন্ত অশান্তি হয় এবং বিশ্বাস, ভক্তি ও প্রীতিরও অভাব মনে বোধ হয়, তাহা হইলে, ঋণও যখন পরিশোধ হইয়া গিয়াছে, তখন

চণ্ডীপুরে যাইয়া প্রভুর সেবায় ও তাঁতের কাজ করিয়া কিছু আয়ের বন্দোবস্ত করিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের কতকগুলি ছেলেকে ঐ কাজ শিক্ষা দিলে মন্দ হয় না। সাধন ভজনও ভালরূপ হইতে পারে, প্রভুর কৃপায়—তাহাতেও দশ জনের বিশেষ কল্যাণ হইবে নিজের কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে। অবশ্য—নন্দ তোমায় ঐরূপ বলিয়াছে বলিয়া আমি বলিতেছি না; তুমি যাহা নিজে বোধ করিয়া আমায় লিখিয়াছ তাহারই উত্তরে আমি যাহা বুঝিতেছি তাহাই লিখিতেছি। প্রভু তোমায় ভাল রাখিবেন, তার কোন সন্দেহ নাই, আমি নিশ্চয় জানি।

আমরা খুব সম্ভব ১২।১৩ দিনের পর অথবা ৭।৮ দিনের পর এখান হইতে ভুবনেশ্বর রওনা হইব—মধ্যে ২।১ দিনের জন্য কোথাও বিশ্রাম করিয়া যাইতে পারি।

তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। আমরা শারীরিক এখানে তত ভাল নাই। মধ্যে ভয়ানক বর্ষা পড়িয়াছিল—১৫।১৬ দিন ধরিয়া অনিবার বৃষ্টি, সূর্যদেবকে একেবারেই ৬।৭ দিন দেখা যায় নাই। সেইজন্য শরীর প্রায় সকলেরই অল্প বিস্তর খারাপ হইয়াছে। তবে ২।৩ দিন হইতে একটু পরিষ্কার হইয়াছে—শরীরও সকলের ভাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইতি— তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

(১২৯)

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ ভুবনেশ্বর
জেলা—পুরী, ১।১২।২১

শ্রীমান্—,

আমরা ১০।১১ দিন হইল এখানে আসিয়াছি এবং শারীরিক মন্দ নাই। তুমি কেমন আছ? ওখানে যদি ভাল পুষ্ট বড় বড় হরীতকী পাওয়া যায় তো কতকগুলি পাঠিয়ে দিও। আমাদের আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে, ভক্তদেরও জানাবে। প্রার্থনা করি তোমার ভক্তি বিশ্বাস প্রীতি, কর্মক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি হউক। তুমি পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ কর। সাধন ভজনে মগ্ন হইয়া থাক। তোমাদের জীবন লোকের আদর্শ-স্থল হইবে, প্রভুর ইচ্ছায়। একটু আধটু লেখাপড়ার চর্চা রাখিও। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

(১৩০)

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ,
বেলুড়, ২৩।১।২২

শ্রীমান্ অনুভবানন্দ,

তোমার পত্র পাইলাম। আমরা ১২ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার মঠে আসিয়াছি। শ্রীশ্রীস্বামীজীর জন্মোৎসব ও তিথিপূজা এবার একদিনেই অর্থাৎ ১৯ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার সম্পন্ন করা হইল। এবার রবিবার নয় বলিয়া লোক খুব অধিক হয় নাই। তবু ৪৫০০ লোক

ভদ্র ও গরীব নারায়ণ প্রসাদ পাইয়াছিলেন। গীত-বাদ্যাদিও বেশ হইয়াছিল। খুব সুচারুরূপেই সমস্ত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

প্রভুর কৃপায় তোমরা ওখানে শারীরিক ও মানসিক বেশ ভাল আছ শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। আন্তরিক প্রার্থনা করি, তোমাদের বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি, পবিত্রতা, ত্যাগ, বৈরাগ্য দিন দিন খুব বৃদ্ধি হউক এবং তোমরা খুব উন্নত হও। মধ্যে মধ্যে মনের একটু একটু অশান্তি হয়—উহা মনের ধর্ম। উহাতে আরো ভক্তি, প্রীতি, অনুরাগ বা টান বৃদ্ধি করিয়া দেয়—তজ্জন্য ভয় নাই। প্রভু তোমাদের সব অবস্থায় দেখিতেছেন। আমরা এখানে আসিয়া শারীরিক তত ভাল নাই। মহারাজ গতকাল কলিকাতায় গিয়াছেন।

শীতের পর শ্রীবৃন্দাবন যাইবে ইচ্ছা করিতেছ—অতি উত্তম। প্রভুর ইচ্ছা হয়, যাইবে। তার পর পুনরায় ৺হরিদ্বার যাইবে—বেশ কথা। প্রভু তোমাদের সর্বদা দেখিতেছেন। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তোমরা জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (১৩১) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড়

হাওড়া ৯।২।২২

শ্রীমান্—,

তোমার পত্র ও একখানি ছাপা report (রিপোর্ট) পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। রিপোর্টখানি সুন্দর হইয়াছে। আমি প্রায় সমস্তটাই পড়িয়াছি। পাই, ক্রান্তি, কড়ার হিসাব থাক বা নাই থাক, তাতে

কোন ক্ষতি নাই। বেশ report (রিপোর্ট)—হইয়াছে এবং সাধারণে ইহার নিশ্চয়ই প্রশংসা করিবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় তোমার একলার পরিশ্রমে (প্রায় একলারই বলিতে হইবে) আজ পর্যন্ত যে কার্য হইয়াছে তাহা নিশ্চয়ই আমাদের আনন্দের বিষয় এবং সাধারণের প্রশংসনীয়।

তুমি লিখেছো যে মঠে এখন monastic member (সাধু) অনেক, কৈ, আমি আসিয়া দেখিলাম—খুব কম। অন্যান্য centre (কেন্দ্র)-এর কয়েকজন ব্রহ্মচারী আসিয়া রহিয়াছে। তারা শীঘ্রই চলিয়া যাইবে। এবারকার স্বামীজীর উৎসবের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ—উত্তম হইয়াছে। যদি কিছু shortcomings (ত্রুটি) হইয়া থাকে, ঠাকুরের উৎসবে উহা পূরণ করিয়া দিও। দরিদ্র-নারায়ণদের সেবা উত্তম হইয়াছে শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল।

যাহা হউক তোমাদের ওখানে ব্রহ্মচারী পাঠাইবার চেষ্টায় রহিলাম। ভবানন্দ আমায় এখনও কোন পত্রাদি লেখে নাই। বোধ হয় শীঘ্র লিখিবে। সে বেশ কায করিতেছে শুনিয়া বড়ই সুখী হইয়াছি। আশীর্বাদ করি সে প্রভুর কায আরো উত্তমরূপে করুক এবং তোমার পরিশ্রমের সহায় হউক। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে। এখানে আসা অবধি আমার শরীর তত ভাল নাই। বোধ হয় আরো কিছুদিন থাকিলে, এখানকার climate (জলবায়ু) সহ্য হইয়া যাইবে। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (১৩২) মঠ, বেলুড় হাওড়া, ২৭।২।১৯২২

মা—,

তোমার পত্র যথাসময়েই পাইয়াছিলাম। নানা কার্যে ব্যস্ত থাকায় ঠিক সময়ে উত্তর দিতে পারি নাই। যতীন ও তোমার মা সে দিন মঠে আসিয়াছিল। অতি অল্প সময়ের জন্য তাদের সহিত দেখা হইয়াছিল। সে দিন মঠে অত্যন্ত ভিড়। তারা বলিয়াছিল তোমার শরীরটা ভাল ছিল না। যা হোক তুমি আস নাই, ভালই করিয়াছ। অতি ভিড়ে তোমার অসুখ হইয়া পড়িত। মা! স্বামী পুত্র, পিতা, মাতা যে সাহায্য দেয় তাহা অতি অল্প এবং ক্ষণস্থায়ী এবং পরে দুঃখদায়ক। ভগবান্ যে বল দেন তাহা দীর্ঘকাল-স্থায়ী এবং পবিত্র ও সুখদায়ক। মা! স্বয়ং ঠাকুরই তোমাকে বল দিতেছেন ও দিবেন। যার কেহ নাই তার ভগবান্ আছেন। মা! কোন চিন্তা নাই, ঠাকুরই তোমার হৃদয়ের নাথ, হৃদয়ের বল—তোমার ভয় কি?

তোমার পায়ে আঘাত লাগিয়া অনেক দিন কষ্ট পাইয়াছ—আমি শৈ—র পত্রে জানিতে পারিয়াছিলাম। এ সব দৈব। যা হোক প্রভুর কৃপায় এখন আরোগ্য হইয়াছে শুনিয়া সুখী হইয়াছি। মেয়েদের সিটিং (আলোচনা সভা) আবার ভালভাবেই চলিবে। তোমার অসুখের জন্য বোধ হয় তুমি বেশী যাইতে পারিতে না। আমি আন্তরিক প্রার্থনা করি, মিটিং এ গিয়া তোমার মন খুব উচ্চ হউক, খুব পবিত্র হউক, প্রভুকে হৃদয়ে উপলব্ধি কর, শান্তি পাও।....

যা হোক ঠাকুরই তোমায় দেখিতেছেন ও দেখিবেন ; কোন ভয় নাই। তোমায় তিনি অনেক সহ্য করিবার শক্তি দিয়াছেন ও দিবেন ; তোমার কোন চিন্তা নাই, মা ! আমি শ—কে পত্র লিখিব, সে যেন মধ্যে মধ্যে তোমায় দেখে ও সৎকথা শুনায়। শৈ—ও খুব সৎ ছেলে। সে তোমায় মধ্যে মধ্যে দেখিতে যায় শুনিয়া সুখী হইলাম।

তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিও। মধ্যে মধ্যে সংবাদ দিও। তোমার স্বামীকে আমার আশীর্বাদ দিও। আমার শরীর এখন তত মন্দ নয়। তোমার সর্বাঙ্গীন কুশল প্রার্থনা করি। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

(১৩৩) ৫৭নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা, ৩।৪।২২

শ্রীমান্ শৈ—,

তোমার ২।৪ তারিখের পত্র পাইয়া আনন্দ হইল। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি ও বাড়ীর সকলে জানিবে। মহারাজ এখনও সারিতে পারেন নাই—যদিও পূর্বের বাড়াবাড়ি ভাবটা নাই, তবুও অত্যন্ত দুর্বল। আবার প্রস্রাবে sugar (চিনি) দেখা দিয়াছে। এই দুর্বলতার উপর sugar (চিনি) বাহির হওয়া বড়ই খারাপ। আজ বেলা ৯টার সময় দু তোলা চালের (খুব পুরাতন) ভাত—একেবারে গলিয়ে ফেলে একটু ঘোলের সঙ্গে, তিনি খাইয়াছেন। এখন

প্রভুর ইচ্ছায় উহা বেশ assimilated (পরিপাক) হয়ে গেলেই আনন্দের বিষয়। আজ ১১ দিন। কাল রাত্রেও দুবার বমি হয়েছিল। খুব সম্ভব প্রভুর ইচ্ছায় আজকার অন্নপথ্য অনেকটা উপকার করিবে। যাহা হউক আবার সংবাদ দিব।

আমাদের আসিবার সময় কোন প্রকার অসুবিধা হয় নাই—জাহাজেও নয়, ট্রেনেও নয়। বেশ আরামে আমরা আসিয়া পৌঁছিয়াছিলাম, প্রভুর কৃপায়। এখনও এখানে আছি এবং মহারাজ যতদিন না উঠিয়া বসিতে পারেন ততদিন এখানেই থাকিব। তবে মঠে মধ্যে মধ্যে যাইব ও আসিব। ষ্টীমার ঘাট খোলায়, মঠে যাতায়াতের খুব সুবিধা হইয়াছে।…তুমি পুনরায় আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে।…ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১৩৪)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় পোঃ
হাওড়া, ২৩।৪।২২

মা—,

তোমার একখানি পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। তোমার মাতাঠাকুরাণীর পত্রও পাইয়াছিলাম, তার উত্তর দিয়াছি। মহারাজের দেহত্যাগে মনটা অতিশয় দুঃখিত রহিয়াছে। যদিও জানি তিনি দিব্য ধামে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে দিব্য শরীরে বিরাজ করিতেছেন; তথাপি আমরা স্থূল দেহধারী মানব, তাঁর স্থূল দেহ না দেখিতে পাইয়া অনেক

সময় মন অতিশয় দুঃখিত হয়। অবশ্য সবই প্রভুর ইচ্ছা, তার আর সন্দেহ নাই।

তুমি নাম, স্মরণ, মনন, সদা সর্বদা করিতে চেষ্টা করিবে এবং সংসারে সকল কায যথাসাধ্য করিয়া তোমার পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণীকে সাহায্য করিবে। তিনি খুব উন্নতমনা। তাঁর পবিত্র গর্ভে জন্ম লইয়া তোমার ধর্ম-বুদ্ধি হইয়াছে, তুমি নিশ্চয় ভাগ্যবতী।

…তুমি নিশ্চয়ই প্রভুকে লাভ করিবে। তিনি পরম দয়াল, ঈশ্বরাবতার। তাঁর নাম জপ, তাঁর ধ্যান, তাঁর ভজন প্রেমের সহিত করিলে জীবের পরম মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে। অতএব তোমাকে প্রভুর যে নাম দিয়াছি, সেই নাম খুব কর, ধ্যান কর, তোমার মনোবাঞ্ছা তিনি নিশ্চয় পূর্ণ করিবেন—তুমি শান্তি পাইবে। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে ও তোমার মাকে জানাবে। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (১৩৫) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
হাওড়া, ৩১।৫।২২

শ্রীমান্—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের জমিতে উৎপন্ন ধান্য, চাউল করাইয়া, প্রথম একদিন তাঁর ভোগ দিয়া—তারপর তুমি উহা নিত্য ব্যবহার করিতে পার বা অন্যান্য ব্যয়ও তাহা হইতে করিতে পার। তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। তারপর তাঁর

নিত্য অন্ন ভোগের ব্যবস্থা যখন হইবে তখন নিত্যই সেই প্রসাদ পাইবে। গ্রামের লোক যখন তোমার আহারাদির ব্যয়ভার (অতি সামান্য) বহন করিতে অক্ষম, তখন তাহাদের কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

স্কুলে প্রতি শনিবার যেরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছ তাহা উত্তম এবং নিকটস্থ গ্রামে মধ্যে মধ্যে যাইয়া সেখানকার লোকদিগকে শিক্ষা দেওয়াও খুব প্রয়োজন। গ্রামের অপরাপর যুবকদিগকে লইয়া সন্ধ্যার পর একটু ভজনাদি করা ও ধর্মোপদেশ দেওয়াও খুব ভাল। কিরূপ-ভাবে শিক্ষা দিবে সে বিষয়ে আমি এখান হইতে এখন বলা অপেক্ষা তুমি সেখানে থাকিয়া যেরূপ ভাল বিবেচনা করিবে তাহাই করিবে।

গ্রামের লোকে, সু—, ব—প্রভৃতি ঠাকুরের জন্য যথেষ্ট করিয়াছে। তারা যদি তোমার আহারাদির জন্য ব্যবস্থা করিতে অসমর্থ হয়, তাতে কোন দোষ নাই। ঠাকুরের আশ্রম ছাড়িয়া যাওয়াও যুক্তিযুক্ত একেবারেই নয়। ঠাকুরের কৃপায়, তোমার কোন অভাব হইবে না। খুব ভজনে মন দাও। প্রভু সমস্তই করিবেন। সকলের সহিত, কেহ কিছু দিক্ বা নাই দিক্, প্রীতির সহিত ব্যবহার করিবে। ঠাকুরের জমির ধান আছে। তুমি তাঁর সেবক। তুমি নিশ্চয়ই ভোগ দিয়া প্রসাদ পাইবে। ইহাতে আর দোষ কি? তোমার কোন অভাব থাকিবে না। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে। মঠের সব একপ্রকার কুশল ঠাকুরের ইচ্ছায়। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ | (১৩৬) | শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় হাওড়া, ১১।৬।২২

শ্রীমান্ অনুভবানন্দ,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তোমরা হৃষীকেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছ শুনিয়া খুসী হইলাম। পথে প্রভুর কৃপায় সমস্ত বিঘ্নবাধা অতিক্রম করিয়া ৺বাবা কেদারনাথ ও প্রভু বদরিনারায়ণ দর্শনাদি উত্তমরূপে হইয়াছে, ইহা মহা আনন্দের বিষয়। তোমাদের প্রেরিত প্রসাদী তুলসী ও বিল্বদল পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছি। চারুর পত্র পাইয়াছি। তারা কনখলে ঘণ্টাকুটীয়ায় আছে।

বহু ভ্রমণ করিয়া এখন কিছুকাল একস্থানে খুব বিশ্রাম কর এবং যথাসাধ্য ভজন সাধন কর, শান্তিতে থাক। ৺কেদারবদ্রী দর্শন করিয়া ফিরিয়া প্রায় সকলেরই শরীর কিছুকাল খুব খারাপ হয় — বিশেষ বাঙ্গালী শরীর। যা হোক, খুব সাবধানে থাকিও। এখানকার সংবাদ একপ্রকার প্রভুর কৃপায় মন্দ নয়। তুমি ও তোমরা সকলে আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (১৬৭) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড়
হাওড়া—৬।৭।২২

শ্রীমান্—,

তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। কুশারী পাড়ার সংবাদে বড়ই সুখী হইলাম। প্রভুর কৃপায় তাঁরা সকলে তাঁর দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন শুনিয়া নিরতিশয় সুখী ও আশ্বস্ত হইলাম। তুমি যে প্রথম হইতে, তাঁদের প্রভুর অমৃতময়ী কথা শুনাইয়া আসিতেছ তারই ফলে এই সব হইতেছে। তাঁদের মন অনেকটা প্রস্তুত ।ছল, তারপর তাঁরা উপযুক্ত সময়ে তাঁর পবিত্র পাবন নাম তাঁর দাসের নিকট হইতে পাইয়াছেন; সেইজন্যই তাঁর কৃপায় তাঁরা শীঘ্র শীঘ্র অগ্রসর হইতেছেন। আন্তরিক প্রার্থনা করি তোমরা তাঁর পথে ঠিক ঠিক চল এবং মানব জীবন সফল্ কর। এ সবই প্রভুর কৃপা। তাঁদের সংস্রবে যাঁরা আসিবেন তাঁদেরও কল্যাণ হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি?

সু—র মারও পরম কল্যাণ হইবে প্রভুর কৃপায়। তাঁর মনে খুব বল আছে। সু— কিছুই করিতে পারিবে না। তিনি তাঁর নিজের বাড়ীতে দৃঢ় হইয়া বসিয়া থাকুন এবং ঠাকুরের যেরূপভাবে সেবাদি করিতেছেন ঠিক তাহাই করিতে থাকুন। ঠাকুর ঠিক তাঁকে চালাবেন আমার বিশ্বাস। সমস্ত বাধা বিঘ্ন তিনি উত্তীর্ণ হইয়া যাইবেন এবং তাঁর মন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইবে দিন দিন। এইরূপ বাধাবিঘ্নতে প্রভুর শ্রীচরণে তাঁর বিশ্বাস ভক্তি আরো বাড়িবে।

…আমি জানি তুমি কখনও বৃথা কালক্ষেপ করিবে না। যতটুকু সময় পাও শরীরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অর্থাৎ স্বাস্থ্য ঠিক রাখিয়া তাঁর স্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিবে। তাহাতেই তোমার সব হইয়া যাইবে।…প্রভু তাঁর ভক্তদের রক্ষা করেন। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে ও বাড়ীর অন্যান্য ভক্তদের জানাবে। আমার শরীর তত মন্দ নয়। ৺কাশীতে হরি মহারাজের অত্যন্ত কঠিন পীড়া। তাঁর দেহ এবার থাকে কিনা সন্দেহ—সবই প্রভুর ইচ্ছা। ইতি—

তোমার ও তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (১৩৮) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়

হাওড়া, ১০।৭।২২

শ্রীমান্—,

…(ঢাকা) মঠে এখন রাত্রিতে ভজন হয় শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। ঠাকুর বড়ই ভজন-প্রিয় এবং উহা ভক্তির প্রধান অঙ্গ বলিয়া আমরা জানি। যে উহা করিবে ঠাকুর তার উপর বড়ই প্রীত থাকিবে এবং যে স্থানে হইবে উহা ধন্য হইবে, সমস্ত পল্লী পবিত্র হইবে।

কালা বুড়ীর কথা শুনিয়া সুখী হইলাম। আমার প্রীতিপূর্ণ আশীর্বাদ তাঁকে সুবিধামত দিও। বুড়ীর হৃদয়ে প্রেম আছে ভগবানে। বাসাটি আশ্রমের নিকট বলিয়া মনে হয়। তোমরা ওখানে থাকিতে

পারিলে ভাল হয়। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে ও ভাই ভগ্নীদের জানাবে। আমি তত মন্দ নাই। তুমি শরীরকে যত্নে রাখিবে। অধিক শ্রমযুক্ত কায করিবে না। যথেষ্ট বিশ্রাম লইবে।

ইতি— তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (১৩৯) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় পোঃ হাওড়া, ২৭ আষাঢ় '২৯

মা—,

আজ তোমার প্রেরিত ৫৲ টাকা পাইলাম। মা, আমায় টাকা পাঠাইবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। তুমি প্রভুর নামে একেবারে মগ্ন হইয়া যাও। তোমার জীবন ধীরে ধীরে তাঁর দিকে অগ্রসর হউক। মানবজীবন সার্থক হোক। পবিত্র হৃদয়ে তাঁর ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া যাও—ইহাই আমি আন্তরিক প্রার্থনা করি। তোমাদের এই ভাব হইতেছে শুনিলেই আমি তৃপ্ত হইয়া যাই। আর আমি কিছুই চাহি না। সংসারে অর্থের অনেক প্রয়োজন হয়। আমাকে দিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। তোমরা ধর্মরাজ্যে অগ্রসর হইতেছ এই সংবাদ মধ্যে মধ্যে পাইলেই আমার আনন্দ। তুমি ও হ— আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে।······

আমি শারীরিক মন্দ নাই। তোমাদের সর্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি। মঠের সকলে একরূপ মন্দ নাই; তবে এইবার ম্যালেরিয়া

আরম্ভ হইবে বলিয়া মনে হইতেছে—একটু একটু চিহ্ন দেখা যাইতেছে। প্রতি বৎসরই এখানে এইরূপ হয়, এখন হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (১৪০) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড়
হাওড়া, ১৮।৭।২২

শ্রীমান্ সু—লাল,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আন্তরিক আশীর্বাদ করি, তুমি ঠাকুরকে তোমার প্রাণের প্রাণ, তোমার জীবনের সর্বস্বধন বলিয়া জান। বাস্তবিকই তিনি ছাড়া আর তোমার জগতে কেহ নাই, গত্যন্তরও নাই। তুমি তাঁকে খুব ভালবাসিতে চেষ্টা করিবে। তিনি কেবল প্রাণের ভালবাসা চান। স্ত্রী প্রভৃতির সহিত স্বার্থপূর্ণ দৈহিক ভালবাসা অতি নিম্নস্তরের বলিয়া জানিবে। শরদিন্দু, হরিশ এরা খুব ভাল ছেলে, বড় পবিত্র এবং পরম ভক্ত। উহাদের সংসর্গে তোমার পরম কল্যাণ হইবে, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি। যতদূর সম্ভব তাদের সংসর্গে থাকিবে। আর অধিক কি বলিব? তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। প্রভু তোমায় শান্তিতে রাখুন। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুঃ—শরদিন্দু ও হরিশকে আমার স্নেহাশীষ দিবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (১৪১) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড়, জিলা-হাওড়া ২৩।৭।২২

শ্রীমান্ শরদিন্দু,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। এত দীর্ঘ পত্রের সার মর্ম এই যে তুমি আমার নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে চাও। আমি তাহাতে রাজী আছি বটে, কিন্তু এখন তুমি বৃদ্ধ পিতামাতার সেবায় নিযুক্ত আছ। তাহা ত্যাগ করা তোমার কিছুতেই উচিত বিবেচনা করি না এবং তুমিও সুবোধ এবং কর্তব্যপরায়ণ ছেলে হইয়া তাহা কখনই যুক্তিযুক্ত মনে করিবে না বলিয়া আমার বিশ্বাস। কারণ তাহা হইলে তোমার পক্ষে উহা ঘোর স্বার্থপরতা হইবে এবং তোমাকে লোকে স্বার্থপর বলিয়া নিন্দা করিলে আমাদেরও মনে তাহা লাগিবে। প্রকৃতপক্ষে তুমি সন্ন্যাসীই আছ, গৈরিক ধারণ কর আর নাই কর। তুমি গুপ্ত সন্ন্যাসী, লোকে তাহা জানুক আর নাই জানুক। অধিক আর লিখিবার প্রয়োজন নাই। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে।

—র মায়ের পত্রও পাইয়াছি। তাঁকে বলিও যেন প্রভুর নাম করিয়া ধীর ভাবে, দৃঢ় হইয়া আপনার ভাবে থাকেন। কোন ভয়ই নাই। প্রভু তাঁকে রক্ষা করিতেছেন—মাভৈঃ।

তোমরা শুনিয়া থাকিবে, হরি মহারাজ গত পরশু শুক্রবার ২১শে জুলাই সন্ধ্যা প্রায় ৭টার সময় দেহত্যাগ করিয়া প্রভুর পদে মিলিত

হইয়াছেন। সবই প্রভুর ইচ্ছা। তুমি, হরিশ, শৈলেশ ও অন্যান্য ভক্তেরা সকলে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব (১৪২) মঠ, বেলুড়, হাওড়া,
শ্রীচরণ ভরসা ২৬।৭।২২

শ্রীমান্ ত—,

তোমার দুইখানি পত্রই পর পর পাইয়াছি। প্রথম খানি পাইয়া একটু চিন্তিত হইয়াছিলাম। দ্বিতীয় খানিতে অনেকটা সুখী হইয়াছি। শুনিয়া দুঃখিত হইবে যে আমাদের হরি মহারাজ গত শুক্রবার ২১ জুলাই সন্ধ্যা প্রায় ৭টার সময় পূর্ণ জ্ঞানের সহিত বৈদিক মহাবাক্য ও শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে আনন্দে মহা-সমাধিতে লীন হইয়াছেন। স্থূল দেহের এই পরিণাম। দেহ সকলেরই নশ্বর; তবে তাঁর অশেষ গুণ, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ। বহু লোক তাঁর দ্বারা আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ করিয়াছে। এই দুঃখ যে এখন অনেকে সেই কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইল।

শ্রীমত্যা—নাম্নী একটি বাগ্‌দা বাসিনী বিধবা মেয়ে এখানে আসিয়া দীক্ষাদি গ্রহণ করিতে চান এবং সেজন্য আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। তাঁর এ অঞ্চলে কেহ জানা লোক নাই; সুতরাং তাহা অসম্ভব। তাঁকে বলিয়া দিও এখানে (মঠে)

স্ত্রীলোকদের থাকিবার কোনরূপ বন্দোবস্ত নাই, সুতরাং আমি তাঁকে কিছুতেই আসিতে বলিতে পারি না। কুলগুরুর নিকট দীক্ষা লইতে বলিও।

সু—কে বলিও যে স্কুল সম্বন্ধে সে যা লিখেছে তাহা আমি পেয়েছি। তুমিও এ বিষয়ে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আমাকে লিখিও। তারপর আমরা বিবেচনা করিয়া দেখিব। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিও এবং অপর ভক্তদের জানাইও। চাষ-বাসের সংবাদ শুনিয়া একটু আশা হইল। প্রভুর ইচ্ছায় দেশের কল্যাণ হোক। তোমারও শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হোক প্রার্থনা করি। মঠে এর মধ্যে Malaria (ম্যালেরিয়া) আরম্ভ হইয়াছে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (১৪৩) মঠ, বেলুড়, হাওড়া
২৮।৮।২২

শ্রীমান্ শরদিন্দু,

তোমার পত্র পাইয়া তোমার জীবনের সবিস্তার সংবাদ অবগত হইয়া বড়ই প্রীত হইলাম। তুমি প্রভুর ইচ্ছায় চাতুর্মাস্য যেরূপ ভাবে কাটাইতেছ তাহা অতি উত্তম হইতেছে এবং ঠিক ঠিক হইতেছে। চল, এই ভাবেই চল। প্রভু তোমায় কৃপা করুন, আন্তরিক প্রার্থনা করি। সু—র মার বিষয় শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম। প্রভু তাঁর

মনে ক্রমেই দৃঢ়তা দিতেছেন এবং জীবন সংগ্রামে তিনি জয়ী হইতেছেন শুনিয়া তাঁর উপর প্রভুর দয়ার—বিশেষ দয়ার পরিচয় পাইতেছি। আন্তরিক প্রার্থনা করি, প্রভু তার মন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়া দিন। তাঁর মন বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতিতে পূর্ণ করিয়া রাখুন এবং তিনি শান্তিতে থাকুন। এক একবার মনে হয় প্রভু ঢাকায় মেয়েদের ভিতর সু—র মার দ্বারায় অনেক শুভকার্য করাবেন ভবিষ্যতে। তাকে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ দিবে।

আজ Registered Parcel (রেজিষ্টারী পার্শেল)এ একখানি গৈরিক কাপড় তোমার জন্য শৈ— বাবুর Care (ঠিকানায়)এ পাঠাইলাম···। পার্শেলের প্রাপ্তি স্বীকার করিও।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় মহারাজ তোমার জীবনে বিশেষ যাহা করিবার তাহা করিয়া গিয়াছেন। গৈরিক বস্ত্র দেওয়া বা একটা নাম দেওয়া সামান্য কার্য মাত্র। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। প্রার্থনা করি তুমি কর্তব্যপরায়ণ থাকিয়া প্রভুর রাজ্যে খুব অগ্রসর হও। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (১৪৪) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
হাওড়া, ২৬।৯।২২

শ্রীমান্ —,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তোমার পূর্ব পত্র বোধ হয় পাইয়া থাকিব; কিন্তু উহা এখন খুঁজিয়া পাইলাম না। ওখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন কবে হইতে পারে তাহার দিন একটা তোমরা ওখান হইতেই স্থির করিয়া লইও। পঞ্জিকাতেই এ সব লেখা থাকে। পত্রের উত্তর দেওয়া আমার অনেক সময় বিলম্ব হইয়াই থাকে। সুতরাং কোন বিষয় শীঘ্র জানিতে ইচ্ছা হইলে "Manager, Belur Math (ম্যানেজার, বেলুড় মঠ) বলিয়া লিখিলেই ভাল হয়। সব সময় সকল পত্রের জবাব দিতে ইচ্ছা হয় না এবং এত অধিক পত্র আসে যে আমার সকলকে সব বিষয় উত্তর দেওয়াও অসম্ভব।

ভবানন্দ এখানে আসিয়াছে। ৺পূজার কার্যে সকলে ব্যস্ত আছে। সে বলিল যে সোনারগাঁ আশ্রমে এখন দুইটী Worker (কর্মী) আসিয়াছে; সুতরাং তার ওখানে আর যাইবার তত আবশ্যক নাই। তোমার যদি কিছু লিখিবার থাকে, তাহাকে direct (সোজা) লিখিও। আমার শরীর তত মন্দ নাই। আমি পনর দিন মঠে ছিলাম না। আশা করি তুমি শারীরিক কুশলে আছ। এখানে ৫।৭ দিন যাবৎ ভয়ানক বৃষ্টি হইতেছে। মধ্যে, ঝড়ের ভাবও দেখা

গিয়াছিল। কাযকর্মের বড়ই অসুবিধা হইতেছে। মা'র ইচ্ছায় যাহা হয় হইবে। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (১৪৫) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় পোঃ
হাওড়া, ৮।১০।২২

মা—,

তোমার পত্র পাইয়াছি।…ঠাকুর তোমার মনে অদম্য সাহস দিয়া তোমার রক্ষা করিতেছেন ও করিবেন। আমি জানি তুমি ঠিক পথেই চলিতেছ। কেহই তোমাকে তোমার পথে বাধা দিতে পারিবে না। তোমার সততা, তোমার সত্য-প্রিয়তা সকলেই ক্রমে বুঝিতে পারিবে। আমি জানি ঠাকুর তোমায় অদম্য ও প্রভূত বল দিবেন এবং তুমি আপনার ভাবে ঠিক চলিতে সমর্থ হইবে। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে।

আমার শরীর পূর্ববৎ অর্থাৎ ভাল নয়। ঠাকুর যত দিন রাখিবেন তত দিন থাকিবে। তিনি পরম দয়াল, পরম প্রেমময়, জ্ঞানময়। প্রার্থনা করি তুমি সর্বাঙ্গীণ কুশলে থাক—বাটীর সকলে তাঁর কৃপায় কুশলে থাকুক। এখানে কয়দিন হইতে অতিশয় বৃষ্টি হইতেছে। মা জগদম্বার পূজা কি করিয়া সম্পন্ন হইবে, তিনিই জানেন। তিনি দয়াময়ী, ভক্তবৎসলা, ভক্ত-পালিনী। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুঃ—লিখিতে হাত একটু কাঁপে, তবুও তোমায় নিজ হাতেই লিখিলাম।

শ্রীশ্রীগুরুদেব　　　(১৪৬)　　　মঠ, বেলুড়, হাওড়া
শ্রীচরণ ভরসা　　　　　　　১২।১০।২২

শ্রীমান্ শ—,

তোমার ও সু—র মার পত্র পাইলাম। সু—র মার পত্র পাইয়া বড় কষ্ট হইল ; কিন্তু আমার বিশ্বাস প্রভু তাকে রক্ষা করিতেছেন ও করিবেন। সে খুব সহ্য করুক, সহিষ্ণুতার ফল বহু। প্রভু বলিয়াছেন ব্যঞ্জন বর্ণে সব অক্ষরই একটা, কেবল শ, ষ, স, অর্থাৎ 'স' তিনটা অর্থাৎ যে যত সইবে তত সে উন্নত হইবে। ভগবান্ তার উপর তত প্রসন্ন হইবেন। বহু ভক্তের বিষয় পড়া যায় বা শুনা যায় যে তাদের ঘোর পরীক্ষার ভিতর দিয়া যাইতে হইয়াছে এবং শেষে তারা কৃতকার্য হইয়াছে। প্রার্থনা করি সু—র মাকে ঠাকুর সহ্য করিবার ক্ষমতা দিন এবং যথেষ্ট কৃপা করুন। সে শান্তিতে থাক। সে নিশ্চয়ই এই সংগ্রামে জয়ী হইবে। ঢাকায় অনেক ঠাকুরের ভক্ত মেয়ে আছে। তাদের সঙ্গেও যেন মধ্যে মধ্যে সু—র মা দেখাশুনা করে। তোমরা তাকে প্রভুর ইচ্ছায় যতদূর পার সাহায্য করিবে।···তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি—　　　তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণ ভরসা

(১৪৭)

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড়
হাওড়া, ১২।১০।২২

শ্রীমান্ ধী—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। প্রভুর ইচ্ছায় সোনারগাঁ আশ্রমটি বেশ গড়িয়া উঠিতেছে, ধীরে ধীরে। ঠাকুরের মন্দির হইতেছে, একটি পুষ্করিণীও হইবার আশা হইয়াছে—অতি উত্তম। সব তাঁরই ইচ্ছা।

কালী মহারাজ এখনও Kashmir (কাশ্মীর) অঞ্চলে আছেন। তিনি সম্প্রতি Ladak (লাদাক) গিয়াছেন—উহা তিব্বতে। সেখান হইতে নামিয়া আসিয়া তিনি কোথায় যাইবেন তাহা আমরা এখনও জানিতে পারি নাই।

উত্তরবঙ্গে ভয়ানক বন্যায় বহু লোক, জীবজন্তু নষ্ট হইয়াছে এবং আরো হইবে। গভর্ণমেণ্ট সাহায্যার্থে চেষ্টা করিতেছেন। অন্যান্য অনেক সম্প্রদায় দুঃস্থদিগের সেবার জন্য তথায় গিয়াছে। মিশন হইতেও অনেকে গিয়াছে। দেশের ভয়ানক দুর্দিন—প্রভু দয়া করুন। পশ্চিমবঙ্গেও সেবাকার্য চলিতেছে। সেদিকের বন্যায়ও ভয়ানক ক্ষতি হইয়াছে। সেবকের দুঃখকষ্ট অতিশয়। আর কি লিখিব? প্রভু সকলকে শক্তি দিন যেন সাধ্যমত সকলে সেবা করিতে পারে এবং সেবকের সহ্যশক্তি বাড়ে।

আমার বিজয়ার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। মঠে মহামায়ার পূজা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এ কয়দিনের অনিয়মে ও অতি-

বৃষ্টিতে মঠের অনেক ছেলের জ্বর হইয়াছে। আমার শরীরও ভাল নয়। আশা করি তোমার শরীর ভাল আছে। মঠ প্রতি বৎসরেই এ সময়ে অস্বাস্থ্যকর হয়। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব (১৪৮) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
শ্রীচরণ ভরসা হাওড়া, ১৭।১০।২২

শ্রীমান্—,

অনেকদিন তোমায় পত্র লিখি নাই। অনেক রকম কাজে ব্যস্ত থাকাই ইহার কারণ; কিন্তু পত্র লিখি, আর নাই লিখি, তুমি প্রায় সর্বদাই আমার মনে আছ—ইহা নিশ্চয় জানিও। ৺পূজার পর এত পত্র আসিয়াছে যে দুই জনে প্রায় রোজই উত্তর লিখিয়া এখনও পর্যন্ত শেষ করিতে পারে নাই।···তোমার ভগ্নীর পত্রের উত্তর এখনও দেওয়া হয় নাই। তাকে আমার শুভ বিজয়ার স্নেহাশীর্বাদ দিও। কুশারী পাড়াতেও পত্র লিখিয়াছি।

মঠে ৺পূজার পর হইতে অনেকের জ্বর হইয়াছে। এখনও ৬।৭ জন ভুগিতেছে, উঠিতেছে আবার পড়িতেছে। প্রভুর ইচ্ছা—এইরূপ এই সময়টা প্রতি বৎসরই হয়। অবশ্য আমি অন্য কোথাও পরিবর্তন করিলে এখনই করিতে পারি; কিন্তু অনেকগুলি ছেলে ভুগিতেছে দেখিয়া আমি অন্য কোথাও যাইতে ইচ্ছা করি না।

Rajsahi Flood Relief-এ (রাজসাহী বন্যা সেবা কার্যে) অনেকগুলি ছেলে সেবা করিতে গিয়াছে। নিত্যই তাহাদের সংবাদ

আসিতেছে। Damodar Flood Relief (দামোদর বন্যা সেবা কার্য) যাহা মিশন হইতে হইতেছিল তাহা আপাততঃ শেষ হইয়াছে। এইপ্রকার প্রভুর নানা কার্যে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে, যদিও আমাকে নিজে কিছু করিতে হয় না, তবু খুব চিন্তিত থাকিতে হয়। অনেকগুলি ছেলে Flooded area-র interior-এ (বন্যাবিধ্বস্ত দূর গ্রামাঞ্চলে) গিয়াছে। সেখানে অন্য party (প্রতিষ্ঠানের সেবকদল) যায় না; কারণ যাওয়া বড় কষ্টকর, তারা প্রায় Railway Station (রেল ষ্টেশন)-এর ধারে ধারে centre (কেন্দ্র) করিয়াছে। কিন্তু মিশন-এর ছেলেরা দূরে দূরে অতি দুর্গম স্থানে গিয়া centre (কেন্দ্র) খুলেছে। তাদের জন্য খুব চিন্তা থাকে। অবশ্য প্রভুই সকলকে দেখিতেছেন, তার কোন সন্দেহ নাই।

তুমি শারীরিক কেমন আছ? তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে ও ভাই ভগ্নীদের সকলকে জানাইবে। আমার শরীর এখনও তত খারাপ হয় নাই—প্রভুর ইচ্ছায়। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুঃ—আমি জানি তুমি প্রভুর কৃপায় খুব ভাল আছ ও থাকিবে।

শ্রীশ্রীগুরুদেব (১৪৯) মঠ, বেলড়, হাওড়া
শ্রীচরণ ভরসা ৩।১১।২২

মা—,

কয়েক দিন হইল তোমার পত্র পাইয়াছিলাম। মধ্যে মধ্যে মনের অবস্থা প্রায় সকলেরই ওরূপ হয়, ধ্যান তেমন বসে না ; কিন্তু ঠাকুরের কাছে খুব বালকের ন্যায় প্রার্থনা করিয়া কাঁদিলে আবার মন বেশ স্থির হয়, আনন্দ হয়—তাঁর কৃপায়। তুমি হতাশ হইও না। তাঁর কৃপায় তুমি বেশ জপ ধ্যান করিতে পারিবে—কোন চিন্তা নাই। তুমি ঠাকুরের আশ্রিতা—সাক্ষাৎ ভগবান্, যুগাবতার, পরম কারুণিক অহেতুক—কৃপাসিন্ধু, ভবপারের তরণী, পরম প্রেমময়, দয়াময় প্রভু রামকৃষ্ণের আশ্রিতা—কিছুই তোমার বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারিবে না। তোমার জপধ্যান ভালই হইবে ; তবে মধ্যে মধ্যে মন প্রায় সকলেরই বেশ স্থির হয় না—ইহা মনের স্বভাব। তাঁর কৃপায় ওরূপ ভাব বেশী দিন থাকে না। তোমার কোন ভয় নাই। আমি প্রভুর সন্তান। আমি তোমায় তাঁর পতিতপাবন, ভক্তি-মুক্তি-প্রেমপ্রদ মহামন্ত্র দিয়াছি। প্রভু তোমার সেই নামে খুব অনুরাগ দিন। তোমার মন তাঁর পাদপদ্মে প্রেমভক্তি সহ ডুবে যাক্। তুমি শান্তিতে থাক—ইহা আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। আমার শরীরটা তত ভাল যাইতেছে না। এ সময়টা এখানে স্বাস্থ্য বড় ভাল থাকে না। খুব

সম্ভব ৺শ্যামাপূজার পর একবার কিছুদিনের জন্য ভুবনেশ্বর যাইব। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব (১৫০) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
শ্রীচরণ ভরসা, হাওড়া—১২।১১।২২

শ্রীমান্ ত—,

তোমার পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। তোমার শরীর এখন ভাল আছে জানিয়া সুখী হইলাম, এবং নূতন আশ্রম-বাটির একটি ঘর বাসোপযোগী করিয়া লইয়া সেখানে বাস করিতেছ জানিয়া আনন্দ হইল। সাধ্যমত প্রভুর জপ ও ধ্যানাদি করিতেছ ইহাও অতি আনন্দের কথা। আন্তরিক প্রার্থনা করি, তুমি তাঁর পথে খুব অগ্রসর হও।

হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় নামক ছেলেটি আজ এখানে আসিয়াছে এবং প্রভাসের চিঠি ও টাকার অপেক্ষা করিতেছে। মঠ কয় মাস (শ্রাবণ হইতে) খুব অস্বাস্থ্যকর হইয়াছিল। ভয়ানক malaria-র (ম্যালেরিয়ার) প্রকোপ। আজকাল ঠাকুরের কৃপায় একটু ভাল বোধ হইতেছে ; আমার শরীর তত মন্দ নয়। খুব ভাল, বড় বড় পুষ্ট হত্তুকি (হরিতকী) যদি কিছু যোগাড় করিয়া পাঠাইতে পার

তো ভাল হয়। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে, সু— ইত্যাদি ভক্তদেরও জানাবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণ ভরসা

(১৫১)

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
হাওড়া—২৫।১১।২২

মা মনো—,

তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। আমি শুনিয়াছিলাম তুমি ঢাকা ফরিদাবাদে তোমার বাপের বাড়ী আসিয়াছিলে এবং সেখানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইয়াছিল জানিয়া আমার খুব আনন্দ হইয়াছিল। ভাগবত পুরাণ অতি পবিত্র গ্রন্থ। শ্রীভগবানের লীলা-বর্ণনা এবং তাঁর নিত্য আত্মার অবস্থা—এ সকল বিষয় বিশেষ বিশদরূপে তাহাতে বর্ণিত আছে। তুমি এ সব শ্রবণ করিয়া নিশ্চয় প্রভূত আনন্দ পাইয়াছ, প্রভুর কৃপায়। আমি আন্তরিক আশীর্বাদ করি তুমি সর্বপ্রকার বিঘ্ন বাধার ভিতর, মন প্রভুর শ্রীচরণে স্থির রাখিতে সমর্থ হও। আমি বিশ্বাস করি, তুমি তাহা পারিবে। কোনরূপ বিঘ্ন বাধা আসিলে তোমার ভাবকে আরো দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়া দিবে। তুমি অতি ধীরমতি—বিঘ্নবাধায় তোমায় বিচলিত করিতে কখনই পারিবে না। তোমার সহ্য গুণ যথেষ্ট আছে, আমি জানি এবং প্রভুর কৃপায় তোমার ঐ সকল গুণ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইবে; এবং তুমি একেবারে তাঁতে মগ্ন হইয়া যাইবে।

…তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে এবং মধ্যে মধ্যে সংবাদ দিবে। আমার শরীর এখন তত মন্দ নয়। মঠের স্বাস্থ্যও এখন অনেকটা ভাল, প্রভুর কৃপায়। —কে আমার স্নেহাশীর্বাদ দিবে। —কে সেদিন পত্র লিখিয়াছি। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব (১৫২) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
শ্রীচরণ ভরসা হাওড়া, ১০।১।২৩

মা,

তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। মা, তুমি নিশ্চয়ই প্রভুর স্বরূপ-মূর্তি হৃদয়ে দর্শন করিবে—ইহাতে আর সন্দেহ নাই। যেরূপ ভাবে তাঁর স্মরণ, মনন, জপ ধ্যানাদি করিতেছ ঐরূপই করিতে থাক। আমি তোমায় সর্বদা আশীর্বাদ করি এবং স্নেহ চক্ষে দেখি—ইহা তুমি নিশ্চয়ই জানিও।

প্রভুর কৃপায় তুমি একজন ভাল সঙ্গী পাইয়াছ, উত্তম হইয়াছে। সংসারের নানা কাযে ব্যস্ত থাকিতে হয়। মধ্যে মধ্যে ভাল সঙ্গ পাইলে খুব সাহায্য হয়—তাহাতে আর সন্দেহ কি? সংসারের সব কাযকর্ম করিয়া ফল সব তাঁতেই অর্পণ করিয়া দিবে, ইহাই ঠিক—ইহাতে কখনও সংসারে আসক্তি আসিবে না। মন্ত্র লইতে হয়—সামাজিক প্রথা অনুসারে তাহা লইবে; তাহাতে ক্ষতি নাই। যে

মন্ত্রই গুরু দেন না কেন, ঠাকুর সবই। যত দেব দেবী জগতে আছেন বা আবির্ভূত হইয়াছেন সে সকলের সমষ্টি প্রভু রামকৃষ্ণ—ইহাই নিশ্চয় জানিয়া কার্য করিও। তোমার কোনই গোল হইবে না, আমি জানি। যা হোক সে সব কথা পরে হইবে।·····

হ— এখন তোমার কাছে নাই, এরূপ সময়ে একটী বেশ উত্তম সঙ্গী পাইয়াছ, ইহা ঠাকুরের দয়া। গত কল্য শ্রীশ্রীস্বামী বিবেকানন্দ—যিনি আমাদের সকলের মাথার মণি, সমগ্র জগতের পূজ্য—তাঁর জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে। বহু লোক—(প্রায় ৬ হাজার) সমাগম হইয়াছিল।

মধ্যে মধ্যে তোমার সংবাদ পাইলে সুখী হইব। আমি প্রায়ই ব্যস্ত থাকি—সকল সময় পত্রের উত্তর দিতে পারি না—সেজন্য মনে করিও না যে আমার স্নেহাশীর্বাদ তোমার উপরে কিছু কমিয়াছে। তুমি আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণম্

(১৫৩) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, ভুবনেশ্বর পোঃ
জেলা—পুরী, ২০।৩।২৩

শ্রীমান্ কা—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। প্রেরিত ২৲ টাকা বোধ হয় মঠে পৌঁছিয়াছে।···

তুমি ভাল আছ এবং সময়ে সময়ে মায়ার প্রহেলিকা ভয় দেখায়—এইরূপ লিখিয়াছ। কোন ভয় নাই, প্রভু তোমায় কখনও পথভ্রষ্ট করিবেন না, নিশ্চয় জানিবে। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে এবং যেমন চলিতেছ সেইরূপই চল। প্রভু তোমায় দেখিতেছেন।

অহং বুদ্ধি না হইলে কোন কায মানুষের দ্বারা হয় না। তবে যে অহং তাঁর অর্থাৎ আমি তাঁর দাস, তাঁর সন্তান, তাঁর ভক্ত, তাঁর কাজ করিতেছি—এই ভাবে সে অহংকার থাকিবে, ইহাতে কোন দোষ নাই। ছেলেরা সকলে নিয়মিতরূপে পড়া ও ঠাকুরের গুণগান, কাজকর্ম, করিতেছে শুনিয়া সুখী হইলাম। আমার স্নেহাশীর্বাদ তাদের দিও। তুমিও আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ পুনরায় জানিবে। এখানে বোধ হয় আরো দুই সপ্তাহ থাকিতে পারি। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

(১৫৪)

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ ভুবনেশ্বর
জেলা—পুরী, ২৩।৩।২৩

শ্রীমান্ ধীরেন—

কিছুদিন হইল তোমার একখানি ও প্রফুল্লর একখানি পত্র পাইয়াছিলাম। কিন্তু আমার শরীর মঠেই খারাপ ছিল, তারপর train-এ travel করিয়া (ট্রেনে আসায়) অতিশয় খারাপ হইয়া পড়ে;

এখনও পর্যন্ত ভাল হয় নাই। ৺বাসন্তী দুর্গা পূজা ও ঠাকুরের মন্দির প্রতিষ্ঠাদির কার্যে খুবই ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল। বহুলোক, বহু দেশ-দেশান্তর হইতে আসিয়াছে। খুব আনন্দ ও সমারোহের সহিত নির্বিঘ্নে সমস্ত কার্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অতিশয় অনিয়মাদিতে শরীর খুব খারাপ হইয়াছে।

সোনারগাঁ মন্দির সম্বন্ধে তুমি যাহা লিখিয়াছ তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই, বরং আমি খুব খুশী হইয়াছি। প্রেমানন্দ স্বামীর নামে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাতে আমার খুব আনন্দ। আমি কিন্তু যাইতে পারিব না—শরীরের জন্য এখানে কিছুদিন থাকিব। কৃষ্ণলাল মাহেশে মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিয়া আসিয়াছেন, প্রভুর ইচ্ছায় তিনিই যাইয়া উহা প্রতিষ্ঠা করিবেন। আমি তাঁকে বলিয়াছি। তিনি রাজী আছেন। তিনিও এখানে আছেন। অবশ্য অক্ষয় তৃতীয়ার দিন শুনিতেছি, জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমাঠাকুরাণীর মন্দির প্রতিষ্ঠা হইবে। তোমরা কৃষ্ণলাল মহারাজকে এ বিষয়ে লিখিও। আমার শরীর ভাল নয়। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে। প্রফুল্লকে পৃথক পত্র লিখিলাম না। তুমি তাকে আমার পত্রের বিষয় বলিও। এখানকার সব মঙ্গল। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব　　　(১৫৫)　　　ভুবনেশ্বর
শ্রীচরণ ভরসা　　　১১।৪।২৩

শ্রীমান্ সনৎ,

তোমার পত্র পাইয়া আনন্দ হইল। মনু— মঠ থেকে আমায় একখানি পত্র লিখেছিল। বেশ তো, সে মঠেই থাক।

তোমাদের ৺কেদারনাথ ও বদ্রীনারায়ণ দর্শন করিতে যাইবার ইচ্ছা হইয়াছে—অতি উত্তম। তবে খুব সাবধানে ধীরে ধীরে যাইতে হইবে। প্রথম ৮।৯।১০ দিন খুব গরম ভোগ করিতে হইবে। ঐ পথটা খুব সাবধানে যাইবে। টাকা যেন বেশ হাতে থাকে। রাস্তায় চোরের ভয়ও আছে। রাম বাবু ও শি— বাবুর কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। রা— বাবু খুব ভাল লোক ও প্রকৃত ধার্মিক। তোমরা চার জনে একত্রে যাইলে উত্তম হইবে। প্রফুল্লও বেশ ভাল ছেলে। আমি আন্তরিক আশীর্বাদ করি তোমরা নির্বিঘ্নে উত্তরাখণ্ডাদি দর্শন করিয়া ফিরে এস। অতি সুন্দর, অতি গম্ভীর, অতি পবিত্র এবং মহোচ্চ ভাবোদ্দীপক স্থান। ধীরে ধীরে সাবধানে যাইতে হইবে। আহারাদির জিনিসপত্র বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। তবে ভাতে ভাত বা রুটী, একটু-আধটু ডাল, মাঝে মাঝে আলু পাওয়া যাবে, ঘীও পাওয়া যাবে। অনেকে খুব শুকনো করে সুজীর লাড়ু ঘরে তয়ের করে সঙ্গে নিয়ে যায়। ক্ষুধা পেলে রাস্তায় উহা খাইয়া জল খায়। রাস্তায় চলিতে চলিতে খুব ক্ষুধাও পায়। অবশ্য পাহাড় চড়াই উৎরাই করতে খুব কষ্ট। যা হোক আমি আন্তরিক প্রার্থনা করি, প্রভু,

তোমাদের এই নব উদ্যমে সহায় হউন এবং তোমরা সানন্দে দর্শনাদি করিয়া নিরাপদে ফিরিয়া এস। Reactionএ (প্রতিক্রিয়ায়) শরীর অবশ্য অত্যন্ত খারাপ হওয়া সম্ভব। যা হোক, প্রভু তোমাদের কৃপা করুন। জীবন খুবই উন্নত হইবে।

মন্মথ বাবু ও তাঁর স্ত্রীকে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ দিও। ...তাদের বিশ্বাস ভক্তি খুব বৃদ্ধি হউক। তারা বড় ভাল। গো—র সংবাদও পাইলাম। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে, আশ্রমের সকলকে জানাবে। আমি শীঘ্রই মঠে যাচ্ছি। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১৫৬) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
হাওড়া, ১৩।৫।২৩

শ্রীমান্ বি—চৈতন্য,

তোমার পত্র পাইলাম এবং তুমি এখন ঢাকা মঠে আছ জানিলাম। তোমার শরীর মন ভাল ছিল না বলিয়া ওখানে আসিয়াছ। বেশ, মাঝে মাঝে ওরূপ পরিবর্তন কিছু দিনের জন্য ভাল। তোমার শরীর মন নিশ্চয়ই প্রভুর কৃপায় শীঘ্রই ভাল হইবে। পরম দয়াল, পতিত-পাবন, জাগ্রত জীবন্ত ভগবানের অবতার, অহৈতুক কৃপাসিন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয় পাইয়াছ এবং তাঁরই জীব-সেবাকার্যে প্রাণ, মন,

শরীর নিয়োজিত করিয়াছ—তোমার ভাবনা কি? আমার আন্তরিক আশীর্বাদ তুমি জানিবে। এখানকার সব প্রভুর কৃপায় মঙ্গল। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণ ভরসা

(১৫৭)

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
হাওড়া, ১৮।৫।২৩

শ্রীমান কা—,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। সমিতির গৃহাদি নির্মাণ হইয়া গিয়াছে শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। এখন ঠাকুরের ইচ্ছায় অনায়াসে নূতন গৃহে যাইয়া বাস কর এবং কায করিতে থাক। নূতন গৃহে যাইবার দিন, সাধারণ ভাবে ঠাকুরের পূজা ও একটু হোম করিলে ভাল হয়। জৈষ্ঠ মাস মলমাস। আষাঢ়ের প্রথমে একটা ভাল দিন দেখিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেই ভাল হয়। ২রা আষাঢ় বেলা প্রায় দেড়টার পর ভাল দিন আছে। তোমাদের যেরূপ সুবিধা হয় করিও।

সমিতি হইতে যেরূপ কার্যের প্রস্তাব করিয়াছ তাহা উত্তম। আন্তরিক প্রার্থনা করি প্রভুর ইচ্ছায় কাযগুলি নির্বিঘ্নে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে থাকুক ও সমিতি দিন দিন উন্নতি লাভ করুক এবং তোমার বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি, কার্যক্ষমতা (নিষ্কাম ভাবে) বাড়িতে থাকুক। তোমাদের চিত্ত শুদ্ধ হউক। ছেলেদের বিশ্বাস, ভক্তি

ও প্রীতি, পবিত্রতা, বিদ্যা, নিষ্কাম কর্মপরায়ণতা বৃদ্ধি হউক। তারা স্বাস্থ্যেরও উন্নতি করিতে শিক্ষা করুক। ইহাই আমার আন্তরিক আশীর্বাদ।

আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে ও ছেলেদেরও দিবে। আমার শরীর মন্দ নাই। তোমাদের সর্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনীয়। পূর্ব পত্রের উত্তর বোধ হয় আমি ভুবনেশ্বর হইতে দিয়াছিলাম। তাহাতে কি লেখা ছিল আমার স্মরণ নাই। যাই হোক আবশ্যক হয় আবার লিখিও। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১৫৮)

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণ ভরসা

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড়
জিলা—হাওড়া, ৩০।৭।২৩

মা—,

আজ কয়দিন হইল তোমার এক পত্র পাইয়াছিলাম। সিটিংএ (আলোচনা সভায়) যাইয়া থাক এবং উহা তোমার বেশ লাগিতেছে জানিয়া বড়ই আনন্দ হইল। সিটিংটী ধীরে ধীরে বেশ উন্নতি লাভ করে ইহা আমার খুব ইচ্ছা—অবশ্য প্রভুর দয়ার উপর সব নির্ভর করে। উত্তম, চরিত্রবতী এবং শিক্ষিতা ভক্ত মেয়েদের সহযোগিতা এবং সহানুভূতির প্রয়োজন। প্রভুর ইচ্ছা হয় তো, ক্রমে সব হইবে।

ধ্যান জপ অল্প অল্প করিয়া করিও, বেশী করিবার কোন প্রয়োজন

নাই। যতটুকু সহজে হয় করিও। বিশ্বরঞ্জনের কাছে কখন কখন মহারাজের কথা শুনিতে যাও—ইহা মন্দ নয়। তিনি ব্রহ্মানন্দ মহারাজের শিষ্য। তাঁর অনেক সেবা তিনি (বিশ্বরঞ্জন) করিয়াছেন।

আমার ঢাকা যাইবার ইচ্ছা আছে, তবে কবে হবে প্রভুই জানেন। তুমি ও তোমরা সকলে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। আমার শরীর মাঝামাঝি একপ্রকার আছে। তোমাদের সর্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনীয়। মঠের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীগণ একরূপ কুশলে আছেন। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (১৫৯) রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় হাওড়া, ৩০।৭।২৩

শ্রীমান্ বি—চৈতন্য,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তুমি নারায়ণগঞ্জ আশ্রমে আসিয়া কাযকর্ম করিতেছ শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম। আমি জানি নটেনও, তুমি আসাতে, খুসী হইবে।

জপের সঙ্গে ধ্যান ক্রমে হইবে। যেমন জপ ধ্যান করিতেছ তেমনি করিতে থাক। প্রভুর কৃপায় তোমার মন তাঁহাতে খুব মগ্ন হইবে। জপ করিতে করিতে ধ্যান না হইলেও জপ করিতে কখনও

ছাড়িও না। নামে, তাঁর কৃপায়, একটু প্রেম হইলে মন তাঁতে মগ্ন হইবে। তাহার জন্য প্রার্থনা করিবে এবং নিশ্চয়ই কৃতকার্য হইবে।

ভাদ্র মাসে Collectionএ (চাঁদা সংগ্রহ করিতে) যাইতে হইবে, উত্তম কথা। যেখানেই যাও নিজের জপ ধ্যান কখনই ছাড়িবে না। সেটি করাই চাই। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ তুমি জানিবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব (১৬০) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড়,

শ্রীচরণ ভরসা হাওড়া, ৩১।৭।২৩

শ্রীমান্ শ—,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তোমরা ঢাকায় ফিরিয়া আসিয়াছ, খুব ভাল হইয়াছে। বাস্তবিকই গৌরাবাসের Sitting (আলোচনা সভা) তোমার অবর্তমানে Suffer করিতেছিল (ক্ষতি হইতেছিল) ইহা আমি বেশ বুঝিতেছিলাম। কিন্তু উপায় ছিল না। সবই প্রভুর ইচ্ছা। আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, তোমার বাবার খুব কষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে এবং, যতদিন বাঁচিবেন, হইবে। রুগ্ন শরীর, বৃদ্ধ বয়স, তার উপর এমন পতিব্রতা, ধার্মিকা, পতিপরায়ণা স্ত্রীর বিয়োগ। তাঁর খুবই কষ্ট···।

আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম যে তোমরা হঠাৎ ঢাকা ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়াতে বহু লোক দুঃখিত হইয়াছিলেন এবং তোমাদের প্রত্যাগমনে

তাঁরা নিশ্চয়ই খুসী হইয়াছেন। যাহোক তোমার পিতা এখন শান্তিতে এবং সুস্থ শরীরে থাকুন—ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

তোমার মা বড় ভাল মেয়ে ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি খুব ছিল। যে যে ভক্ত তোমাদের বাড়ী গিয়াছেন, সকলেই তার পরিচয় পাইয়াছেন। তাঁর আত্মা প্রভুর শান্তিধামে নিরাপদে গিয়া সুখে বাস করিতেছে,—ইহা আমি নিশ্চয় জানি। পতি-সেবায় তিনি দেহ পাত করিয়াছেন—মহা পুণ্যবতী। মা লক্ষ্মী স্বয়ং তাঁর দূত পাঠাইয়া নিজ ধামে তাঁকে লইয়া গিয়াছেন। পতিব্রতা সতীদের দেহত্যাগের সময় ঐরূপই হয়। যাহোক তুমি কোন চিন্তা করিও না। প্রভুর ইচ্ছায় তোমার পিতার সম্বন্ধে একটা ভাল বন্দোবস্তই হইয়া যাইবে।

তুমি আমাদের যেরূপ ছিলে সেইরূপই থাকিবে—সেজন্য কোন চিন্তা নাই। কিরূপ হয় মধ্যে মধ্যে সংবাদ দিও। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে, তোমার বাবাকেও আমার আশীর্বাদ দিবে। যেরূপ ধ্যানজপাদি করিতে, সেইরূপই করিবে। Sitting (আলোচনা সভা) যেরূপ হইতেছিল সেইরূপই হউক। এখানকার সংবাদ, এক প্রকার, প্রভুর কৃপায় কুশল। তোমার সর্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনীয়। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ (১৬১) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড়
শরণম্ হাওড়া, ৮।৮।২৩

শ্রীমান্ শ—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। তোমার বাবার সেবার একটা বন্দোবস্ত প্রভুর ইচ্ছায় নিশ্চয়ই হইয়া যাইবে—কোন চিন্তা নাই। অবশ্য তোমার মন যে ধ্যানজপে পূর্ব্ববৎ অবিচলিত ভাবে শীঘ্রই মগ্ন হইবে তাহা এত শীঘ্র আশা করা যায় না। মায়ের চিন্তা অবশ্যই সে সময় মনে আসিবে; তবে তাঁর কৃপায় অধিক দিন ওরূপ হইবে না—কোন চিন্তা নাই। তোমাকে ঠাকুর সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন বাধা হইতে রক্ষা করিয়া তাঁর অভয় পদে স্থান দিতেছেন ও দিবেন ইহা আমি নিশ্চয় জানি। তিনি (মা জগদম্বা) একরূপে তোমার গর্ভধারিণী হইয়া তোমাকে জগতে আনিয়া তোমায় লালন পালন করিয়া তোমায় ধর্ম্ম পথে তুলিয়া দিয়া জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইলেন; এখন প্রভু তোমায় স্বয়ং দেখিবেন, যত্ন করিবেন, তোমার ধর্ম্ম বৃদ্ধি করিয়া দিবেন এবং তাঁর স্নেহবক্ষে তোমায় তুলিয়া লইবেন—তোমার কোন চিন্তা নাই। প্রভু তোমার পিতা, প্রভুই তোমার মাতা, প্রভুই তোমার গুরু, প্রভুই তোমার ভ্রাতা। আমি বলিতেছি—তোমার কোন ভাবনা নাই।

মা তাঁর ভুবনমোহিনী মায়ায় তোমাকে কখনই মুগ্ধ করিবেন না। …তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। তোমার কোন চিন্তা

নাই। প্রভু তোমায় মার মতন ক্রোড়ে করিয়া রাখিবেন। কোন ভয় নাই। আমার শরীর তত মন্দ নয়, তত ভালও নয়। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব (১৬২) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড়
শ্রীচরণ ভরসা জেলা—হাওড়া, ১৭।৮।২৩

শ্রীমান্ শ—,

তোমার ও তোমার মাসীমার পত্র আজ পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। প্রভুর কৃপায় তোমার মন ক্রমে Normal (স্বাভাবিক) অবস্থায় আসিবে—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তোমার মার উপর যে স্নেহ প্রীতি ছিল, এখন প্রভু সেইটি সব তাঁর পাদপদ্মে টানিয়া লইবেন জানিবে। যখনই মাকে মনে পড়িবে তখনই প্রভুর কাছে প্রার্থনা করিবে যে প্রভু! মার আত্মা যেন তোমার পাদপদ্মে চির শান্তিতে থাকে। তাহ'লে তোমার মনে আর তাঁর জন্য কষ্ট হবে না। তিনি সতী, সাধ্বী, পতিব্রতা, পবিত্রা। মজুমদার মহাশয় একজন প্রভুর অতি নিকট আত্মীয় ভক্ত ছিলেন। তিনি তাঁকে (তোমার মাকে) প্রভুর আশ্রয়ে লইয়া গিয়াছিলেন। প্রভু নিশ্চয় তোমার মাকে তাঁর পদপ্রান্তে চির শান্তিতে রাখিয়াছেন—ইহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তুমি নিশ্চিন্ত থাক এবং খুব ভজন সাধন পূজা পাঠ চর্চা সঙ্গীত ও ভক্ত-সঙ্গ লইয়া আনন্দে থাক।...

তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে।··· আমার শরীর একপ্রকার আছে প্রভুর ইচ্ছায়। মঠে ক্রমে ক্রমে তিন জনের ডেঙ্গু জ্বর হইয়াছিল। প্রভু-কৃপায় সকলেই আরোগ্য হইয়াছে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব (১৬৩) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড়

শ্রীচরণ ভরসা হাওড়া—২৬।৯।২৩

শ্রীমান্ বি—,

আমার শরীর এখনও খুব দুর্বল রহিয়াছে। ভাল করিয়া কলম ধরিয়া রাখিতে পারি না, সুতরাং লেখা ভাল হয় না।

তুমি মালায় জপ করিলে অনেক সুবিধা হইবে লিখিয়াছ—তা মালা পাঠাইয়া দিও, আমি জপ করিয়া দিব। এখন দুবেলা বসিবার চেষ্টা করিতেছ শুনিয়া খুসী হইলাম। ঠাকুর তোমায় নিশ্চয় কৃপা করিবেন। যেদিন হইতে তুমি তাঁর নাম পাইয়াছ সেইদিন হইতেই তোমার উপর তাঁর কৃপা হইয়াছে জানিবে। তুমি তাহা তাঁর কৃপায় সময়ে বুঝিতে পারিবে। তোমার কোন চিন্তা নাই—আমি বলিতেছি। ঠাকুর ঈশ্বরাবতার, যুগধর্ম-সংস্থাপক; এ যুগে তাঁর আশ্রয় যে লইবে তার বিশ্বাস, ভক্তি হইবেই হইবে। তোমার কোন চিন্তা নাই। তুমি তাঁর কাছে খুব প্রার্থনা করিবে ও তাঁর নাম

করিবে। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে। আমার শরীরটা এখনও ঠিক হয় নাই, তবে তাঁর কৃপায় কিছু দিনে হইবে মনে হয়। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণ ভরসা

(১৬৪) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড়
হাওড়া, ১৫।১১।২৩

শ্রীমান্—,

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। ক্ষি— আজ Registered Parcel (রেজেষ্টারী পার্শেলে)এ কিছু মিছরি ও সামান্য একটু চিনি প্রসাদ পাঠাইয়াছে। এখানে স্বামীজীর উৎসব সুচারুরূপেই সম্পন্ন হইয়া গেল। প্রায় ৫।৬ হাজার ভদ্র ও 'দরিদ্র-নারায়ণ বসিয়া প্রসাদ পাইয়াছিল। সমস্ত দিনই প্রায় ভজন-গান হয়। রাত্রেও মা কালীর পূজা, ভোগ ও হোমাদি হয়। দিনে ১৬।১৭ জনের ব্রহ্মচর্য (দীক্ষা) হইয়াছিল। স্বামীজীর সম্বন্ধে অভেদানন্দ কিছু বলিয়াছিলেন।

ওখানকার শ্রীশ্রীস্বামীজীর জন্মতিথি-পূজার বিবরণ শুনিয়া সুখী হইলাম। আশা করি রবিবারের উৎসবও সুচারুরূপেই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ঠাকুরের মন্দিরটি এবার complete (সম্পূর্ণ) হয়ে গেলেই বড় আনন্দ হয়।

আন্তরিক আশীর্বাদ করি তোমরা সম্পূর্ণরূপে ঠাকুরের হইয়া যাও। তোমাদের মনে ঠাকুর ও আমাদের ছাড়া যেন আর কিছুই না থাকে। ঠাকুরে পূর্ণ মন থাকিলে তার কোন কিছুই বাকী রহিল না, সব দেব-দেবী, সব অবতার, সকলেই তাঁতে রহিয়াছেন—আর অধিক কি বলিব ?

সু—র মাকে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ দিও। প্রভু তাঁকে ঠিক রাখিবেন, কোন চিন্তা নাই। —কেও আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহভালবাসা দিবে। কায়েতটুলির বুড়ীকে, দেখা হইলে, আমার আশীর্বাদ দিও, বলিও তাকে আমি ভুলি নাই। তুমিও আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি— তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব (১৬৫) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় পোঃ
শ্রীচরণ ভরসা হাওড়া, ২১।১১।২৩

মা যা—,

তোমার পত্র পাইয়াছি। সু— এখনও তোমাকে খুব অশান্তি দিতেছে শুনিয়া দুঃখিত রহিলাম। কিন্তু সে তোমার কিছুই করিতে পারিবে না, অর্থাৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি তোমার বিশ্বাস, ভক্তি প্রীতির বিন্দুমাত্র লাঘব করিতে পারিবে না, এবং উহা দিন দিন বাড়িতে থাকিবে। ইহার প্রতিকার ঠাকুরই করিবেন, কোন চিন্তা নাই। প্রভুই দয়া করিয়া তোমাকে তাঁর ভক্তদের (পুরুষ ও নারীদের)

সঙ্গ জুটাইয়া দিয়াছেন ও দিতেছেন। তাঁর কৃপায় তোমার কোন বিষয়ের জন্য কাহারো ভরসাকরিতে হইবে না। তুমি স্বাধীন ভাবে নিজের বাড়ীতে বসিয়া যথাসাধ্য ভজন, পূজন ও প্রভুর সেবা লইয়া যেমন আছ, তেমনই থাক এবং দেহের উপযোগী আহারাদি কর। শরীরকে তাচ্ছল্য কখনও করিবে না।

ওখানে থাকাতে তোমাদের সিটিং (আলোচনা সভা) ভাল হইতেছে এবং দিন দিন শিক্ষিতা মেয়েরা আসিয়া যোগ দিতেছে শুনিয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি। মা জগজ্জননী উহার দিন দিন উন্নতি করিয়া দিন। বহু নারীর কল্যাণ হউক। মেয়েরা ধার্মিক হইলে তাদের ছেলে মেয়েরাও ধার্মিক হইবে এবং তাহাতে সমাজের প্রভুত কল্যাণ সাধিত হইবে।

৺শ্যামাপূজা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে ও তোমরা অনেকে সে রাত্রে বিমল আনন্দ লাভ করিয়াছ জানিয়া বড়ই সুখী হইলাম। এইরূপে প্রভু তোমায় খুব আনন্দে রাখুন এবং বহু লোকের কল্যাণ হোক—ইহাই আমায় আন্তরিক প্রার্থনা প্রভুর শ্রীচরণে। এখন যাইতে পারিলাম না—কিছু মনে করিও না। প্রভু তোমায় শান্তিতে রাখিবেন—আমি নিশ্চয় বলিতেছি। তোমার কোন চিন্তা নাই।··· আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

(১৬৬)

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড়
জেলা—হাওড়া, ২১।১১।২৩

শ্রীমান্ শৈ—,

তোমার দুইখানি পত্রই পাইয়াছি।...ঠাকুরচরণ বাবুকে মিশন হইতে যে অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছে—অতি চমৎকার। ঢাকা মিশনে পূর্বে যাহারা ছিল, তাহারা এক্ষণে উহা পাঠ করিয়া খুব খুশী হইয়াছে। ঠিক তাঁর উপযুক্তই হইয়াছে। বাস্তবিক তিনি খুব ভক্ত ও উচ্চমনা ব্যক্তি।

কয়দিন হইল কা— মঠে আসিয়া রহিয়াছে,—সে ভাল আছে।... আমার ঢাকা যাবার এখনও দিন স্থির হয় নাই। শরীর প্রায় সেই রকমই আছে। মধ্যে ৫ দিন ভবানীপুর (কলিকাতা) গদাধর আশ্রমে ছিলাম। সেখানে ললিত অতি সুন্দর রূপে মা ৺জগদ্ধাত্রীর প্রতিমায় আরাধনা করিয়াছিল। ভবানীপুরস্থ বহু ভদ্র শিক্ষিত এবং পদস্থ লোকের এই পূজায় খুব উৎসাহ দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইয়াছিল। সব ভাল ঘরের মেয়েদেরও খুব সমাগম হইয়াছিল। প্রভুর মহিমা ও অঞ্চলে ক্রমে ক্রমে বেশ প্রচার হইতেছে। ললিতকে অনেকে ভাল বলিতেছে ও শ্রদ্ধা করিতেছে দেখিয়া আরও আনন্দ ও আশা হয়।

তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। বাড়ীর সকলকে ও ঢাকা মঠস্থ সকলকে জানাইও। মঠের সংবাদ প্রভুর কৃপায় একরূপ কুশল। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব (১৬৭) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড়
শ্রীচরণ ভরসা হাওড়া, ২১।১১।২৩

শ্রীমান্ শ—,

তোমার ও সু—র মার পত্র একসঙ্গে পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তাঁকেও পত্র লিখিলাম।...

তুমি যেরূপ ত্রিসন্ধ্যা পূজা পাঠাদি করিতেছিলে তাহা করিবার চেষ্টা করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎ বুদ্ধিতে বৃদ্ধ পীড়িত পিতারও যথাসাধ্য সেবা করিবার চেষ্টা করিবে। পিতা আর কেহই নন, সেই জগৎ পিতা শিবেরই অংশ। যা হোক এ বিষয়ে তোমাকে যাহা বলিবার পূর্বেই বলিয়াছি। আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। তুমি বুদ্ধিমান, সব বুঝিতে পারিয়াছ ও পারিবে।

Sitting (আলোচনা সভা—মেয়েদের) সম্বন্ধে সু—র মাকে লিখিয়াছি। Criticism (সমালোচনা) সম্বন্ধে আমার মনে হয় ও সব একেবারেই উপেক্ষা করা উচিত। উহাতে কর্ণপাত করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তাঁরা ঠিক ঠিক আপনার কায করিতে থাকুন। প্রভু তাঁদের উদ্যম ও চেষ্টার সহায় হউন, তাঁদের কৃপা করুন, এবং sitting-(আলোচনা সভার)এর উন্নতি ধীরে ধীরে হইতে থাকুক। ঢাকায় মেয়েদের ভিতর শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, ও স্বামীজীর ভাব সকল খুব গভীরভাবে প্রবিষ্ট হউক—ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা। ধীরে ধীরে ঢাকার সকল পাড়ার মেয়েরা sitting (আলোচনা সভা) সম্বন্ধে জানুন এবং তাঁদের আগ্রহ হউক।

সু—র মা বাস্তবিকই বুদ্ধিমতী, ধীরা ও ভক্তিমতী, বয়সেও অনেকের অপেক্ষা বড়। তাঁহার সহিত আলাপে বহু মেয়ের মনে ঠাকুরের উদার ভাবের ছায়া পড়িবে। গোঁড়ামি ধর্ম নয়। এই মূর্খ গোঁড়ামি ভাঙ্গিবার জন্যই ঠাকুরের ভাব প্রয়োজন। ধর্ম চর্চা খুব ভাল; কিন্তু ধর্মের গোঁড়ামি ভাল নয়। ধর্ম মানুষের মনে শান্তি দিবে—অশান্তির সৃষ্টি কখনই করিবে না।···

তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিও, তোমার বাবাকে দিও। তুমি তাঁর কাছে বসিয়া লীলাপ্রসঙ্গ প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল নিত্য পাঠ কর এবং তিনি উহা মন দিয়া শোনেন ও আনন্দ পান এবং আরো অনেকে আনন্দ পায়—ইহা অতি সুন্দর। আমি ইহাতে বড়ই সন্তুষ্ট। ইহাতে তোমারও মঙ্গল, তাদেরও মঙ্গল। খুব ভাল হইতেছে। আমার শরীর মাঝামাঝি একরূপ চলিতেছে—খুব খারাপ নয়, তত ভালও নয়। তোমাদের মঙ্গল প্রার্থনীয়। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ — (১৬৮) — বেলুড় মঠ, ২৭।১১।২৩

শ্রীমান্ কা—,

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি।···তুমি ভাল আছ ও ছেলেরাও ভাল আছে শুনিয়া সুখী হইলাম। আন্তরিক প্রার্থনা করি তুমি খুব

উন্নত হও। প্রভুপদে তোমার মন লীন হউক এবং তুমি জীবন্মুক্ত হও। আর অধিক কি বলিব?

যে সকল ছেলেরা আশ্রমে আছে তাহারাও তোমার সঙ্গে সঙ্গে উন্নত হউক। ভুবনেশ্বরে এখনও আমার যাওয়া হয় নাই। কবে হইবে ঠিক জানি না। প্রভুর যা ইচ্ছা তাই হবে। এখানে শীত পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। এখন স্বাস্থ্য ভালই হইবে। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে, ছেলেদেরও দিবে, সু—কেও দিবে।

ইতি— তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

(১৬৯)

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড়
হাওড়া—১৭।১২।২৩

শ্রীমান্ বিশ্বনাথ,

তোমার বড় ভাইএর (নন্দীপতি মুখোপাধ্যায়ের) সহিত আমার ভবানীপুরের আশ্রমে (গদাধর আশ্রমে) সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তার পরীক্ষার ফল কি হইল জানিতে ইচ্ছা।

তুমি নিয়মিতরূপে ঠাকুরের জপ ধ্যান করিতে থাক। কখনও নাম করিতে অবহেলা করিও না—প্রার্থনা করিতেও ভুলিও না। তিনি পরম দয়াল ঠাকুর, কাহাকেও ফেরান না। তাঁর দ্বারে পড়ে থাক—তিনি তোমার কল্যাণ করিবেনই করিবেন। জীবকে দয়া করিবার জন্যই তাঁর দেহ ধারণ। আন্তরিক প্রার্থনা করিবে—নাম

করিবে—তাঁর শ্রীমূর্তি ধ্যান করিবে। কোন দিন যেন বাদ না যায়। কখনও হতাশ হইও না।

আশ্রমের সন্ন্যাসীরা সকলে কেমন আছে? অনেক দিন তাদের পত্রাদি পাই নাই। ঠাকুরের ইচ্ছায় কাযকর্ম ওখানে কেমন চলিতেছে? তুমি ও তোমরা সকলে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। মধ্যে মধ্যে তোমাদের সংবাদ দিবে। আমি শারীরিক আজকাল তত মন্দ নাই। মঠের সাধুরাও প্রভুর কৃপায় আজকাল একরূপ ভাল। Malaria season (ম্যালেরিয়ার সময়) কেটে গেছে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (১৭০) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
হাওড়া—২৬।১২।২৩

শ্রীমান্ মুনীন্দ্র,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। তোমার অসুখ শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। প্রভুর কৃপায় শীঘ্রই আরোগ্য হইয়া উঠিবে, কোন চিন্তা নাই।...তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। তোমার কোন চিন্তা নাই। তুমি ঠাকুরের আশ্রয় পাইয়াছ—তিনি ঈশ্বরাবতার, যুগগুরু, যুগাচার্য, পরম দয়াল, পরম প্রেমময়, অহৈতুক কৃপাসিন্ধু। তোমার কোন চিন্তা নাই। তুমি আরোগ্য হইয়া একখানা পত্র লিখিও। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (১৭১) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড় হাওড়া, ১৯২৩

মা যা—,

তোমার কোন চিন্তা নাই। ঠাকুর তোমায় রক্ষা করিতেছেন ও করিবেন। তোমার মা যদি না বুঝেন তো নাই বুঝুন। তুমি তোমার কর্তব্য করিয়া যাও ধীর ভাবে।···আমার মনে হয় ঠাকুর তাদের ঠিক বুঝিয়ে দেবেন। তুমি আপনার ভাবে দৃঢ় থাক এবং যথাসাধ্য কর্তব্য কায করিয়া যাও। তোমার কোন ভাবনা নাই। ঠাকুর তোমায় সর্বদা দেখিতেছেন।

শ— ঢাকায় ফিরিয়াছে, খুব ভাল হইয়াছে। সে থাকিলে গৌরাবাসের সিটিং (আলোচনা সভা) খুব ভাল চলে। মেয়েদের সিটিং এ (আলোচনা সভায়) যদিও সে নাই যায়, তবু তোমাদের অনেক বিষয়ে পরামর্শ দিয়া যথেষ্ট উপকার করিতে পারে। সে বড় ভাল ছেলে। সে মাতৃহীন হইয়াছে বটে ; কিন্তু তোমরাই তার মায়ের স্থান অধিকার করিয়া আছ—তার ভাবনা কি ? তোমরাই তার অনেক মা হইয়াছ।

ঠাকুরের উপর যারা বিদ্বেষ করে ঠাকুর তাদেরও ভক্ত করিয়া লন, ইহা অনেক দেখিতেছি। তোমাদের বাড়ীতেও তাহাই হইবে।

আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে। শরীরের দিকে দৃষ্টি রাখিবে, কখনই অবহেলা করিবে না। আমার শরীর তত

খারাপ নয়, অবশ্য তত ভালও নয়। ঠাকুরের ইচ্ছায় একপ্রকার চলে যাচ্ছে। মঠের স্বাস্থ্য এখনও তত খারাপ হয় নাই, তবে সময় আসছে, প্রভু যা করেন। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

(১৭২)

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়, হাওড়া, ১৬৷১৷২৪

মা—যা,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তোমার শরীরটা ভাল নয় শুনিয়া বড়ই চিন্তিত থাকি। আন্তরিক প্রার্থনা করি প্রভুর কৃপায় তোমার শরীরটা ভাল থাক্। বুকের পাশের বেদনার জন্য চিকিৎসা ভাল রকম হইতেছে তো? তোমার অসুখের কথা শৈ— আমাকে বলিয়াছিল। আমি সেই সময় হইতেই তোমার জন্য চিন্তিত আছি। তুমি শীঘ্র আরোগ্য হও ও তাঁর কায কর—ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

তুমি সেরে ওঠ, তারপর কেউ না কেউ তোমাকে সঙ্গে করিয়া সুবিধামত এখানে আনিবে। প্রভুর ইচ্ছা হয় তো আমিও কিছুদিন পরে একবার দিনকতকের জন্য ঢাকা যাইতে পারি। তোমাদের সিটিংটির (আলোচনা সভা) ঠাকুরের কৃপায় খুব উন্নতি হউক। ভাল ঘরের ধার্মিকা, শিক্ষিতা ভক্ত মেয়েরা আসিয়া উহাতে যোগ দিন এবং ঠাকুরের উদার ধর্মচর্চা করিয়া উন্নতা হউন—ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। এখন প্রভুর যা ইচ্ছা তাহাই হইবে।

তুমি আরোগ্য লাভ করিয়া সুস্থ শরীরে মেয়েদের খুব উৎসাহিত কর—ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা। শ— অবশ্য তোমাদের অনেক সাহায্য করিবে এবং এখনও যথাসাধ্য করিতেছে। আমার শরীর আজকাল অপেক্ষাকৃত ভাল।

স্বামীজীমহারাজের জন্মোৎসব আগতপ্রায়, ২৮শে জানুয়ারী। তাহার দশদিন পরেই আবার মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর) জন্মোৎসব—৭ই ফেব্রুয়ারী। সুতরাং এখন সকলেই খুব ব্যস্ত। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। শীঘ্র সেরে ওঠ—প্রার্থনা করি। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ — (১৭৩) — শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় হাওড়া—১৬।১।২৪

শ্রীমান্ শ—,

তোমার ও সু—র মার পত্র একত্রে পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তাঁর পত্রের উত্তরও এই সঙ্গে দিলাম—তাঁকে দিও।

তোমার বাবার শরীর দিন দিন দুর্বল হইয়া পড়িতেছে শুনিয়া দুঃখিত। প্রভুর ইচ্ছায় যতদিন তাঁর দেহ থাকে, তোমরা দুই ভাইয়ে যথাসাধ্য তাঁর সেবা কর। তাঁরা প্রভুর নিজ জনের (মজুমদার মহাশয়ের) আশ্রিত ভক্ত। প্রভু তাঁদের কৃপা করিয়াছেন—তাঁরা ধন্য। আমি তাঁদের ও তোমার জন্য আন্তরিক প্রার্থনা করি। তোমার ছোট

ভাই এখন কোথায় ও কি করিতেছে? মেয়েদের sitting (আলোচনা সভা) এর সংবাদে বড়ই আশা ও আনন্দ হইল। মা তাদের খুব উন্নত করুন।···

এখন স্বামীজীর উৎসব আগতপ্রায় (28th January—২৮শে জানুয়ারী) এর পরেই মহারাজের (7th Feb.—৭ই ফেব্রুয়ারী)। সুতরাং এখন যে, কোথাও যাইতে পারিব বলিয়া মনে হয় না। প্রভুর ইচ্ছা হয়তো, 7th Feb.র (৭ই ফেব্রুয়ারীর) পর যদি দিন কতকের জন্য একবার ঢাকা যাইতে পারি তো দেখিব। ঢাকায় যাইতে আমার খুব ইচ্ছা হয়।

প্রভুর ইচ্ছায় তোমার বর্তমান বা ভবিষ্যতের জন্য কোন চিন্তা নাই। শ্রীপ্রভুই তোমায় দেখিতেছেন—নিশ্চয়ই জানিবে, আমি বলিতেছি। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে।···তোমার বাবাকে আমার আশীর্বাদ দিবে। তিনি সুস্থ হউন, প্রার্থনা করি এবং তাঁর মনে যেন কোনরূপ অশান্তি না হয়। আমার শরীর আজ কাল মন্দ নয়, যদিও খুব ভাল নয়। মঠের স্বাস্থ্য এখন অনেকটা ভাল। হ—কে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ দিবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(১৭৪)

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
হাওড়া—২৪।১।২৪

শ্রীযুক্ত মন্মথ বাবু,

আপনার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। আপনারা শারীরিক ও মানসিক প্রভুর কৃপায় ভাল আছেন শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম। আরো ভাল থাকুন, আন্তরিক আশীর্বাদ করি।

সনতের কোন চিন্তা নাই, প্রভুর ইচ্ছায়। আমি বলিতেছি, সে কখনই সংসারে আসক্ত বা আবদ্ধ হইবে না, বরং দিন দিন তার আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে। যখন একেবারে সংসার ছাড়িতে হইবে, তখনই আমি বলিব। তাকে ঠাকুরের কাজ করিতে হইবে। সাধারণ সন্ন্যাসীর মত তার জীবন নয় এবং আমাদের ideal (আদর্শ) ও তাহা নয় ; আমাদের lifeই (জীবন) তার জীবনের ideal (আদর্শ) হইবে। যা হোক তার কোন চিন্তা নাই, তাকে বলিবেন। সে আরো এক মাসের ছুটি লউক, বেশী দরকার হয় বেশী লউক— আমার তাতে আপত্তি নাই। আমি পূর্বেই একথা ভাবিয়াছিলাম।

আমার শরীর মধ্যে খুব খারাপ হইয়াছিল—এখন আস্তে আস্তে ভাল হইতেছে প্রভুর ইচ্ছায়। হ—র গত একাদশীতে জ্বর হইয়াছিল। ২।৩ দিনে আবার সারিয়া উঠিয়াছে। বিশেষ কোন চিন্তার কারণ নাই, প্রভুর ইচ্ছায়। আপনারা আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবেন। মঠের আর আর সমস্ত এক প্রকার কুশল্। ইতি—

আপনাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

(১৭৫)

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
হাওড়া—১১।২।২৪

মা মনো—,

তোমার বাড়ী পৌছান সংবাদ যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। আর একখানি পত্রও পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। মঠ প্রভৃতি প্রভুর লীলাস্থান ও তাঁর শ্রীচরণ-পাদুকা দর্শন ও স্পর্শন করিয়া, বাড়ী ফিরিয়া গিয়া আনন্দে আছ শুনিয়া বড়ই প্রীত হইলাম। আন্তরিক প্রার্থনা করি মনে প্রাণে তাঁর পূজা, সেবা, ধ্যানাদিতে একবারে মগ্ন হইয়া যাও। সাংসারিক সুখ দুঃখ যেন তোমার মনকে কোনরূপে বিচলিত করিতে না পারে। আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি তাহা পারিবে না। তোমার ধীর বুদ্ধি, তুমি কখনই ঐ সকলে বিচলিত হইবে না এবং তোমার মন প্রাণ হৃদয়ের অন্তঃস্থল তাঁর জ্যোতিতে একেবারে আলোকিত হইয়া যাইবে। তুমি আনন্দ ও শান্তি পাইবে—সংসারে তোমার আর পুনরাবৃত্তি হইবে না—আমি নিশ্চয় বলিতেছি। তুমি ভক্তিপরায়ণা হইয়া প্রভুকে হৃদয়ে দেখিয়া সংসারে যতদিন তিনি রাখেন, থাক।···

শ্রীশ্রীমার, শ্রীস্বামীজীর ও শ্রীমহারাজের জন্মোৎসব সকল প্রভুর কৃপায় সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আমার ঢাকা যাওয়া এখনও স্থির হয় নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবের পর (২৬ ফাল্গুন) তাঁর ইচ্ছা হয় তো দেখা যাবে। এখন কিছুই বলিতে পারি না। সব তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর।

তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে, ছেলেমেয়েদেরও দিবে। আমার শরীর ভালয় মন্দয় একরূপ চলিতেছে, তাঁর ইচ্ছায়। ইতি —

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুনঃ—খোকা মহারাজকে তোমার প্রণাম জানাইয়াছি। তিনি ভাল আছেন। তোমায় আশীর্বাদ করিতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুদেব (১৭৬) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর
শ্রীচরণ ভরসা মাদ্রাজ—৩০।৪।২৪

মা—,

অনেক দিনের পর তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। তোমার কোন চিন্তা নাই, মা! তুমি ঠাকুরের কাছে বালকের ন্যায় কেবল প্রার্থনা কর। তুমি তো সত্য সত্যই বালিকা তাঁর কাছে। তুমি তো মা'র চরণের একটি পবিত্র ফুল ; কোন দাগ নাই, শুভ্র, স্বচ্ছ। তাঁর কৃপায় তোমার জীবনে সংসারের কোনরূপ মলিনতা স্পর্শ করে নাই। তুমি পবিত্র ও সরল হৃদয়ে তাঁকে কেবল ভালবাস। তোমায় তিনি নিশ্চয় ভালবাসিবেন ও বাসেন—আমি জোরের সহিত বলিতেছি। আমি ঠাকুরের কাছে তোমার জন্য আন্তরিক প্রার্থনা করি—ইহা তুমি নিশ্চয় জানিও।

এখানে আসিয়া আমার খুব জ্বর হইয়াছিল। ১০৫° ডিগ্রী উঠিয়াছিল। এখন ভাল আছি।···ঠাকুরের কাযের জন্য এখানে

আসিতে হইয়াছে। ফিরিতে প্রায় ৪।৫ মাস হইবে। শরীরটা এখনও খুব দুর্বল।

তোমাদের সিটিং (আলোচনা সভা) এর কথা কিছু লেখ নাই কেন? তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ঠাকুর স্বামী-জীর বই পড়িবে। যেখানে না বুঝিতে পারিবে অন্যের কাছে বুঝাইয়া লইবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণ ভরসা

(১৭৭) এ্যাস্‌পেক্ট লজ, পোঃ স্প্রিং ফিল্ড
নীলগিরি ১৮।৫।২৪

শ্রীমান্ ধীরেন

তোমার পত্র পাইলাম। শৈ—র পত্রে ওখানকার সমস্ত বিবরণ in details (বিস্তারিত ভাবে) পাইয়াছি এবং বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি। এ সব প্রভুর মহিমা, যুগাবতারের যুগধর্ম স্থাপন এইরূপেই হয়। তুমি ধন্য যে এই মহৎ কাযটি করিবার অবসর ও শক্তি তোমায় তিনি দিয়াছেন। তোমায় হেতুমাত্র করিয়া তিনি সোনারগাঁতে তাঁর মন্দির প্রতিষ্ঠা করাইলেন। তোমার জীবন ধন্য হইল। বাবুরাম মহারাজের কৃপা তোমার উপর যে যথেষ্ট ছিল তার পরিচয় এবার তোমার এই কার্যে পাওয়া গেল। লোকে তাহা বুঝিবে।

খোকা মহারাজ ঠাকুরেরই একজন সাক্ষাৎ ভক্ত বা সন্তান। তাঁকে লোকে, বিশেষ পূর্ববঙ্গের লোক, নিশ্চয়ই মান দিবে, তার সন্দেহ নাই।

তিনি নিশ্চয়ই বহু লোকের পূজার্হ, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তিনি যাওয়াতে খুব ভাল হইয়াছে। ইহা প্রভুর ইচ্ছা।

আমি মাদ্রাজে ৮।৯ দিন জ্বরে খুব ভুগিয়াছিলাম। ১০৫° ডিগ্রি দুইদিন উঠিয়াছিল। ডাক্তার রক্ত পরীক্ষা করিয়া অনেক malarial parasites (ম্যালেরিয়ার বীজাণু) পান। তিনটা Quinine injection (কুইনাইন্ ইন্‌জেক্‌সন) দেওয়ায় জ্বর বন্ধ হয়, তবে কিছুদিন খুবই দুর্বল করিয়াছিল। পরে এখানে আসিয়া অনেক ভাল আছি। এ স্থান নীলগিরি পর্বতোপরি অবস্থিত। এখান হইতে প্রায় ১০।১২ মাইল উপরে Ootacamund -এ (উতাকামণ্ডে) মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের Summer Seat (গ্রীষ্মাবাস)। এখানে সাহেবরা অনেকে change-এ (বায়ু পরিবর্তনে) আসেন। অনেকে tea & coffee plantation (চা ও কফির চাষ) এর জন্য এখানে বাস করে।

আমরা যে স্থানে রহিয়াছি তাহা প্রায় 6000 ft. above sea level (সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ৬০০০ফীট উচ্চে) বেশ ঠাণ্ডা, অতি শোভাময় রমণীয় স্থান। Eucalyptus (ইউকালিপ্‌টাসের)-এর জঙ্গল, springs (ঝরণা) বহু, জল খুব ভাল, হাওয়াও ভাল। যে বাড়ীতে আছি, তা অতি নির্জন, নিকটে কাহারো বাড়ী নাই, চতুর্দিক পর্বত-বৃক্ষলতাদিতে পরিপূর্ণ।

আমরা ১০।১২ জন এ বাড়ীতে আছি। এখানে শরীর বেশ ভাল বোধ হচ্ছে, ফলও পাচ্ছি। ২।১ মাইল দু' বেলাই বেড়াই।

জুন মাস পর্যন্ত এখানে থাকিবার ইচ্ছা। পরে ব্যাংলোর যাবার কল্পনা—এখন প্রভুর যা ইচ্ছা হয়।

তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ওখানকার নূতন ব্রহ্মচারী সাধুদেরও জানাবে। 'শৈ—কে ঢাকা মঠের ঠিকানায় চিঠি দিয়াছি। ইতি--

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

(১৭৮)

এ্যাসপেক্‌ট লজ, স্প্রিং ফিল্ড
নীলগিরি, মাদ্রাজ, ১৮।৫।২৪

শ্রীমান্ কা—,

তোমার কার্ড Madras (মাদ্রাজ) হইতে redirected (পুনঃ প্রেরিত) হইয়া গতকল্য এখানে আসিয়াছে ও উহা পাঠে সকল সমাচার অবগত হইলাম। আমি এখানে ৮।৯ দিন আসিয়াছি ও আমার সহিত মঠের ৫।৬ জন সাধু ও ব্রহ্মচারীও আসিয়াছে। মাদ্রাজে আমার শরীর তত ভাল ছিল না। এখানে আসিয়া অনেকটা ভাল বোধ করিতেছি। খুব সম্ভবতঃ এখানে জুন মাস পর্যন্ত থাকিব।···

তুমি যথাশক্তি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাযকর্মাদি করিতেছ ইহা পাঠে খুব আনন্দ হইল। আমি প্রাণ খুলিয়া তোমায় আশীর্বাদ করিতেছি—তুমি খুব তাঁর কায করিয়া ধন্য হও। শ্রীশ্রীঠাকুর তোমায় খুব শক্তি দিন এবং তাঁর শ্রীপাদপদ্মে তোমার ভক্তি ও বিশ্বাস যেন দৃঢ় ও অচলা থাকে। ছেলেরাও সদালোচনা এবং সদানুষ্ঠানে আত্মোন্নতির চেষ্টা

করিতেছে জানিয়া সুখী হইলাম। তাহাদিগকে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানাইবে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাদের সহায়ক হউন—এই প্রার্থনা। আর কি লিখিব? ইতি— তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব (১৭৯) এ্যাস্‌পেক্ট লজ, স্প্রিং ফিল্ড

শ্রীচরণ ভরসা নীলগিরি,(মাদ্রাজ), ১৪।৬।২৪

মা সরসী,

তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। আমি জানি প্রভু তোমায় পূর্ণ কৃপা করিবেন। তুমি মহানন্দ ও শান্তি পাইবে। আর তোমাকে সংসারে আসিতে হইবে না—এই জন্মেই তুমি পূর্ণ হইয়া যাইবে।

পি—র কথা শুনিয়া আনন্দ হইল। প্রভু তাকে দেখিতেছেন ও দেখিবেন আমি জানি। সনতেরও হবে—একটু কাজ বাকী আছে, তাকেও তিনি দেখিতেছেন। এ সব তাড়াতাড়ির কায নয়।

মন্মথরও পত্র পাইয়াছি এবং উত্তরও দিয়াছি। তার কোন চিন্তা নাই। আমি প্রভুর ইচ্ছায় ভাল আছি। এখানে খুব বর্ষা নামিয়াছে। খুব ঠাণ্ডা। তুমি ও তোমরা আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। মধ্যে মধ্যে পত্র পাইলে সুখী হইব। ইতি— তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

পুনঃ—বাংলাদেশে অতিশয় গরম ও অনাবৃষ্টি শুনিয়া অত্যন্ত চিন্তিত ও দুঃখিত হইয়া রহিয়াছি। কি করিব? প্রভুর কাছে প্রার্থনা

ছাড়া আর কি করিতে পারি? তাঁর যা ইচ্ছা তাই পূর্ণ হউক। সৃষ্টির এই ধারা,—চিরদিন কিছুই থাকে না—সুখই হউক দুঃখই হউক। তবে প্রাণ যখন কাঁদে তখন তাঁকে না জানিয়ে থাক্‌তে পারি না।

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণ ভরসা

(১৮০) এ্যাস্‌পেক্ট লজ, স্প্রিং ফিল্ড পোঃ
নীলগিরি, মাদ্রাজ ১৭।৬।২৪

শ্রীমান্ কালীশঙ্কর,

তোমার পত্র পাইয়াছি। প্রেরিত উত্তম উত্তম শ্লোকগুলি পড়িয়া বড়ই আনন্দ হইল। আন্তরিক আশীর্বাদ করি তোমার ঐরূপ উপলব্ধি হোক এবং খুব আনন্দে থাক। ছেলেগুলিও তোমাকে দেখিয়া উন্নতির দিকে চলুক। ইংরাজী quotation (উদ্ধৃতি) গুলিও উত্তম। যা হোক উহা জীবনে ধারণা হউক প্রভুর কৃপায়।

এখানে ঠাকুরের ইচ্ছায় আমার শরীর ভালই আছে। মঠে ফিরিবার এখনও বিলম্ব আছে। October, November (অক্টোবর নভেম্বর) হইতে পারে। এদিকে ঠাকুরের কাযও করিতে হইতেছে ও হইবে। এখান হইতে July (জুলাই) এর প্রথম সপ্তাহে খুব সম্ভব Bangalore (ব্যাঙ্গালোর) আশ্রমে যাইতে হইবে। সেখানেও কায আছে। তোমার কোন চিন্তা নাই। ক্রমে তোমার সব রকম উপলব্ধি হবে, শ্রীগুরুদেবের কৃপায়। বিড়াল ছানার মত মায়ের উপর নির্ভরশীল থাকিতেই হইবে; তুমি বাঁদর ছানার মত হইতে চাহিলেও

ঠাকুর তোমাকে বিড়াল ছানার মত করিবেন। উহাই ঠিক ভক্তের লক্ষণ। ঠাকুরের আশ্রিত ভক্ত যে যেখানে আছে সকলেই বিড়াল ছানার ন্যায়। মায়ের উপর নির্ভরশীল হইয়া থাকে। মা মা করিয়া ডাকাও কম পুরুষকার নয় জানিবে।

তোমাদের সমিতির বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে এবং কার্য-বিবরণী শুনিয়া প্রভুর ইচ্ছায় অনেকেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন জানিয়া বড়ই আনন্দ হইল। ভবিষ্যতে নিশ্চয় কার্যের প্রসার হইবে, তাঁর ইচ্ছায়, ইহার সন্দেহ নাই। তোমরা উন্নত হইলেই, নিঃস্বার্থ কর্মতৎপর হইলেই কার্যও উন্নত হইবে। আর অধিক কি লিখিব? তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। প্রভু তোমায় খুব এগিয়ে দিন, সর্বাঙ্গীণ কুশলে রাখুন। ছেলেগুলি উন্নত হোক। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব (১৮১) এ্যাসপেক্ট-লজ, স্প্রিংফিল্ড
শ্রীচরণ ভরসা নীলগিরি—২১।৬।২৪

শ্রীমান্ শৈ —,

আজ কয়দিন হইল ঢাকা আশ্রম সম্বন্ধীয় তোমার লিখিত বিস্তারিত পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দ হইয়াছে। খোকা মহারাজ আষাঢ় মাসটা ওখানে থাকেন, আমারও ইচ্ছা। আমার নাম করিয়া তাঁকে বলিও।

…হ— এবং শ—দুই জনকেই এখন ঢাকায় থাকিয়া ভজন সাধন ও ঠাকুরের কায করিতে হইবে। তাহা হইলেই ঠাকুরের ভাবে জীবন গঠিত হইবে এবং আমরা তাই চাই—ঠাকুরের লোকদের আমরা ঐ ভাবেই গড়িয়া তুলিব, তাঁর ইচ্ছায়। ইহাই স্বামীজীর যুগধর্ম সংস্থাপনের ব্যবস্থা। ঠাকুর যুগধর্ম-সংস্থাপক, স্বামীজী তাহার ব্যবস্থাপক। আমাদের তিনি এই পথই দেখাইয়া দিয়াছেন। আমরা সেই পথে ঠাকুরের ইচ্ছায় চলিতে চেষ্টা করিতেছি এবং আমাদের আশ্রিত সকলকেই সেই পথে চালাইতে চেষ্টা করিতেছি—প্রভুর ইচ্ছায়। তোমরা সকলেই সেই পথে চলিবে।

আমি দীর্ঘ পত্র লিখিতে পারিব না। ২।৪ কথায় তোমার দীর্ঘ পত্রের উত্তর দিলাম। তুমি লিখিয়াছ যে তোমার শরীর অপটু, সাধন ভজন নাম মাত্রও করিতে পার না। আমি তাহা জানি। সেজন্য কোন চিন্তা নাই, নিশ্চয় জানিবে। তোমার শরীর যেমন থাকে সেই রকমেই ভজন সাধন করিবে, ঠাকুরের ইচ্ছায়, তোমাকে কোনরূপ কষ্টসাধ্য সাধন করিতে হইবে না। তুমি কেবল তাঁকে ভালবাসিবে, আমাদের ভালবাসিবে ও ভক্তদের ভালবাসিবে। আর কিছুই করিতে হইবে না।

তোমরা ঠাকুর সেবার একটা fund (তহবিল)এর চেষ্টায় আছ, খুব ভাল। তাহাতে আমার আন্তরিক সহানুভূতি আছে। তাঁর ইচ্ছায় উহা হইয়া যাইবে। মেয়েদের sitting (আলোচনা সভা)-সম্বন্ধে সকল সংবাদ শুনিয়া আমার যে কি আনন্দ হয়, তাহা আর লিখিয়া কি জানাইব? মা কৃপা করিয়া ঢাকায় মেয়েদের একটি

পাকা সমিতি গঠন করিয়া দিন। ঢাকায়ও অনেক উন্নত মেয়ে আছে। এইবার বোধ হয়, ঠাকুরের ইচ্ছায়, তারা scope (সুযোগ) পাবে। তারা scope পায় না।

শ—র বাবার দেহত্যাগের বিবরণ জানিয়া খুব আনন্দ হইল। তিনি ঠাকুরের ঠিক ঠিক ভক্ত ছিলেন। তিনি ঠাকুরের লোকে, চিরশান্তি উপভোগ করিতেছেন, নিশ্চয়ই। আমি শ—কে এসব কথা লিখিয়া দিয়াছি।···

বাস্তবিক বি—র ঢাকায় থাকা উচিত নয়—অনেক আত্মীয়-স্বজন চারিদিকে। আজ এখনই Ooti (উত্তকামণ্ড্‌এ motor এ) যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি। খুব তাড়াতাড়ি। এখান থেকে ১০ মাইল দূর—45 minutes (৪৫ মিনিট) লাগে। সেখানে মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর) এক শিষ্য C. Ramanujachariar (সি. রামানুজাচারিয়ার) এর স্ত্রীর দীক্ষা। রামানুজ, Madras Govt. Education Deptt এর (মাদ্রাজ সরকারের শিক্ষা বিভাগের) Under Secretary (সহকারী সম্পাদক)। অতি ভাল লোক—ধার্মিক ও পদস্থ ব্যক্তি। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব (১৮২) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বাসাভ্যান্‌গুড়ি
শ্রীচরণ ভরসা ব্যাংলোর সিটি, ১৭।৭।২৪

মা স—,

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। দিন কয়েক অন্যত্র গিয়াছিলাম—এজন্য উত্তর দিতে বিলম্ব হইল। শীঘ্রই উপরোক্ত আশ্রমে যাইতেছি।

তোমার ভয় নাই। তোমাকে সংসারে জড়িত হইতে হইবে না। ঠাকুর কখনই তাহা করিবেন না। তুমি কিছুদিন শ্রীবৃন্দাবন ধামে থাকিবে—উত্তম কথা। যতদিন ইচ্ছা থাক। তারপর ৺কাশীধামে আসিয়া থাকিবে—খুব ভাল। শ—ও বোধ হয় এখন ৺কাশীতে আছে। আমি চন্দ্রকে লিখিয়া দিব। তোমাকে সেখানে একটা সুবিধা মত থাকিবার স্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। তুমি শকেও এ বিষয় লিখিও; সেও চেষ্টা দেখিবে। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে। আমি ঠাকুরের ইচ্ছায় ভাল আছি। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ | (১৮৩) | ব্যাংলোর ১৭৷৮৷২৪ ইং

মা,

কিছুদিন পূর্বে তোমার পত্র পাইয়াছিলাম। মা, প্রভু তোমার বিপদে সম্পদে সর্বদাই দেখিতেছেন। আমার বিশ্বাস তোমার অধিক সাধন ভজন করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তুমি কেবল সর্বদা প্রভুর কৃপা ভিক্ষা করিবে, আর কিছুই করিতে হইবে না। সু— তোমায় যত নির্যাতন করিবে, তোমার বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি প্রভুর শ্রীচরণে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইবে—পর্বতের ন্যায় অচল, অটল, হইবে। তুমি কেবল তাঁর নাম জপ ও তাঁর শ্রীচরণে কৃপা প্রার্থনা কর। তোমার বিষয়-ভোগবাসনা বড় একটা নাই—তাহা আমি জানি; সুতরাং তার জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। আর বিশেষ কি লিখিব? তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে।…

প্রভু তোমায় দেখিতেছেন—কোন ভয় নাই। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ — (১৮৪) — ব্যাংলোর ১৮।৮।২৪

মা যা—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম।…… মা! তোমাকে যে যাই বলুক না কেন, তুমি আপন ভাবে পাকা হইয়া থাক। ঠাকুর তোমার ভাব ঠিক রাখিয়া দিবেন। যাহা হইতেছে, জানিবে—ঠাকুর তোমায় পরীক্ষা করিতেছেন, তোমার বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি, আরো দৃঢ় করিয়া দিতেছেন। তোমার ভাবে কোন ভুল নাই। যিনি গৌরাঙ্গ, তিনিই ইদানীং রামকৃষ্ণরূপে আসিয়াছেন ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তুমি ঠিক ধরিয়াছ, এ তাঁর বিশেষ কৃপা, তোমার উপর। তোমার বিশ্বাস কিছুতেই টলিবে না, বরং আরো দৃঢ় হইতে থাকিবে। ক্রমে ঠাকুর, চিরদিনের জন্য, তোমার হৃদয়ে আসন করিয়া বসিতেছেন; এক একবার নাড়া চাড়া দিয়ে দেখেন – যে তোমার বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি কতদূর পাকা হইয়াছে। আমি জানি তুমি ঠিক আছ এবং ঠিক থাকিবে। তোমার ভাব কিছুতেই টলিবে না, বরং আরো দৃঢ় হইবে, তাঁর কৃপায়। শ্রীগৌরাঙ্গই কৃপা করিয়া, তোমার হৃদয়ে, তাঁর ইদানীং রামকৃষ্ণরূপের আবির্ভাব করিয়া দিয়াছেন। তোমার কোনরূপ ভুল নাই; বরং খুব ঠিক। ইহা তোমার উপর তাঁর বিশেষ কৃপা বলিয়া জানিও। ইহা নিশ্চয় তোমায় বলিতেছি। আমি তোমার হৃদয়ের ভাব খুব ভাল করিয়া জানি।

শৈ—বড় ভাল ছেলে। সে ঠাকুর-গত-প্রাণ। সে নিশ্চয় জানে যে যিনি রাম, যিনি কৃষ্ণ, যিনি বুদ্ধ, যিনি গৌরাঙ্গ তিনিই ইদানীং রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। শৈ—খুব ভক্তিমান, খুব পবিত্র এবং ঠিক ঠিক তাঁর দাস, তাঁর ভক্ত। সে তাঁর সেবা ঠিক ঠিক করিতেছে। বিদ্বান, ভক্তিমান, পবিত্র, ত্যাগী। আমাদের উপর তার প্রগাঢ় ভক্তি প্রীতি আছে।

আর অধিক কি লিখিব? আমার শরীর ভাল নয়। বেশী লিখিতে পারি না, হাত কাঁপে। আমার পত্রাদি অন্য লোকেই লেখে; কিন্তু তোমাকে আমি নিজ হস্তেই কোন প্রকারে লিখিলাম। আমার আন্তরিক প্রীতি, স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে। আন্তরিক প্রার্থনা করি, ঠাকুর তোমার হৃদয়ে তাঁর আসন দৃঢ় করিয়া রাখুন। তোমার হৃদয়ে খুব বল দিন, প্রীতি, ভক্তি দিন, তুমি শান্তিতে থাক।···

তুমি তোমার ভাবে থাক, প্রাণভরে ঠাকুরের শ্রীপদে প্রীতি পুষ্পাঞ্জলি দিতে থাক, তোমার নিশ্চয়ই মঙ্গল হইবে—কোন সন্দেহ নাই।

ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব (১৮৫) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বাসাভ্যাংগুড়ি
শ্রীচরণ ভরসা ব্যাংলোর সিটি, ১৯।৮।২৪

শ্রীমান মন্মথ,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। Cutting (সংবাদ পত্রের অংশ) পাইয়াছি। উত্তর বেশ দেওয়া হইয়াছে। সনতের জ্বর হইয়াছে ও গদাধর আশ্রমের সকলের জ্বর হইয়াছে শুনিয়া চিন্তিত রহিলাম। ঠাকুরের কৃপায় সকলেই আরোগ্য হইয়া যাইবে। এরূপ তো হইয়াই থাকে—প্রভুর ইচ্ছায় আবার সব ভাল হইয়া যায়।

শ—র কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। তার স্ত্রীটিও খুব ভাল মেয়ে, ভক্তিমতী। ঠাকুর তাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল করুন। তোমরা তাঁর কৃপায় বেশ শান্তিতে আছ শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। আন্তরিক প্রার্থনা করি, তোমাদের মন, বুদ্ধি শুদ্ধ হউক এবং তুমি তাঁর শ্রীচরণে শুদ্ধা ভক্তি লাভ কর এবং তোমরা আরো শান্তিতে থাক।

Forwardএ (ফরওয়ার্ড সংবাদপত্রে) C. R. Dass (সি, আর, দাস) এই রকম লিখিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় না। এ, আর কেও লিখিয়া থাকিবে। দেশ শুদ্ধ লোক, এমন কি গভর্ণমেণ্ট পর্যন্ত জানে যে রামকৃষ্ণ মিশনের Politicsর (রাজনীতি) সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। রাজনীতি আমাদের মিশনের কার্যই নয়। মিশনের কায অন্য প্রকারের।

তুমি ও সরসী আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। এতদিন সনতের বাড়ীর সকলে ও গদাধর আশ্রমের সকলে, প্রভুর ইচ্ছায়, আরোগ্য হইয়াছে আশা করি।

ভরতের চিঠি পাইলাম। তোমার চেষ্টায় Students' Homeএর (ছাত্রাবাসের) কার্যের অনেকটা সুবিধা হইতেছে, লিখিয়াছে। ইহা শুনিয়া খুব আনন্দ হইল। ইতি— তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (১৮৬) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বাসাভ্যাং গুড়ি ব্যাংলোর সিটি, ৩৷৯৷২৪

শ্রীমান্ মন্মথ,

তোমার ও সরসীর পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম এবং পাঠ করিয়া মনে বড় দুঃখ পাইলাম। তুমি ও বিশেষ সরসী উভয়েই খুব ব্যথা পাইয়াছ, আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। যদিও সরসী সংসারের অনিত্যতা সবই বুঝে, কিন্তু এরূপ শোকের প্রথম আবেগ কিছুতেই সামলান যায় না। অবশ্য যাঁরা ভগবানে খুব বিশ্বাসী তাঁরাই তাঁর কৃপায় শোক-বেগ সামলাতে পারেন, কারণ তাঁরা ভাবেন, প্রভুর ইচ্ছাতেই এই জন্ম মৃত্যুময় সংসার চিরকালই চলিতেছে।

জীব যখন সংসারে সুখে দুঃখে থাকে তখন হইতেই তাদের মৃত্যু সম্বন্ধে, কোন কোন সময়ে, এমন কি নিত্যই একবার একান্তে চিন্তা করা উচিত। আরো ভাবা উচিত যে, এইত সংসারে আমোদে আহ্লাদে স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে আছি, কিন্তু কখন যে মৃত্যু আসিয়া কাহাকে গ্রাস করিবে, তাহা কেহই জানেনা। সংসারে একবার ভুলেও ঐ সমস্ত কথা কেউ ভাবে না; সেই জন্য ঐরূপ ঘটনা প্রাণে ভয়ানক

দুঃখ দেয়, অবশ্য, সে দুঃখ বোধ হয়, অধিক দিন থাকে না, এমনি মহামায়ার মায়া। কালের প্রভাবে জীব সব ভুলে যায়, আবার নূতন মায়ার সৃষ্টি হয়। জীব আবার তাহাতে জড়াতে আরম্ভ করে। এইরূপই সংসারের ধারা।...

সনৎকে ত আমি পূর্বেই লিখেছি। তার মা বলেছিল যে, এক বৎসরের মধ্যে, সংসারের একটা গোছগাছ করে নেবে, তার পর সনতের যেমন ইচ্ছা হয়, করবে। তিনি যদি সেরূপ না করেন, তাহলে সনৎএর যেরূপ ভাল বিবেচনা হয়, সে তাই করবে।

অনাদির পায়ের চোট্, বোধ হয় এতদিনে, অনেকটা ভাল হয়ে থাকবে। যাদবপুরে Students' Homeএর (ছাত্রাবাসের) জন্য যায়গাটি ঠাকুরের ইচ্ছায়, হয়ে গেলে বড়ই মঙ্গল হয়। তবে সহর থেকে একটু দূর হবে বলে বোধ হয়।

সনৎ কে বলিও—মন খারাপ করার প্রয়োজন নাই। আশায় বুক বেঁধে যে কয়দিন হয় কাটিয়ে দিক। আনন্দে ঠাকুরের ধ্যান ভজন করুক। বন্ধন আবার কিসের? চাকুরি ত ছেড়ে দিলেই হ'ল। স্ত্রী পুত্র ত নেই? ভয় কিসের? আসল কথা হচ্ছে তাঁর শ্রীচরণে ভক্তি বিশ্বাস প্রীতি যাতে বৃদ্ধি হয়, সেইজন্য তাঁকে প্রাণ ভরে ডাকা, খালি সংসার ছাড়িবার জন্য নয়। সংসার ছাড়ব ছাড়ব সর্বদা ভাবলে সংসার ছেড়ে যেতে পারে, কিন্তু ভগবানে বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি সংস্কার ছাড়লেই হয় না। সে তাঁর কৃপায় হয়। অতএব তাঁর কৃপার জন্য সর্বদা তাঁর কাছে কাতরে, প্রাণের সহিত প্রার্থনা করা

উচিত। এবং সে প্রার্থনা সব অবস্থায়ই হইতে পারে। সনৎ ত নিজের সুখের জন্য চাকরি করিতেছে না? আর দাসখত ও কাউকে লিখিয়া দেয় নাই।

তাঁতে প্রীতি অনুরাগ খুব বাড়ুক, তার পর সংসার ছাড়িবে। আমাদের ওসব বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে। সংসার বহুলোকে ছেড়েছে, অবশ্য সে ছাড়ার একটা advantageও (সুবিধা) আছে—অনেক দায় থেকে মুক্ত হয়। কিন্তু শ্রীভগবানে অনুরাগ, প্রীতি, জীবে-প্রেম, ভালবাসা, সহানুভূতি—যাহা এ যুগে ঠাকুর, মা, স্বামীজী দেখিয়ে দিয়েছেন, তাহা বহু লোকেরই নাই—শুষ্ক হৃদয়। আমরা উহা একেবারেই ভাল বাসিনা এবং মোটেই পছন্দ করি না। আমরা চাই ঠাকুরের যুগধর্ম পূর্ণরূপে আচরণ করে জীব ধন্য হউক। সংসার ছাড়া আজকাল খুব সহজ, কিন্তু শ্রীভগবানে প্রেম, ভক্তি, জীবে দয়া বড়ই কঠিন এবং বড়ই বিরল। তুমি সনৎকে এ চিঠি পড়ে শুনিও। এ সব খুব উঁচু কথা।

শুনলাম এখন ওদিকে বেশ বর্ষা হচ্ছে; তবে বড় দেরীতে আরম্ভ হয়েছে। তোমরা আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। সরসীকে আর আলাদা লিখিলাম না। তুমি তাকে এ চিঠি শুনিয়ে দিও। আর বলিও, যদি সুবিধা হয়, তো যেন মেয়েটিকে খুব ধর্ম পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে।

ভগবান সুখদুঃখের অতীত। সুখ দুঃখ আসে যায়—"আগমাপায়ী"। মনকে এ বিষয়ে কঠিন করা চাই। সর্বদা নরম রাখিলে চলিবে না।

চিঠি বড় লম্বা হয়ে গেল, তাই সরসীকে আলাদা লিখিতে পারলুম না। সে যেন কিছু মনে না করে। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণ ভরসা

(১৮৭) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বাসাভ্যানৃগুড়ি
ব্যাংলোর সিটি, ১২।৯।২৪

শ্রীমান্ সু—,

আজ শৈ—র পত্রের ভিতর তোমার একখানা পত্র পাইলাম। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। এখন বেশ নির্জন স্থানে একলা আছ। খুব তাঁর নাম জপ, ধ্যান প্রার্থনাদি কর—বেশ উন্নতি করিতে পারিবে তাঁর কৃপায়। তিনি জীবন্ত, জাগ্রত ঠাকুর। তোমার বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি, পবিত্রতা খুব বাড়িবে—আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তিনিই তোমার প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন। তিনি বড় দয়াল, বড় প্রেমময়। জীবকে দয়া করিতেই নররূপ ধারণ করিয়াছেন। এ যুগে, বহু সৌভাগ্যে, তুমি তাঁর আশ্রয়ে আসিয়াছ—কোন চিন্তা নাই। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব (১৮৮) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বাসাভ্যাং গুড়ি
শ্রীচরণ ভরসা ব্যাংলোর সিটি, ২৪।৯।১৯২৪

শ্রীমান্ প্র—,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। মঠে এবার, হবে না হবে না করেও ঠাকুরের ইচ্ছায় মহামায়ার প্রতিমায় আরাধনা হবে এবং প্রতিমার গঠন হয়ে গেছে শুনে বড়ই আনন্দ হইল। সব ঠাকুরের ইচ্ছা।

তুমি ৺চণ্ডীপাঠ এখন থেকে নিজে নিজে করিতে চেষ্টা কর। খুব ভালরূপ অভ্যাস হয়ে গেলে তখন রীতিমত করিতে পারিবে। অনঙ্গ ঠিকই বলেছে—৺চণ্ডীপাঠ ভুল হওয়া বড়ই খারাপ—ঠাকুর বলিতেন। বেশ করে অভ্যাস হোক।

হিসাব তোমার মাথায় ঢুকে না—ইত্যাদি যেমন আমাকে লিখেছ সেইভাবে তুমি অনঙ্গকে ও শুদ্ধানন্দকে বলিবে। তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝিবেন। পশুপতিকেও ভাল করে বুঝিয়ে বলবে।

তু—মহারাজের সঙ্গ বেশ লাগিয়াছিল শুনিয়া বড়ই খুশী হইলাম। খোকা মহারাজ মঠে এসেছেন—খুব ভালই হয়েছে। মঠে এখনও ঠাকুরের কৃপায় malaria (ম্যালেরিয়া) দেখা দেয় নাই—বড়ই আনন্দের সংবাদ। বর্ষা প্রথমে হয় নাই—এখন হইতেছে, খুব ভাল। তবে ৺পূজার সময় ঠাকুরের ও মার কৃপায় একটু ধরণ হইলেই মঙ্গল। এবার ৺পূজার সময়, ঠাকুরের ইচ্ছায়, মঠে বোধ হয় থাকিতে পারিলাম

না—প্রতিবারেই থাকি। তবে বোধ হয় October-এর (অক্টোবরের) শেষ নাগাত যাইব তাঁর, ইচ্ছায়। পূজার সময় দেখিবে, সকল ভক্তদেরই প্রাণে, মা যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনা দিবেন। এ তাঁর কায— তিনি সুচারুরূপে আনন্দের সহিত করিয়ে নেবেন। তুমি স্থির হইয়া থাক। মঠে যদি থাকতে পার ত' ঠাকুর তোমার জীবন বেশ করে গড়ে নেবেন—একটি মানুষের মত মানুষ হয়ে যাবে—কোন চিন্তা নাই।

শ্রীধরের সঙ্গে থাকা ও ধর্মালাপ করায়, তুমি বেশ ভাল থাক, ইহা খুব ভাল—ইহা ঠাকুরের কৃপা। মঠে যেমন যেমন কায করিতেছ কর, জীবন-গঠন হয়ে যাবে। যদি কায বেশী বোধ হয়, সুধীর মহারাজ, অনঙ্গ, এদের বলিও। তাঁরা বন্দোবস্ত করে দেবেন। যতক্ষণ পার করে যাও। সব ঠাকুরের কায—এই জ্ঞানে কায করবে।

সনৎ দু' দিন মঠে এসেছিল শুনে বড়ই আনন্দ হইল। সনৎকে বলিও—আমার ত' আদেশ দেওয়াই আছে, কেবল তার মা বলেছিলেন এক বৎসরের মধ্যে তিনি সংসারের একটা বন্দোবস্ত করে নেবেন, তারপর সনৎ কায ছেড়ে দেয়, দেবে। সনৎকে বলিও—তার মাকে মধ্যে মধ্যে ঐ কথা যেন মনে করিয়ে দেয়। যদি তিনি উহা করেন ভালই, নচেৎ সনৎ যথা ইচ্ছা করিবে। ভগবানে বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতিই হচ্ছে জীবনের উদ্দেশ্য—সংসার ছাড়া অতি সহজেই হয়। সহস্র সহস্র লোক ছাড়িতেছে—কিন্তু বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি, জ্ঞান, তাদের ভিতর অতি বিরল—আমাদের এ বিষয়ে খুব অভিজ্ঞতা আছে। অফিসের কায করেও যথেষ্ট সময় থাকে—যে সময় ধ্যান, জপ, পাঠ, তাঁর নাম গুণগান করতে পারা যায়।

আমার ইচ্ছা সে ভিতরে খুব মাল বাগিয়ে নিয়ে তারপর তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে বেরিয়ে পড়ুক; পৃথিবীর কাহারো যেন মুখাপেক্ষী হতে না হয়, এক ভগবান ছাড়া। শরীরটাও সনতের তত কষ্টসহিষ্ণু নয়। যেখানে সেখানে থাকা, যা তা খাওয়া—তার শরীরে সইবে না। এই সব নানা বিষয় আমি তার সম্বন্ধে ভাবি। বুড়ো মা রয়েছেন—এই সবও তাকে বলিও।

তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিও এবং শ্রীধরকে দিও। যথাসাধ্য তাঁর নাম, জপ, ধ্যানাদি করিও। খুব প্রার্থনা করিও। প্রার্থনায় বড় এগিয়ে দেয়। তাঁর অস্তিত্ব হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়ে দেয়; সর্বদাই মনে হবে যেন তিনি তোমার হৃদয়ে বিরাজ করছেন, তোমায় সর্বদা দেখছেন, তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন। আমার শরীর মন্দ নাই। তুমি ভাল আছ শুনে খুশী হয়েছি। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

(১৮৯)

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বাসাভ্যানগুড়ি,
ব্যাংলোর সিটি, ৩।১০।২৭

শ্রীমান্ —,

বহুকালের পর তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। আমারও মনে হইয়াছিল যে তোমার নিশ্চয়ই খুব অসুখ হইয়াছিল; যা হোক প্রভুর ইচ্ছায় এখন অনেকটা ভাল আছ শুনিয়া সুখী হইলাম।···

শরীরের অসুখ তো তোমার মধ্যে মধ্যে খুবই কঠিন হয় আবার আরোগ্য হইয়া যায়, তাঁর কৃপায়। আশ্রমের কায যেরূপ চলিতেছে তাহা ভাল বলিয়াই মনে হয়, তাঁর কৃপায়। টাকা তাঁর ইচ্ছায় যেরূপ আসিবে সেইরূপই, কাজ হইবে। ঠিক ঠিক নিঃস্বার্থ সেবা করা হইলে তাঁর কৃপায় টাকার অভাব হইবে না এবং বহু লোকের কল্যাণ হইবে। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ঠাকুর তোমায় বিশ্বাস ভক্তি প্রীতি সেবা-পরায়ণতা খুব বৃদ্ধি করিয়া দিয়া তোমার জীবন ধন্য করুন এবং তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

শরীর থাকা বা যাওয়া সম্বন্ধে কোন চিন্তা মনে আনিও না। যতক্ষণ থাকে, তাঁর ইচ্ছায়, যখন যাবে ; সেও তাঁর ইচ্ছায়। শরীর গেলে তুমি তাঁরই কাছে যাবে—ইহাতে আর সন্দেহ নাই। এখনও তাঁরই কাছে আছ। অধিক আর কি লিখিব। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

(১৯০) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বাসাভান্‌গুড়ি
ব্যাংলোর সিটি, ১৭।১০।২৪

শ্রীমান্ রো—,

তুমি আমার ৺বিজয়ার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি এবং বড়ই আনন্দ হইয়াছে। ঠাকুরের ইচ্ছায় এবং শ্রীশ্রীমার অহৈতুকী কৃপার বলে, মনে হয় আজ, ধারচুলাতে

(উত্তরাখণ্ডে) শ্রীরামকৃষ্ণ তপোবন প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল। রাজা বাহাদুরের মনে প্রভুই এইরূপ প্রেরণা দিয়া তাঁকে এই কাযে প্রবৃত্ত করিতেছেন এবং অপর ভুটিয়া মহোদয়ও তাঁরই প্রেরণায় এত অর্থ দিতে চাহিয়াছেন। এ সব ঠাকুরেরই মহিমা।

ধন্য তিনি, যিনি আশ্রমের জন্য আবশ্যকীয় বাসনপত্রাদি ও সাধুদের জন্য কম্বলাদি এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিস দিয়াছেন, ধন্য তিনি, যাঁর ভিতর প্রভু এই শুভ প্রেরণা দিতেছেন। ঠাকুর তাঁদের পরম কল্যাণ করুন। তিনি নিশ্চয় তাহা করিবেন। ঠাকুর তোমাকে বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি, পবিত্রতা, সেবাপরায়ণতা দিয়া তোমাদের হিমালয়ের ন্যায় দৃঢ় করুন এবং তোমাদের হৃদয় শুভ্র তুষারের ন্যায় পবিত্র হউক এবং তোমরা একেবারে অভিমান অহঙ্কার-শূন্য হইয়া ঠিক ঠিক ভক্তি অবলম্বন করিয়া ভক্তের ভাবে কায কর।

প্র—ওখানে আসিলে ভাল হয়, কিন্তু সে হোমিওপ্যাথি জানে না। ওখানে হোমিওপ্যাথিতে খুব কায হইবে, অবশ্য কিছু কিছু এ্যালো-প্যাথিও থাকিবে। কালিকানন্দ রু— কে বলিতেছেন যে আবশ্যক হইলে তিনি একজন সাধু চিকিৎসক দিতে পারিবেন। আমার মনে হয়, তিনি একজন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার দেন ত ভাল হয়। প্র— এ্যালোপ্যাথি করিবে। দলিলাদি কাগজপত্র এখন ঐখানেই থাক, পরে দেখা যাবে।

বাস্তবিকই ও-অঞ্চলে কোন চিকিৎসালয় নাই। একটি ভাল চিকিৎসালয় হইলে ঠাকুরের ইচ্ছায় ও-অঞ্চলের খুব কল্যাণ হইবে।

ঠাকুর তোমার ভিতর শক্তি দিয়া এই শুভ কায করাইয়া লউন, আন্তরিক প্রার্থনা।…

পাহাড়ীরা বড় সরল, আমি জানি। ঠাকুর তাদের ভাল করবেন। ঠাকুর তোমাকে ও-অঞ্চলে লইয়া যাইয়া একটা মহা শুভ কায তোমার দ্বারা করাইয়া লইবেন। তুমি বাংলাদেশে ও উড়িষ্যা দেশে খুব পরিশ্রম করিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দরিদ্র-নারায়ণদের যথেষ্ট সেবা করিয়াছিলে—আমার সব মনে আছে। ঠাকুর তোমার মনে অদম্য উৎসাহ ও শক্তি দিন। তোমার বিশ্বাস, ভক্তি, পবিত্রতা খুব বৃদ্ধি হউক।…

আমি শারীরিক মন্দ নাই। নভেম্বরের শেষভাগে মঠে যাইতে পারি। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ পুনঃ পুনঃ জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব (১৯১) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বাসাভ্যান্‌গুড়ি
শ্রীচরণ ভরসা ব্যাংলোর সিটি, ১৮।১০।২৪

শ্রীমান্ সনৎ,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তোমার বিজয়ার কার্ডও যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। তুমি ভুবনেশ্বর গিয়াছ, বেশ হয়েছে। শরীরটা তোমার ভাল নয়, ওখানে কিছুদিন থাকিলে খুব

সম্ভব তোমার শরীর অনেকটা ভাল হবে এবং মনও খুব ভাল হবে। যো— বাবুর কাছে নিশ্চয় যাবে। তিনি একজন মহান্ লোক। তু— মহারাজ এখনও ফেরেন নাই। বোধ হয় ৺কালীপূজার সময় শরৎ মহারাজের সঙ্গে ভুবনেশ্বরে আসিতে পারেন। তারপর এখানে আসিতে পারেন।

আমি প্রাণের সহিত আশীর্বাদ করি, তোমার বিশ্বাস, ভক্তি-প্রীতি, পবিত্রতা, জপ ধ্যান করিবার শক্তি খুব বৃদ্ধি হউক, শরীরটা সাধনোপযোগী থাকুক, এবং তুমি শান্তিতে থাক, খুব উন্নত হও।

যা হোক ভবানীপুরে তোমার মায়ের একটা বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। তোমার মা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা তিনি করিয়া লইয়াছেন—উত্তম হইয়াছে। তোমাকে জানান হয় নাই—তাহাতে ক্ষতি নাই। প্রভুর ইচ্ছায় তোমার যখন জানবার দরকার তখন জানিতে পারিয়াছ।

আর অধিক কি লিখিব? আমার ৺বিজয়ার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। কেমন থাক মধ্যে মধ্যে লিখিও। মঠের কিছু কিছু কাযও করিবে। মাকেও কখনও কখনও পত্র লিখিও।

তোমার দাদা স্—র খুব ইচ্ছা হইয়াছে যে আমার নিকট হইতে দীক্ষা লয়। তার এক গুরু আছে; কিন্তু তাঁকে এখন সে আর তত বিশ্বাস করিতে চায় না। আমি বলেছি—আমি মঠে ফিরে গিয়ে সব ভাল করে শুনে যা হয় একটা বন্দোবস্ত করব। তোমার দাদা কিন্তু ঠাকুরকে বরাবরই বিশ্বাস ভক্তি করে এবং আমার উপরও

তার শ্রদ্ধা বরাবরই আছে। যা হোক, আমি তাকে বলেছি—"তুমি ইতিমধ্যে খুব ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা কর, তাঁর নাম কর। তারপর আমি গিয়ে যা হয় করব।"

তুমি পুনরায় আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিও। আমি এক রকম মন্দ নাই। নভেম্বরের শেষে খুব সম্ভব মঠে ফিরবো। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব (১৯২) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বাসাভ্যানগুড়ি,
শ্রীচরণ ভরসা ব্যাংলোর সিটি, ১৯।১০।২৪

শ্রীমান্ রোহিণী—,

তোমার প্রেরিত পবিত্র মানস-সরোবরের জল ও ৺কৈলাস তীর্থের মৃত্তিকাদি যাহা পাঠাইয়াছিলে সব পাইয়াছিলাম এবং বোধ হয় তার প্রাপ্তি সংবাদও তোমাকে দিয়াছি। হিমালয়ে এবার ভীষণ বৃষ্টিপাতে বহু ক্ষতি হইয়াছে। হৃষীকেশ, ঝাড়ি (বড় ও ছোট) সব ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ১৫০ শত সাধু ভাসিয়া গিয়াছে—তাদের কোন সংবাদই নাই। ৺মা গঙ্গা একেবারেই ১৫০ জন সাধুকে জীবন্ত জল সমাধিতে মগ্ন করিয়াছেন। তার মধ্যে দুইজন আমাদেরও সাধু ছিলেন। একজনের নাম সর্বেশানন্দ বা পণ্ডিতজী আর একজনের নাম ভবানী-চৈতন্য— যুবক, এম, এ, পাশকরা, সবই প্রভুর ইচ্ছা।

তুমি বৃ— ও জপানন্দকে ওখানে আনিতে ইচ্ছা করিয়াছ। বেশ

কথা, ক্ষতি কি ? ওরূপ হিমালয়ের মধ্যস্থলে ঠাকুরের নাম সেখানকার লোকে জানিবে। তাঁর বিষয় শুনিয়া জীবন ধন্য করিবে। পীড়িতদের চিকিৎসা ও সেবা হইবে, যা ওদেশে মোটেই নাই—খুব উত্তম কথা। শ্রীশ্রীমার কৃপায় ওখানে এরূপ শুভ কার্যের প্রবর্তন হইল। পূর্ব পত্রে অনেক কথা লিখিয়াছি। এ পত্রে আর অধিক কিছু লিখিবার নাই। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

(১৯৩)

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বাসাভ্যান্‌গুড়ি
ব্যাংলোর সিটি, ১৪।১১।২৪

মা সরসী,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। আমি বুঝিতে পারিতেছি, তুমি বাস্তবিক খুব মনের কষ্টে পত্রখানি লিখিয়াছ। আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে আন্তরিক প্রার্থনা করি যেন তোমার মন তাঁতে একেবারে লয় হইয়া যায় এবং তুমি শান্তি উপভোগ কর ; যেন তোমার জপধ্যানের বিঘ্ন সমস্ত দূর হইয়া যায় এবং ধ্যানজপ করিয়া দিন কাটাইতে সক্ষম হও। তুমি নিজে খুব বেশী ইচ্ছা করিলে ঘুমটা দূর হয়ে যাবে। ঠাকুরের কাছে ঐজন্য খুব প্রার্থনা করিবে। অবশ্য স্থূল দৃষ্টিতে যতদূর আমি বুঝিতে পারি, পেটে মল থাকিলে ধ্যান জপের সময় ঘুম আসে। পেটটা যাতে পরিষ্কার থাকে সে বিষয়ে

বিশেষ দৃষ্টি রাখিও। পেটটা পরিষ্কার থাকিলে ওরূপ হইবে না বলিয়া মনে হয়। তারপর তাঁর কাছে কাতরে প্রার্থনা করিলে সব বিঘ্ন দূর হয়ে যাবে। তাঁকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসিয়া তাঁর নাম করিলে ও ধ্যান করিলে ঘুম কোথায় পালাবে।

আমি আন্তরিক প্রার্থনা করি তোমার মনোবাঞ্ছা ঠাকুর পূর্ণ করুন। তুমি মা, কখনও হতাশ হইও না। ঠাকুর বড় দয়াল, বড় প্রেমময়; তিনি প্রেমের ঠাকুর, পবিত্র প্রেমের পুতলি। তুমি কেঁদে কেঁদে বালকের ন্যায় তাঁর কাছে প্রার্থনা করিবে। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবেই হইবে।

'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে'—রাজগীর না গিয়া ৺বৈদ্যনাথে গেলে খুবই ভাল হইত, অনেকে দেওঘরে চেঞ্জে যায়—ইত্যাদি ভেবে এখন আর কি হবে? যাক্, যা হবার হয়ে গেছে। ভবানীপুরেই ভাল থাক এবং শান্তিতে থাক।

আমি এখান হইতে বোধ হয় শীঘ্র মান্দ্রাজ যাইব। সেখানে দিনকতক থাকিয়া ৺ভুবনেশ্বর হইয়া পরে মঠে যাইব মনে করিতেছি। এখানে আর অধিক দিন থাকিতে তত ইচ্ছা নাই। ঠাকুরের ইচ্ছায় যা হয় হইবে। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে, মন্মথকেও জানাবে। আমার শরীর এখানে এখন তত বেশী ভাল থাক্‌ছে না।

ইতি— তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব   (১৯৪) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বাসাভ্যান্‌গুড়ি
শ্রীচরণ ভরসা   ব্যাংলোর সিটি, ২৫।১১।২৪

শ্রীমান্ হৃষীকেশ—,

আজ তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। আমার শরীর মন্দ নাই ; তবে বুড়ো শরীর, একটা না একটা অসুখ লেগেই থাকে। দ্বিজেন ও শ্যামানন্দ প্রভৃতি সকলে ভাল আছে, তোমার শরীর এখন ভাল আছে ও বরদার শরীরও ক্রমশঃ ভাল হইতেছে — এ সকল সংবাদে সুখী হইলাম। আন্তরিক আশীর্বাদ করি তোমরা সকলে সর্বাঙ্গীণ কুশলে থাক ও বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি, পবিত্রতা ও সেবা-পরায়ণতা তোমাদের খুব বৃদ্ধি হউক এবং তোমরা তাঁর পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাক।

আমি এখান হইতে খুব সম্ভব শীঘ্র, ঠাকুরের ইচ্ছায়, মাদ্রাজ যাইব। সেখান হইতে ৺ভুবনেশ্বর হইয়া মঠের দিকে যাইতে পারি। তোমরা পুনরায় আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ঠাকুর তোমাদের পরম কল্যাণ করুন। অহংকারশূন্য হইয়া তোমরা তাঁর কায কর এবং জপ ধ্যান যথাসাধ্য কর। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব (১৯৫) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর
শ্রীচরণ ভরসা মাদ্রাজ, ১৪।১২।২৪

শ্রীমান্ সম্বুদ্ধানন্দ,

তোমার পত্র গতকল্য এখানে পাইলাম। আমি গত ১১ই ডিসেম্বর এখানে আসিয়াছি। এখানকার Students' Homeএ একটি Residential High School Building, 12th December open করা (ছাত্রাবাসের অন্তর্গত একটি আবাসিক বিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করা হইল, ১২ই ডিসেম্বর) হইল। আর একটি Technical School Building এর foundation stone laid out (শিল্পবিদ্যালয়েরও ভিত্তি স্থাপন করা) হইল। তদুপলক্ষে ঠাকুরের পূজা, হোমাদি হইয়াছিল। এখানে কিছুদিন থাকিয়া পরে Bombay (বোম্বে) ঠাকুরের আশ্রমে যাওয়ার বন্দোবস্ত হইতেছে। সেখানকার কতকগুলি গৃহী ভক্তের ও আমাদের সন্ন্যাসীদের (যাঁরা ওখানে কাজ করিতেছেন)—সকলের বিশেষ অনুরোধ যে আমি একবার সেখানে যাই। শ— অবশ্য আমাকে তথায় লইয়া যাইবে। সেখান হইতে মঠে রওনা হইবার ইচ্ছা। খুব সম্ভব স্বামীজীর জন্মোৎসবের পূর্বে Bombay (বোম্বাই) যাওয়া হইতে পারে। পরে ঠাকুরের উৎসবের পূর্বে মঠে যাওয়াই সম্ভব, এখন তাঁর যা ইচ্ছা।

খোকা মহারাজ ওখানে আছেন এবং অনেককে ঠাকুরের কৃপায় আনন্দ দিতেছেন শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। ঠাকুরের ইচ্ছায় তাঁদের জীবন এইরূপ কার্যের জন্যই। প্রভু তাঁকে সুস্থ রাখুন।

ওখানে ঠাকুরের নিত্য-সেবা এক প্রকার ভালই চলিতেছে শুনিয়া সুখী হইলাম। যখন তিনি ওখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিয়াছেন, তখন সবই ঠিক হইয়া যাইবে। তিনি ভগবান, যুগধর্ম সংস্থাপনের জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন ; ধীরে ধীরে তাঁর কার্যের বৃহু প্রসার হইবে, তার আর সন্দেহ নাই। ও-অঞ্চলের লোকজনের বড়ই কষ্ট শুনিয়া ব্যথিত হইলাম। আন্তরিক প্রার্থনা করি, প্রভু তাহাদের কষ্টের লাঘব করিয়া দিন এবং তারা যেন কেহই অনাহারে মারা না যায়। তোমরা এই দুর্দিনে তাহাদের যথাসাধ্য সেবা করিতে থাক। প্রভু তাহাদের একটা উপায় করিয়া দিবেন।

তোমার শরীরটা ভাল নয় শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। প্রার্থনা করি তুমি শীঘ্র ভাল হও। তোমাদের জীবন বড়ই মূল্যবান। ঠাকুর তোমাদের ভাল রাখুন, সর্বতোভাবে। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে ও আশ্রমস্থ সকলকে জানাইবে। খোকা মহারাজকে আমার আন্তরিক ভালবাসা দিবে। আমার শরীর মন্দ নাই, তবে ব্যাংলোরের মত নয়। ইতি--

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (১৯৬) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর।
মাদ্রাজ, ১৭।১২।২৪

শ্রীমান্ সনৎ,

আজ তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম। তুমি ভুবনেশ্বরে আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে এবং ঠাকুরের অনেকগুলি ভক্তের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের তীর্থ সকল দর্শনে যাইবে—উত্তম কথা। ইহাতে ঠাকুরের ইচ্ছায় তোমার কোন ক্ষতি হইবে না, বরং ভালই হইবে। তুমি কোনরূপ দ্বিধা করিও না। মন্মথর খুব অসুখের কথা সরসী আমায় লিখিয়াছিল এবং সেজন্য সে খুব চিন্তিতা হইয়াছিল। আমি উত্তরে লিখিয়াছি যে এইবার মন্মথ সেরে উঠলে একটা লম্বা ছুটি লইয়া কোন একটা ভাল স্বাস্থ্যকর স্থানে কিছু কাল থাকিয়া তারপর Pension (পেন্সন) লইয়া একস্থানে বসিয়া ভগবানের নাম জপ ধ্যানে এবং পাঠাদিতে জীবন যাপন করাই ভাল। মন্মথ বোধ হয় তাহাই করিতে রাজী হইয়াছে।

হাঁ, এখান হইতে Bombay (বোম্বাই) যাবার কথা হয়েছে। আমার ইচ্ছাতে নয়—সেখানকার ভক্তদের খুব আগ্রহে। শ— আমায় লইয়া যাইবে। আমি ১১ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবারে এখানে আসিয়াছি।

খুব সম্ভব এখান হইতে ১০।১১ জানুয়ারী Bombay start (বোম্বাই যাত্রা) করিতে পারি। সেখানে বোধ হয় দুই সপ্তাহ থাকিব, তারপর মঠে। খুব সম্ভব, Februaryর (ফেব্রুয়ারীর) প্রথম সপ্তাহে বা দ্বিতীয় সপ্তাহে মঠে পৌঁছিতে পারি—এইরকম কথা-বার্তা হইয়াছে। তারপর তাঁর যা ইচ্ছা হয়।

তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ৺ভুবনেশ্বর সাধন ভজনের খুব অনুকূল স্থান। যে কয়দিন থাকিতে পার থাক, ভালই হইবে। অনেকগুলি সাধু একত্র হইয়াছেন—বড়ই উত্তম। সৎ পুরুষ সকলে একত্রে থাকিলে ভগবৎ-চর্চা খুব হয় এবং স্থানটী ভগবৎ-ভাবে পূর্ণ হইয়া থাকে—খুব ভাল। সকলকে আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও ভালবাসা দিবে। আমার শরীর এখানে মন্দ নাই, তবে Bangaloreএর (ব্যাংলোরের) মত তত ভাল নয়। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (১৯৭) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর
মাদ্রাজ, ২৬।১২।২৪

মা সরসী,

তোমার পত্র এখানে পাইলাম। আমি গত ১১ই ডিসেম্বর এখানে আসিয়াছি। মন্মথ এখন ভাল আছে শুনিয়া আনন্দ হইল। প্রভুর কৃপায় সে শীঘ্র সম্পূর্ণ সুস্থ হউক, আন্তরিক প্রার্থনা করি। লম্বা ছুটি লওয়া এবং কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া থাকা ও ভগবানে যথাসাধ্য মন দেওয়া, তার পক্ষে খুব ভাল—ইহাতে ইতস্ততঃ করা উচিত নয়। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হইতেছে—খুব ভাল।

মা, ঠাকুর তোমার মন ধ্যান জপে খুব নিবিষ্ট করে দেবেন। প্রাণ ভরে তাঁকে ভালবাস। ছেলেদের যেমন ভালবাস তা' অপেক্ষা

অনেকগুণ বেশী তাঁকে ভালবাসতে হবে—তুমি ইহা যে ঠাকুরের কৃপায় বুঝিয়াছ—বড়ই আনন্দের বিষয়। তোমার সব হবে, তাঁর কৃপায়। তুমি যাহা চাহিতেছ তিনি তোমায় তাহাই দিবেন, আমি নিশ্চয় বলিতেছি।

আমি খুব সম্ভব ৭ই জানুয়ারী এখান হইতে বোম্বাই রওনা হইব। সেখানে বোধ হয় দুই সপ্তাহ থাকিব। পরে সেখান হইতে মঠে যাইব—এইরূপ একপ্রকার স্থির হইয়াছে, এখন প্রভুর ইচ্ছা। ফাল্গুন মাসের প্রথমেই মঠে পৌঁছিব আশা করি।

তোমরা আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে। আমার শরীর তত মন্দ নয়। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

(১৯৮)

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর
মাদ্রাজ, ৩১।১২।২৪

মা যা—,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইয়াছি। তোমার শরীর ঢাকা অপেক্ষা ৺কাশীতে অনেকটা ভাল আছে জানিয়া সুখী হইলাম। থাক, যতদিন সুবিধা হয়, ঠাকুরের ইচ্ছা হয়, বাবা বিশ্বনাথের পুরীতে থাক। ঠাকুর তোমাকে কখন ফেলিবেন না। তিনি তোমাকে সর্বদা সর্ব অবস্থায় দেখিতেছেন ও দেখিবেন, কোন চিন্তা নাই। গাছের মূলে জল দিলে শাখা প্রশাখা পত্রাদি সবই পুষ্ট হয়। ঠাকুরকে ভালবাসিলে

জগতের সকলেই ভালবাসে। তুমি ঠাকুরকে অবলম্বন করিয়া আছ। তাঁর ভক্তেরা তোমায় যথাসাধ্য সাহায্য করেন ও করিবেন নিশ্চয়ই।

আমি আগামী ২৩শে পৌষ এখান হইতে রওনা হইয়া ২৭শে পৌষ বোম্বাই পৌঁছিব। সেখানে ১০।১২ দিন থাকিয়া মঠে যাইব ইচ্ছা করিয়াছি; কিন্তু কোন পথ দিয়া যাইব তাহা এখনও ঠিক হয় নাই। বোম্বাই যাইয়া পরে ঠিক হইবে। ঠাকুরের উৎসবের পূর্বে মঠে পৌঁছিতে হইবে বোধ হয়। ১২ই ফাল্গুন তিথি-পূজা; এখন ঠাকুরের যাহা ইচ্ছা। হরিশ ঢাকায় গিয়াছে—খুব ভাল হইয়াছে।

শ–য় পত্র পাইয়াছি। শীঘ্রই উত্তর দিব। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। আমার শরীর তত মন্দ নয়। তোমার সর্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ — (১৯৯) — শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, খার রোড
বান্দ্রা পোঃ, বোম্বাই, ২৩।১।২৫

শ্রীমান্ নীলকণ্ঠ,

তোমার পত্র পাইলাম। উৎসবের সংবাদ পাইয়া সুখী হইলাম। অনেক খাদ্য-দ্রব্য নষ্ট হইয়াছিল জানিয়া দুঃখিত হইলাম; কি করিবে? যাহা হইয়া গিয়াছে তার আর উপায় নাই, তবে ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ না হয় তাহার বন্দোবস্ত হওয়া উচিত।

আমি এখানে আসিয়া শারীরিক তত মন্দ নাই। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহে মঠে যাত্রা করিব মনে করিয়াছি, এখন ঠাকুরের যা ইচ্ছা। প্রভুর শরণাপন্ন হইয়াছ, কোন চিন্তা নাই। সৎসঙ্গে সর্বদা আছ, যথাসাধ্য জপ ধ্যান ও তাঁর কায কর—শান্তি পাইবে। বহু ভাগ্যে লোক ঠাকুরের শরণ পায়। তুমি ভাগ্যবান্, প্রভু তোমাকে বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি, পবিত্রতা, কর্মক্ষমতা দিয়া পূর্ণ করুন—ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

(২০০)

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, খার রোড
বান্দ্রা পোঃ, বোম্বাই, ২৫।১।২৫

শ্রীমান্ সম্বুদ্ধানন্দ,

তোমার বালিয়াটি হইতে ১লা মাঘ তারিখের পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। খোকা মহারাজের কার্যকলাপ সমস্ত শুনিয়া মনে বড়ই আনন্দ হইল। তিনি সাক্ষাৎ ঠাকুরের কৃপা পাত্র। তাঁর দ্বারায় নিশ্চয়ই বহু লোকের কল্যাণ হইবে, তার আর বিচিত্র কি? প্রার্থনা করি, তাঁর শরীর সুস্থ থাকুক এবং তিনি লোক কল্যাণ করুন।

তুমি সোনারগাঁ আশ্রমের বন্দোবস্ত সম্বন্ধে যেরূপ বুঝিবে আমি এখান হইতে তাহা বুঝিতে পারিব না। যদি তোমার সন্তোষ জনক

কোন বন্দোবস্ত হয় তাহা হইলে মঠে সুধীর মহারাজ প্রভৃতির সঙ্গে এ সম্বন্ধে কথাবার্তা করিয়া যেরূপ ভাল বিবেচনা কর একটা স্থির করিও। অবশ্য তোমার উদ্দেশ্য খুবই ভাল। ঠাকুর তোমায় নিশ্চয় দয়া করিয়া শান্তি দিবেন, তার কোন সন্দেহ নাই। তবে সোনারগাঁ আশ্রমের কোনরূপ ক্ষতি না হইলেই সুখের বিষয়। ভাল লোক-জন (সেবক) এবং সুবন্দোবস্ত করিয়া তোমার অন্যত্র যাওয়া উচিত বলিয়া আমার মনে হয়। অধিক আর কি লিখিব? ঠাকুর তোমায় দয়া করুন, তোমার পরম কল্যাণ হউক এবং সোনারগাঁ আশ্রমেরও কল্যাণ হউক। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

(২০১)

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, খার রোড,
বান্দ্রা, বোম্বাই, ৬।২।২৫

শ্রীমান্ শরদিন্দু,

তোমার ৩।২ তারিখের পত্র আজ পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। শরৎ মহারাজ কয়েকটি ত্যাগী ছেলেকে ওখানে ঠাকুরের জন্ম-তিথির দিন সন্ন্যাস দিবেন। তুমি সেই সঙ্গে তাঁর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ কর—ইহা আমার খুব ইচ্ছা। নাম ত তোমার পূর্ব হইতেই দেওয়া আছে। এখন তুমি ৺কাশীতেই থাক। পরে মঠে আসিও। আমার ইচ্ছা তুমি ঢাকায় ঠাকুরের কায কর। তাঁর কায অবশ্য কিছু কিছু করিতেই হইবে। কেবল সন্ন্যাস লইয়া জপ ধ্যান করিলে চলিবে না।

ইহা আমাদের একেবারেই মত নয় নিশ্চয় জানিবে। স্বামীজী বিশেষ করিয়া ইহা বলিয়া গিয়াছেন "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"। নিজের মুক্তি ও জগতের হিত এই motto-র (আদর্শের) উপর এই মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। আমরাও উহা strictly follow (বর্ণে বর্ণে অনুসরণ) করিতে বাধ্য। আর তুমি তো দেহ, মন, প্রাণ, সবই ঠাকুরের পাদপদ্মে অনেকদিন হইতেই অর্পণ করিয়াছ—তাহা আমি সবই জানি। এখন তোমার পিতা মাতা সকলেই যখন ঠাকুরের পাদপদ্মে লীন হইয়া গেলেন তখন এইবার তোমার formal (আনুষ্ঠানিক) সন্ন্যাস গ্রহণ করাই ভাল। গৈরিক বস্ত্র তোমাকে আমি পূর্বেই দিয়াছি—এখন বিরজা হোমটি তুমি ৺কাশীধামে শরৎ মহারাজের নিকট করিয়া লইতে পার—আমার কোন আপত্তি নাই।

আর অধিক কিছু লিখিবার নাই। আমি খুব সম্ভব ১৪।১৫ই তারিখে এখান হইতে রওনা হইয়া নাগপুরে ২।৩ দিন আন্দাজ থাকিয়া ২০ তারিখ নাগাদ মঠে পৌছিব ইচ্ছা করিয়াছি; এখন, তাঁর যেমন ইচ্ছা হয়।

আজ বোম্বাই সহরের উপকণ্ঠে ঠাকুরের স্থায়ী মঠের ভিত্তি স্থাপন হইল—তাঁর ইচ্ছায়। জুন মাস নাগাদ Building complete (বাড়ী সম্পুর্ণ) হইতে পারে আশা করা যায়।

চন্দ্রকে আমার আশীর্বাদ ও স্নেহ প্রীতি জানাইবে এবং সে কেমন আছে লিখিতে বলিবে। শরৎ মহারাজকে আমার আন্তরিক ভালবাসা ও নমস্কারাদি জানাইও। ইতি— তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২০২) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, খার রোড
পোঃ বান্দ্রা, বোম্বাই, ৮।২।২৫

শ্রীমান্ সনৎ,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। অনেকদিন তোমাদের সংবাদ পাই নাই, আমিও লই নাই। গত ১২ জানুয়ারী এখানে আসিয়াছি।

৺রামেশ্বর হইতে গি—র—পত্র পাইয়াছিলাম। তারা বোধ হয় এতদিনে ৺কন্যাকুমারী গিয়াছে। তীর্থাদি দর্শন করিয়া খুব আনন্দে আছে। বসনের কঠিন পীড়ার সম্বন্ধে পূর্বেই শুনিয়াছিলাম এবং বড়ই চিন্তিত আছি, তার জন্য। ও রোগ অসাধ্য, তবে ভগবৎকৃপায় সবই সম্ভব। প্রার্থনা করি সে আরোগ্যলাভ করুক। ঠাকুরের কৃপায় তার জীবন শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

অবশ্য তার মা'র মনে অতিশয় কষ্ট, তাহা বুঝিতে পারিতেছি, তবে উপায় কি—তাঁর কৃপা ছাড়া? ও রোগের এখন নূতন নূতন সব চিকিৎসা আবিষ্কার হইয়াছে, শুনিতে পাই। প্রভু তাকে কৃপা করুন।

এখানে ঠাকুর স্বামীজীর কাজ বেশ অগ্রসর হইয়াছে ও হইতেছে। তাঁর ইচ্ছায় এখন আশ্রমটি স্থায়ী হইবার সুযোগ হইল। এতদিন ভাড়া বাটীতে আশ্রম রহিয়াছে। Bombay new development area-র ভিতর দুটী plot (1300 sq. yds.) (বোম্বাই সহর-বিস্তারের মধ্যে দুই খণ্ড জমি ১৩০০ বর্গ গজ) লওয়া হইয়াছে এবং

গত ৬ই তারিখে তার উপর নূতন আশ্রমের ভিত্তি স্থাপন হইয়াছে। দুই সপ্তাহের মধ্যেই Building (গৃহ) আরম্ভ হইবে। বোম্বের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত, বিদ্বান, শ্রদ্ধাবান লোক মিশনের দিকে খুব আকৃষ্ট হইয়াছেন। ঠাকুর ও স্বামীজীর উপর তাঁরা খুব শ্রদ্ধাসম্পন্ন দেখিয়া আমি বড়ই খুশী হইয়াছি এবং এখানে তাঁদের কায ভবিষ্যতে খুব উত্তমরূপে হইবে আশা হয়।

মাদ্রাজের শ— গত দুই বৎসর হইতে এখানে যাতায়াত করিয়া বক্তৃতাদি দিয়া এ স্থানটিকে একটু জাগাইয়া তুলিয়াছে। অবশ্য তাঁরই ইচ্ছায় এ সব হইতেছে, তাতে আর সন্দেহ নাই। এইরূপেই তাঁর যুগধর্মের প্রসার হইতেছে ও হইবে। আমরা নিমিত্তমাত্র। তিনি ঈশ্বরাবতার। তাঁর কার্য সব অলৌকিক—আমরা কি বুঝিব।

আমি খুব সম্ভব ১৩ই বা ১৪ই এখান হইতে নাগপুর হইয়া মঠে যাইব। নাগপুরেও ঠাকুরের এক আশ্রম হইতেছে। তবে plinth পর্যন্ত গাঁথা হইয়াছে, শুনিয়াছি। তাহা একবার দেখিয়া যাইব, যদি তাঁর ইচ্ছা হয়। তোমরা সকলে ভাল আছ শুনিয়া সুখী হইয়াছি। প্রভু তোমাদের সর্বাঙ্গীণ কুশল করুন, আন্তরিক প্রার্থনা করি। আমার শরীর তত মন্দ নয়। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুনঃ—বসনকে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ দিও, তোমরাও জানিও। ঠাকুরের তিথি-পূজার পূর্বে মঠে পৌঁছিতে পারি আশা হয়—এখন তাঁর ইচ্ছা।

শ্রীশ্রীগুরুদেব (২০৩) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
শ্রীচরণ ভরসা হাওড়া, ১৫।৩।২৫

প্রিয় মুনীন্দ্র,

তোমার ১২।৩ তারিখের পত্র অদ্য পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। আমি ১১ মাসের পর মঠে বিগত ১৯ ফেব্রুয়ারী পৌঁছিয়াছি এবং শরীর মন্দ নাই। তুমি ঢাকায় প্রা৷ত সপ্তাহে আস এবং খোকা মহারাজ, তু— মঃ, নী— মঃ দের সৎসঙ্গে খুব আনন্দ পাইয়া থাক শুনিয়া বড়ই খুশী হইয়াছি। প্রভু দয়া করিয়া তোমার বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি পবিত্রতা ক্রমে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়া দিন এবং তুমি শান্তিতে থাক। রিপু ইত্যাদি তোমাকে কখন বশ করিতে পারিবে না—তাঁর কৃপাবলে তুমিই তাদের বশে রাখিতে সক্ষম হইবে। তাঁর নামে, তাঁর ধ্যানে সব সম্ভব হয়। কোন চিন্তা নাই। জীবন্ত দেবতার শরণ লইয়াছ। তিনি তোমায় দেখিতেছেন। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুপদ (২০৪) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
শ্রীভরসা হাওড়া—২৪।৩।২৫

শ্রীমান্—,

অনেকদিন পরে তোমার পত্র ও রাঁচির শ্রীশ্রীমায়ের ভক্তদের সব কুশল সংবাদ পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। সকলকে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানাবে ও তুমিও জানিবে। আমি তোমাদের যথার্থ ভালবাসি। তোমাদের সকলকে আমার খুব মনে আছে - আর মনে থাকতেই হবে, কারণ তোমরা যে সব মায়ের প্রিয় ছেলে। আমরা সব একসূত্রে গাঁথা।

আন্তরিক আশীর্বাদ করি তোমাদের বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি দিন-দিন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হউক ও তোমরা সর্বাঙ্গীণ কুশলে থাক। Good Friday (গুড ফ্রাইডে)র বন্ধে এদিকে আসিবে, উত্তম কথা। আমি সে সময় খুব সম্ভব মঠে থাকিব। পুনরায় আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

তোমার ও তোমাদের
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব (২০৫) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
শ্রীচরণ ভরসা হাওড়া, ২৬।৪।২৫

শ্রীমান্ নন্দলাল,

বহুদিনের পর তোমার পত্র পাইয়া আনন্দ হইল। মধ্যে মধ্যে নিশ্চয় পত্র লিখিবে, সঙ্কোচের কোন কারণ নাই। আজ অক্ষয় তৃতীয়া—আন্তরিক আশীর্বাদ করি তোমার বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি, পবিত্রতা অক্ষয় হউক, তুমি দিন দিন তাঁর পথে অগ্রসর হও এবং তোমার মন শুদ্ধ, পবিত্র হউক, তুমি বিমল শান্তি অনুভব কর।

ঠাকুরের ইচ্ছায় সী— মহারাজ তোমাদের খুব আনন্দ দিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। যথার্থ সৎসঙ্গের এই ফল।

তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে এবং জ্ঞানেশ্বর, রামানন্দ, বিকাশ, প্রভৃতি সকলকে জানাইবে—বিশু প্রভৃতি সকলকেও জানাইবে। আমরা এখানে সকলে ভাল আছি, ঠাকুরের কৃপায়।

ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(২০৬)

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
হাওড়া, ২৮।৪।২৫

শ্রীমান্—,

কা— মারফত তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তুমি প্র— বাবুর সান্ত্বনার জন্য এবং তাঁর পীড়িত ছেলে দুটীর শুশ্রূষার বন্দোবস্তের জন্য গৌরাবাসে অনেক সময় থাক শুনিয়া আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। গৌরাবাসের Sittingটা (আলোচনা সভা) আবার জাগিয়া উঠিতেছে শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। মেয়েদের Sittingও (আলোচনা সভা) বেশ চলিতেছে, মার ইচ্ছায়, শুনিয়া বড় খুসী হইয়াছি। গৌরাবাস যখন নিবে যাচ্ছিল, তখন ঠাকুরের ইচ্ছায় তুমি ঢাকা আসায় আবার জেগে উঠেছে—এখন আরো জাগবে। প্র— বাবুর এই ধাক্কাতে, ঠাকুরের ইচ্ছায়, খুব পরিবর্তন হইয়া যাইবে আশা করি। তিনি ঠাকুরের অনেক কাজ করিবেন।

ঠাকুরের ইচ্ছায় তোমার আহারেরও সুবিধা হইয়াছে শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। তুমি যেখানেই থাক, ঢাকায় হউক বা যেখানেই হউক, ঠাকুর তোমার সঙ্গে সঙ্গে সর্বদাই আছেন—কোন চিন্তা নাই। তোমার মনে, ঠাকুর ও ঠাকুরের কায ছাড়া, আর কিছুই স্পর্শ করিতে পারিবে না, আমি নিশ্চয় বলছি। তোমার নিজের ভালমন্দ তোমাকে কিছুই ভাবিতে হইবে না, ভাবিও না,—ঠাকুরের ইচ্ছায় সব আমরা দেখিব। তুমি নিজের ভজন, সাধন, ঠাকুরের কায-কর্ম লইয়া আনন্দে থাক। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে এবং প্র-- বাবুকেও দিবে।

আন্তরিক প্রার্থনা করি—ছেলে দুটী শীঘ্র নিরাময় হউক এবং তিনি মনে শান্তি লাভ করুন। এ বিপদে ভগবান্ তাঁকে অনেক শিক্ষা দিতেছেন। এবার তিনি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যাইবেন। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ — (২০৭) — শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
হাওড়া, ১৪।৬।২৫

শ্রীমান্ কালীসদয়,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। ঠাকুরের কৃপায় তোমার গুরু ভক্তিতে তোমার সব অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে নিশ্চয়ই। পুরাতন ছেলেরা, কয়জন পাস করিয়া, অন্যত্র যাওয়ায় ওখানে কাযের কিছু অসুবিধা হইতেছে। তার জন্য কোন চিন্তা নাই। আবার নূতন ছেলে তৈয়ার হইয়া যাইবে, তাঁর কাযের জন্য ও তাঁদের কল্যাণের জন্য। আশ্রমের স্থায়ীত্বের জন্য চেষ্টা করিতেছ, উত্তম। তাহাও তাঁর কৃপায় হইয়া যাইবে। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে, ছেলেদেরও জানাবে। আমার শরীর তত মন্দ নাই। এখানে বেশ বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে। ঠাকুর না করুন, এখানকার স্বাস্থ্য এইবার খারাপ হইবার সম্ভাবনা।··· ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২০৮) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
হাওড়া, ১৫।৭।২৫

শ্রীমান্ বিশ্বনাথ,

তোমাদের কুশল সংবাদে বড়ই সুখী হইলাম। তুমি, তোমার পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী ও বাড়ীর সকলে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। প্রভু, তোমায় বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি খুব বৃদ্ধি করিয়া দিন এবং তাঁর রাজ্যে ক্রমে আকর্ষণ করিয়া লউন এবং তুমি শান্তি অনুভব কর।

আমার শরীর একপ্রকার, তত মন্দ নয়। তবে এখানকার স্বাস্থ্য যে শীঘ্র খারাপ হইতে আরম্ভ হইবে, তার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। তবে প্রভুর ইচ্ছায় তত খারাপ নাও হইতে পারে। গত বৎসর এখানকার স্বাস্থ্য ভাল ছিল। এবারও হয় ত থাকিতে পারে। যা তাঁর ইচ্ছা, তাই হবে—তিনি মঙ্গলময়, ভক্ত-প্রতিপালক।

ইতি— তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(২০৯) রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড়
হাওড়া, ১৭।৭।২৫

শ্রীমান্ কা—,

আজ কয়দিন হইল তোমার ভক্তি ও প্রীতি-পূর্ণ পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম ও আনন্দিত হইলাম। আমি আন্তরিক প্রার্থনা করি তোমার বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি, পবিত্রতা দিন দিন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হউক, এবং তুমি দিন দিন তাঁর রাজ্যে অগ্রসর হইতে থাক। বিবেক, বৈরাগ্য ও ত্যাগের যথার্থ অর্থ তোমার হৃদয়ঙ্গম হউক এবং অনাসক্ত হইয়া যাহা যাহা করিতেছ তাহা খুব আনন্দে কর। তদ্দারা নিজের কল্যাণ হউক এবং আরো দশের ও দেশের কল্যাণ হউক। ইহাই ঠাকুর ও স্বামীজীর শিক্ষা, আর তাঁদের জীবনও জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

এখানকার সব একপ্রকার তাঁর ইচ্ছায় কুশল। স্বাস্থ্য এখানকার এখনও খারাপ হয় নাই ; তবে তার সময় এসে পড়েছে। গত বৎসর মঠের স্বাস্থ্য এরূপ সময় ঠাকুরের কৃপায় বেশ ভাল ছিল। এবারও এখনও পর্যন্ত আছে। তারপর তাঁর যা ইচ্ছা। তোমাদের সর্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি ও তোমরা সকলে জানিবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২১০) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
হাওড়া, ১৮।৭।২৫

মা যা—,

কিছুদিন হইল তোমার কার্ড পাইয়াছিলাম, কিন্তু অনেক কাযে ব্যস্ত থাকায় উত্তর দিতে পারি নাই। যদিও পত্র অনেক সময় লিখিতে পারি না, কিন্তু তোমাকে ঠাকুরের ইচ্ছায় কখনও ভুল হয় না। প্রায়ই মনে পড়ে এবং তোমার মনের শান্তির জন্য আন্তরিক প্রার্থনা করিয়া থাকি। আমি জানি ঠাকুর তোমায় সদাসর্বদা দেখিতেছেন এবং তোমায় রক্ষা করিতেছেন। হরি—, শ—, ও শৈ— তোমায় শ্রদ্ধা করে এবং তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে তাহারা যথাসম্ভব সাহায্য করিতে সতত প্রস্তুত আছে, প্রভুর ইচ্ছায়।

মেয়েদের সিটিং (আলোচনা সভা) মার কৃপায় বেশ চলিতেছে শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। আন্তরিক প্রার্থনা—প্রভু উহার খুব উন্নতি করুন এবং বহু মেয়ের কল্যাণ সাধিত হউক, তুমিও উহা দ্বারা উন্নত হও। প্রার্থনা করি স্থু—ও তোমাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করুক। তুমি সে জন্য বিশেষ চিন্তা করিও না। ঠাকুর তোমার কোন বিষয়ের অভাব রাখিবেন না।···

তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে, আমার শরীর তত মন্দ নয়। তোমার সর্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি। মঠের স্বাস্থ্য এখনও খারাপ হয় নাই, তবে সময় এসেছে। বৃষ্টি এ অঞ্চলে এখনও

ভাল হয় নাই। জলাভাব খুব—চাষের অবস্থা খুব মন্দ—সবই প্রভুর ইচ্ছা। খোকা মহারাজ মঠেই আছেন এবং ভাল আছেন।

ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

(২১১)

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
হাওড়া, ১৫।১০।২৫

মা —,

তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। তুমি আমার শুভ বিজয়ার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। আমার ঢাকা যাইবার কোন স্থিরতা নাই। শরীরটা তত ভাল নয়। শরীরে বাত ও সর্দি অনেক দিন হইতে চলিতেছে। ৺শ্যামাপূজার পর কোন টান জায়গায় যাইবার কথা হইতেছে। খুব সম্ভব ৺কাশী যাওয়া হইতে পারে। খোকা মহারাজ শীঘ্রই ঢাকায় যাইবেন।

এবার ঢাকা মঠে শ্রীশ্রী মা দুর্গার পূজা শৈ— করিয়াছিল শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইয়াছে। সে বড় ভক্তিমান, বিদ্বান, অতি সৎ। প্রভু তার পরম কল্যাণ করুন। তোমরা পূজা দেখিয়া খুব আনন্দ লাভ করিয়াছ শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম।

মেয়েদের সিটিং (আলোচনা সভা) বেশ চলিতেছে শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। মা জগদম্বা ঢাকার মেয়েদের খুব শক্তি দিন, তাঁরা

খুব উন্নত হউন, আন্তরিক প্রার্থনা করি। তুমিও খুব শান্তিতে থাক। মঠের স্বাস্থ্য খারাপ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আন্তরিক আশীর্বাদ করি, তুমি মনের আনন্দে, শান্তির সহিত, বিশ্বাস ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া থাক, তোমার হৃদয় পবিত্র হউক। ইতি— তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২১২) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় পোঃ হাওড়া, ৩১।১০।২৫

মা,

তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। ঠাকুর দয়া করিয়া তোমাকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দিয়াছেন এবং তোমাকে সর্বদাই দেখিতেছেন। তিনি প্রেমময়, ভক্তকে বড় ভালবাসেন। তুমি প্রেমের সহিত বালিকার মত তাঁর কাছে প্রেম, ভক্তি চাহিও। তিনি নিশ্চয় তোমাকে প্রেম দিবেন। জপই তুমি কর। জপ করিতে করিতে ধ্যান আপনি আসিবে, সেজন্য তোমায় চেষ্টা করতে হবে না। জপের সংখ্যা ক্রমে বাড়ান ভাল। তুমি কত হাজার জপ এখন কর আমি জানি না; তবে যত কর তাহা অপেক্ষা বাড়াও—পাঁচশত করিয়া বাড়াও।······

খোকা মহারাজ ঢাকায় গিয়াছেন। আমার শরীর তত মন্দ নয়। ছবি শীঘ্রই ভি. পি. ডাকে পাঠান হইবে। তুমি আমার আন্তরিক

স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। তোমার কোন চিন্তা নাই। ঠাকুরের কৃপায় তোমার মনে খুব শান্তি হবে, মন স্থির হবে। শিশুর মত তাঁর কাছে প্রেম, ভক্তির জন্য প্রার্থনা করিবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২১৩) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
হাওড়া, ১৬।১১।২৫

শ্রীমান্—,

তোমার সুদীর্ঘ পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। মধ্যে মধ্যে এরূপ ভ্রমণে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ হয়, সন্দেহ নাই। আন্তরিক প্রার্থনা করি তোমার শ্রীভগবানে অচল, অটল বিশ্বাস, ভক্তি, জ্ঞান, প্রীতি স্থাপিত হউক, তুমি পবিত্র হও, জীবন ধন্য হউক। সৎসঙ্গে আছ, ইহা মহা সৌভাগ্য।

মঠে এবার ম্যালেরিয়ার প্রকোপ খুব। সুবিমল ও জ্যোতির্ময়ানন্দ খুব ভুগিতেছে। পশুপতির কালাজ্বর সাব্যস্ত হইয়াছে—কলিকাতার অদ্বৈত আশ্রমে আছে, সুচিকিৎসা হইতেছে, পথ্যাদির ব্যবস্থাও ভালরূপ হইতেছে, চিকিৎসক দেখিতেছেন, injection দেওয়া হইতেছে, জ্বর কিছু কমিয়াছে। ৩টা injection (ইনজেক্সন) হইলে জ্বর বন্ধ হইবে। খুব দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, তবে ডাক্তার বলিতেছেন কোন ভয়ের কারণ নাই, একটু ভুগিতে হইবে। দিনাজপুরে

ন—র Typhoid (টাইফয়েড্) জ্বর হইয়াছে। এজন্য চিন্তার বিষয় হইয়াছে। প্রভু তাকে রক্ষা করুন। মঠে জ্ঞান মহারাজ ও ক্ষি— এখনও অন্নপথ্য করে নাই, বোধ হয় কাল করিবে; শ—র অল্প অল্প জ্বর হইতেছে। মোটের উপর মঠের স্বাস্থ্য এখনও খারাপ চলিতেছে। তবে দুদিন হইতে শীতটা পড়িতেছে। খুব সম্ভব এরূপ চলিলে শরীর ভাল হইয়া যাইবে, প্রভুর ইচ্ছায়। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ | (২১৪) | শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় পোঃ হাওড়া, ২৬।১১।২৫

শ্রীমান্ নীলকণ্ঠ,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। শুদ্ধানন্দ স্বামীজীকে যে পত্র তুমি লিখিয়াছিলে তাহা তিনি আমাকে দেখিতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং তাহার উত্তরে তিনি যাহা তোমাকে লিখিয়াছিলেন তাহাও আমাকে জানাইয়াছেন। আমি তাঁর কথা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। মিথ্যা কথা, ছ্যাঁচা জল বেশীদিন থাকে না। লোকে যাহাই কেন রটনা করুক না, তোমরা প্রভুর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাক; তাঁর নাম কর, ধ্যান কর।……তোমরা সত্যস্বরূপ ঠাকুরকে ধরিয়া বসিয়া থাক। তিনি সব ঠিক করিয়া দিবেন।…

ঠাকুর তোমাদের বিশ্বাস পরীক্ষা করিতেছেন এবং উহা দৃঢ় করিয়া দিতেছেন। ইহা তোমাদের এক ঘোর সাধনা। কখনই ভীত হইও না। একমাত্র সত্যস্বরূপ যুগাবতার, যুগধর্ম-সংস্থাপক, অহৈতুক কৃপাসিন্ধু ঠাকুরকে স্মরণ, মনন, তার শ্রীচরণ ধ্যান, তাঁর বিষয় পাঠ, তাঁর গুণকীর্তন করিয়া বসিয়া থাক। গিরিজা বাবু মহা ভক্ত, বিশ্বাসী। উ— বাবুও খুব ভাল লোক। লোকে যাহা ইচ্ছা তোমাদের বলুক, তোমরা তাহাতে কর্ণপাত করিও না। মু— মহারাজ অতি পবিত্র লোক এবং যথার্থ সাধু। সত্যস্বরূপ ঠাকুর সব জানেন। "সত্যমেব জয়তে, নানৃতং"—সত্যেরই জয়, মিথ্যার নয়। লোকে যা ইচ্ছা রচনা করুক।

মঠে এবার খুব ম্যালেরিয়ার প্রকোপ। ২১।২২ জন ভুগিয়াছে। এখন ধীরে ধীরে সব উঠিতেছে। একজন এখনও অন্নপথ্য করে নাই। সকলে খুব দুর্বল। এখন কেহ কোথাও Relief (সেবাকার্য) করিতে যাইতে পারিবে না। এখানে Malaria (ম্যালেরিয়া) একটু কমিতেছে, শীতও পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে।...

আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তোমরা জানিবে। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব (২১৫) রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় পোঃ
শ্রীচরণ ভরসা হাওড়া, ২৯।১১।২৫

শ্রীমান্ শৈ—,

তোমার শেষ পত্রে প্রফুল্লর দেহত্যাগের সংবাদ পাইলাম। পূর্বে পত্র সকল হইতে এইরূপই মনে হইতেছিল যে পীড়া খুব কঠিন; বিশেষ যখন হিক্কার সংবাদ পাইয়াছিলাম তখন হইতেই মনে সন্দেহ হইতেছিল যে তার দেহ এবার হয়ত আর থাকিবে না। যাহা হউক তার আত্মা যে প্রভুর শান্তি-নিকেতনে চিরশান্তি উপভোগ করিতেছে, তার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সে বাল্যকাল হইতেই ভগবদ্ভক্ত, অতি বিশুদ্ধ-চরিত্র, মহাকর্মী। তার অনেক গুণ ছিল; মহা সংযমী, বিদ্বান, অতি দয়ার্দ্র-হৃদয় ও সেবাপরায়ণ। শ্রীশ্রীমার কৃপাও লাভ করিয়াছিল। মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ তাকে বড়ই ভালবাসিতেন। আমরা সকলেই তাকে খুব ভালবাসিতাম। সেও প্রভুর ভক্তদের খুব ভালবাসিত। সে এখন অনন্ত, অক্ষয় শান্তি লাভ করিয়াছে—আমরা নিশ্চয় জানি।

বোধহয় খোকা মহারাজ প্রভৃতি বালিয়াটি হইতে ঢাকায় ফিরিয়াছেন। এই সংবাদে তাঁরা খুবই দুঃখিত হইবেন। যা হোক প্রফুল্ল এখন অমৃতধামে বিরাজ করিতেছে।

তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। বাড়ীতে সকলকে এবং ঢাকা মঠের সকলকেও দিবে। আমার শরীরটা এই পূর্ণিমার

কোটালে খারাপ করেছে। সর্দি খুব বেড়েছে, বাতও সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে। শীঘ্রই আবার কমে যাবে। মঠের ম্যালেরিয়া কিছু কমেছে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ — (২১৬) — শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড়
হাওড়া—২।১২।২৫

শ্রীমান্ পবিত্র চৈতন্য,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। ইতিপূর্বে শৈ—র পত্রে প্রফুল্লর কঠিন পীড়া ও দেহত্যাগের সংবাদ পাইয়াছিলাম। প্রফুল্ল যথার্থ ধার্মিক ছিল। শ্রীশ্রীমার কৃপা পাইয়া মনুষ্য জন্ম সার্থক করিয়াছে। তারপর মহারাজ বাবুরাম মহারাজ তাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। সেও তাঁদের ও আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। ঢাকা মিশনের সে একটা প্রধান Prop (স্তম্ভ) স্বরূপ ছিল। বহু পরিশ্রম করিয়া ঢাকাতে মিশন খাড়া করিয়া তুলিয়াছিল। সে যেমন কর্মবীর, তেমনি Intelligent, (বুদ্ধিমান), সুন্দর লেখাপড়া জানিত, অতিশয় পরোপকারী। তার গুণ লিখিয়া কি জানাইব? ভজন সাধনেও বেশ তৎপর ছিল এবং বহু তীর্থও ভ্রমণ করিয়াছে। সে সংসারে একপ্রকার জীবন্মুক্ত ছিল।···সে যে এখন প্রভুর আনন্দময় রাজ্যে আনন্দে বিরাজ করিতেছে তার আর সন্দেহ নাই।

তার স্ত্রীর সাংসারিক কষ্ট থাকিবে না। তাঁর একটা উপায় ঠাকুরের ইচ্ছায় নিশ্চয়ই হইয়া যাইবে। তুমি তাঁকে আমার নাম

করিয়া বলিও। প্রফুল্ল যেমন মা ও ঠাকুর ও তাঁদের ভক্তদের লইয়া জীবন কাটাইয়া গেল, তিনিও তার পথ অনুসরণ করুন। তিনিও ঠাকুরকে লইয়া জীবন অতিবাহিত করুন। কোন চিন্তা নাই। তাঁর অন্নবস্ত্রের কোন কষ্ট হইবে না। তুমি এ পত্রের এ অংশটা তাঁকে শুনাইয়া দিও।

তোমরাও দেখিও তাঁর যেন অন্নবস্ত্রের কোন কষ্ট না হয়। তা হবে না—ঠাকুরের ইচ্ছায়। একটা কথা তোমায় বলিয়া রাখি—Engineering (ইঞ্জিনিয়ারিং) স্কুলের মাষ্টার ও ছেলেরা সকলে মিলিয়া কিছু টাকা তুলিয়া প্রফুল্লর স্ত্রীকে দিতে পারিলে খুব ভাল হয়। আমার মনে হয়—উহা সম্ভব হইবে। স্কুলের সকলেই তাকে খুব ভালবাসিত ও শ্রদ্ধা করিত।

Funeral Ceremonyও (শবদাহাদি) খুব ভাল হইয়াছিল শুনিয়া বড় আনন্দ হইল। Funeral processionও grand (শব-শোভাযাত্রাও খুব জাকজমক সহকারে) হইয়াছিল—ইহাতে বুঝা যায় যে বহুলোক প্রফুল্লকে ভালবাসিত এবং মান্য ও শ্রদ্ধা করিত।

মঠের স্বাস্থ্য এবার অতিশয় খারাপ হইয়াছিল—অনেকে Malaria (ম্যালেরিয়া) জ্বরে ভুগিয়াছে। এখন ঠাকুরের কৃপায় অনেকটা ভাল। আমার শরীর তত ভাল নয়; তবে একপ্রকার চলে যাচ্ছে, তাঁর কৃপায়। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। বিশ্বরঞ্জন, নরেন, দ্বিজেন, দেবেন, প্রভৃতি সকলকে জানাইবে। খোকা মহারাজ

বোধ হয় এখনও বালিয়াটি হইতে ফেরে নাই। শরদিন্দু বোধ হয় এসেছে। তাকে আমার আন্তরিক স্নেহপ্রীতি জানাবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

পুঃ—বিশ্বরঞ্জনকে বলিও যে ছেলেটি ঢাকা যাবে সে শ্রীশ্রীমার জন্মোৎসবের পর রওনা হইবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২১৭) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় পোঃ হাওড়া—৯।১২।২৫

মা যা—,

আজ কয়দিন হইল তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমার কোন ভয় নাই, মা। ঠাকুর তোমার হৃদয়ে রহিয়াছেন—তোমার হৃদয়নাথ তিনি। তিনি তোমার হৃদয়ে প্রেমসঞ্চার করিতেছেন, তোমার চিন্তা নাই। আমি আন্তরিক আশীর্বাদ করিতেছি—ঠাকুর তোমায় শান্তি দিন।

এতদিনে শ— বোধ হয় ঢাকায় আসিয়াছে। আমি এখন মঠেই আছি। উৎসব সকল আসিয়া পড়িয়াছে। শ্রীশ্রীমার উৎসব গত পরশু সোমবার তাঁরই কৃপায় সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আমার শরীর ভালয় মন্দয় একপ্রকার চলিয়া যাইতেছে। বাত ও সর্দি লাগিয়াই থাকে কখন কম, কখন বেশী।

ভয় নাই মা, ঠাকুর তোমায় সর্বদাই দেখিতেছেন। সংসারে মাঝে মাঝে অশান্তি আসে, তবে ঠাকুর দয়া করিয়া উহা অধিকক্ষণ

থাকিতে দেন না। সংসারে যে যাহাই বলুক, তুমি আপনার ভাবে ঠিক থাক—কাহাকেও কিছু বলিও না। তাদের যা ইচ্ছা বলুক। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। তোমাদের সিটিং (আলোচনা সভা) তাঁর ইচ্ছায় চলিবে। লোক কখন কম, কখন অধিক হইবে—সেজন্য কোন চিন্তা নাই। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২১৮) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড়
হাওড়া, ২২৷১২৷২৫

শ্রীমান্ কালীসদয়,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। তুমি নিরাপদে করিমগঞ্জে পৌঁছিয়াছ শুনিয়া সুখী হইলাম। মঠে প্রভুর কৃপায় সর্বতোভাবেই ভাল ছিলে এবং শুদ্ধ ও সদ্ভাব-অঙ্কিত হৃদয়ে স্বস্থানে ফিরিয়া গিয়াছ, ইহাতে আমি বড় সুখী হইয়াছি। তোমার মনের সমস্ত সৎবাসনা প্রভু দয়া করিয়া পূর্ণ করিয়া নিশ্চয় দিবেন। আমি জানি তুমি নিশ্চয়ই চির শান্তি লাভের অধিকারী হইবে। আর অধিক কি লিখিব? তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে, সমিতির সকল বালককে জানাইবে। আমার শরীর তত মন্দ নয়। ঠাকুরের ইচ্ছায় মঠের একপ্রকার সব ভাল। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২১৯) রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় পোঃ
জেলা—হাওড়া, ২৯।১২।২৫

শ্রীমান্ শৈ—,

আজ কয়দিন হইল তোমার পত্র পাইয়াছি। ৺প্রফুল্লর শোক-সভা খুব সুন্দর হইয়াছিল। বাস্তবিকই প্রফুল্ল যে মহাকর্মী ও ভক্ত, এবং বিদ্বান ও বিশুদ্ধ চরিত্রবান ছিল তার কোন সন্দেহ নাই। সু—র মার কাছে তোমরা মধ্যে মধ্যে অবশ্যই যাইবে। তিনি বাস্তবিকই ঠাকুরকে হৃদয়ের দেবতা করিয়া লইয়াছেন। তাঁর পরম কল্যাণ হইবে। এত প্রকারের নির্যাতন সহ্য করিয়া তিনি ঠাকুরকে হৃদয় হইতে কখন দূরে রাখেন না—তাঁর খুব মনের জোর, ঠাকুরের কৃপায়। প্রার্থনা করি তাঁর সেই জোর শতগুণ বৃদ্ধি হউক।

সু—বাবুর কথা শুনিয়া প্রাণে বড়ই আনন্দ ও আশা হইল। ঠাকুর তাঁকে দিয়া মিশনের খুব কায করাইয়া লউন, প্রার্থনা করি।...

হাঁ, তুমি এখন স্থির হইয়া ঢাকাতেই থাক, শরীরটার উপর নজর রাখিবে। আমার শরীর এখন তত মন্দ নয়। বোধ হয় শীঘ্র একবার বোম্বাই যাইতে হইবে। সেখানে ঠাকুরের নূতন আশ্রম নির্মাণ হইয়া গিয়াছে। গৃহ প্রবেশ হইয়া গিয়াছে। সন্ন্যাসীরা সব নূতন আশ্রমে গিয়াছেন। আমি যাইয়া formal opening (আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন) করি, ইহা তাঁদের বিশেষ ইচ্ছা—এখন প্রভু যেমন করেন। যাহা হয় পরে লিখিব। আবার দেওঘর বিদ্যাপীঠেও ৺সরস্বতী পূজার দিন প্রতিষ্ঠা ও গৃহপ্রবেশ-কার্যাদি

হইবে। সেখানে তাঁরা আমায় যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতেছে। দেখা যাক্ প্রভুর কি ইচ্ছা। এক সময় দুই জায়গায় যাওয়া কি করিয়া হইতে পারে? বোম্বাই আমায় চায়, ১৭ই জানুয়ারীর পূর্বে এবং বিদ্যাপীঠ ১৮ই জানুয়ারী। সুতরাং দুইস্থানে যাইতে হইলে একটা, এক সপ্তাহ পেছিয়ে না দিলে হবে না—সেই রকমই লেখা হয়েছে। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে, বাড়ীর সকলকে জানাইবে। তোমার দাদাকেও আমার আন্তরিক আশীর্বাদ দিও। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী,
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ — (২২০) — শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ, দেওঘর, ৪।২।২৬

শ্রীমান্,—

তোমার চিঠি পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। আমি কার্য-বশতঃ এখানে আসিয়াছি। এখানে আসিয়া শরীরটা একটু খারাপ হইয়াছিল, প্রভুর ইচ্ছায় এখন অনেক ভাল, শীঘ্রই মঠে ফিরিব।

ডিষ্ট্রিক বোর্ড সাহায্য দিতে পারে। আমাদের ত কাশী, বৃন্দাবন ইত্যাদি স্থানে সাহায্য দেয় এবং সেই সব কেন্দ্র মিশনের দ্বারা পরিচালন করা হয়। ডিষ্টিক বোর্ডের দ্বারায় পরিচালিত হইলে কাযকর্মের বিষয়ে তাদের নিয়মের অধীনে হয়ে যেতে হবে। এ বিষয়ে তোমরা যেমন ভাল বোঝ তাই করিও, আমি আর ওতে কি বলিব? যদি তাদের অধীন না করে সৎকার্যের সাহায্যরূপে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড

সাহায্য করে তা'হোলে অতি উত্তম। তা যদি না হয় যাহাতে বহু লোকের কল্যাণ হয় তাই করা ভাল।

বিপদ আপদে পড়লে লোকে বাধ্য হয়ে তাঁর স্মরণ মনন করে। তিনি মঙ্গলময়—তাই বিপদ আপদ দিয়ে লোককে তিনি মঙ্গলের পথে নিয়ে যান। সম্পদে থাকলে লোকে তাঁকে ভুলে যায়। শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রয় নিয়াছ, ভয় কি? চিন্তা নাই, তাঁর শরণাগত হ'য়ে তাঁর চিন্তা এবং সর্বভূতে তিনি আছেন এইটি বিশ্বাস করে যথাসাধ্য তাঁর সেবা করে যাও—ক্রমে তাঁর কৃপায় সব বুঝতে পারবে।

তোমাদের পবিত্রতা, বিশ্বাস, ভক্তি দিন দিন বর্ধিত হউক, তাঁর চিন্তা এবং সেবা করিবার শক্তি শ্রীশ্রীঠাকুর তোমাদিগকে দিন—এই আন্তরিক প্রার্থনা। আমার আশীর্বাদ ও ভালবাসাদি জানিও। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ — (২২১) — শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় পোঃ হাওড়া, ২৭।২।২৬

শ্রীমান্ মুনীন্দ্র,

তোমার পত্র অনেকদিন পরে পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। তুমি কিছুদিনের জন্য ঢাকায় আসিয়াছ জানিলাম। তুমি এখানে আসিতে না পারিলেও প্রভু তোমায় সর্বদাই সর্ব অবস্থাতেই দেখিতেছেন—নিশ্চয় জানিও। আমি প্রায়ই তোমায় মনে করি। আন্তরিক প্রার্থনা করি তুমি সুস্থ শরীরে ও সুস্থ মনে যথাসম্ভব প্রভুর স্মরণ মনন কর।

তিনি বড় দয়াল। ভক্ত দিনান্তে একবারও যদি অল্প সময়ের জন্যও প্রাণের সহিত তাঁকে ডাকে তিনি তাতেই সন্তুষ্ট হন। তিনি প্রেমের ঠাকুর ; প্রেমের সহিত একবার তাঁকে স্মরণ করিলেই তিনি দ্রবীভূত হইয়া যান—ভক্তও কৃতার্থ হইয়া যায় ; তোমার কোন চিন্তা নাই। তিনি তোমায় ভালবাসেন—আমি জানি।

বী— আরোগ্য হইয়া যাইবে, ভয় নাই। আমার আশীর্বাদ তাকে দিও। হে — দেবীকেও দিও। তাঁকেও বলিও—ভয় নাই। ঠাকুর বী— কে ভাল করিয়া দিবেন। ভোগ যে কয়দিন আছে, ভুগিতেই হবে। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে ও বাড়ীর সকলকে জানাবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ — (২২২) — শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
হাওড়া, ৮।৩।২৬

শ্রীমান্ —,

…আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে ও সমিতির সব ছেলেদের দিবে। আন্তরিক প্রার্থনা করি তুমি অধ্যাত্মরাজ্যে খুব অগ্রসর হও। তোমার বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি, জ্ঞান, সেবাপরায়ণতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হউক এবং তুমি মানুষ হও। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২২৩) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় পোঃ
১৩।৩।২৬

শ্রীমান্ সৎপ্রকাশানন্দ,

······আমার শরীর একপ্রকার ভাল আছে। মঠেরও অন্যান্য সমস্ত কুশল। তবে গতরাত্রে ৩৷৹টার সময় ঠাকুরের সেবক প্রভাকর (পাচক) মঠে দেহত্যাগ করিয়াছে। ৬ দিন ভুগিয়াই মারা গেল। পুণ্যাত্মা লোক, বেশী ভোগে নাই, কাহাকেও ভোগায় নাই। ঠাকুরের সামনে গঙ্গাতীরে দেহ রাখিল। প্রথম ৪ দিন সামান্য জ্বর হইয়াছিল। তারপর হঠাৎ Pneumonia (নিউমোনিয়া) হয়। তাহাতে ১৷৹ দিন ভুগিয়া শরীর ছাড়িয়া দিল।······

আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে। তুমি যোগেশের সঙ্গে যাইতে পার। ইতি—

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২২৪) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় পোঃ
হাওড়া, ৪।৪।২৬

মা,

তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। ত্যাগই যে তোমার জীবনের আদর্শ হইবে, আমি তাহা অনেকদিন হইতেই জানি। প্রভুর কৃপায় তোমার জন্ম-জন্মান্তরের সৎ সংস্কার আছে, আমি জানি।···

তুমি ঠিক ধরিতে পারিয়াছ—ঠাকুরের উপর খুব বেশী টান যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ মনের অশান্তি দূর হইবে না। আমি আন্তরিক প্রার্থনা করি – তোমার মনে ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে খুব টান হোক এবং তুমি শান্তি পাও।···তোমার ভোগবাসনা সব ক্রমে ক্রমে দূর হয়ে যাক্—ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। শান্তিতে থাক। আমি বোধ হয় এখনও ২।৩ সপ্তাহ মঠে থাকিতে পারি। আমার শরীর ভঁত মন্দ নাই। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব (২২৫) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর
শ্রীচরণ ভরসা মাদ্রাজ, ১৭।৪।২৬

শ্রীমান্ ম—,

তোমার পত্র পাইলাম। আমি ৮ই এপ্রিল বেলুড় মঠ হইতে যাত্রা করিয়া গতকল্য মঠে আসিয়া পৌঁছিয়াছি।

আমি নিশ্চয় বলিতেছি ঠাকুর তোমার মনে খুব বল দিবেন। তুমি তাঁর নাম নিয়মিতরূপে জপ ও তাঁর কাছে কাতরে বিশ্বাস, ভক্তি ও প্রীতি, বিবেক, বৈরাগ্য, তেজ, ওজঃ—এই সকলের জন্য প্রার্থনা করিতে থাক—নিশ্চয়ই শান্তি পাইবে। তিনি ঈশ্বরের সর্বশক্তির অবতার, যুগগুরু, যুগধর্ম-সংস্থাপক। তাঁর নাম, যাহা তোমায় তাঁর ইচ্ছায় দিয়াছি, তাহাতে শক্তি নিহিত রহিয়াছে। যত নাম করিবে,

যত প্রার্থনা করিবে, ততই ভিতরে শক্তি অনুভব করিবে, আনন্দ পাইবে—আমি বলিতেছি।

আমার এদিক হইতে ফিরিতে বোধ হয় ৪।৫ মাস হইবে। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২২৬) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, মায়লাপুর
মাদ্রাজ, ১৩।৫।২৬

মা,

তোমার পত্র এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।…

তুমি নিশ্চিন্তে বাড়ীতে থাকিয়া প্রভুর নাম জপ, তাঁর ধ্যান, তাঁর পূজা, তাঁর বিষয় পাঠ, তাঁর ভক্তদের সহিত (অবশ্য মেয়েদের) তাঁর বিষয় আলোচনা করিতে থাক এবং সংসারের যাহা কিছু কাযকর্ম থাকে তাহাও করিতে থাক। আমি জানি তুমি শান্তিতে থাকিবে। তুমি ধীর, বুদ্ধিমতী। আমি সর্বদা প্রভুর পাদপদ্মে তোমার কল্যাণ কামনা করি। তুমি নিশ্চয় শান্তিতে থাকিবে এবং তাঁর রাজ্যে অগ্রসর হইবে।…

আমার শরীর তত মন্দ নয়। এখানে আরও কিছুদিন থাকিয়া পরে অন্যত্র যাইব। তুমি এই ঠিকানায় পত্র লিখিও। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিও। ঠাকুরের চিন্তায় একেবারে মগ্ন হয়ে যাও। তোমার সাধন-পথে কোনরূপ বাধা-বিঘ্ন নাই, তাঁর কৃপায়। তোমার

অনুরাগ খুব বৃদ্ধি হউক। ঠাকুরই তোমার প্রাণের প্রাণ, প্রাণের দেবতা, প্রাণের ঈশ্বর। আমি আন্তরিক প্রার্থনা করি—ঠাকুর দয়া করিয়া তোমার প্রাণের অন্তঃস্থল একেবারে অধিকার করিয়া বসুন এবং তুমি তাঁর প্রেম অনুভব কর। দেহ একেবারে ভুলে যাও—ধ্যান-কালে, জগৎ একেবারে ভুল হয়ে যাক্—ধ্যানকালে। আমি জানি তোমার এরূপ অবস্থা সব হইবে—কোন চিন্তা নাই। পুনরায় তুমি আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি— তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২২৭) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর, মাদ্রাজ, ২১।৫।২৬

শ্রীমান্ উ—

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাযের জন্য আমাকে এখানে আসিতে হইয়াছে। ২।১ বৎসর অন্তর এরূপ আসিতে হয়। আমি ২রা মে বেলুড় হইতে যাত্রা করিয়া পথে ৺ভুবনেশ্বর, পুরী, Waltair (ওয়ালটেয়ার) হইয়া ১১ই মে, এ মঠে পৌঁছিয়াছি। এখানকার কায আপাততঃ শেষ হইয়া আসিয়াছে। এক সপ্তাহের মধ্যে বা পরে কোন শীতল পাহাড়ে যাইবার কথা হইতেছে। চিঠি পত্র যদি লেখ তো, এই ঠিকানায় লিখিও, আমি যেখানে থাকি পাইব।...

শ্রীশ্রীঠাকুরের গায়ত্রীর সঙ্গে ব্রাহ্মণের নিত্য গায়ত্রী যেমন জপ করিয়া থাক তাহাও করিবে।

আর কিছু লিখিবার নাই। আশা করি তুমি ও তোমাদের বাড়ীর সকলে ভাল আছ ও আছে। আমার শরীর তত মন্দ নয়। এখানে গরম খুব, তবে অসহ্য নয়। অন্য কাযের কোনরূপ আশা পাইতেছ কি? ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণ ভরসা

(২২৮)

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর
মাদ্রাজ, ৩০।৫।২৬

শ্রীমান্ সম্বুদ্ধানন্দ,

তোমার ২৮।৫ তারিখের পত্র আজ পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তুমি পথে প্রাচীন ভারতের পবিত্র ও বিখ্যাত কতকগুলি তীর্থস্থান দেখিয়া নির্বিঘ্নে বোম্বাই-ঠাকুরের মঠে গিয়া পৌঁছিয়াছ শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। ওখানে তোমরা সকলে ভাল আছ শুনিয়া সুখী হইলাম। আন্তরিক আশীর্বাদ করি ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর স্মরণ মনন ও ধ্যানাদিতে চিত্ত শুদ্ধ করিয়া, তাঁদের কার্য যথাসাধ্য করিয়া ধন্য হও এবং তোমাদের সংস্রবে যাঁরা আসিবেন, তাঁরাও ধন্য হউন।

আমার ও আমাদের সকলের শরীর মন্দ নয়। অবশ্য গরম অতিশয়। খুব সম্ভব ঠাকুরের ইচ্ছায় ৪।৫ দিনের মধ্যে Coonoor (কুন্নুর) যাওয়া হইবে। তোমার অপর পত্র যতী—কে দিয়াছি। জিতেন, কানাই, তুমি ও মু—আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিও। মধ্যে মধ্যে তোমাদের কুশল সংবাদ দিও। আপাততঃ এই ঠিকানায়

লিখিও। ওখানকার অন্যান্য ভক্ত Mr. Jinwala (মিঃ জিনওয়ালা) শিববাবু, Mr. Bilimoria (মিঃ বিলমোরিয়া) প্রভৃতিদের আমার হৃদয়ের ভালবাসা ও আশীর্বাদ দিও। ওখানে থাকিতে থাকিতেই বুঝিতে পারিবে ওখানকার লোকদের কেমন সুন্দর ও ভালবাসা-পূর্ণ হৃদয়। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ (২২৯) হাতীরাম মঠ, উটাকামণ্ড
শরণম্ মাদ্রাজ, ১২।৬।২৬

শ্রীমান্ শরদিন্দু,

তোমার পত্র (৫।৬।২৬) পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। আমরা গত ৪ঠা জুন এখানে আসিয়াছি। এ স্থান শীতল, স্বাস্থ্যকর ও বড়ই রমণীয়। প্রায় ৮০০০ ফুট সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে উচ্চে অবস্থিত। ইহা মাদ্রাজ গভর্ণরের গ্রীষ্ম-নিবাস—যেমন বাংলার দার্জিলিং। শরীর আমার ভাল আছে; তবে বৃদ্ধ শরীর, একটা না একটা কিছু লেগেই আছে; বিশেষ সর্দি ও তার সঙ্গে একটু আধটু বাত। যাহোক ঠাকুরের ইচ্ছায় তত কষ্ট-দায়ক নয়।

তুমি ঢাকায় থাকিয়া ঠাকুরের কাযকর্ম যথাসাধ্য করিতেছ, Sitting (আলোচনা সভা) বেশ একপ্রকার চলিতেছে শুনিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইয়াছি। প্রভুর ইচ্ছায় ওখানে থাকিয়া নিজের সাধন ভজন ও তাঁর কায যথাসম্ভব করিলে তোমার আধ্যাত্মিক

কল্যাণের যদি কিছুমাত্র ক্ষতি হইত তাহা হইলে ঠাকুরের ইচ্ছায় আমি কখনই তোমাকে ওখানে থাকিতে বলিতাম না। আমি জানি ঠাকুরের ইচ্ছায় ওখানে তোমার নিজের আধ্যাত্মিক কল্যাণ হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেকের (অর্থাৎ তোমার সংস্রবে যারা আসিবে) কল্যাণ সাধিত হইবে।…

ম— ওখানে আসিয়াছে শুনিয়া সুখী হইয়াছি। সে খুব ভাল ছেলে। তাকে আমার স্নেহ ভালবাসা ও আশীর্বাদ দিও।

এখানেও একটী ছোটখাট ঠাকুরের মঠ নির্মাণ হইতেছে। কায প্রায় শেষ হইয়া আসিল। খুব সম্ভব আমি ঠাকুরের ইচ্ছায় উহার opening (উদ্বোধন) করিয়া যাইতে পারি। এখানকার ও মাদ্রাজের কতিপয় গৃহস্থ ভক্ত মিলিয়া মঠটি করিতেছেন। তাঁরা ঠাকুর ও স্বামীজীকে খুব শ্রদ্ধা করেন। গতবার আমি যখন এখানে আসি তখনই এই Siteএ (এইস্থানে) দুই একার জমি পাওয়া গিয়াছিল।

আশ্চর্যের বিষয় একজন ধোপা ঐ জমি দান করিয়াছিল। সে বড়ই ভক্তিমান ও দীন-স্বভাব। সে মা শীতলার ভক্ত। মা তাকে স্বপ্নে বলিয়াছিল যে "তোর কাছে কোন লোক মঠ করিবার জন্য জমি চাইতে আসিবে। এলে তুই তাকে দিস্"। একবার নয়, ২।৩ বার এরূপ স্বপ্নে দেখে। শেষে তাহাই ঘটিল। ঠাকুর মহা-মহিমার্ণব ঈশ্বরাবতার; কোথায় কাহার দ্বারা তাঁর কি কায করাইয়া লন আমরা কিছুই জানিতে পারি না। ধন্য তিনি! ধন্য

যুগধর্ম সংস্থাপক !! জীবকে দয়া করুন—আমরা ধন্য হই, জগৎ ধন্য হউক !!!

তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। বিশ্বরঞ্জন, হ— প্রভৃতি সকলকে জানাইও। তোমার শরীর ভাল আছে ত? কলমা গিয়াছিলে খবর পাইয়া বড়ই আনন্দ হইয়াছে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ — (২৩০) — শ্রীহাতীরামজী মঠ, উটকামণ্ড দক্ষিণ ভারত, ২৭।৬।২৬

মা সরসী,

তোমার ও মন্মথের পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি এখন একটু শারীরিক ও মানসিক ভাল আছ শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। আন্তরিক প্রার্থনা করি, তুমি অধ্যাত্ম রাজ্যে খুব অগ্রসর হও এবং শান্তিতে থাক। সনতের পত্র আমি পাইয়াছি। সে এখন অনেকটা ভাল আছে। অনাদির পত্র ৺কামাখ্যা হইতেও পাইয়াছি। সে দার্জিলিংএ গিয়া অনেকটা ভাল হইয়াছে এবং এখনও পর্যন্ত ভালই আছে লিখিয়াছে। প্রার্থনা করি, সে সম্পূর্ণ সুস্থ হউক এবং ঠাকুরের কায করুক। তার দ্বারায় অনেক ছেলের বহু কল্যাণ সাধিত হইতেছে। প্রভুর কৃপায় সে সুস্থ শরীরে দীর্ঘকাল জীবিত থাকুক।

মন্মথ কাযে খুব ব্যস্ত আছে, মধ্যে মধ্যে তাদের কায খুব বেশী

পড়ে। তা হোক, তার ঠাকুরের উপর খুব বিশ্বাস আছে। সে উদ্ধার হয়ে যাবে, কোন সন্দেহ নাই।

এ খুব স্বাস্থ্যকর স্থান, তার কোন সন্দেহ নাই। তবে এখানকার বর্ষা অতি ভয়ঙ্কর। যখন আরম্ভ হয়, তখন আর ৫।৭ দিন সূর্যদেবের দর্শন হয় না; তার উপর জোর বাতাস বইতে থাকে, সেইটাই ভয়ানক কষ্টকর ও অসুবিধাজনক। সে সময় এখানে সমতল থেকে বায়ু পরিবর্তনের জন্য যাঁরা আসেন তাঁরা প্রায় থাকেন না - সব নামিয়া যান। আমাদেরও সে সময় নামিয়া যাইতে হইবে। তারও বড় বেশী দেরী নাই। শরীর আমার এখানে অনেকটা ভাল আছে, স্বাস্থ্যেরও উন্নতি অনেক হইয়াছে, তাঁর কৃপায়। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। খুব এগিয়ে যাও, প্রার্থনা করি। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২৩১) শ্রীহাতীরামজী মঠ, উটকামণ্ড দক্ষিণ ভারত, ২৮।৬।২৬

শ্রীমান্ শ—,

তোমার ২৩।৬ তারিখের পত্র গতকল্য ২৭।৬ তারিখে পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। প্রভুর ইচ্ছায় আমি তোমাকে ঢাকায় যেরূপে চলিতে হইবে তাহা লিখিয়াছি। তুমি তাঁর ইচ্ছায় সাধ্যমত তাহা করিতে চেষ্টা করিতেছ জানিয়া বড়ই আনন্দ হইল। ঐরূপই

করিতে থাক। তোমার পরম মঙ্গল হইবে এবং তোমার সংস্রবে যাহারা আসিবে তাদেরও মঙ্গল হইবে। স্বামীজী মহারাজের প্রাণের এইরূপ ইচ্ছা ছিল "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" (নিজের মুক্তি ও জগতের হিত) ; আমারও তাই সম্পূর্ণ ইচ্ছা যে আমাদের ছেলেরাও ঠিক সেই ভাবেই জীবনকে প্রস্তুত করিবে এবং নিজে ধন্য হইবে ও দশজনকে ধন্য করিবে। কোন চিন্তা নাই, প্রভুর ইচ্ছায়, নিশ্চিন্তে অগ্রসর হও।

অবশ্য মহারাজ তোমায় যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহাই তোমার ideal (আদর্শ), তার কোন সন্দেহ নাই। আমিও তোমায় তাহাই বলি। কিন্তু সকালে তুমি অনায়াসে জপধ্যান নিত্যই করিতে পার। একটু ভোর ভোর উঠিয়া অনেকক্ষণ অনায়াসে উহা করিতে পার। সন্ধ্যায় যেদিন sitting (আলোচনা সভা) থাকিবে, তাহাতেও অবশ্য যোগদান করা চাই। তাহাও কোন অংশে জপধ্যানের অপেক্ষা কম সাধনা নয়, এটি মনে রাখিও। ভগবৎ-ভজন এবং ঠাকুর স্বামীজীর গ্রন্থাদি পাঠ যাহা sitting-এ (আলোচনা সভায়) হয় তাহা জপ-সাধনের অপেক্ষা বিন্দুমাত্র কম নয়। জপ-ধ্যান কেবল নিজেরই কল্যাণের জন্য হয় ; আর ভগবৎ-ভজন ও ঠাকুর স্বামীজীর গ্রন্থাদি ভক্তদের সঙ্গে পাঠে তোমার নিজেরও কল্যাণ, দশজন ভক্তেরও কল্যাণ হয়। সুতরাং তোমার দ্বিধা করিবার কোন প্রয়োজন নাই— আমি বলিতেছি।

তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিও। আন্তরিক প্রার্থনা করি, তুমি তাঁর রাজ্যে খুব অগ্রসর হও। তোমার বিশ্বাস, ভক্তি,

প্রীতি, জ্ঞান পবিত্রতা, বিবেক, বৈরাগ্য, বিদ্যা, বুদ্ধি দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকুক। মঠের সকলকে আমার স্নেহাশীর্বাদ দিও। এখানকার সব কুশল, ঠাকুরের কৃপায়। ইতি— তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২৩২) শ্রীহাতীরামজী মঠ, উটকামণ্ড মাদ্রাজ, ৩।৭।২৬

শ্রীমান্—চৈতন্য,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। যাহোক প্রভুর ইচ্ছায় এখন অনেকটা ভাল হইয়াছ শুনিয়া সুখী হইলাম। প্রার্থনা করি তুমি ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ সুস্থ হও। শরীর সবল ও সুস্থ হইলে তাঁর কৃপায় আবার জপধ্যান-সব ঠিক ঠিক হইবে—কোন চিন্তা নাই। শরীরের অসুখ সকলেরই হয়। মধ্যে মধ্যে কাহারো কাহারো খুব বেশীও হয়—আবার তা সারিয়া যায়। ও জন্য হতাশ হইবার কোন প্রয়োজন নাই।

প্রভু ভক্তকে সকল অবস্থায়ই দেখেন—তোমার কোন চিন্তা নাই। মঠে সব ভক্তদের সঙ্গে থাকিতে পাইয়াছ—সকলেই তোমাকে ভালবাসে। ইহা বড় সৌভাগ্যের কথা। ইহা ঠাকুরের মহাকৃপা বলিয়া জানিবে। আর অধিক কি লিখিব? তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি— তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

পুঃ—আমার শরীর এক প্রকার ভাল আছে। এখানে ঠাকুরের একটী ছোট খাট মঠ এখানকার কতকগুলি ভক্ত মিলিয়া করিতেছে। খুব সম্ভব একমাসের ভিতর উহার নির্মাণ কার্য শেষ হইয়া যাইবে এবং প্রতিষ্ঠা হইবে। তারপর এখান হইতে ব্যাংলোর, মাইসোর যাইতে পারি, যদি ঠাকুরের ইচ্ছা হয়। মঠে কবে ফিরিব ঠিক এখনও বলিতে পারি না। অক্টোবরের শেষে বা নভেম্বরের প্রথমে হইতে পারে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২৩৩) শ্রীহাতীরামজী মঠ, উটকামণ্ড
দক্ষিণ ভারত, ৪।৭।২৬

শ্রীমান্ সুধীর,

এদিকে আসা অবধি তোমার কোন পত্রাদি পাই নাই এবং আমিও লিখি নাই। তবে ললিতের পত্রে তোমার একটু আধটু সংবাদ পাই। আশা করি ঠাকুরের কৃপায়, তুমি শারীরিক ও মানসিক ভালই আছ। আমরাও এখানে ভাল আছি। মাদ্রাজে প্রায় তিন সপ্তাহের উপর ছিলাম। শেষটা সেখানে ভয়ানক গরম হইয়া উঠিয়াছিল এবং ঠাকুরের যে কাযের জন্য সেখানে আসিয়াছিলাম তাহাও প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছিল, বাকী যাহা ছিল তাহা এখান হইতেই হইতেছিল এবং এখনও কিছু কিছু হইতেছে।

এ স্থান অতি শীতল এবং বড় রমণীয়। সমুদ্র তীর হইতে প্রায় ৮০০০ ফিট্ উপরে। যেখানে আমরা আছি ইহা প্রায় ৭৫০০ ফিট্ উপরে। যে বাড়ীতে আমরা আছি, ইহা দাক্ষিণাত্যের মহা প্রসিদ্ধ

তীর্থ তিরুপতি বা বালাজীর—মোহ ন্তমহারাজের। তিনি খুব ধনী। ইহা তাঁর গ্রীষ্ম-নিবাস। এবার তিনি এখানে আসেন নাই। ঠাকুরের ইচ্ছায় আমাদের দিন কতকের জন্য থাকিতে দিয়াছেন। আমরা বিগত ৪ঠা জুন এখানে আসিয়াছি। আজ এক মাস হইল। যদি ঠাকুরের ইচ্ছা হয় তো খুব সম্ভব এ মাসটাও (জুলাই) এখানে থাকিতে পারি।

এখানেও ঠাকুরের একটি ছোট খাট মঠ নির্মাণ হইতেছে। স্থানীয় কতকগুলি মধ্যবিৎ অবস্থার ভদ্রলোক ও মাদ্রাজের কতক ভক্ত যাঁরা প্রতিবৎসর গভর্ণরের সঙ্গে এখানে আসেন (ইহা মাদ্রাজ গভর্ণরের গ্রীষ্মনিবাস, যেমন বাংলার দার্জিলিং) তাঁরা মিলিত হইয়া মঠটি করিতেছেন। আমি দুই বৎসর পূর্বে যখন এদিকে আসিয়াছিলাম তখন এই মঠের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছিলাম। এবার বোধ হয় প্রভুর ইচ্ছায়, উহার প্রতিষ্ঠাও প্রভু আমার দ্বারা করাইতে পারেন। যেমন তাঁর ইচ্ছা হয় হইবে।···

তুমি ও তোমরা সকলে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। প্রার্থনা করি তুমি আধ্যাত্মিক রাজ্যে খুব অগ্রসর হও। তোমার বাবা ও মা কেমন আছেন? আর আর ভাইরা সব কেমন আছে? তুমি তোমার বাবার কায একটু আধটু দেখছো তো?

তোমার ও তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুঃ—অ— কেমন আছে? তার মা, ভাই, বোন ও বাবা, সকলে কেমন আছেন? তার মা টি বড় ভাল, তাঁর হৃদয় পবিত্র ও ভালবাসায় ভরা। তাদের সকলকে আমার আশীর্বাদ ও স্নেহভালবাসা দিও।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২৩৪) শ্রীহাতীরামজী মঠ, উটকামণ্ড মাদ্রাজ, ৫।৭।২৬

শ্রীমান্ মু—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তোমাদের বাসায় অনেকদিন হইতে অনেকের ব্যারাম চলিতেছে শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। প্রার্থনা করি মা সকলকে আরোগ্য করিয়া দিন। ভয় নাই—শীঘ্রই ঠাকুরের কৃপায় সব ধীরে ধীরে আরোগ্য হইয়া যাইবে। তোমারও সর্দি আরোগ্য হইয়া যাইবে শীঘ্র। শ্রীশ্রীঠাকুর তোমাকে ও তোমাদের সকলকে তাঁর শ্রীচরণে অচল, অটল বিশ্বাস ও ভক্তি দিন ও তোমরা পূর্ণকাম হইয়া শান্তিতে থাক ও মনের সন্দেহ দূর হইয়া যাউক।

তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে ও বাসায় সকলকে জানাবে।··· ইতি—

তোমার ও তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২৩৫) শ্রীহাতীরামজী মঠ, উটকামণ্ড
দক্ষিণ ভারত, ৫।৭।২৬

শ্রীমান্ যোগেন্দ্রনারায়ণ

মঠ হইতে লিখিত তোমার 30th June (৩০শে জুনের) পত্র গতকল্য বৈকালে পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। তোমার পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী ও গৌর প্রভৃতিকে লইয়া ছেলেরা সব বাড়ী গিয়াছে শুনিয়া সুখী হইলাম। তুমিও মেদিনীপুর হইয়া বাড়ী যাইতেছ, উত্তম।···

লালগড়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও বিদ্যালয়ের ভিত্তি-স্থাপন ২৮ শ্রাবণ হইবে ও মঠের সন্ন্যাসীরা তদুপলক্ষে সেখানে যাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। আন্তরিক প্রার্থনা—ঠাকুর উহা সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়া দিন। উহা অতি উত্তম কার্য। উহা দ্বারা বহু লোকের কল্যাণ সাধিত হইবে, তার কোন সন্দেহ নাই। হউক, এই শুভকার্য সিদ্ধ হউক। জয় প্রভু! জয় স্বামীজী!! জয় মা!!!

এখানে খুব শীত পড়িয়াছে। বিশেষ বর্ষা আরম্ভ হবার পর দিন রাত মেঘাচ্ছন্ন এবং জোর হাওয়া ঝড়ের মত বহিতেছে। এখানকার ইহা স্বাভাবিক, প্রতি বৎসরই এইরূপ হয়; কিন্তু এ সময় লোকের স্বাস্থ্য খুব ভাল থাকে, সত্যই তাহা, আমি ও আমরা বুঝিতেছি। আর একটু বেশী বর্ষা হইলে ঘরে chimney (আগুন) জ্বালাতে হবে। এখানে জিনিষ পত্র খুব দুর্মূল্য, কিন্তু সবই পাওয়া যায়। একটা waterproof coat এবং rubber-sole (বর্ষাতি

ও রবারের) জুতা এক জোড়ার বিশেষ দরকার; তা না হইলে ঘরের বাহিরে যাবার জো নাই। এখনও মাস খানেক বা কিছু বেশী এখানে থাকিতে হইবে।

এখানকার কতকগুলি সাধারণ অবস্থার ভক্ত মিলিত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি মঠ করিতেছেন। উহার নির্মাণ কার্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল। এক মাসেই হইয়া যাইবে এবং প্রতিষ্ঠাও হইবে। আমি দুই বৎসর পূর্বে ইহার ভিত্তিস্থাপন করিয়া গিয়াছিলাম। এবার ঠাকুরের ইচ্ছায় ইহা সম্পূর্ণ নির্মিত হইয়া আসিল দেখিতেছি এবং ঠাকুর তাঁর এই দাসের দ্বারায় ঐ মঠে প্রতিষ্ঠিত হইবেন দেখিতেছি। সব তাঁর ইচ্ছা, তাঁর মহিমা। তিনি কতস্থানে কত ভক্ত দ্বারা প্রচার করিয়া কত কত লোককে ধন্য করিতেছেন ও করিবেন তাহার ইয়ত্তা কে করে? তিনি যুগাবতার, যুগধর্ম সংস্থাপন করিতে সসাঙ্গোপাঙ্গ আসিয়াছেন। তাঁহার কার্য আমরা কি বুঝিব? ধন্য প্রভু! জয় প্রভু!!

...আমার আন্তরিক স্নেহ আশীর্বাদ তুমি, রাণী মা ও ছেলেমেয়েরা সকলে জানিবে ও তোমার পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণীকেও দিবে। আমার শরীর মোটের উপর ভাল আছে; তবে বৃষ্টি ও ঝড়ের জন্য বেড়াইতে পারিতেছি না। এখানে না বেড়ালে শরীর আদৌ ভাল থাকে না। একদিন বেড়াতে গিয়ে সব ভিজে গেল, জুতা, মোজা, কাপড় সব; তাতে সর্দি হয়ে গেছে।...মাসখানেক কাটিয়ে দিতে পারিলে তাঁর ইচ্ছায় পরে ব্যাংলোর যাইব। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২৩৬) শ্রীহাতীরামজী মঠ, উটকামণ্ড
মাদ্রাজ, ১০।৭।২৬

শ্রীমান্ কা—,

···আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে, ছেলেদেরও সকলকে দিবে। প্রার্থনা করি তোমার বিশ্বাস, ভক্তি, জ্ঞান, পবিত্রতা সেবাপরায়ণতা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকুক এবং তোমার সংস্রবে যাঁরা আছেন ও আসিবেন, তাঁরাও অধ্যাত্মরাজ্যে অগ্রসর হউন; প্রভু তাঁদের জীবনও ধন্য করুন।

আমার শরীর মোটের উপর তাঁর ইচ্ছায় ভালই আছে। এখানে এইবার monsoon (বর্ষা) নামিয়াছে। খুব বৃষ্টি ও সঙ্গে সঙ্গে জোর হাওয়া S. W. (দক্ষিণ পশ্চিম দিক) থেকে বহিতেছে। খুব ঠাণ্ডা। কিন্তু এ সময় এখানকার স্বাস্থ্য খুব ভাল হয় সকলে বলিতেছেন, আমরাও একটু একটু বোধ করিতেছি। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২৩৭) শ্রীহাতীরামজী মঠ, উটক্যামণ্ড
দক্ষিণ ভারত, ১০।৭।২৬

শ্রীমান্ বি—,

তোমার ২।৭।২৬ তারিখের পত্র যথাসময়ে পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। তোমাদের বাড়ীর কাজে হাত দেওয়া হইয়াছে শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইয়াছে। আশীর্বাদ করি বাঁড়ী নির্মাণ কার্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হউক এবং তোমরা সব ঠাকুরের কৃপায় নিজের বাড়ীতে গিয়া বাস কর। তোমার মাতাঠাকুরাণীর মনও একটু সন্তুষ্ট হউক। তাহা হইলে আমার খুব আনন্দ হইবে।

তুমি বদলির জন্য দরখাস্ত করিয়াছ এবং তাহারা তোমার নাম Note করিয়া (লিখিয়া) রাখিয়াছে শুনিয়া সুখী হইয়াছি। ঠাকুরের ইচ্ছায় মঙ্গলই হইবে।

প্রেরিত ৫৲ টাকা পাইয়াছি। এখন তোমাদের টাকার অনেক প্রয়োজন হইবে বাড়ির জন্য ; সুতরাং এখন আমাকে টাকা পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। ঠাকুরের কৃপায় আমার কোন অভাব হইবে না। ...

কোন চিন্তা নাই,—ঠাকুর তোমাকে, তোমার দাদাদের সকলকেই তাঁর শ্রীচরণে শুদ্ধা ভক্তি প্রেম নিশ্চয়ই দিতেছেন ও দিবেন—আমি নিশ্চয় বলিতেছি। যথাসাধ্য তাঁর নাম জপ ও শ্রীমূর্তির ধ্যান ও তাঁর শ্রীচরণে আন্তরিক প্রার্থনা করিতে থাক। তোমাদের মনোবাঞ্ছা সব পূর্ণ হইবে নিশ্চয়ই।

আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি, তোমার সেজ দাদা ও সকল ভাইয়েরা ও তোমার পূজনীয়া মা—সকলে জানিবে। আমার শরীর

মোটের উপর ভালই আছে। এখান Monsoon break (বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে) করিয়াছে। খুব বৃষ্টি ও জোর হাওয়া—ইহা এখানকার এ সময়ে স্বাভাবিক। খুব ঠাণ্ডা, সময়ে সময়ে ঘরে আগুন জ্বালিতে হয়। স্বাস্থ্য এ সময় এখানকার খুব ভাল হয়—এখানকার লোক সব বলিতেছেন। আমাদের আর আর সকলেও ভাল আছে। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণ ভরসা

(২৩৮)

শ্রীহাতীরামজী মঠ, উটকামণ্ড
মাদ্রাজ, ১৬।৭।২৬

শ্রীমান্ সুধীর,

তোমার ভক্তি ও ভালবাসাপূর্ণ পত্র যথা সময়ে পাইয়াছিলাম এবং পাঠ করিয়া বড় আনন্দ পাইয়াছি। প্রার্থনা করি ঠাকুর তোমার হৃদয় জ্ঞান ও প্রেমে পূর্ণ করিয়া দিন, আনন্দের অতীত অবস্থায় তোমায় লইয়া যান।...

তোমার ৪র্থ ভাইএর কথা শুনিয়া বড় সুখী হইয়াছি। সে গদাধর আশ্রমে যাইয়া ঠাকুরের দর্শন ও স্মরণ অনেকক্ষণ করিয়াছিল জানিয়া বড়ই আনন্দ হইল। আন্তরিক প্রার্থনা করি, ঠাকুর তাঁর হৃদয়ে বিশ্বাস, ভক্তি ও প্রেম দিয়া তাঁকে একেবারে মজিয়ে দিন এবং সে শান্তি পাক্। সে কি তোমাদের সঙ্গে ফিরে এসেছে? তাকে

আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ দিও এবং গদাধর আশ্রমে মধ্যে মধ্যে আনিও।

অরুণের কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। সে বড় সরল ও অতি পবিত্র, তার হৃদয়ে প্রেম আছে। আমি তাকে বাস্তবিকই ভালবাসি। প্রার্থনা করি ঠাকুর তার পরম কল্যাণ করুন।

তুমি যে লিখেছো "শ্রীভগবানকে যে কেন ভালবাসি তা ঠিক করতে আজও পারি নাই" ইহা খুব ঠিক। ভগবানকে ভালবাসা তোমার 'সহজাত' এবং যার হয় সে তাঁর আপনার লোক। তোমার ভালবাসা কেবল এ জন্মের নয় ইহা জন্ম-জন্মান্তরের। তুমি তাঁকে ভাল না বেসে কখনই থাকতে পারবে না—তাহা আমি জানি। তোমার দর্শনের কথা তুমি আরো একদিন আমাকে বলেছিলে, আমার মনে আছে। আমি সেই দিন থেকেই জানি যে তুমি তাঁর বড়ই আপনার লোক, পরম আত্মীয়। তোমার তাঁকে ভালবাসা স্বাভাবিক। আমি তোমাকে সেই জন্য বড় পত্রাদি লিখি না। আমি জানি তুমি তাঁকে বড় ভালবাস, আর সেটা সাধনা করে নয়, স্বাভাবিক, আর অধিক এ বিষয়ে লিখিব না। তুমি ঠাকুরের, ঠাকুর তোমার এ জন্মের নয়, জন্ম-জন্মাতরের।

আমার আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে এবং তোমার বাবা, মা, মেজ দিদিকে ও ছোট বোনটীকেও জানাবে। সে বড় ভাল ও সরল, তার ভক্তি খুব। আমার ও অন্যান্য সকলের শরীর ভোলা। তোমার ও তোমাদের সর্বাঙ্গীন কুশল প্রার্থনা করি। অরুণকে আমার

কথা বলিও এবং আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ দিও। তার মাকেও, বোনদেরও আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ দিও। ইতি—

তোমার ও তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব (২৩৯) শ্রীহাতীরামজী মঠ, উটকামণ্ড
শ্রীচরণ ভরসা মাদ্রাজ—২০।৭।২৬

শ্রীমান্ পবিত্রচৈতন্য,

আজ সু—র মা'র প্রদত্ত তোমার প্রেরিত ২০৲ টাকা পাইলাম। তাঁকে আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহ প্রীতি জানাইও। তুমি ও মঠের সকলে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। এখানে ঠাকুরের ইচ্ছায় সব মঙ্গল। তোমাদের সর্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি। তোমরা সকলে ও সু—র মা প্রভৃতি ভাল আছ জানিয়া সুখী হইলাম।

শুনিয়া থাকিবে, এখানে কতকগুলি ভক্ত মিলিয়া ঠাকুরের একটী ছোটখাটো মঠ করিতেছেন। উহার নির্মাণকার্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল। ৩ সপ্তাহের মধ্যেই বোধ হয় হইয়া যাইবে। তারপরই ঠাকুর মঠে বসিবেন। ২ বৎসর পূর্বে আমি যখন এদিকে থাকিয়াছিলাম তখন ইহার ভিত্তি স্থাপন হইয়াছিল। ঠাকুরেরই ইচ্ছায়, এবার আসিয়া, উহার প্রতিষ্ঠাও দেখিব। এই সব তাঁর যুগধর্ম স্থাপনের পরিচয়। কত স্থানের কত ভক্তের দ্বারা কত রকমে তিনি তাঁর মহিমা

প্রচার করিতেছেন তাহা কেহই জানে না। ধন্য প্রভু! তোমার ধর্ম-স্থাপনের লীলা! আমাদের বিশ্বাস, ভক্তি তোমার অবতারত্বে দিন দিন দৃঢ় দৃঢ়তর করিয়া দাও—জীবের কল্যাণ হউক। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণভরসা

(২৪০) শ্রীহাতীরামজী মঠ, উটকামণ্ড
মাদ্রাজ, ২৫।৭।২৬

শ্রীমান্ সরোজ,

অনেকদিন পর তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। কিন্তু তোমার শরীর এখনও সারে নাই জানিয়া দুঃখিত হইলাম। বরাহ-নগর কুটীঘাটায় এক বাসাতে আসিয়াছ এবং Hydropathy (জল চিকিৎসা) করিতেছ এবং তাহাতে একটু ভাল বোধ করিতেছ শুনিয়া একটু আনন্দ হইল। আন্তরিক প্রার্থনা করি তুমি এই চিকিৎসাতেই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ কর। তোমার প্রেরিত আমসত্ত্ব পাইয়াছি।

আমার শরীর এখানে ভাল আছে ঠাকুরের ইচ্ছায়। ইহা অতি স্বাস্থ্যকর স্থান about 8000 ft. above the mean sea level (সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৮০০০ ফিট উচ্চে) আমরা যেখানটা আছি 7500 ft. above sea level (সে স্থানটী প্রায় ৭৫০০ ফিট উচ্চে) বাড়ীটি খুব চমৎকার, অতি নির্জন। ইহা তিরুপতির (বালাজী) মোহন্ত মহারাজের গ্রীষ্ম নিবাস। এবার তিনি এখানে আসেন

নাই—দয়া করিয়া ঠাকুরের ইচ্ছায় আমাদের কিছু দিনের জন্য থাকিতে দিয়াছেন। আমরা সম্ভবতঃ আগষ্ট মাস পর্যন্ত এখানে থাকিতে পারি। তুমি হতাশ হইও না। ঠাকুরের ইচ্ছায় তোমার মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে।

এখানকার স্থানীয় কতকগুলি মধ্যবিত্ত অবস্থার ভক্ত মিলিয়া ঠাকুরের একটি ছোটখাট মঠ করিতেছেন। দুইবৎসর পূর্বে আমি যখন এদিকে আসিয়াছিলাম তখন ইহার ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছিলাম, ঠাকুরের ইচ্ছায়। এবার আসিয়া দেখিতেছি উহার নির্মাণ কার্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। ২।৩ সপ্তাহের মধ্যেই সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে এবং ঠাকুর মঠে বসিবেন। এইরূপ তাঁর লীলা কত স্থানে কত ভক্তের ভিতর দিয়া প্রচার হইতেছে তাহা কেহই জানে না। এই রূপেই ভগবান্ যুগধর্ম সংস্থাপন করেন। তাঁর মহিমা অপার।

তুমি প্রাণের সহিত তাঁকে ডাক—তোমার নিশ্চয়ই মঙ্গল হইবে। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে। কুটীঘাটার পরপারেই মঠ। ষ্টীমার হওয়ায় যাইবার আসিবারও খুব সুবিধা হইয়াছে তাঁর কৃপায়। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২৪১) শ্রীহাতীরামজী মঠ, উটকামণ্ড
দক্ষিণ ভারত, ১১।৮।২৬

মা সরসী,

তোমার ৪ঠা আগষ্ট তারিখের পত্র পাইয়া বড়ই চিন্তিত রহিলাম। মন্মথের অসুখ এবার এত বাড়াবাড়ি হইয়াছিল শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছি। যা হোক প্রভুর কৃপায় এখন কমের দিকে আসিয়াছে, ইহা খুবই আশাপ্রদ। এবার আরোগ্য হইয়া একটা লম্বা ছুটি লইয়া কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে কিছুকাল গিয়া থাকিলে ভাল হয়—হয় ৺কাশী, না হয় ৺বৈদ্যনাথ অথবা ৺ভুবনেশ্বর। অবশ্য এ সব স্থানের স্বাস্থ্যের খবর ভাল করিয়া লইয়া যাওয়া উচিত। প্রার্থনা করি মন্মথ শীঘ্র সম্পূর্ণ সুস্থ হউক। ভয় নাই, ঠাকুরের কৃপায় সে ভাল হইয়া উঠিবে। শরীর থাকিলেই তাহার ভোগ (সুখ দুঃখ) সকলকেই ভুগিতে হয়—ইহা অনিবার্য।

ঠাকুরের ইচ্ছায় আমার আবশ্যকীয় টাকাকড়ির জন্য ভাবিতে হয় না। সবই তিনি যোগাড় করিয়া দেন। এখানে আমরা এবার ৭।৮ জন আছি। ঠাকুরের কৃপায় থাকিবার অতি উত্তম স্থান পাইয়াছি। এখানে জিনিষপত্র ভয়ানক দুর্মূল্য। বর্ষা এখানে অতিশয়, ঠাণ্ডাও খুব; কিন্তু স্বাস্থ্য খুব ভাল, দৃশ্যও অতি মনোহর, ভগবৎ-উদ্দীপনা খুব হয়। ধ্যান ভজন ঠাকুরের কৃপায় এখানে খুব ভাল হয়। বাড়ীটি অতি নির্জন—সহরের অনেক উপরে। কোনপ্রকার শব্দ বা গোলমাল কিছুই নাই। চতুর্দিকে বড় বড় গাছ; বাড়ীর নিকটেই তিন দিকে সুন্দর ফুলের বাগান।

ভক্তেরা চেষ্টা চরিত্র করিয়া ঠাকুরের একটি ছোটখাটো মঠ করিতেছেন। তাহার নির্মাণকার্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। এতদিনে সব হইয়া যাইত, অতিশয় বর্ষার জন্য ঠাকুর ঘরের চূড়া বা ডুমটি বাকী আছে। একটু ধরন করিয়া ২।৩ দিন রৌদ্র উঠিলেই উহা শেষ হইয়া যাইবে। তারপরেই গৃহপ্রবেশ ও ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা হইবে। তারপর আমি অন্যত্র যাইব। কোথায়, তাহা ঠিক বলিতে পারি না—ব্যাংলোরে হইতে পারে বা মাদ্রাজেও হইতে পারে। সেখান হইতে বোম্বাই যাইতে হইবে, এখন ঠাকুরের যা ইচ্ছা।····

পি—র পত্র আজ পাইলাম। সে মন্মথের সেবার জন্য তোমাদের ওখানে বোধ হয় গিয়াছে—আমি শুনিয়া খুব আনন্দিত হইয়াছি। করুক, মন্মথের খুব সেবা করিয়া, ঠাকুরের ইচ্ছায়, তাকে আরাম করিয়া তুলিয়া মঠে আসুক। আহা! সুরেশবাবু ডাক্তারের কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। ঠাকুর তার পরম কল্যাণ করুন। সনত্তের সংবাদ আমি মধ্যে মধ্যে পাই। সে বেশ আছে ঠাকুরের কৃপায়। অনাদি ছেলে খুব ভাল, ঠাকুর তাকে সর্বাঙ্গীণ কুশলে রাখুন। ভরতও খুব ভাল ছেলে, তাকেও ঠাকুর খুব উন্নত করিবেন। যোগেশ বাবু শুনিতেছি—এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হন নাই। ঠাকুর তাঁকে খুব ভাল রাখুন, অতি মহৎ লোক। যা হোক মা, তুমি ভাবিও না—মন্মথ সারিয়া উঠুক, ঠাকুরের কৃপায়। তুমি আবার ধ্যান ভজনের সময় অনেক পাবে। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

পুনঃ—মন্মথকে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ দিবে, তুমি জানিবে, পঙ্কজকে দিবে ও পিমকেও দিবে।

শ্রীশ্রীগুরুদেব　　(২৪২)　　গোদাবরী হাউস্, উটকামণ্ড
শ্রীচরণ ভরসা　　দক্ষিণ ভারত, ২৪।৮।২৬

শ্রীমান্ স্থ—,

তোমার ১৯।৮ তারিখের পত্র এখানে পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তুমি মধ্যে মধ্যে মঠে গিয়া থাক এবং কালীকৃষ্ণ মহারাজের সহিত বেশ আলাপ হইয়াছে এবং তিনি তোমায় ভালবাসেন শুনিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছি। সংস্কৃত টোলের "বেদ আদ্য" পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে এবং কাব্য মধ্য পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে পাস করিয়াছ এবং এম্, এ,-র পুস্তাকাদি পড়িতেছ শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। বেশ করিয়া পড়। ভয় নাই। সন্দেহ ও ভয়ে তোমার কিছু করিতে পারিবে না, ঠাকুরের কৃপায়। তোমার শ্রদ্ধাহীনতা সময় সময় আসিলেও তাহা মনে, অধিক ক্ষণ, স্থান পাইবে না। আন্তরিক প্রার্থনা করি তোমার বিশ্বাস, ভক্তি, শ্রদ্ধা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকুক। আমার শরীর ভাল। তোমার সর্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব　　　　(২৪৩)　গোদাবরী হাউস, উটকামণ্ড
শ্রীচরণ ভরসা　　　　　　　　দক্ষিণ ভারত, ২৪।৮।২৬

শ্রীমান্ উ—,

তোমার ১৭।৮ তারিখের পত্র যথাসময়ে পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তোমার গোপাল-নগর স্কুলে একটি কায হইয়াছে শুনিয়া সুখী হইলাম। চুপ করিয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা উহা ভালই হইয়াছে। প্রার্থনা করি, সুস্থ শরীরে, বেশ মন দিয়া কায কর এবং যথা সম্ভব সাধন ভজন করিয়া শান্তিতে থাক। পরিবারকে ঠাকুরের নাম লইতে ও প্রার্থনাদি নিত্য করিতে বলিবে। তার মনও ভাল হইয়া যাইবে তাঁর কৃপায়। ওখানে যিনি স্কুলটী করিয়াছেন তাঁর হৃদয় খুব ভাল দেখিতেছি। প্রভু তাঁর হৃদয় আরো প্রশস্ত করিয়া দিন এবং পল্লীর আরো কল্যাণ তিনি করুন, প্রার্থনা করি।

আমি খুব সম্ভবতঃ ঠাকুরের ইচ্ছায়, নভেম্বর মাসে মঠে যাইতে পারি। ইতিমধ্যে ঠাকুরের আরো ৩।৪ টী আশ্রম পরিদর্শন করিতে হইবে। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে, বৌমাকেও জানাইবে। আমার ও আমাদের শরীর ভাল আছে। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুঃ—প্রভু তোমার মঙ্গলই করিবেন, কোন চিন্তা নাই।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২৪৪) গোদাবরী হাউস্, উটকামণ্ড
মাদ্রাজ, ২৪।৮।২৬

শ্রীমান্ শৈলেশ,

তোমার ১৮।৮ তারিখের পত্র কাল পাইয়াছি। তোমার পূর্ব্বের বড় পত্র একখানি পাইয়াছিলাম।...

আমি জানি আমার সঙ্গে দিন কতক তোমার থাকিবার খুব ইচ্ছা; কিন্তু আমি এতদূরে আসিয়া পড়িয়াছি যে তোমাকে এতদূরে এত লম্বা Journey (রাস্তা ট্রেনে) করিয়া একা এখানে আসিতে বলিতে সাহস হয় না। তোমার শরীর আমি জানি। এত wear and tear of Railway journey (ট্রেন যাত্রার কষ্ট) সহ্য করিতে পারিবে না।

এখানে ভক্তেরা ঠাকুরের যে একটি ছোটখাট মঠ করিতেছেন তাহার নির্মাণ কার্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল। খুব সম্ভব সেপ্টেম্বরের ১০ই নাগাত গৃহপ্রবেশ ও ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। এখানে কয়মাস অতিশয় বৃষ্টি ও সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বাতাস ও বেজায় শীত ছিল। আজ ৫।৭ দিন যাবৎ পরিষ্কার হইয়াছে। এই কারণেও তোমায় এখানে আসিতে বলি নাই। আমি বোধ হয় সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে এখান হইতে এবং খুব সম্ভব ব্যাঙ্গালোরে যাইব। রাস্তায় এক জায়গায় ২।৪ দিন halt করিবার (নামিবার) সম্ভাবনা। সেখানেও ঠাকুরের একটি ছোটখাট মঠ আছে, কতকগুলি অতি সরল কৃষিজীবী ভক্তও আছে। জিতেন সে মঠটী করিয়া আসে। ভক্তগুলি

অতি ভাল। জিতেনকে জিজ্ঞাসা করিলে সব জানিতে পারিবে। ব্যাংলোরে তু—এখনও আসে নাই, শীঘ্র আসিবে, বোম্বাই হইতে খবর পাইয়াছি। সে আসিলে তবে ব্যাংলোর যাইবার ঠিক হইবে। এই সব নানা বিষয় চিন্তা করিয়া মনে হইতেছে তুমি ভুবনেশ্বরে আর না থাকিয়া মঠে গিয়া তারপর, ৺কাশী গিয়া কিছুদিন থাক।

ভুবনেশ্বরের climate (জলবায়ু) এখন খারাপ হইতে চলিল। মঠেও প্রায় তাই, খুব সম্ভব অধিক দিন মঠে থাকিতে পারিবে না। ৺কাশী যাইবার রাস্তায় কিছুদিন জামতাড়ায় থাকিয়া যাইও। সেখানকার climate (জল বায়ু) খুব ভাল। নিকটেই বাবা বৈদ্যনাথ দর্শন করিও ও বিদ্যাপীঠেও কিছুদিন থাকিও। ৺কাশীর climateও (জল বায়ু) বর্ষাকালে তত খারাপ হয় না।

আমার সহিত সাক্ষাৎ, বোধ হয়, প্রভুর ইচ্ছায় এখন হইল না, তবে এবার আমি একবার ঢাকা যাইতে পারি। আমার মঠে যাইতে বোধ হয় নভেম্বর। ব্যাংলোর হইতে প্রায়ই খবর পাইতেছি, অতিশয় জলকষ্ট, বৃষ্টি ভাল হয় নাই। ম্যালেরিয়াও বেশ হয়, তাহা আমিও সেবার দেখিয়া আসিয়াছি। সুতরাং যদি আমি যাই তো অধিক দিন কিছুতেই থাকিব না। একবার প্রভুর স্থানে তাঁর দর্শন করিয়া চলিয়া যাওয়াই উদ্দেশ্য। তোমার এই শরীরে তোমাকে এত লম্বা লম্বা Journey করিতে (দীর্ঘ পথ ট্রেনে যাইতে) বলা আমার একেবারেই ইচ্ছা নয়। আমি প্রায় বাল্যকাল হইতে ভ্রমন করিতেছি ; সুতরাং আমার তত কষ্ট হয় না।

এখন এখানে কয় মাস থাকিয়া শরীরটা খুব ভাল হইয়াছে, ঠাকুরের ইচ্ছায়। শরীর এরূপ ভাল, কাশ্মীর ও দার্জিলিং ছাড়া, কোথাও হয় নাই, তবে বৃদ্ধ শরীর একটু না একটু অসুখ লেগেই থাকে—যথা সর্দি, বাত, লিভারটা কখন কখন একটু খারাপ। খাওয়া, সেই রকমই খুব সাবধানে করি বরাবর, কিছুই বাড়ে নাই, আর বাড়াবার দরকারও নাই। শরীর ভাল থাকলেই হইল তাঁর কৃপায়। আর প্রাণ ভরিয়া ভালবাসার সহিত তাঁর ভজন, ধ্যান চিন্তা করিতে পারিলেই হইল। তা, তাঁর কৃপায়, এ জায়গাটি তার খুব অনুকুল। মন, প্রাণ তাঁর কৃপায় ভালই আছে। ভুবনেশ্বর মঠও ভজন, স্মরণ, মনন, ধ্যান জপের পক্ষে খুব অনুকূল বোধ করিয়া থাকি, যখন সেখানে থাকি।

আন্তরিক প্রার্থনা করি তোমার মনও খুব উন্নত হউক। এ কয় মাস ওখানে থাকিয়া ঠাকুরের কৃপায় তুমি সব রকমেই কিছু না কিছু উন্নতি করিয়াছ। জামতাড়া, ৺বৈদ্যনাথ ও ৺কাশীতে নিশ্চয়ই সব রকমে, ভাল থাকিবে। মঠে মন খুব ভাল থাকিবে, তবে শরীর এ সময়টা ভাল না থাকাই সম্ভব। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে এবং ভুবনেশ্বর ছাড়িবার সময় একখানি পত্র লিখিয়া যাইবে। তার পর মঠে গিয়া লিখিবে—কোথায় যাইবে ও কি করিবে, ইত্যাদি।

ইতি— তোমার চির-শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব (২৪৫) গোদাবরী হাউস্, উটকামণ্ড
শ্রীচরণ ভরসা দক্ষিণ ভারত, ২৬।৮।২৬

শ্রীমান্ সু—,

তোমার ১৭।৮ তারিখের পত্র পাইয়া সুখী হইয়াছি। মধ্যে অ—র এক পত্র পাইয়াছিলাম। সে অত্যন্ত পেটের অসুখে ভুগিতেছে জানিয়া চিন্তিত রহিয়াছি। তার পত্রের উত্তর দিয়াছি। তোমার চিঠি পড়িয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। প্রভু তোমায় ঠিক পথেই চালাইতেছেন ও চালাইবেন—আমি নিশ্চয় জানি। তিনিই তোমার হৃদয়ের নাথ, হৃদয়ের দেবতা। আর অধিক তোমাকে লিখিবার প্রয়োজন নাই; কারণ, যাহা লিখিব তুমি, তাঁর কৃপায়, সে সব উপলব্ধি করিতেছ। আমি কেবল তোমাকে আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ করি, তুমি যেন ঠাকুর ছাড়া আর কিছুই না জান। জন্মে, মরণে তিনিই তোমার একমাত্র আপনার জন, আর কেহই নয়। আমি ভাল আছি। তুমি এক ভাবেই আছ—তা ভাল।

এখানে এখন এতদিনে বর্ষা ছাড়িয়াছে। আকাশ প্রায়ই বেশ পরিষ্কার থাকে। মাঝে মাঝে মেঘ হয়, আবার কাটিয়া যায়। পর্বত-শ্রেণীর দৃশ্য অতি চমৎকার। নীলগিরি এখন ঠিক নীল রং ধরিয়াছে। অতি শোভাময়—সর্বদাই উদ্দীপন হয়।

কলিকাতায় অসুখ বিসুখ খুব হইতেছে—শুনিতে পাইতেছি। মা দয়া করিয়া সব ভাল করিয়া দিন। বৃহৎ সহর—বহু লোকের

বাস, নানাপ্রকার ময়লা আবর্জনা প্রায়ই জমে, ভাল করিয়া সে সব নিত্য পরিষ্কার করিতে না পারিলে, নানাবিধ পীড়ার সৃষ্টি হয়। পদস্থ লোক যাঁদের উপর এ সব দেখিবার ভার আছে, তাঁরা মার কৃপায়, এ সকল নিবারণ করিবার সদুপায় উদ্ভাবন করুন এবং সহরবাসী দিগকে সুখী করুন।...

আমরা এখানে বোধ হয় আরও ২।৩ সপ্তাহ আছি। তারপর খুব সম্ভব ব্যাংলোর যাইতে পারি। তুমি পুনরায় আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। তোমার যে ভাইটীর মাথার, একটু গোলমাল হইয়াছিল, সে কেমন আছে? সে গদাধর আশ্রমে মাঝে মাঝে যায় কি? তার জন্য আমার চিন্তা আছে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ — (২৪৬) — গোদাবরী হাউস, উটকামণ্ড দাক্ষিণ ভারত, ২৭।৮।২৬

শ্রীমান্ —,

তোমার ২১।৮ তারিখের পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। তুমি প্রভুর ইচ্ছায় ঢাকায় তাঁর কায যেরূপ ভাবে করিতেছ তাহা শুনিয়া আমার খুব আনন্দ হইয়াছে। নিত্য শেষ রাত্রে উঠিয়া যেমন বরাবর জপ ধ্যান করিতে, এখনও সেইরূপ নিয়মিত ভাবে করিয়া থাক— শুনিয়া খুব আনন্দিত হইয়াছি। তোমার কোন চিন্তা নাই। ঠাকুর

বিশ্বাস, ভক্তি, জ্ঞান, পবিত্রতা, বিবেক, বৈরাগ্য, প্রীতি, সৎ-বুদ্ধি, সৎবিদ্যা, স্বাস্থ্য—এ সকল দিয়া তোমায় পূর্ণ করিবেন, ইহাই আমার আন্তরিক আশীর্বাদ এবং ইহাই তোমার হবে।···মেয়েদের সিটিং ("আলোচনা সভা) ভালই চলিতেছে শুনিয়া বড় আনন্দ ও আশা হইল। . মার দয়ায়, মেয়েদের একটা Permanent (স্থায়ী) বন্দোবস্ত হইলে আমার বড় আনন্দ হয়। ঠাকুরের ইচ্ছায়, ঢাকায় সিটিং (আলোচনা সভা) গুলি বেশ চলিতেছে এবং প্রত্যেক সিটিং এ-ই তুমি যাও—ইহাতে আমার বড়ই আনন্দ হইয়াছে। খুব কর বাবা! খুব তাঁর কায কর। তোমার মনোবাঞ্ছা সব পূর্ণ হবে। সু— র মায়ের মনে ঠাকুর খুব বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম, বল দিন। আমি জানি ঠাকুর তাঁকে সর্বদাই দেখিতেছেন। তিনি খুব মনস্বী ও তেজস্বী। তিনি খুব ভাল থাকুন। সংসারের কোন প্রকার বিঘ্ন-বাধা তাঁকে নিরস্ত করিতে পারিবে না। তাঁকে একথা শুনিয়ে দিও।···

তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে, এবং বিশ্বরঞ্জনকে, রা—কেও, মঠের আর আর সকলকেও জানাইবে। আমার শরীর এক প্রকার আছে। দুই সপ্তাহ পরে বোধ হয় ব্যাংলোর যাইতে পারি। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২৪৭) গোদাবরী হাউস্, উটকামণ্ড
দক্ষিণ ভারত, ২৮।৮।২৬

মা সরসী,

আমরা উপরোক্ত ঠিকানায় আসিয়াছি। ইহা নূতন মঠের একেবারে নিকটে। দুই সপ্তাহের ভিতর বা তার পূর্বেই ঠাকুরের ইচ্ছায় নূতন মঠে গিয়া থাকিতে পারা যাইবে।

তোমার পত্র পাইয়া বিশেষ চিন্তিত হইলাম। আন্তরিক প্রার্থনা করি, মন্মথ শীঘ্র সম্পূর্ণরূপে, সুস্থ হইয়া উঠুক। তুমি পত্র পাইবামাত্র যত শীঘ্র সম্ভব, আমাকে সংবাদ দিও। ঠাকুরের কৃপায় ডাক্তার বাবুটী বড় উদারচেতা এবং তাঁর হৃদয়ে প্রেম আছে। ঠাকুর তাঁর মন আরো উচ্চ করিয়া দিন এবং তিনি চিকিৎসা-বিদ্যায় আরো অধিক পারদর্শী হইয়া বহু লোকের সেবা করিতে সক্ষম হউন। কন্যার দেহত্যাগ হইয়াছে, তবুও তিনি ধীর ভাবে নিজের কায করিতে বিরত হন নাই—ইহা খুব ধীর-বুদ্ধির পরিচয়

সনৎকে আমি লিখিয়াছি, সে যেন মন্মথকে বেশ সুস্থ দেখিয়া, তবে ভুবনেশ্বরে যায়। ঠাকুরের ইচ্ছায় সে এসে খুব ভাল হয়েছে। মা, তুমি ঠাকুরকে খুব চিন্তা কর। কোন ভয় নাই। যতদূর সম্ভব মন্মথর সেবা শুশ্রূষা কর—ইহা মহা কর্তব্য কায। সে কেবল তোমার স্বামী নয়, সে ভগবদ্ভক্ত, অতি ভাল লোক। ঠাকুর ও তাঁর ভক্তদের সে খুব ভালবাসে—ইহা বড় কম নয়। সংসারে এরূপ কম

লোককে দেখা যায়। সে শীঘ্র সারিয়া উঠুক। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তাকে দিও, তুমি জানিও ও সনৎকে দিও। আমরা ভাল আছি। শীঘ্র সংবাদ দিও। ইতি— তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব (২৪৮) গোদাবরী হাউস্, উটকামণ্ড
শ্রীচরণ ভরসা দক্ষিণ ভারত, ৮।৯।২৬

শ্রীমান্ বি—,

তোমার ২।৯ তারিখের পত্র পাইয়া আনন্দ হইল। তোমার মাকে বলিও যে তাঁর গতির জন্য ভাবনা নাই। তিনি বিধাতার কৃপায় রত্নাগর্ভা। এমন সব সদ্‌গুণ-সম্পন্ন ভক্ত পুত্র গর্ভে ধারণ করিয়াছেন—তাঁর গতির ভাবনা কি? তাঁর পুত্রেরা জন্মান্তরের সৌভাগ্যের ফলে যাঁর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি, তাঁর (তোমার মায়ের) গতি করিয়া রাখিয়াছেন; সুতরাং তাঁর গতির কোন ভাবনা নাই—আমি বলছি—তাঁকে বলিও।

তোমার ওখানে ভাল লাগিতেছে না লিখিয়াছ—যাবে কোথায়? পাটনা যাবার চেষ্টা করলে কেমন হয়? না হয় ঠাকুরের নাম করে ঐখানেই স্থির হয়ে থাক। তিনি কৃপা করিয়া ঐখানেই তোমায় শান্তিতে রাখিবেন, কোন চিন্তা নাই। আমি এখানে এই মাসটী (সেপ্টেম্বর) থাকিতে পারি। তারপর Bangalore (ব্যাংলোর) মঠে যাইতে পারি—যদি তাঁর ইচ্ছা হয়।...

তোমার মাকে আমার আন্তরিক স্নেহপূর্ণ আশীর্বাদ দিবে ও তুমিও জানিবে। আমার ও আমাদের শরীর, ঠাকুরের ইচ্ছায়, মন্দ নাই। তবে আমার বুড়ো শরীর—কিছু না কিছু অসুখ লেগেই থাকে। খুব সাবধানে আহারাদি করিতে হয়। এ শীত-প্রধান দেশ, খুব গরম কাপড়-চোপড়ও সর্বদা ব্যবহার করিতে হয়—এইরূপ, অনেক বিষয়ে সাবধানে থাকিতে হয়; সেই জন্যই একপ্রকার তাঁর ইচ্ছায় চলে যাচ্ছে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব (২৪৯) গোদাবরী হাউস, উটকামণ্ড
শ্রীচরণ ভরসা ১০।৯।২৬

শ্রীমান্ য—,

তোমার ১।৯ তারিখের পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। নিশ্চয়ই তোমাদের জীবন দেখিয়াই লোকে ঠাকুরের উপর শ্রদ্ধাবান ও তাঁকে বিশ্বাস করিতে শিখিবে, তার আর সন্দেহ নাই। আন্তরিক আশীর্বাদ করি, তুমি এই সত্যস্বরূপ, শুদ্ধ-সত্ত্ব, পরম-কারুণিক, অহৈতুক-কৃপাসিন্ধু, যুগাবতার, প্রভু রামকৃষ্ণের পতাকা ধারণ করিবার ঠিক ঠিক উপযুক্ত হও।

তুমি যে ছেলেটির কথা লিখিয়াছ সে, হয়ত ভাল হইতে পারে। কিছুকাল তোমার কাছে থাকিয়া আশ্রমের কি রকম কাজ কর্ম করে—

তার ভাবগতিক বেশ করিয়া আগে দেখ—তার পর অন্য কথা হবে। অবশ্য সে যখন অসন্তুষ্ট হইয়া ঐ স্থান ছাড়িয়া তোমাদের ওখানে আসিয়াছে, তখন বোধ হয় তার একটু সত্যে নিষ্ঠা আছে, কিন্তু কিছুকাল না দেখিয়া, প্রথম হইতেই তাকে অত বিশ্বাস করা ভাল নয়। কিছু দিন দেখ।

আমার মঠে ফিরিতে বোধ হয় November (নভেম্বর) বা December (ডিসেম্বর) হবে ; এখন, ঠাকুরের ইচ্ছা যাহা হয়। তোমদের জ্ঞাতি-বাড়ীর ভ্রাতৃ বধুর কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। তাঁকে আমার নাম করিয়া বলিও তিনি যেন ঠাকুরের পতিত-পাবন "রামকৃষ্ণ" নাম জপ করেন, যেরূপ তাঁর পূজাদি করেন ও তাঁর পুস্তকাদি পাঠ করেন এবং ভগবচ্চিন্তায় ডুবিয়া থাকেন—তাহাই করিতে থাকুন—তাঁর পরম কল্যান হইবে। আপাততঃ তিনি ঠাকুরের উপরোক্ত নামেই পূজা করিতে থাকুন।···এই মন্ত্রে অঞ্জলি প্রভৃতি দিবেন, ভোগাদিও ঐ মন্ত্রে নিবেদন করিবেন। তার পর আমি মঠে যাইয়া তোমার সহিত কথাবার্তা বা পত্র ব্যবহারাদি করিব। এবং ম— র বিষয়ও স্থির করিব।

তোমার অন্য কোথাও যাইতে হইবে না, প্রয়োজনও নাই। ঐখানেই ঠাকুরের কাজ করিতে করিতে জীবনপাত করিতে হইবে —নিশ্চয় জানিও। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিও এবং আশ্রমস্থ সকলকেও জানাইবে। আমার শরীর মন্দ নাই—তবে বুড়ো শরীর, কিছু না কিছু অসুখ লেগেই থাকে, যথা, একটু অধিক সর্দি,

বাত, লিভারের একটু আধটু গোলমাল—মোটের উপর ঠাকুরের ইচ্ছায় ভাল।

মুদ্রিত আবেদন যেরূপ লিখিত হইয়াছে তাহাতে তথাকার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের কাজ অতি উত্তম হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে বলিয়া আমার খুব বিশ্বাস হয়, ঠাকুরের ইচ্ছায়। আশ্রম পরিচালকগণও উপযুক্ত লোক বলিয়াই মনে হয়—তাঁরা যদি ঠাকুরের ইচ্ছায়, একটু বিশেষ মনোযোগ দিয়া আশ্রম সম্বন্ধে চিন্তা করেন ও সহানুভূতি-সম্পন্ন হন—তাহা হইলে, ঠাকুরের ইচ্ছায়, উহার খুব উন্নতি হইবে আশা করি।

তুমি বহুদিন হইতে বহু কষ্ট সহ্য করিয়া ঠাকুরের কাযে লেগে আছ—যাহা করিয়াছ ও করিতেছ তাহা যথার্থ প্রাণ দিয়াই। সত্য-স্বরূপ ঠাকুরকে অবলম্বন করিয়া—কোনপ্রকার নাম-যশের লিপ্সা তোমার মনে কখনই আসে নাই—আমি নিশ্চয় জানি। সেই জন্যই বিরুদ্ধাচরণকারীরা সকলেই বিফল-মনোরথ হইতেছে, তাঁর ইচ্ছায়। তিনি তোমায় সর্ব্বদা সর্বাবস্থায় দেখিতেছেন, তোমায় অদম্য সাহস দিতেছেন এবং সর্ব বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন। প্রভুই তোমার একমাত্র সহায়, সম্পদ, বল, ভরসা।

…এখন তোমার সহিত অস্থায়িভাবে কায করুক্। তারপর আমি তাকে দেখে, যা স্থির হয় বলবো। সে ছোকরা ভাল হইতে পারে। তুমি পুনরায় আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে এবং অন্যান্য সকলকে জানাইবে। আমি ও আমরা এ মাসটা এখানে থাকিতে

পারি—October (অক্টোবর) এর প্রথমেই বোধ হয়, Bangalore (ব্যাংলোর) যাইতে পারি, ঠাকুরের ইচ্ছায়, অথবা মাদ্রাজে, তারপর Bombay, Nagpur (বোম্বাই, নাগপুর), পরে মঠে। এখন ঠাকুর যা করেন। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

(২৫০)

গোদাবরী হাউস্, উটকামণ্ড
মাদ্রাজ, ১৭।৯।২৬

শ্রীমান্ কা—,

···তোমরা ঠাকুরের কৃপায় সকলে একপ্রকার ভাল আছ শুনিয়া আনন্দ হইল। আন্তরিক প্রার্থনা করি—তোমরা সর্ব্বাঙ্গীন কুশলে থাক। তোমাদের বিশ্বাস, ভক্তি, জ্ঞান দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকুক। ইন্দ্রদয়াল-সঙ্কলিত 'দশাবতার-চরিত' একখানি পাইয়াছি এবং কতক পড়িয়াছি; বেশ লেখা হইয়াছে। আমার স্নেহাশীর্বাদ তাকে দিও এবং তুমি ও তোমরা সকলে জানিও। আমার ও আমাদের সকলের শরীর একপ্রকার মন্দ নাই।

এখানকার ভক্তেরা ঠাকুরের যে একটী ছোটখাট মঠ নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন তাহা শেষ হইয়াছে। আগামী ২৪শে সেপ্টেম্বর উহার গৃহপ্রবেশ যাগ হইবে এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিষ্ঠা হইবে। আমরা সম্ভবতঃ October (অক্টোবর)-এর প্রথম সপ্তাহে এখান

হইতে ব্যাংলোর যাইতে পারি, ঠাকুরের ইচ্ছায়। এখানে খুব বর্ষা, আজ দু দিন একটু ধরণ আছে, শীতও খুব। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ (২৫১) গোদাবরী হাউস্, উটকামণ্ড
শরণম্ মাদ্রাজ, ২৩।৯।২৬

শ্রীমান্ সু—,

শশী মহারাজের জীবনচরিত-পুস্তিকার সম্বন্ধে শুদ্ধানন্দ যা বলিয়াছে তাহাই ঠিক।

লালগড়ের সংবাদ যোগেনবাবুর Telegraph (তার)এ পাইয়াছি এবং বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। এইবার Detailed (বিস্তারিত) সংবাদ পাইতে ইচ্ছা করি; বোধ হয় শীঘ্রই আসিবে। চিদাম্বর নাথ তোমার চিঠি আমায় দিয়াছে। সে এখানে গতকাল পৌঁছিয়াছে।

নভেম্বরেই মঠে ফিরিবার ইচ্ছা, তবে প্রথমভাগে বা মধ্যভাগে বা শেষভাগে—তাহা এখনও ঠিক বলিতে পারি না। আমার ও আমাদের শরীর ঠাকুরের ইচ্ছায় মন্দ নাই। মনও তাঁর কৃপায় ভাল।

মঠের স্বাস্থ্য এখন থেকে প্রায় প্রতি বৎসরই খারাপ হয়। প্রভু দয়া করিয়া সকলের মঙ্গল করুন, আন্তরিক প্রার্থনা।

শ্রীধর ধুমধাম সহকারে ৺বিশ্বকর্মা পূজা করিয়াছে শুনিয়া আনন্দ হইল। আমাদের ঠাকুরই সব।

আন্তরিক প্রার্থনা করি, তোমার বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি, পবিত্রতা, সদ্বুদ্ধি ও সৎবিদ্যা লাভের শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি হউক এবং তুমি একটি মানুষ হও—যেমন স্বামীজী বলিতেন।

জ্ঞানকে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ দিও এবং তুমিও জানিও। আগামী কাল এখানকার ঠাকুরের মঠ ভক্তেরা প্রতিষ্ঠা করিবেন। পূজা, হোম ও সামান্য ভোগাদি হইবে। মাদ্রাজ মঠ, ও Students' Home (ছাত্রাবাস) থেকে ৩।৪ জন এসেছেন। ব্যাংলোর থেকে—মহারাজ আজ আসিতে পারেন। ইতি— তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব (২৫২) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, উটকামণ্ড
শ্রীচরণ ভরসা দক্ষিণ ভারত, ১১।১০।২৬

শ্রীমান্ বি—,

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়া সুখী হইয়াছি। ৫৲ টাকার মণি অর্ডার ব্যাংলোর হইতে redirected (পুনঃ প্রেরিত) হইয়া এখানে আসিয়াছিল—তাহাও পাইয়াছি। ব্যাংলোরে আজও যাওয়া হয় নাই। খুব সম্ভব ১৯।২০ তারিখে যাইতে পারি।

এখানকার মঠ ভক্তেরা গত ২৪ সেপ্টেম্বর গৃহপ্রবেশ ও বাস্তু-যাগ হোমাদি করিয়া, প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আমরা Godavari House (গোদাবরী হাউস্) হইতে (নূতন মঠ, পাঁচ মিনিটের পথ)

ঠাকুর মা, স্বামীজীর প্রতিমূর্তি মাথায় করিয়া (বহু ভক্ত ও ব্রাহ্মণেরা বেদপাঠ করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিলেন) নূতন মন্দিরে নূতন সিংহাসনে বসাইয়া, পূজা করিয়া ভোগ আরতি, হোম ও ভোগাদি দিয়াছি। পরে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। তৎপরে মঠকমিটীর সেক্রেটারি রিপোর্ট পাঠ করেন।

বৈকালে শ্রীরামনাম-কীর্তন ও ভজন এবং ইংরাজি ও তামিল ভাষায় বক্তৃতা হয়। অনেক লোক হইয়াছিল। Hall (হল) ও বারান্দায় ১৫০ লোক বসিতে পারে—সব ভরিয়া গিয়া অনেকে দাঁড়াইয়া ছিলেন। ঠাকুরের কৃপায় লোকজনের খুব উৎসাহ দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইয়াছে। এখন মঠে ৩।৪ জন সাধু ব্রহ্মচারী স্থায়িভাবে থাকিবেন—তাঁদের সব বন্দোবস্ত ভক্তেরাই করিতেছেন। এখন হইতে ঠাকুরের নিত্যপূজা, আরতি ও ফল মিষ্টি ভোগ হইতেছে। অন্ন-ভোগের ব্যবস্থা এখনও হয় নাই—পরে হইতে পারে। মঠবাড়ী এখনও ভাল শুখায় নাই; সুতরাং এখনও সকলে সেখানে শুইতে পারে না—আরো কিছুদিন পরে পারিবে।···

···ঠাকুরের কৃপায় তোমাদের পাটনার বাড়ী হইয়া যাক্। তারপর জানুয়ারী নাগাত তাঁর ইচ্ছায় যদি আমার যাওয়া হয় ত হইবে।

ম—র পত্রও পাইয়াছি। তুমি ও তোমরা সকলে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। অন্তরের সহিত প্রার্থনা করি তোমার ও তোমাদের বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি, দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকুক।

ইতি—

তোমার ও তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ (২৫৩) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বাসভ্যান্‌গুড়ি
শরণম্ ব্যাংলোর সিটি, ২।১১।২৬

শ্রীমান্ পবিত্র চৈতন্য,

তোমার প্রেরিত সু— র মার দরুণ ৫৲ টাকা পাইলাম। তাঁকে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ দিও এবং বলিও ঠাকুর তাঁর হৃদয়ে বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি, সর্বদাই জাগাইয়া রাখিয়াছেন ও রাখিবেন। সু— তাঁর সহিত যেরূপ ব্যবহার করে তাহা অতি ঘৃণিত। কোন সাধু পুরুষ এরূপ করে না। ইহা অসাধু ব্যবহার। প্রকৃত ধার্মিকের এরূপ ব্যবহার নয়। যা হোক, ইহা সু— র মার ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি ক্রমে বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে, তাঁর জ্ঞান-চক্ষু খুলিয়া দিতেছে—তাঁর হৃদয়ের প্রশস্ততা বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে, আর সু—র হৃদয়, ক্রমে সংকীর্ণতার গণ্ডির ভিতর পড়িয়া, সঙ্কুচিত হইয়া যাইতেছে। প্রভুর যা ইচ্ছা তাই হোক।

তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে, মঠের সকলকে জানাবে। আন্তরিক আশীর্বাদ করি, তোমার বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি, বিবেক, বৈরাগ্য, নিষ্কাম কর্মপরায়ণতা দিন দিন বৃদ্ধি হউক, হৃদয়-বিস্তার হউক, শান্তিতে থাক। এখানকার সংবাদ সব প্রভুর কৃপায় একপ্রকার ভাল। আমরা গত ২২।১০ তারিখে এখানে আসিয়াছি। তু মহারাজ ভাল আছেন। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণ-ভরসা-

Sri Ramakrishna Ashrama
Khar, Bombay 26.12.[illegible]

শ্রীমান সুধীর

তোমার গত ২২ ডিসেম্বর এর পত্রে [illegible] [illegible] হইয়াছে। এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে এই [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কহিতেছেন। [illegible] [illegible] [illegible] — [illegible] [illegible] [illegible] improvement Trust করিয়াছেন [illegible] [illegible] হইতেছে [illegible] ১০০ [illegible] [illegible] হইয়াছে এবং [illegible] [illegible] করিতেছে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Bombay city [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

তোমার [illegible] redirected হইয়া এখানে আসিয়াছে। আমার [illegible] তোমার [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমার শরীর [illegible] নাই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এখন [illegible] [illegible]।

[illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তোমার [illegible] [illegible] [illegible]। তোমার [illegible] আমার [illegible] [illegible]। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
বিজ্ঞানানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২৫৪) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর
মাদ্রাজ, ১৪।১২।২৬

শ্রীমান্ নন্দ,

তোমার প্রেরিত ৪৲ টাকা পাইয়াছি। আমার শরীর তত মন্দ নাই; তবে Ootacamund (উতাক্কামণ্ডের) এর মত আর নাই। তোমরা সকলে তাঁর কৃপায় ভাল আছ শুনিয়া সুখী হইলাম। আন্তরিক প্রার্থনা করি, তোমার বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি দিন দিন খুব বৃদ্ধি হউক এবং তাঁর রাজ্যে ক্রমশঃ অগ্রসর হও। তোমার জ্ঞান, চৈতন্য হউক, তাঁর কৃপায়। এখানকার সংবাদ তাঁর কৃপায় সব কুশল। ৪।৫ দিনের মধ্যেই বোধ হয় Bombay Ashramএ (বোম্বাই আশ্রমে) যাইতে পারি। সেখানকার ঠিকানা—Sri Ramakrishna Ashram, Khar, Bombay (শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, খার, বোম্বাই)

ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণ ভরসা (২৫৫) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, খার
বোম্বাই, ২৬।১২।২৬

শ্রীমান্ সুধীর,

আমরা গত ২২ ডিসেম্বর এখানে আসিয়াছি। আজ শ্রীশ্রীমার জন্মতিথি-পূজাদি হইতেছে। এই নূতন আশ্রমে ঠাকুর তাঁর নিজের মন্দিরে নূতন সিংহাসনে বসিলেন, পূজা হোম ভোগরাগাদি হইতেছে,

বহু ভক্তের সমাগম হইয়াছে। ঠাকুর-ঘরটি দোতালার উপরে, সম্মুখেই প্রকাণ্ড মাঠ, তারপরে মহা সমুদ্র—ঠাকুর নিজের ঘরে বসিয়াই সমুদ্র দর্শন করিতেছেন। স্থানটি অতি চমৎকার। এ পল্লী বোম্বের নূতন Improvement Trust (ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট) করিয়াছেন ও এখনও বৃদ্ধি হইতেছে। প্রায় ১০০ উত্তম উত্তম বাড়ী হইয়াছে এবং বহু লোক বাস করিতেছে, সবই ভদ্র ও শিক্ষিত লোক—অনেকেই ঠাকুরের উপর শ্রদ্ধাবান। Bombay City (বোম্বাই সিটি) থেকে এ স্থান অনেক দূর। অতি পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর।

তোমার পত্র redirected (পুনঃ প্রেরিত) হইয়া এখানে আসিয়াছে। আশা করি তোমার শরীর ওখানে এতদিনে অনেকটা সুস্থ হইয়াছে; দেব্রীও এতদিনে বোধ হয় ঠাকুরের ইচ্ছায় সুস্থ হইয়াছে, তাকে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিয়ে দিও। আমার শরীর মন্দ নাই, তাঁর ইচ্ছায়। এখানকার স্বাস্থ্য এখন ভাল। শীত এখানে খুব কম।

আন্তরিক প্রার্থনা করি তুমি সর্বদা ভগবৎ প্রেমে মজে থাক। আমার সেবা যখন সুবিধা হবে ঠাকুর করিয়ে নেবেন, তুমি সেজন্য কিছুমাত্র ভাবিও না, আনন্দে প্রেমে মেতে থাক। মঠে ফিরিতে জানুয়ারীর শেষ হতে পারে। বাবার কাযে, আবশ্যক হইলে, সাহায্য করিতে ক্রুটী করিও না, তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন। বিমলারা আরায় কেমন আছে, তার পীড়িত মেয়েটি কেমন আছে জানিতে ইচ্ছা হয়। মধ্যে তাকে একখানা পত্র লিখিয়াছিলাম, উত্তর পাই নাই। তুমি

আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। যে ছোট ভাইরা তোমাদের সঙ্গে এসেছে তারা কেমন আছে, তোমার বাবা কেমন আছেন? তোমার বাবাকে আমার আশীর্বাদ দিও। ইতি—তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (২৫৬)

শ্রীচরণ ভরসা ১৯২৬

মা—,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইয়াছি। আমার পত্র পাইয়া তোমার খুব আনন্দ হইয়াছে শুনিয়া আমি বড়ই খুশী হইলাম। আন্তরিক আশীর্বাদ করি ঠাকুর তোমায় খুব আনন্দ ও শান্তিতে রাখুন। তুমি যে ভাবে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করিয়া থাক উহা খুব ঠিক। তিনি নিশ্চয়ই তোমার দেহ মন তাঁকে ডাকিবার উপযুক্ত করিয়া লইবেন। তিনি তোমার অন্তরের আত্মা, পরম পিতা, পরম গুরু, তোমার হৃদয়ের নাথ, তোমার পরিচালক, তোমার স্নেহময়ী মাতা, তোমার প্রাণের বন্ধু। মা, ব্যাকুলতা আপনি আসিবে। তিনিই তোমার প্রাণকে তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুল করিয়া তুলিবেন। তিনি ভালবাসা বড় ভালবাসেন। যে তাঁকে আপনার করিয়া লয়, তাকে তিনি বড় ভালবাসেন।

আমি শীতকালে যদি ঠাকুরের ইচ্ছা হয় তো একবার অল্প দিনের জন্য ঢাকা যাইতে পারি—অবশ্য সব ঠাকুরের ইচ্ছার উপর নির্ভর।

ভুবনেশ্বর হইতে —র পত্র প্রায়ই পাইয়া থাকি। সে এখন ভাল আছে। মধ্যে, তার মাথার একটু অসুখ হইয়াছিল, একটু বেশী ধ্যান জপ করিত—এখন তাহা কমাইয়া দেওয়াতে আর সেরূপ অসুখ নাই। ঠাকুর তাকে দেখিতেছেন, তার জন্য কোন চিন্তা নাই।

খোকা মহারাজ মঠে গিয়াছেন, তাঁর শরীরটা তত ভাল নাই। তোমাদের সকলের শরীর ভাল আছে শুনিয়া সুখী হইয়াছি ; ঠাকুর তোমাদের সর্বাঙ্গীন কুশলে রাখুন। কা—র পত্র পাইয়াছি। সে এম, এ পাশ করিয়াছে এবং তাদের বাসার সকলে ভাল আছে শুনিয়া সুখী হইলাম। তাদের সকলকে আমার আশীর্বাদ দিও, তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিও। আমার শরীর এখানে অনেক ভাল আছে। ইতি—

তোমার ও তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

(২৫৭)

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, পোঃ খার
বোম্বাই, ৫।১।১৯২৭

শ্রীমান্—,

তোমার দুই খানি পত্রই পর পর পাইয়াছি। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। তোমার কোন চিন্তা নাই। ঠাকুর তোমাদের সব ভার নিয়াছেন এবং সর্বদাই তোমাদের দেখিতেছেন—আমি নিশ্চয় জানি।

আমরা ২২ ডিসেম্বর এখানে আসিয়াছি এবং শরীর মন্দ নাই প্রভুর ইচ্ছায়। এই মাসের শেষ নাগাত মঠে ফিরিব মনে করিয়াছি; এখন তাঁর যা ইচ্ছা। বিস্তর পত্র পাইয়াছি, উত্তর দিয়াছি। ইতি—

তোমার ও তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

পুঃ—মঠে যাইয়া তারপর তোমাদের ওখানে যাইবার কথা স্থির করিব। ইহা তোমার মাকেও বলিও।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২৫৮) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, খার পোঃ

বোম্বাই, ১৬।১।২৭

মা—,

তোমার ২৮ পৌষ তারিখের পত্র যথা সময়ে পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি।···

তোমার জ্ঞান, ভক্তির জন্য কোন ভাবনা নাই। ঠাকুর তোমাকে সব দিতেছেন ও দিবেন। তুমি সংসারে অনাসক্ত হইয়া কর্তব্য পালন্ কর।

আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে ও, ছেলে মেয়েদের সকলকে দিবে।

আমার শরীর এক প্রকার তাঁর ইচ্ছায় চলে যাচ্ছে। বৃদ্ধ শরীর প্রায় ৭৪।৭৫ বৎসর বয়স হইল। কিছু না কিছু অসুখ লাগিয়াই

থাকে ; তবে ঠাকুর প্রেমময়, দয়াময়, তাঁর সেবার জন্য জগতে যতদিন রাখিবেন, তা ভালই হোক আর মন্দই হোক, থাকিতেই হইবে। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২৫৯) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, খার বোম্বাই, ২২।১।২৭

প্রিয় রোহিণী,

তোমার ১৫।১ তারিখের পত্র যথাসময়ে পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। তুমি যেরূপ শা— চৈতন্যের অবস্থার বিষয় লিখিয়াছ, তাহাতে তাকে ৺কাশী আনিয়া Operation (অস্ত্রোপচার) করাই শ্রেয়ঃ মনে হইতেছে। যত শীঘ্র হয় ততই ভাল। আন্তরিক প্রার্থনা করি সে আরোগ্য লাভ করুক। প্রভু তার কল্যাণ করুন।

আশ্রমের বিষয় যাহা লিখিয়াছ তাহা প্রভুর ইচ্ছায় বড়ই আশাপ্রদ। প্রভু অশিক্ষিত পাহাড়ীদের ভিতর তোমাদের লইয়া গিয়া তাদের যথেষ্ট কল্যাণ করিতেছেন এবং ভবিষ্যতে আরও করিবেন—আশা হয়। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি ও হং— ও শা— চৈতন্য সকলে জানিবে। প্রার্থনা করি তোমাদের বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি, পবিত্রতা, জ্ঞান বিজ্ঞান ও সেবাপরায়ণতা দিন দিন বৃদ্ধি হউক। তোমরা নিজেরা Perfect (সর্বাঙ্গ-সুন্দর) হও এবং তোমাদের সংস্রবে যারা আসিবে তারাও উন্নত হোক। প্রভু তোমাদের সর্বদা দেখিতেছেন।

কায তাঁর ইচ্ছায় যেমন বাড়িবে তেমনই তিনি Worker (কর্মী) প্রভৃতি যাহা প্রয়োজন হইবে সবই আনিয়া দিবেন ও দিতেছেন।

পুনরায় আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে।··· আমি শারীরিক মন্দ নাই। তোমাদের সর্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি। শা— চৈতন্যকে যত শীঘ্র পার ৺কাশী লইয়া গিয়া Operation (অস্ত্রোপচার) করাইয়া দাও। লক্ষ্ণৌ সেবাশ্রমে বাস্তবিকই লোক জন নাই। সেবক মাত্র একজনই আছে। সুতরাং তার দ্বারা এরূপ সেবা হওয়া অসম্ভব।

ইতি— তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২৬০) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, খার
বোম্বাই, ২৭।১।২৭

শ্রীমান্ —,

কিছুদিন পূর্বে তোমার পত্র পাইয়াছিলাম। মধ্যে আমার জ্বর হইয়াছিল, এখন ভাল আছি। তুমি যাহা লিখিয়াছ আমি তাহা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি।···

কঠোর ভাবে ভজন সাধন তোমাকে তাঁর ইচ্ছায় বিশেষ করিতে হইবে না। তাঁর কৃপায় তোমার পূর্ণ ভক্তি, পূর্ণ জ্ঞান সহজেই হইয়া যাইবে; আমার কাছে থকিলেই অথবা আমি যেরূপ বলিব সেইরূপ করিলেই তোমার সব হয়ে যাবে—তাঁর কৃপায়। সাধন, ভজন, পড়াশুনা

ছাড়াও ঠাকুরের মিশনে তোমার করবার অনেক কায আছে। যা হোক Detailed (বিস্তারিত) কথাবার্তা পরে হবে।··· আমি খুব সম্ভব ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি মঠে যাইতে পারি। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে।··· ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব (২৬১) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, খার রোড

শ্রীচরণ ভরসা বোম্বাই, ২৮।১।২৭

শ্রীমান্ মুনীন্দ্র,

চৈ—র পত্রের সঙ্গে তোমার পত্র পাইয়াছি। বাবা! কোন চিন্তা নাই, ঠাকুর তোমার সকল ভার নিয়াছেন। ভজন, সাধন তোমাকে বিশেষ কিছুই করিতে হইবে না—কেবল আন্তরিকতার সহিত কাতরে তাঁর কাছে দুইবেলা প্রার্থনা করিবে ও ঠাকুরের যুগাবতারত্বে পূর্ণ বিশ্বাস রাখিবে।

তিনিই যুগাবতার, যুগধর্ম-সংস্থাপক, শিবগুরু, জগতের সর্বহৃদয়ের নাথ, হৃদয়ের গুরু, চৈতন্যস্বরূপ, তোমার ইহকাল ও পরকালের দেবতা, পরমাত্মা—এইরূপ ভাবনা করিয়া অন্তরের সহিত বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি ও জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা—এই করিতে পারিলেই তোমার সব হয়ে যাবে। আমি অন্তরের সহিত আশীর্বাদ করিতেছি, তোমার বিশ্বাস, ভক্তি দৃঢ় হউক, সংশয় দূর হইয়া যাক্। ঠাকুর বাস্তবিকই বড় দয়াল, অহৈতুক

কৃপাময়। অহৈতুক কৃপাপরবশ হইয়াই ভগবান্ অবতীর্ণ হন; নতুবা তাঁর অবতার হইবার কোনই প্রয়োজন নাই—তুমি কেবল এইটুকু বিশ্বাস কর, তাঁকে ডাক, আর প্রার্থনা কর। আমরা তাঁর সাক্ষাৎ সন্তান। আমি অন্তর থেকেই তোমাকে তাঁর পবিত্র, পতিত-পাবন নামে দীক্ষিত করিয়াছি, কেবল তোমার বিশ্বাস, ভক্তি, মুক্তি হবার জন্য—আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।

তুমি আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। মন দমিয়া গেলে আমাকে ও আমার কথা মনে করিবে, প্রাণ আবার জেগে উঠবে ভয় নাই।

ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

(২৬২)

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, পোঃ খার
বোম্বাই, ২৯।১।২৭

শ্রীমান্ গোপালানন্দ,

কাল তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়াছি। একখানা ছাপা নোটিশও তার ভিতর ছিল। এরূপ প্রতিযোগীতা খুব ভাল। স্কুল-কলেজের ছেলেদের ইহাতে খুব উৎসাহ দেওয়া হইবে এবং স্বামীজীর ভাবও তাদের ভিতর ধীরে ধীরে প্রবেশ করিবে।

আঠারবাড়ীর নায়েব মহাশয়ের কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দ ও আশা হইল। ঠাকুরের ইচ্ছায় ধীরে ধীরে মৈমনসিং-এর আশ্রম উন্নত হইবে, আমার খুব বিশ্বাস। তোমরা ঠিক ঠিক তাঁকে আশ্রয় করিয়া

বসিয়া থাক, যথাসাধ্য তাঁর নাম জপ, ধ্যানাদি ও যথাসাধ্য তাঁর কাজ কিছু কিছু করিতে থাক। তিনি নিজেই সব আবশ্যকীয় জিনিষ জুটিয়ে আনছেন। কোন চিন্তা নাই। কেবল অনন্যমনে তোমরা তাঁর চিন্তা করিতে থাক। কায়কর্ম, সব তাঁর। তোমরা কেবল তাঁর দাস মাত্র।

মৈমনসিং-এ তিনি বহুকাল পূর্বে আসিয়া বসিয়াছেন এবং তিনি ও-অঞ্চলের সেবকদের কল্যাণ করিবেনই করিবেন এবং করিতেছেনও। হ্রী—খুব ভাল ছেলে, সে-ই তাঁর কৃপায় বরাবর লেগে আছে, একজনকে তিনি লাগিয়ে রেখে সব আশ্রমই ধীরে ধীরে জাগিয়ে তোলেন—ইহাই আমার অভিজ্ঞতা। এইরূপেই মিশনের সকল আশ্রম জেগে উঠেছে ও উঠছে। প্রার্থনা করি তোমাদের শরীর সুস্থ থাকুক। বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি দিন দিন দৃঢ় হউক। তাঁর অবতারত্বে তোমাদের হিমাচলের ন্যায় দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপিত হউক, সেই বলেই তোমাদের মনে শান্তি ও আনন্দ হইবে এবং সেই বলেই তোমরা তাঁর কায করিতে পারিবে।

উ—কে আমি কিছুদিন পূর্বে লিখিয়াছি যে, সে ঠাকুরের মিশনের কোন কেন্দ্রে থাকিয়া নিজের সাধন ভজন, পাঠ, পূজা করুক এবং সেখানকার কিছু কিছু কাযকর্ম করুক। সে এক পত্রে, এখন কিরূপ জীবন যাপন করিবে, তাহা আমার নিকট জানিতে চাহিয়াছিল এবং আদেশ চাহিয়াছিল; তার উত্তরে আমি তাকে ঐরূপ লিখিয়াছি। তুমি তাকে মৈমনসিং আশ্রমে আসিতে লিখিলে খুব ভাল

হয়। আমি বহু পূর্বে তাকে মৈমনসিং আশ্রমে থাকিতে বলিয়াছিলাম কিন্তু তখন সে রাজী হয় নাই। এখন ঠাকুরের ইচ্ছায় তার মনের পরিবর্তন হইয়াছে এবং আমাকে লিখিয়াছে যে আমি এখন যেরূপ বলিব সে তাহা করিতে প্রস্তুত। অতএব এই সময় তুমি তাহাকে আসিতে লিখিলে বোধ হয় সে আসিবে। তুমি ও দ্বিজেন আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। তী—ও তার ছেলেটিকেও দিবে। আমার শরীর মন্দ নাই। এখানকার আর আর সকলেও ভাল আছে তাঁর ইচ্ছায়। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ — (২৬৩) — শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, খার বোম্বাই, ৮।২।২৭

প্রিয় বি—,

তোমার প্রেরিত ৫৲ টাকা পাইয়াছি। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি ও তোমরা সকলে জানিবে। প্রার্থনা করি তোমার বিশ্বাস, ভক্তি দিন দিন দৃঢ় হইতে থাকুক।

আমার মধ্যে জ্বর হইয়াছিল, এখন ভাল। তবে একটু দুর্বলতা এখনও আছে। আগামী ১৪ই এখান হইতে নাগপুরে যাইব। ২।৩ দিন সেখানে থাকিয়া বেলুড় মঠে যাইব এরূপ ইচ্ছা আছে; এখন তাঁর যা ইচ্ছা।

Bombay (বোম্বাই) তে ঠাকুর স্বামীজীর ভাব, তাঁর ইচ্ছায় খুব প্রচার হইতেছে। Educated circle (শিক্ষিত মহলে) এঁদের বিষয়ে লোকে খুব interest নিতে (ভাব গ্রহণে যত্নশীল হইতে) আরম্ভ করেছেন। ইহা বড় শুভ লক্ষণ। Bombay University (বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হইতে)—কে Philosophy of Upanishads (উপনিষদের তত্ত্ব) সম্বন্ধে lecture (বক্তৃতা) দিতে অনুরোধ করায় তিনি একটা series of lectures (ধারাবাহিকভাবে)—৪ দিনে ৪টি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। খুব আগ্রহের সহিত students, professors (ছাত্র ও অধ্যাপক) এবং বহু শিক্ষিত লোক খুব appreciate করিয়াছেন এবং Senate Houseএ আরো একটা series of lectures (ধারাবাহিক বক্তৃতা) তিন দিন দিতে Registrar of the Uuiversity (বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার) অনুরোধ করিয়াছেন। উহা আগামী ১০, ১১, ১২ তারিখে হইবে। জয় ঠাকুর, ধন্য ঠাকুর, ধন্য তোমার মহিমা! এই সকল যুগধর্ম-সংস্থাপণের লক্ষণ। এখনও এইরূপ কত হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। তুমি পুনরায় আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২৬৪) বেলুড় মঠ, হাওড়া
৩।৩।২৭

শ্রীমান্ ম—,

আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি ও তোমরা সকলে জানিও। আমরা গত ২২শে ফেব্রুয়ারী নাগপুর হইতে ঠাকুরের মঠে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। ২।৩ দিন পরে অতিশয় সর্দি ও হাঁপানি হইয়াছিল। আজ একটু ভাল তাঁর কৃপায়। আশা করি তোমরা সব তাঁর কৃপায় কুশলে আছ।...

শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবের আয়োজন চলিতেছে। ৫ই মার্চ তিথিপূজা এবং ১৩ই মার্চ সাধারণ উৎসব হইবে; এজন্য সকলেই খুব ব্যস্ত। গত রাত্রে ৺শিবরাত্রি উপলক্ষে চার প্রহরে চারবার শিবপূজা খুব আনন্দ ও উৎসাহের সহিত হইয়া গেল। মঠের ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীরা এবং কলিকাতার অনেক ভক্ত উপবাস করিয়া পূজায় যোগদান করিয়াছিলেন। মঠও সমস্ত রাত্রি যেন ৺কৈলাস-ধামে পরিণত হইয়াছিল। সারা রাত্রি হর হর, শিব শিব নামে মঠ ধ্বনিত হইতেছিল। রাত্রি ১০টা হইতে ভোর ৬টা পর্যন্ত মহানন্দে কাটিয়া গেল। তারপর গঙ্গাস্নান ও পারণ। প্রার্থনা করি তোমার বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি দিন দিন দৃঢ় হউক। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২৬৫) বেলুড় মঠ, হাওড়া
১৫।৪।২৭

মা—,

তোমার সব পত্র কয়খানি পর পর পাইয়াছি। তোমার উপর আমি কিছুমাত্র রাগ করি নাই। ঠাকুরের ইচ্ছায় আমি তোমাকে যেরূপ স্নেহ বরাবর করি, এখনও তেমনি করিয়া থাকি। ইহা তুমি নিশ্চয় জানিও।···

তুমি ঠাকুরের আশ্রিতা—তিনি তোমায় বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি, পবিত্রতা দিয়া তোমার হৃদয় ক্রমে তাঁর দিকে আকর্ষণ করিতেছেন, আমি ইহা নিশ্চয় জানি। তুমি পরমানন্দে থাকিবে—তাঁর কৃপায়।

তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। এবার মঠে আসিয়া অবধি আমার শরীরটা তত ভাল থাকিতেছে না। বোধ হয় গরমটা ভাল করিয়া পড়িলে শরীর কতকটা ভাল হইতে পারে। প্রভুর ইচ্ছায় সব ভালই হইবে। -- কে আমার স্নেহাশীর্বাদ দিও।···

তুমি পুনরায় আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি--

তোমার ও তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২৬৬) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড়
হাওড়া, ৩।৫।২৭

শ্রীমান্ মন্মথ,

তোমার ও সরসীর পত্র একত্রে পাইয়া সব অবগত হইয়াছি। তোমরা যে এই ভিড়ে হরিদ্বারে কুম্ভস্নান করিয়া নিরাপদে ফিরিয়া আসিয়াছ—ইহাতে আমি বড়ই সুখী হইয়াছি। কুম্ভস্নান ১২ বৎসরে একবার হয়। বহু সাধু সমাগম হয়। তুমি উহা দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছ ইহাতে আমারও খুবই আনন্দ হইয়াছে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সরকারি বন্দোবস্ত খুব ভাল হইয়াছিল—অনেকেই বলিতেছেন। উহা ভগবৎ ইচ্ছাতেই হইয়াছে। সরকারের ইহা বড়ই পুণ্য কার্য হইয়াছে।

তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। প্রার্থনা করি তোমার বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি, খুব বর্ধিত হউক এবং তুমি দিন দিন শান্তি পাও, আশা ও আনন্দে পূর্ণ থাক। সুবিধা হয় তো ৺কাশীতে Head Quarters (প্রধান কেন্দ্র) করিয়া মধ্যে মধ্যে দুই একমাস হরিদ্বারে থাকিয়া আসিতে পারিলে মন্দ হয় না, তবে অসুবিধাও অনেক আছে। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২৬৭) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ
হাওড়া, ৭।৫।২৭

শ্রীমান্ অনুভবানন্দ,

তোমার ২।৫ তারিখের পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তোমরা নির্বিঘ্নে ধারচুলায় পৌঁছিয়াছ শুনিয়া সুখী হইলাম।

ভয় নাই, নিরাশ হইও না। পরম কারুণিক ভগবান্, যিনি বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়, অহৈতুকী কৃপা পরবশ হইয়া এ যুগে সাঙ্গোপাঙ্গ সহ রামকৃষ্ণ রূপে ও নামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁর ইচ্ছাতে যদি ধারচুলা তপোবন প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, তবে উহার শ্রীবৃদ্ধি ধীরে ধীরে নিশ্চয়ই হইবে। তুমি কেবল কাতরে তাঁর পাদপদ্মে প্রার্থনা করিতে থাক। খুব ধ্যান, জপ, ভজন করিতে থাক এবং আশ্রমের কল্যাণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে থাক। তারপর তাঁর যা ইচ্ছা তাই হবে। তুমি কায করিয়া যাও; ফলাফল তাঁর পাদপদ্মে অর্পণ করিয়া দিও।

৺গঙ্গাজল এক শিশি নগেন বাবু দিয়াছেন। আমরা সকলেই উহা স্পর্শ করিয়া ধন্য হইয়াছি। হীরালাল ওখানে থাকিয়া কিছু-কাল ভজন সাধন ও অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি করিলে তো ভাল হয়। তাহাতে নিজের এবং অনেকের কল্যাণ সাধিত হইবে।

তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে, হীরালালকেও দিবে।··· মঠের সব তাঁর কৃপায় এক প্রকার কুশল। তোমাদের সর্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২৬৮) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড়
হাওড়া, ২০।৬।২৭

শ্রীমান্ কা—,

তোমার প্রেরিত ৪৲ টাকা পাইয়াছি। আন্তরিক প্রার্থনা করি তোমার বিশ্বাস, ভক্তি দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হউক এবং সেই শক্তিতেই তাঁর কার্য করিতে থাক। তিনিই সব ভাবনা দূর করিয়া দিবেন—ভয় নাই। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুনঃ—প্রভুই তোমার হৃদয়ে সৎবুদ্ধি দিয়া তোমায় চালিত করুন—প্রার্থনা করি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২৬৯) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড়
হাওড়া, ৮।৮।২৭

শ্রীমান্ —,

...আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। তোমার বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি, দিন দিন খুব বৃদ্ধি হউক। আশা ও আনন্দে হৃদয় সর্বদা পূর্ণ থাকুক; খুব পবিত্র হও।

আমার শরীরটা এবার মঠে আসা অবধি তত ভাল যাইতেছে না। কিছুদিন দেখিয়া কোন একটা স্বাস্থ্যকর Dry placeএ (টান

জায়গায়) বোধ হয় যাইতে হইবে। তাঁর ইচ্ছা যাহা তাহাই হইবে। এখানকার আর আর সমস্ত সংবাদ একপ্রকার তাঁর ইচ্ছায় কুশল। তোমাদের সর্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২৭০) ৺কাশীধাম ৪।২।২৮

শ্রীমান্ বিশু,

....আন্তরিক প্রার্থনা করি তুমি শারীরিক ও মানসিক কুশলে থাক। তোমার বিশ্বাস, ভক্তি দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকুক। ঠাকুর তোমায় দয়া করুন! তিনি অহেতুকী কৃপাসিন্ধু, জীবের কল্যাণের জন্যই তাঁর নররূপ ধারণ করিয়া জগতে আবির্ভাব। প্রার্থনা—এই বিশ্বাস তোমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হউক। আমার শরীর ভালয় মন্দয় একরূপ চলিতেছে। বৃদ্ধ শরীর, কোন না কোন অসুস্থতা লাগিয়াই থাকে।

এখানে প্রায় ১৫ দিন হইতে বৃষ্টি, মেঘ লেগেই আছে। বড়ই খারাপ। রবিশস্য বোধ হয় এবার একেবারে সবই নষ্ট হইবে। প্রভু দয়াময়, তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। পুনরায় আমার স্নেহাশীর্বাদ তুমি ও তোমরা সকলে জানিবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

(২৭১) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় পোঃ
হাওড়া, ২৩।৮।২৮

মা সু—,

তোমার পত্র পাইয়াছি। মা তোমার কোনও চিন্তা নাই। পরম কারুণিক, অহেতুকী কৃপাসিন্ধু, পতিতপাবন, যুগাবতার শিবগুরুর আশ্রয় তুমি পাইয়াছ। তুমি যতটুক পার জপ ধ্যান করিও, তাতেই তিনি প্রসন্ন হয়ে তোমায় শান্তি দিবেন, জপ ধ্যানের সহায় হইবেন। ভজন সাধন করে মানুষ তাঁকে লাভ করিবে—এ দুরাশা! কেবল তাঁর কৃপাতেই জীব তাঁকে পায়। তুমি তাঁর কৃপার জন্য কেবল প্রার্থনা করিও। তুমি নিশ্চয় শান্তি পাবে। তিনি বড় দয়াল। ভক্তের কাতর প্রার্থনা তিনি খুব শুনেন। তাঁর শরণ লইয়াছ তোমার আর ভাবনা কি? সব কেটে গেছে। এখন কেবল প্রার্থনা করতে থাক—প্রভু, আমি তোমার শরণাগত, দীনহীন সন্তান, আমায় দয়া কর। আমি ভজনহীন সাধনহীন, আমায় দয়া কর—এই বলে প্রার্থনা করিবে।

এখানে আসা—যখন সুবিধা ও সুযোগ হইবে তখন আসিও। সর্বদা আসবার প্রয়োজন হবে না। প্রভু তোমায় ঘরে বসিয়াই শান্তি দিবেন। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে। ইতি— চির শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২৭২) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় পোঃ হাওড়া, ৪।৯।২৮

শ্রীমান্ বি—,

…আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। প্রার্থনা করি তোমার বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি, দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকুক। আমার শরীর একপ্রকার ভালয় মন্দয় তাঁর ইচ্ছায় চলিয়া যাইতেছে। বৃদ্ধ বয়সে এই শরীর যতদিন তিনি রাখিবেন থাক্‌বে, সেজন্য কোন চিন্তা নাই। তোমার সর্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনীয়। ইতি— শুভকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২৭৩) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় পোঃ হাওড়া, ৫।৯।২৮

শ্রীমান্,

সত্যেনের মারফত তোমার প্রেরিত ঘী ও বড়িগুলি পাইয়াছি। চন্দ্র যে একটিন আমলকির মোরব্বাও সেই সঙ্গে পাঠাইয়াছিল— মন্মথবাবু উহার দাম দিয়াছেন, তাহাও আসিয়াছে।

শুনিতেছি যোগেশবাবু হাঁসপাতালে অনেকটা ভাল আছেন। আন্তরিক প্রার্থনা করি ঠাকুর তাঁকে নিরাময় করুন।

৺কাশীতে অতিশয় গরম পড়িয়াছে। প্রভুর কৃপায় খুব একটা বৃষ্টি এই সময় হইলে বড়ই মঙ্গল হয়। তোমার মনটা এখন অনেকটা

ভাল হইয়াছে শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। এখন বেশ করিয়া তাঁর নাম কর—তোমার নিশ্চয় মঙ্গল হইবে, তাঁর কৃপায়।

আমার শরীর এখন প্রায় সেই রকমই আছে। মোটের উপর একপ্রকার তিনি চালাইয়া লইয়া যাইতেছেন। যতদিন তাঁর ইচ্ছা চলুক। তিনি পরম দয়াল। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে। এখানে ৺পূজার বন্দোবস্ত হইতেছে। তাঁর কৃপায় নির্বিঘ্নে মায়ের পূজা সম্পন্ন হইলেই আনন্দ। মঠে জ্বর জাড়া আরম্ভ হইয়াছে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২৭৪) বেলুড় মঠ, পোঃ হাওড়া
৫।৯।২৮

মা স্থ—,

ঠাকুরের দয়ায় তোমার মনটা একটু স্থির হইয়াছে জানিয়া বড়ই আনন্দ হইল। তাঁর কৃপায় আরো হইবে। গায়ত্রীজপ সকালে ও সন্ধ্যার সময় করাই ঠিক। সংখ্যা রাখিতে না পার ত, ঘড়ি দেখে করিও। সকালে পূজায় বসতে বেশী বেলা না হওয়াই ভাল। খুব ভোরে উঠবার চেষ্টা ক্রমে ক্রমে করিও। এখন যেরূপ কোচ্ছো কর—কোন বিশেষ ক্ষতি নাই, তবে নিত্য উহা করা চাই। গায়ত্রী মন্ত্রজপ তুমি যেরূপ কোচ্ছো ঐরূপই করবে—উহাই ঠিক। পূজা যেরূপ কোচ্ছো ঐরূপই করিও। আসন-শুদ্ধি ইত্যাদি করবার বিশেষ দরকার নাই। ধ্যানের

অপেক্ষা জপ বেশী হয়—বেশ তাই করিও। ক্রমে সব পারবে মা, ধীরে ধীরে চল। ঠাকুরের কৃপায় তুমি যা কোচ্ছো ঠিকই হচ্ছে—কিছু ভুল কর নাই। যদি ভুল হয় ঠাকুরই শুধরে দেবেন। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিও। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২৭৫) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় পোঃ
হাওড়া, ১০।১০।২৮

মা সু—,

তোমার পত্র পেয়েছি। কোন চিন্তা নাই মা, তুমি পরম কারুণিক, অহৈতুকী কৃপাসিন্ধু, শিবগুরু রামকৃষ্ণের আশ্রয় পেয়েছ। মনের অবস্থা মধ্যে মধ্যে ও রকম হয়। সংস্কারের নানা প্রকার ঘাত প্রতিঘাতে সর্বদা মনের স্থিরতা থাকে না। কিন্তু ঠাকুর তোমায় ধরে আছেন মা, ভয় নাই তিনি তোমায় ছাড়বেন না। রামকৃষ্ণ কথামৃত বইগুলি নিত্যই একটু একটু পড়িবে। আমি জানি তোমার হৃদয়ে ভগবৎ-প্রেম আছে; তোমার হৃদয় নীরস নয়, মা। আমি সর্বদাই তোমায় আশীর্বাদ করিয়া থাকি। মেয়ের (লুনার) চিকিৎসা হচ্ছে, ভাবনা কি? সেরে যাবে। ৺পুজার ছুটিতে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে মধুপুরে যাবার ইচ্ছা করেছ, বেশ কথা। মা তাদের ভাল রাখুন।

মঠে মা'র প্রতিমা দোমেটে হচ্ছে। পূজার সমস্ত ব্যয়ই, মা তাঁর ভক্তদের দ্বারাই সুঙ্কুলান করান। তোমাদেরও এ বিষয়ে জানিয়ে রাখলুম।

মা, ভয় নাই—নিশ্চয় শান্তি পাবে। একথা কখনই মনে আনবে না যে, তোমার সামান্য অর্থ আছে বলে ভগবানের দয়া তোমার উপর হবে না। ছি! ছি! একথা কখনই মনে আনিও না। এ সংসার কার? সবই তো তাঁর! সংসারে অর্থ না থাকলে চলবে কেমন করে? অর্থ দ্বারা কত সৎকার্য হয়। ছেলেপুলে মানুষ হবে কি করে অর্থ না থাকলে? সংসারে অর্থের নিশ্চয়ই আবশ্যক। যাদের অর্থ আছে তাদের উপর মা'র দয়া জানিও। তবে অর্থকে সর্বেসর্বা যাদের বোধ হয়—তারা ভ্রান্ত। অর্থ দ্বারা খাওয়া পরা ইত্যাদি হয়; কিন্তু এইটি জানতে হবে যে সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না। তবে নিঃস্বার্থ সৎকার্য, যদ্দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, সচ্চিদানন্দ লাভের উপায় করে দেয়। চিত্তশুদ্ধি হলেই হৃদয়ে ভগবানের দর্শন হয়। অতএব সংসারে অর্থ নিশ্চয়ই চাই। ইহা ঠিক।

প্রেমানন্দের পত্রাবলী খুব ভাল, পড়িও। কথামৃতও রোজ কিছু কিছু পড়িও।

আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিও। আমার শরীর খুব খারাপ নয়, খুব ভালও নয়। তাঁর কৃপায় একপ্রকার চ'লে যাচ্ছে। ছেলে মেয়েদের আমার স্নেহাশীর্বাদ দিও। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ | (২৭৬) | বেলুড় মঠ, হাওড়া, ১০।১০।২৮

মা—,

তোমার পত্র পাইলাম। প্রেরিত দ্রব্যগুলিও পৌঁছিয়াছে। ঠাকুরের ছবি এখানে পাওয়া যায় না। যেখানে পাওয়া যায় সে ঠিকানা দিলাম ১৮২।এ মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আর একখানি ফটো (১॥০ দামের) পাঠাইলাম। মা, প্রেমের ঠাকুর তোমার মনোবাঞ্ছা নিশ্চয়ই পূর্ণ করিবেন। আমি বলিতেছি—তুমি শান্তি পাইবেই পাইবে। তিনি বড় দয়াল, অহৈতুকী কৃপাসিন্ধু—এ যুগের অবতার। তুমি ভাগ্যবতী যে তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ এবং তিনি তোমায় গ্রহণ করিয়াছেন। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে। ইতি—

তোমারি শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুঃ—ঠাকুরের সামান্য কিছু প্রসাদ পাঠাইলাম।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ | (২৭৭) | শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড়, হাওড়া, ১১।১০।২৮

মা সু—,

গতকল্য সন্ধ্যার সময় তোমায় চিঠি দিয়াছি, বোধ হয় পাইয়া থাকিবে। তোমার মধুপুরে যাওয়া আবশ্যক। ছেলে মেয়েদের

স্বাস্থ্য যাতে ভাল থাকে সেদিকে তোমার দৃষ্টি থাকা দরকার। প্রভুর ইচ্ছায় তারা ভাল থাকুক্। আমার জন্য চিন্তা করিও না, ঠাকুর আমায় ভালই রাখবেন। তোমরা মধুপুরে গিয়া সকলে খুব ভাল থাক আন্তরিক প্রার্থনা করি। তোমরা ১৫ই ৯।১০টার সময় এস, ঠাকুরের যৎসামান্য প্রসাদ পেয়ে যেও।

গায়ত্রী জপ করবার চেষ্টা করিও, ক্রমে ক্রমে ঠিক হয়ে যাবে। চটি জুতার যোগাড়ে আছি। —র পত্র পেয়েছি। আমার আশীর্বাদ তাকে দিও। সে ভালই থাক্‌বে ঠাকুরের কৃপায়। তুমিও ভাল থাকবে মা, নিশ্চয় জানিও, ঠাকুরের কৃপায়। ঠাকুর তোমাদের তাঁর শ্রীচরণে গ্রহণ করেছেন নিশ্চয় জানিও। তোমাদের আর কোন চিন্তা নাই—আমি নিশ্চয় বলছি। তিনি এখন তোমাদের সর্বদাই সর্ব অবস্থায় দেখছেন। মধুপুরেও শান্তিতে থাকবে, তাঁর কৃপায়। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি, ন—, ক—ও ছেলে মেয়েরা সকলে জানিবে। আমার শরীর এখন তত মন্দ নয়। মঠের ছেলেরাও তাঁর কৃপায় মন্দ নয়। অবশ্য এ সময়টা জ্বর জাড়া একটু আধটু হয়।

ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২৭৮) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠ
হাওড়া, ১৬।১০।২৮

শ্রীমান্ নির্ভরানন্দ

তোমার পত্র পাইয়াছি। ঠাকুরের কৃপায় মায়ের প্রতিমা ভালরূপ গঠিত হইয়াছে শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইয়াছে।···এ বৎসর গঙ্গাচরণ বাবুর স্ত্রীর কৈলাসপ্রাপ্তি হইয়াছে। এবার প্রতিমার গঠন খারাপ হইলে বড়ই দুঃখের বিষয় হইত। তিনি সাক্ষাৎ মা দুর্গার অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখতে যেমন দেবীর মতন, তেমনি ভক্তিমতী, পবিত্রা, সতী সাধ্বী, পতিপরায়ণা ও দয়াময়ী ছিলেন। অতি পুণ্যবতীও সুলক্ষণা নারী ছিলেন। জগতে এরূপ কম দেখা যায়। গঙ্গাচরণ বাবুও অতি ভাগ্যবান। তিনি কিছুদিন জগতে থাকুন। অবশ্য তিনি খুব দুঃখিত হইয়াছেন। যাহা হউক ঠাকুরের কৃপায় মায়ের পূজা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া যাক্, আন্তরিক প্রার্থনা করি।

তোমার শরীর এখন একটু ভাল শুনিয়া সুখী হইলাম। এখন ভাল থাকিতেই হইবে, মার কৃপায়। আশ্রমে গায়ত্রী হোম হইতেছে শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইয়াছে। জয় মা! আমার শরীর কোনরূপ জোড়াতাড়া দিয়া ঠাকুর চালাচ্ছেন। সব তাঁর ইচ্ছা। তিনি পরম দয়াল, পরম প্রেমময় হরি, বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তোমরা সব আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। অমূল্য, কেদার প্রভৃতি সেবাশ্রমের সকলকেও জানাবে।

ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২৭৯) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠ
হাওড়া, ২১।১০।২৮

শ্রীমান্ বি—,

তোমাদের পূজনীয়া মা সজ্ঞানে ঠাকুরের অভয়পদে আশ্রয় পান, ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা। তিনি চিরকাল সতী, সাধ্বী, পতিব্রতা, ধার্মিকা, ঠাকুরের ভক্ত এবং রত্নগর্ভা—তোমাদের ন্যায় ভক্ত সন্তান সকলকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন—তিনি নিশ্চয় ঠাকুরের অভয়-পদে স্থান পাইবেন। তাঁর জীবনের বাসনা ঠাকুর প্রায় সব পূর্ণ করিয়াছেন। এখন তিনি নিশ্চিন্তে ভগবৎ সন্নিধানে গিয়া চিরশান্তি লাভ করিবেন, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

আমার আন্তরিক আশীর্বাদ তাঁকে দিও, তোমরা সকলে জানিও। আজ মহা সপ্তমী, মায়ের পূজার সব খুঁব ব্যস্ত। মা দয়াময়ী তোমার মায়ের পরম কল্যাণ করুন, এই শুভ দিনে এই শুভ আশীর্বাদ করিতেছি। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণ ভরসা (২৮০) বেলুড় মঠ, হাওড়া
২৭।১০।২৮

শ্রীমান্ বিশু ও সব ভাইয়েরা,

আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তোমরা সকলে জানিবে। আমি

সর্বদাই তোমাদের জন্য চিন্তা করিতেছি। ঠাকুর তোমাদের সর্বদাই দেখিতেছেন সর্বাবস্থায়। কোন চিন্তা নাই।

এখানে মায়ের পূজা তাঁর কৃপায় সুচারুরূপে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আবার ৺শ্যামা পূজার যোগাড় হইতেছে। তোমরা পুনরায় আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। তোমাদের মা'র পবিত্র আত্মা ৺কৈলাসে মা জগদম্বার অভয় ও শান্তিময় চরণতলে শান্তিতে বিরাজ করিতেছেন—নিশ্চয় জানিও। ইতি— তোমাদের চির শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২৮১) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠ
হাওড়া, ৮।১১।২৮

শ্রীমান্ নন্দ,

তোমার প্রেরিত ৪৲ টাকা পাইয়াছি। বিশুর পত্রে তাদের পূজনীয়া মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধ সুচারুরূপে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে শুনিয়া বড়ই সুখী হইয়াছি। তিনি সতীসাধ্বী, পতিব্রতা, পুণ্যবতী, ভক্তি-মতী, সন্তান-বৎসলা ছিলেন, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। তাঁর পবিত্র আত্মা ঠাকুরের কৃপায় শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম-সান্নিধ্যে চির-শান্তি ভোগ করিতেছেন—নিশ্চয় জানিও। তিনি রত্নগর্ভা, এমন সব ভক্তসন্তান জঠরে ধারণ করিয়াছিলেন, যারা তাঁর জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছে। ছেলেরাও ধন্য যে এমন মায়ের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি।

তোমরাও ধন্য যে তাঁর শেষ জীবনে সেবা করিতে পারিয়াছ। তোমাদের পরম কল্যাণ হউক, প্রার্থনা করি। তোমাদের বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি, পবিত্রতা দৃঢ় হউক এবং তোমরা শান্তিতে পরস্পরের সহিত পবিত্র প্রেমবন্ধনে বদ্ধ হইয়া চিরদিন থাক—ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

আমার বৃদ্ধ শরীর, ভগ্ন স্বাস্থ্য, ঠাকুর কোন রকমে চালাইয়া লইতেছেন। সবই তাঁর ইচ্ছা। ইতি— তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২৮২) বেলুড় মঠ, হাওড়া, ২।১২।২৮

মা স্থ—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। কোন চিন্তা নাই মা! তোমায় ঠাকুর কৃপা করেছেন, তোমার মনে খুব শান্তি হবে—আমি বলছি। কখনও হতাশ হইও না, প্রভু তোমায় সর্বদা দেখছেন, আমি জানি। নিত্য তাঁর পূজা এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করিবে। তিনি ভক্তবৎসল, ভক্তের কাতর কান্না তিনি বড়ই শুনেন। তোমার কোন চিন্তা নাই মা, আমি বলছি। আমি তোমার হৃদয়ের প্রেম, ভক্তি সব বুঝতে পারি। তুমি নিশ্চয় শান্তিতে থাকবে।

আমার শরীর তত মন্দ নয়। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে ও ছেলেমেয়েদের সকলকে দিবে। ইতি—

তোমার চির শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণন্ (২৮৩) বেলুড় মঠ, হাওড়া, ১১।১২।২৮

শ্রীমান্ চন্দ্র,

৺জোয়াইয়ের* ছেলে বেচনের এত শীঘ্র দেহত্যাগ হইয়াছে শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। অবশ্য সবই ভগবানের ইচ্ছা। বেচনের মার খুবই কষ্ট হইয়াছে, আমি বুঝিতে পারিতেছি, তবে এ সব অবশ্যম্ভাবী। যা হোক মেয়ে দুইটিরই বিবাহ হইয়া গিয়াছে, কেবল বুড়ীই এখন রহিল। ঠাকুর কোন রকমে তার একটা পেট চালাইয়া দিবেন। তুমি যথা সম্ভব বুড়ীকে সাহায্য করিয়া আসিতেছ বহুকাল হইতে, এখনও করিতেছ তাহা আমি জানি। এখন ঠাকুরের ইচ্ছায় বুড়ীর খাওয়া-পরাটা কোন রকমে চলিয়া যায়, ইহা আমার আন্তরিক প্রার্থনা। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। আজ বেচনের মা'র জন্য ১০৲ টাকা মনিঅর্ডারে পাঠাইলাম। কুপনে আরো লিখিয়াছি। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

* কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমের পুরাতন ঝি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২৮৪) বেলুড় মঠ, হাওড়া
২১।১।২৯

শ্রীমান্ কা—,

তোমার পত্র পাইলাম। কোন ভয় নাই। চুপ করিয়া কায কর্ম কর ও প্রার্থনা কর—সব ঠিক হয়ে যাবে, তাঁর কৃপায়। শরীরটা যাতে ভাল হয় সেদিকে নজর রাখিও। ভয় নাই, সেরে যাবে।

আমার শরীর ভাল নয়, তবে ঠাকুর এই ভাঙ্গা শরীর এখনও কোনরূপে চালাইতেছেন—সবই তাঁর ইচ্ছা। তিনি পরম দয়াল। ঠাকুর আমার মা, আমার পিতা, আমার গুরু, আমার সর্বস্ব।

তোমরা সর্বাঙ্গীণ কুশলে থাক—আন্তরিক প্রার্থনা করি। এখানকার আর আর সংবাদ তাঁর কৃপায় এক প্রকার কুশল। প্রভাস ও ভুলু ও আর আর সকলকে আমার আশীর্বাদ জানাইও। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব　　　　　　　　(২৮৫)　শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় পোঃ
শ্রীচরণ ভরসা　　　　　　　　　　　　　　হাওড়া, ২৯।১।২৯

মা মনো—,

তোমার পত্র যথা সময়ে পাইয়াছিলাম। অনেক প্রকার কাযে ব্যস্ত থাকায় এতদিন উত্তর দিতে পারি নাই। মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) দেহান্তে অনেক কার্যের ভার আমাদের উপর পড়িয়াছে।

মা, আন্তরিক আশীর্বাদ করি তুমি প্রভুর নামে তন্ময় হইয়া যাও, তোমার হৃদয় তাঁর প্রেমে পূর্ণ হউক, তাঁর পবিত্র তেজে তেজস্বী হও। পরকে আপন করিয়া লওয়াই ভগবৎ প্রেমের লক্ষণ। তাঁর নামের বলে, তাঁর প্রেমের বলে, দুর্জয় রিপু—ক্রোধ, হিংসাদি সমস্তই পরাজিত হইবে, ইহার কোন সন্দেহ নাই। প্রভু তোমার হৃদয়ে সর্বদা বিরাজ করিতেছেন। আন্তরিক ডাকিলেই অনুভব করিতে পারিবে —আমি নিশ্চয় বলিতেছি। তাঁকে ডাক, কাতর প্রাণে ডাকা ছাড়া অন্য কোন উপায় আমি জানি না। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনে ঐরূপই দেখিবে। আমরাও তাঁহার কৃপায় তাহাই বুঝিতেছি। তাঁর নাম করা, তাঁর কাছে বালকের ন্যায় কাতরে প্রার্থনা করা—ইহাতেই তাঁর কৃপা হয়, ইহা করিলেই তুমি শান্তিতে থাকিবে।....

আমার শরীরও তত মন্দ নাই। মঠের সংবাদও প্রভুর কৃপায় একপ্রকার ভাল। তোমাদের সর্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমিও তোমরা সকলে জানিবে ও মধ্যে মধ্যে কুশল সংবাদ দিয়া সুখী করিবে। ইতি—　　তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

(২৮৬)

বেলুড় মঠ, হাওড়া
বুধবার, ২০।২।২৯

মা সু—,

তোমার প্রেরিত জিনিষগুলি সব পৌঁছিয়াছে। ৫০৲ টাকাও পেয়েছি। মাঘী পূর্ণিমার দিন ঠাকুরের ভোগ হইবে। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে। আমার শরীর সেই রকমই আছে। কোন চিন্তা নাই। ঠাকুর যতদিন রাখবেন তত দিন থাকবো। তিনিই নিত্য, সত্য, প্রেমময়, অধমতারণ, পতিতপাবন। কোন ভয় নাই—যে তাঁর শরণ লইয়াছে, তার আত্মার চিরকল্যাণ হইয়াছে—নিশ্চয় জানিও। তোমার হৃদয়ে দিন দিন প্রেম ভক্তি বাড়িতেই থাকিবে। শান্তি পাইতেছ—আরো পাইবে। পুনরায় আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ছেলেটি ঠাকুরের কৃপায় ভাল আছে শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুঃ—নন্দ—ও —কে আমার স্নেহাশীর্বাদ জানাইও। ঠাকুরের শ্রীচরণামৃত পাঠাইলাম, কিছু সামান্য প্রসাদ ও পাঠাইলাম।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২৮৭) বেলুড় মঠ, হাওড়া
২৪।৫।২৯

শ্রীমান্ নন্দ,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। আরো কিছুদিন, অন্ততঃ ৩।৪।৫ মাসের ছুটি লও। With pay (মাহিনা সহ) হউক, বা half payতেই (অর্ধ বেতনেই) হউক, বা without pay (বিনা বেতনে) হউক। তারপর একটি ভাল অনুকুল স্থানে থাকিয়া বেশ সাধন ভজন কর। যদি মন তাঁর কৃপায় খুব তাঁতে ডুবে যায়, তখন resign (চাকরি ছাড়িয়া) দিও। তোমার পক্ষে এখন এইরূপই ভাল মনে হচ্ছে। তাঁর কৃপায় ভজন খুব জমে গেলে আর ভাবনা কি ?

তোমার দিদি ভাল আছেন শুনিয়া সুখী হইলাম। আমার শরীর পূর্ববৎই। রাত্রে কখন নিদ্রা হয়, কখনও হয় না। যা হোক প্রভুর ইচ্ছায় যা হয় হোক। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে। প্রার্থনা করি তোমার বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি, পবিত্রতা ও নির্ভরতা খুব বৃদ্ধি হোক এবং ভগবানে একেবারে মন মজে যাক্—একেবারে ডুবে যাও। চাকরি ত' ছেড়ে দিলেই হ'ল। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৮৮৮) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় পোঃ হাওড়া, ৬।৯।২৯

মা সু—,

তোমার ৪।৯ তারিখের পত্র যথাসময়েই পেয়েছি। মা, সংসারে ওরূপ অশান্তি মধ্যে মধ্যে হবেই, সেজন্য মনে বিরক্তি আসতে দিও না। ঠাকুর তোমায় খুব দয়া করেন, তোমায় বড় ভালবাসেন, আমি জানি। তিনি তোমার হৃদয়ের নাথ, তিনি তোমার পিতা, মাতা, বন্ধু, সখা, পুত্র প্রভৃতি—সবই তিনি। ছেলেমেয়েদের তোমাকে নিশ্চয়ই দেখতে হবে। প্রভুই যে এক একরূপে তোমার কাছে এসেছেন ; ওরা সব যে তাঁরই রূপ। মা, বিরক্ত হইও না। প্রাণভরে ঠাকুরকে ডেকে যাও, সব অশান্তি দূর হয়ে যাবে। অশান্তি মাঝে মাঝে আসবেই, কিন্তু তাঁর কৃপায় সব চলে যাবে ; সেজন্য কোন ভয় নাই। মা সংসার ছেড়ে কোথা যাবে ? ওখানেই তোমায় তিনি শান্তি দেবেন। মা, তুমি কাহারো অপ্রিয় হবে না। আমি জানি তোমার প্রকৃতি অতি মধুর, তোমাকে সকলেই ভালবাসে। সংসারে অশান্তি মাঝে মাঝে আসে, কিন্তু হাজার অশান্তি আসুক তাঁকে হৃদয়ে প্রেমের সহিত ডাকলে, তাঁর প্রেমে সব অশান্তি ভেসে চলে যায়। মা, কোন ভয় নাই। তাঁর চরণতলে বসে কাঁদলে সব অশান্তি দূর হয়ে যায়। ভক্ত সহস্র অপরাধ করলেও তিনি তাহা লন না, সব মার্জনা করেন। তিনি অহৈতুকী প্রেমময় ! জীবের অপরাধ তো পদে পদেই হয়, কিন্তু অহৈতুকী কৃপাময় তিনি, সে সব মাপ করেন। এই জন্যই

ভগবানের নররূপ-ধারণ। মা, এইজন্যই তিনি অবতাররূপ গ্রহণ করেন। তুমি মহা ভাগ্যবতী যে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করেছ। তোমার কোন চিন্তা নাই। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে ও ছেলেমেয়েদের সকলকে দিবে।

আমার শরীর পূর্ববৎই, ভাল নয়। মায়ের প্রতিমা একমেটে হয়েছে। তুমি পুনরায় আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিও। মঠের অন্যান্য সংবাদ তাঁর কৃপায় একপ্রকার মঙ্গল। ইতি— তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২৮৯) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠ, হাওড়া, ৫।১।৩০

মা সু—,

তোমার পত্র এইমাত্র পাইলাম। ঠাকুরের শ্রীচরণ হইতে তুমি কখনই বিচ্যুত হইবে না। গীতায় যাহা শোন ঠাকুরই সে সব। তোমার মতভেদ হবার কোন কারণ নাই। যে শাস্ত্রে যাহা বলিয়াছে সবই ঠাকুর। ঠাকুর ছাড়া কোন শাস্ত্রই নাই। তিনি সাকার তিনিই নিরাকার, আবার সাকার নিরাকারের অতীতও তিনিই। সুতরাং তোমার মতভেদের কোন কারণ নাই। কোন চিন্তা নাই। ঠাকুরের কাছে খুব প্রার্থনা করিও। তোমার মনের সব সন্দেহ দূরে যাবে। তিনি এ সব পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন—তোমার বিশ্বাস দৃঢ় হইল কিনা। কোন ভয় নাই। তিনি আশ্রিতকে কখনও ত্যাগ করেন না।

আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে এবং ছেলেমেয়েদের সকলকে জানাবে। আমার শরীর তত ভাল নয়। খুব খারাপও নয়। ঠাকুরের ইচ্ছায় চলে যাচ্ছে। ইতি— তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

পুঃ—আমার লেখা খারাপ, হাত কাঁপে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২৯০) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ হাওড়া, ১২।২।৩০

মা সু—,

তোমার প্রেরিত একটি টেবিল ক্লথ ও ঠাকুরের ভোগের জন্য ২৫৲ পাইলাম। মা তোমার ভাবনা কি? পূর্ণ ব্রহ্মের প্রকাশ শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীপদে প্রাণ-সমর্পণ করিয়াছ, তিনি তোমার হৃদয়ে প্রেমের বন্যা বহাইয়া দিবেন, নিশ্চয় জানিও। তোমার হৃদয়ে খুব প্রেম আছে, আমি জানি। উহা ক্রমেই বাড়িতেছে এবং আরো বাড়িবে। সংসার যতটা পার দেখিবে, না দেখলে চলবে কেন? ছেলেপিলেদের জন্যই করিতেছে, তোমার নিজ সুখের জন্য ত নয়। এইটি মনে করিও। ছেলেপিলেই বা কার? সব ত তাঁরই।

তিনিই তোমার কাছে তাদের রেখে দিয়েছেন, তাদের লালন-পালন করবার জন্য। যতদিন তাঁর ইচ্ছা তাদের তোমার কাছে রাখবেন। তোমার যথাসাধ্য তুমি তাদের দেখবে। তোমার হৃদয় তাঁর পাদপদ্মে অর্পিত হয়েছে, ইহা আমি নিশ্চয় জানি। তোমার

কোন চিন্তা নাই। তিনি তোমায় সব অবস্থায় দেখছেন, কোন চিন্তা নাই। জয় রামকৃষ্ণ, জয় প্রেমময় জ্ঞানময় প্রভু! তোমার কোন চিন্তা নাই মা, তোমার হৃদয়ের প্রসার দিন দিন হইতেছে ও আরো হইবে। ঠাকুর বড় দয়াল, বড় ভক্তবৎসল! আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিও এবং ছেলেমেয়েদের সকলকে দিও। আমার শরীর পূর্ববৎ—খুব খারাপ নয় তাঁর ইচ্ছায়। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুঃ—কিছু প্রসাদ পাঠাইলাম।

পরিশিষ্ট*

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২৯১) চিলকাপেটা, আলমোড়া
১।৫।১৫

প্রিয় হরিচরণ,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। বাগানের খবরে বড়ই প্রীত হইলাম। প্রভুর কৃপায় কাজের সুবিধা হইলেই অনেকের কল্যাণ হয়, ইহাতেই আমাদের আনন্দ। তোমরা সত্যকে আশ্রয় করিয়া বহু পরিশ্রমে অনেকে একত্র হইয়া কার্যের অবতরণ করিয়াছে, এ কার্য প্রভুর ইচ্ছায় সিদ্ধ হইবে বৈ কি।

তোমার প্রেরিত জিনিষগুলিও পাইয়াছি, গেঞ্জিও বেশ হইয়াছে।

প্রভুর ইচ্ছায় হরি মহারাজ কিছু সুস্থ বোধ করিতেছেন, কিছু অধিক দিন থাকিলে বোধ হয় তাঁর কৃপায় আরোগ্য লাভ করিবেন। আমিও

* 'শিবানন্দ-পত্রসংগ্রহের' পাণ্ডুলিপি প্রেসে দেবার পরও কিছু চিঠি আমাদের হাতে এসেছে। সেগুলি এবং আরো কিছু পত্র, যা নানা কারণে পাণ্ডুলিপির অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি, সে সমস্তই পরিশিষ্টে দেওয়া হল। এই চিঠিগুলির সন তারিখের পারম্পর্য রক্ষিত হয় নি, শুধু ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থের সমস্ত চিঠির ন্যায়, পরিশিষ্টে সংযোজিত পত্রগুলিও মহাপুরুষজীর নিজের হাতের লেখা অর্থাৎ পুরো চিঠিই তিনি নিজের হাতে লিখেছেন—কেবল মাত্র যে সই করেছেন—তা নয়।—সংকলক।

এক প্রকার আছি, তত খারাপ নয়। তুমি মধ্যে মধ্যে কুশল সংবাদ দিয়া সুখী করিবে। এবং আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও ভালবাসা জানিবে।

যে কায তোমরা করিতেছ এইরূপ কাযই জগতের হিতকারী। শ্রীস্বামীজীর এইরূপই প্রাণের ইচ্ছা ছিল জানিবে; ইহাতে তাঁর প্রাণের আশীর্বাদ তোমরা পাইবে। এইরূপ কাযে দেশের বহুলোক অন্নের সংস্থান করিয়া দুমুঠা খাইতে পারিবে—এ জাতীয় কায বহুলোকের অনুকরণীয় জানিবে। তোমরা কৃতকার্য হও এবং দেশের বহুলোক এইরূপ কাযে অগ্রসর হউক। এখন দেশের লোকের জন্য এইরূপ কাযই দরকার। ইতি—তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২৯২) চিলকাপেটা, আলমোড়া উত্তরপ্রদেশ, ২৮।৮।১৫

শ্রীমান্—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। ভগবানকে প্রাণ ভরে ডাক, তাঁকে ভালবাস। এইরূপভাবে ভালবাসিবে যেন তিনি আত্মীয় হইতেও পরম আত্মীয়। শিশু যেমন মাকে দেখতে না পেলে ডাকে কাঁদে, সেইরূপে তাঁকে পাবার জন্য প্রার্থনা করবে, গোপনে কাঁদবে।···তারপর তিনি সংসারে রাখিতে ইচ্ছা করেন সংসারেই রাখিবেন। সন্ন্যাসী করিবার ইচ্ছা হয় তাহাই করিবেন। সেজন্য তোমার ভাববার দরকার নাই। মোট কথা তাঁতে 'পূর্ণ বিশ্বাস,

ভক্তি, প্রীতি হওয়া চাই, আর তাহাই শ্রেষ্ঠ যোগ, অন্য কিছু নয়।

...শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে খুব প্রার্থনা করিবে যে প্রভু আমায় পবিত্র থাকিবার শক্তি দাও।

এখন পাঠ্যজীবন। লেখাপড়ায় খুব মন দিবে এবং অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। আর অধিক কি লিখিব? তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২৯৩) চিলকাপেটা, আলমোড়া
উত্তর প্রদেশ, ১৪।৯।১৫

প্রিয় প্রফুল্ল কুমার,

তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। মু—চৈতন্যকে আমি এবার মঠে দেখিয়া আসিয়াছি। উত্তম ছেলে, ভক্তিমান এবং মঠের সেবাদিতে খুব মন। য—ও ভক্তিমান ছোকরা। তাদের বাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা ও সেবাদি হয়, অনেক ভক্ত ছেলে আছে—আমি শুনিয়াছি। চণ্ডীপুর গ্রামে প্রভুর শক্তির বিকাশ হইতেছে দেখিয়া আমি বড়ই প্রীত হইয়াছি। এইরূপেই যুগধর্ম আপনা আপনি প্রচারিত হয়। ভগবান যখন অবতার গ্রহণ করেন, তখন এইরূপেই জীবকে দয়া করেন।

তুমি যে ভাবে ইচ্ছা হয় সেই ভাবেই তাঁকে ডাকিবে। তিনি হৃদয়ের ভাব সব জানেন। তোমার যে ভাবে তাঁকে সম্বোধন করিতে ভাল লাগে সেই ভাবেই করিও। প্রেমের কোন নিয়ম নাই। তাঁকে আপনার জন করে নিতে হবে এবং নিজেও তাঁর আপনার জন হয়ে যেতে হবে—তা' যেভাবে সম্বোধন করিলে তাঁকে অতি আপনার বলে মনে হবে, সেই ভাবেই সম্বোধন করিবে।

ভক্তদের সঙ্গে মিলে-মিশে থাকা খুব ভাল। য—র পত্র আমি ফরিদপুর থেকে পাইয়াছি। সকল ভক্তদের আমার আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্বাদ দিবে এবং তুমিও জানিবে। লেখাপড়ায় মন দিবে। গুরুজনদের মান্য করিবে এবং সর্বদা সৎসঙ্গে থাকিবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

পুঃ—ঠাকুর নিশ্চয় তোমার মঙ্গল করিবেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২৯৪) চিলকাপেটা, আলমোড়া
উত্তর প্রদেশ, ২৬।৯।১৫

প্রিয় প্রভাত চন্দ্র,

তোমার পত্রে বড়ই আনন্দ হইয়াছে। য—র কাছে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাবার্তা শুনিয়া তোমার শ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে বিশ্বাস ভক্তি হইয়াছে জানিয়া আমি পরমাহ্লাদিত হইয়াছি। তুমি স্বপ্নে তাঁর শ্রীপদযুগল দর্শন করিয়াছ শুনিয়া আরো আনন্দ হইল। এই বর্তমান যুগে যে

ঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ করিবে সে মহা ভাগ্যবান ; তার বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি দিন দিন বাড়িবে। সে শুদ্ধ পবিত্র হইবে এবং ঠাকুর তাকে নিশ্চয় ভালবাসিবেন। ভক্তদের সঙ্গে খুব ভালবাসা রাখিবে। আমি অন্তরের সহিত আশীর্বাদ করিতেছি, প্রভু তোমায় দয়া করুন,— তোমায় ভাল রাখুন।

আজ য—র পত্র পাইয়াছি। সে ৺পূজার ছুটীতে বাড়ী যাইবে লিখিয়াছে। তখন তোমাদের খুব আনন্দ হইবে। তুমি পুনরায় আমার আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে। প্রভু তোমায় নিশ্চয় কৃপা করিবেন জানিবে। ইতি— তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ (২৯৫) মিহিজাম, সাঁওতাল পরগনা
শরণম্ ১০।৯।১৬

প্রিয় হরিচরণ,

তোমার পত্র যথা সময়েই পাইয়াছিলাম। মনের এই দুই অবস্থাই আছে—চঞ্চল এবং স্থির ; কিন্তু প্রভু এ দুইয়ের ভিতরেই বর্তমান এবং এ সকলের অতীতও তিনি। কোন চিন্তা নাই। সহস্র অশান্তির ভিতর একবার সেই প্রেমময়ের শান্তিমাখা মূর্তি স্মরণ করিলেই সব অশান্তি দূর হইয়া গিয়া হৃদয় প্রেমে বিগলিত হইয়া যায়। আমি জানি তোমার প্রভুতে প্রেম আছে, তাঁর কৃপায়। সুতরাং কোন ভয় নাই, সব অবস্থাতেই তিনি তোমায় দেখিতেছেন।

দাদা প্রভুর ইচ্ছায় পৃথকান্ন হইয়াছেন, উত্তম। তিনি যদি উহাতে সুখে থাকেন, থাকুন।···

···যাহা হোক তুমি তজ্জন্য দুঃখিত হইও না এবং অশান্তও হইও না। ইহা প্রভুর ইচ্ছা জানিয়া এবং তোমার দাদা ইহাতে সুখী জানিয়া তুমি 'জয় প্রভু' বলিয়া আনন্দে কায কর্ম কর। আমি জানি তুমি good loving brother (ভাল এবং হৃদয়বান্ ভাই)। তোমার অপরাধে এরূপ হয় নাই। যাহা হউক মধ্যে মধ্যে সংবাদ দিও।

সেইদিন envelopes-এর (লেপাফার) কথা লিখি নাই; আজ দেখিলাম উহা ফুরিয়া আসিয়াছে। উহাও দুই শত আন্দাজ পাঠাইয়া দিও—এখানে কোন দ্রব্যই পাওয়া যায় না।

আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

তোমার চির শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (২৯৬) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
শ্রীচরণভরসা হাওড়া, ১৩।১১।১৮

প্রিয় মহেশ্বরানন্দ,

তোমার পত্র যথা সময়ে পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। আশা করি প্রভুর কৃপায় ৺শ্যামাপূজা বাঁকুড়া আশ্রমে সুসম্পন্ন হইয়া

গিয়াছে। মহারাজ* অনেকটা ভাল, Diabetes (বহুমূত্র) এর আর কোন লক্ষণ অনেকদিন হইতে দেখা যায় নাই। এখন অন্নরুটি খাইতেছেন এবং পূর্বাপেক্ষ কিছু সুস্থ বোধ করিতেছেন। হরি মহারাজও অপেক্ষাকৃত ভাল আছেন। মঠের স্বাস্থ্য পূর্বাপেক্ষা কিছু ভাল বোধ হইতেছে।

Influenza (ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা) মহামারী সমগ্র ভারতে হইতেছে—সমগ্র জগতে বলিলেও হয়। বহুলোক ইহার করালগ্রাসে পতিত হইতেছে ; জগদম্বার নাশিনী শক্তির খেলা সমস্ত জগতে দেখা যাইতেছে। কোন না কোন প্রকারে জীবের দেহ নাশ হইতেছে—কাহারো কিছু বলিবার ক্ষমতা নাই। যাঁর জগৎ তিনি যেরূপ ইচ্ছা চালাইতেছেন। এবার যেরূপ দেখা যাইতেছে, সমগ্র ভারতব্যাপী দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী। ইহাতেও অনাহারে এবং তন্নিবন্ধন রোগে বহু প্রাণীর নাশ হইবার সম্ভাবনা। যা হোক সবই মা'র ইচ্ছা—ইহা ভাবিতে না পারিলে শান্তি নাই। আমাদের দ্বারা তিনি যদি তাঁর জীবসেবা যতটুকু সম্ভব করাইয়া লন, তাহা হইলে আমরা ধন্য হইব।

Rajsahi flood relief work (রাজসাহী বন্যা সেবা-কার্য) থেকে সব workers (সেবকগণ) ফিরে আসতে আরম্ভ করেছে। সেখানকার কায প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে ও আশ্রমস্থ সকলকে জানাইবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

---

* স্বামীজী শব্দ স্বামী বিবেকানন্দ ও মহারাজ শব্দে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে বুঝায়। —সংকলক।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২৯৭) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় পোঃ হাওড়া, ১।৬।১৯

শ্রীমান্—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। পূর্ব পত্রও পাইয়াছিলাম। এখন যে সেবাকার্যে প্রভুর ইচ্ছায় ব্রতী হইয়াছ, তাহা সম্পন্ন করিয়া আসিলে, তারপর তোমার কলেজের পড়া যদি পড়িতে হয়, তাহার বন্দোবস্ত বোধ হয় প্রভুর ইচ্ছায় আমরা করিয়া দিতে পারিব। না হয় ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাল করিয়া পড়ার বন্দোবস্তও বোধ হয় প্রভুর ইচ্ছায় হইতে পারিবে, সেজন্য তুমি কোন চিন্তা করিও না। নিয়মিত ধ্যান জপও এখন যতটা সম্ভব হয় করিবে, পরে সেবাকার্য সমাধা করিয়া আসিলে যখন সময় পাবে, তখন আরো ভাল করিয়া করিতে পারিবে।

আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি তুমি রো— ও শ— সকলে জানিও। ও দিকে বৃষ্টি হয়েছে কি? এখানে ভয়ানক গ্রীষ্ম পড়িয়াছে এবং দেশ ও খুব গরম। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২৯৮) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
হাওড়া, ২২।১০।১৯

শ্রীমান্ মহেশ্বরানন্দ,

তুমি আশু ও শৈলানন্দ আমার ৺বিজয়ার আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে। এত কাযের ভিড় পড়িয়াছে, বিশেষ Cyclone relief (ঘূর্ণবাত সেবাকার্য) এর জন্য—যে পত্রাদি সব জায়গায় লেখার বড়ই বিলম্ব হয়। তোমার পত্র পূর্বেই পাইয়াছিলাম। প্রায় ১৫০ পত্রের উত্তর দিতে হইতেছে, তার উপর এত চিন্তা! পূর্ববঙ্গের অবস্থা এমনই শোচনীয় হইয়াছে যে তাহা বর্ণনাতীত। কখনও এরূপ বিপদ ও অঞ্চলে হইয়াছিল কি না, ৭০।৮০ বৎসরের বৃদ্ধবৃদ্ধারাও তাহা জানে না। মা'র কি ইচ্ছা তিনিই জানেন। আমরা তাঁর দয়ার অংশই দেখিতে চাই এবং তারই উপাসনা করিতে চাই। তাঁর সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের বিষয় জানিতে চাহি না, কেহ কখনো জানিতে পারে নাই এবং পারিবেও না।

মঠের স্বাস্থ্য ভাল নয়, অনেকেরই অসুখ। পার্শ্বস্থ পল্লী সকল Malariaয় (ম্যালেরিয়ায়) জর্জরিত—প্রায় সবই গরীব। তুমিও তোমরা পুনরায় আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (২৯৯) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর
মাদ্রাজ, ১৫।১১।২১

শ্রীমান্ হরিচরণ,

আমিও তোমার পত্র অনেকদিন না পাওয়াতে চিন্তিত ছিলাম, এবং ভাবিতেছিলাম তোমায় কোন ঠিকানায় লিখি। যা হোক তোমার পত্র এখানে পাইয়া আনন্দ হইল।

প্রভুর এ মঠে ৺শারদীয়া দুর্গা মাতার প্রতিমায় আরাধনা হইয়াছিল এবং শ্যামা পূজাও এইরূপ প্রতিমায় হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে রেলে দু'বারই প্রতিমা আনান হয়। তাঁর কৃপায় কোন বারেই কিছুমাত্র বিঘ্ন হয় নাই। সকলের বড়ই চিন্তা হইতেছিল, মাটির জিনিষ, অত বড় ব্যাপার (দুর্গা প্রতিমা) কি করিয়া এত পথ রেলে আসবে। কত jerk, shock (ঝাঁকানি, ধাক্কা) লেগে হয়ত প্রতিমার কোনরূপ অঙ্গহানি হইতে পারে—তা হ'লে সে প্রতিমা পূজাই হবে না; কিন্তু মা'র ইচ্ছায় দুই বারই প্রতিমার কোনরূপ হানি হয় নাই। পূজাও খুব আনন্দ ও উৎসাহে এবং সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। দাক্ষিণাত্যে যাহা কখন হয় নাই, তাহা প্রভুর কৃপায় তাঁর ভক্তদের দ্বারা সম্পাদিত হইল। জয় প্রভু!

ব্যাঙ্গালোর হইতে আসার পর এখানে অতিশয় বর্ষা প্রায় ১৫ দিন ধরিয়া হয়। এরূপ ভযানক বৃষ্টি আমি জীবনে কখনও দেখি নাই। এ দেশে এই ২।৩ মাসই বর্ষাকাল। এখন অবশ্য বর্ষা থামিয়াছে,

কিন্তু শরীর আমাদের কাহারো ভাল থাকিতেছে না, সর্দি হাত্ পা বেদনা, কারো কারো একটু একটু জ্বর এই রকম চলেছে। আমরা আগামী শনিবার খুব সম্ভব এখান হইতে ভুবনেশ্বর মঠে যাত্রা করিব। সেখানে দু সপ্তাহ আন্দাজ থাকিয়া মঠাভিমুখে যাইব—এরূপ সংকল্প হইয়াছে।

তুমি কেমন আছ এবং কায কর্মের খবর কি, কিছুই লেখ নাই। আশা করি সব সংবাদ কুশল। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে, এবং সমস্ত সংবাদ লিখিবে। Sri Ramakrishna Math, Bhubaneswar, Puri Dt. (শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, ভুবনেশ্বর, জেলা-পুরী) এই ঠিকানায় লিখিও। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুঃ—৺পূজার সময় কোথায় ছিলে ?

(৩০০)

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, ভুবনেশ্বর
পুরী, ২৬।১১।২১

শ্রীমান্ হরিচরণ,

তোমার পত্র এখানে পাইলাম। কাযকর্ম সম্বন্ধে তোমার মন বড় খারাপ হইয়া আছে জানিয়া দুঃখিত হইলাম। কোন চিন্তা নাই, প্রভুর স্মরণ করিয়া কায যতদিন পার করিয়া যাও। কর্তব্যের ত্রুটি করিবে না, কাযে সুবিধা হইবার খুব সম্ভাবনা।

হতাশ হইও না—"বিপদি ধৈর্যং" (বিপদে ধৈর্য অবলম্বন করিবে) ধীরে ধীরে চল। প্রভু সব দেখিতেছেন, ভক্তের মনের বেদনা—যে জন্যই হোক, তিনি দেখেন। তিনি দেখিয়া যেরূপ ভাল বিধান করেন, তাহাই ঠিক। তুমি তাঁকে ধরিয়া থাক, এবং যাহা কর্তব্য তাহা কর। উহা তোমার একলার কায নয়। সকলে পরামর্শ করিয়া কায কর। তোমার দোষে তো আর কাযের এরূপ অসুবিধা হয় নাই? নানা কারণে এরূপ ঘটিয়াছে—কোন ভয় নাই, সব ঠিক হইয়া যাইবে। ধৈর্যের সহিত চল, সহ্য করিয়া চল। কোন ভয় নাই। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহ প্রীতি জানিবে। প্রভুকে ধরিয়া চুপ করিয়া থাক এবং কায কর। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুঃ—আমাদের শরীর তত মন্দ নাই। এদিকে শীত বেশ পড়েছে। ২।৩ সপ্তাহের ভিতর আমরা মঠে যাইব।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৩০১) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় পোঃ
হাওড়া, ১১।৬।২২

শ্রীমান্ শৈলেশ,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। ঢাকা হইতে যে কার্ড লিখিয়াছিলে তাহাও যথা সময়ে পাইয়াছিলাম। ললিতও মু—মঠে আসিয়াছে। তোমার প্রেরিত ঢাকার অমৃতি আমি কিছু খাইয়াছি, অবশ্য প্রভুর ভোগ দিয়া। জিনিস বেশ ভাল।

স্থ—মায়ের নির্যাতনের কথা শুনিয়া বড়ই মর্মাহত হইলাম। প্রভু কৃপা করিয়া তাঁর মনে আরো অধিক বলের সঞ্চার করুন। বাস্তবিকই যদি অসহ্য হয় এবং শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে অবশ্য তাঁর ভাগ্নীর বাড়ী যাইয়া থাকা উচিত এবং নিজের ভাবানুযায়ী শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা সেবাদি করুন এবং যেরূপ আহারাদি তাঁর সহ্য হয় তাহাই গ্রহন করুন। —ধ অকারণে তার অমন পবিত্র ভক্তিমতী মাকে ভয়ঙ্কর কষ্ট দিতেছে। এ তার কি ধর্ম? কি fanaticism (গোঁড়ামি)! গর্ভধারিণী মা মারা যাইতেছে এ জ্ঞান তার হইতেছে না? একি ধর্ম? এ যে মহা অধর্ম।

আর অধিক কি লিখিব?

তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে।···শ—হরিশ প্রভৃতিকেও আমার স্নেহাশীর্বাদ লিখিয়া পাঠাবে। আমার শরীর এখন তত মন্দ নাই। দিন কতক কিছু কিছু বৃষ্টি এখানে হইয়াছিল আবার বন্ধ হইয়াছে। সবই প্রভুর ইচ্ছা। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামক�ৃষ্ণঃ শরণম্ (৩০২) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় হাওড়া, ৬।১১।২২

শ্রীমান্ ধী—,

তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমার দীক্ষার সম্বন্ধে তেজ চৈতন্য (নটেন্দ্র) আমাকে বারম্বার লেখায় আমি বলিয়াছিলাম যে, আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম ছাড়া অন্য কোন দীক্ষা দিতে জানি না। তাহাতে নটেন্দ্র লেখে যে, হাঁ আপনি তাকে তাই দিবেন। তার পর আমি তাহাতে রাজী হইয়া তোমায় এখানে পাঠাইতে নটেনকে লিখি। সুতরাং দীক্ষা দিবার পূর্বে আমি তোমায় সে বিষয় কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই; কারণ আমি জানি এবং আমার এই ধ্রুব বিশ্বাস যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-নামেই জীবের কল্যাণ হইবে। এবং সেজন্যই— যাহা আমাদের জীবন-সর্বস্ব এবং যদ্বারা আমরা বাঁচিয়া আছি, সেই পতিতপাবন, যুগধর্ম-সংস্থাপক— যিনি রাম, যিনি কৃষ্ণ তিনিই ইদানীং রামকৃষ্ণ নামে ও রূপে অবতীর্ণ হইয়া (সভক্ত) লোকত্রাতা রূপে আসিয়াছেন এবং যাঁর উদার ধর্মমত সমস্ত জগৎ ক্রমে ক্রমে লইতেছে এবং কালে সমগ্র জগৎ যাহা গ্রহণ করিবে এবং যাহা তারকব্রহ্ম নাম (রাম নাম তারকব্রহ্ম নাম এবং কৃষ্ণ নামও তারকব্রহ্ম নাম) সেই নামই তোমায় দিয়াছি। অবশ্য ঐ নামের সঙ্গে···বীজ মন্ত্রও দিয়াছি।···

···যাহা হউক এ সকল তোমার মনে যদি ভাল না লাগে তাহা হইলে তুমি এক টুকরা কলার পাতে (ঐ মন্ত্র যাহা তোমায় দিয়াছি) লিখিয়া তাহা নদীর জলে নিক্ষেপ করিয়া দিও এবং তোমার মনে ভগবানের যে নাম বা যে রূপের উপর প্রীতি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে, তাহা

তোমাদের কুলগুরু হউন বা অন্য কোন উপযুক্ত গুরুর নিকট হইতে লইও। তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না। ভগবান্ তোমার কল্যাণ করুন।

অধিক আর কি লিখিব? আমি তোমার উপর বিন্দুমাত্রও বিরক্ত হই নাই। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে এবং নটেনকে এ পত্রের বিষয় বলিবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(৩০৩)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণম্

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
হাওড়া, ২৩।১১।১৯২২

মা—,

তোমার পত্র পাইয়াছি। আমার বোধ হয় তোমাকে শীঘ্রই ঢাকায় আসিতে হইবে।...

ঠাকুরকে খুব ডাকিবে, তাঁর নাম করিবে, অন্তরের সহিত প্রার্থনা করিবে এবং এইটি হৃদয়ে ও প্রাণে প্রাণে জানিবে যে, তোমাকে দেহ মন প্রাণ সব ঠাকুরের পাদপদ্মে অর্পণ করিয়া থাকিতে হইবে।

তোমার জীবন খুব উচ্চভাবে গঠিত হইবে তাঁর কৃপায়। অবশ্য মানব মনে কখনও কখনও দুর্বলতা আসিতে পারে, কিন্তু তাকে কখনই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না; যখনই আসিবে তখনই মনে মনে লজ্জিত হইয়া তাঁর কাছে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রার্থনা করিতে হইবে—তাহা হইলে তাহা দূর হইবে।

আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবার আপাততঃ সম্ভাবনা নাই। পরে প্রভুর ইচ্ছায় যা হয় হইবে। প্রভু তোমার হৃদয়ে আছেন, তোমার

সমস্ত অভাব তিনি পূর্ণ করিবেন, আমি নিশ্চয় বলিতেছি। তাঁর নামে অনন্ত শক্তি নিহিত রহিয়াছে। তাঁর শ্রীমূর্তিতে অনন্ত প্রেম, অনন্ত দয়া, অনন্ত পবিত্রতা নিহিত রহিয়াছে। তোমার কোন অভাব থাকিবে না—খুব নাম কর, খুব প্রার্থনা কর, প্রাণ পূর্ণ হইয়া যাইবে। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

তোমার শুভকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

(৩০৪)

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড়
জিলা—হাওড়া, ১৩।১২।২২

শ্রীমান্ সুরথ লাল,

তোমার পত্র পাইলাম। পূর্বপত্রও বোধ হয় পাইয়াছিলাম। তুমি বরিশাল গিয়াছ কোন কার্যোপলক্ষে—বেশ, যতদিন দরকার হয় থাকিবে। শ—কলিকাতায় তার পিতার চিকিৎসার জন্য আসিয়াছে; এখন তার মামীকে লইয়া ৺পুরী দর্শন করিতে গিয়াছে। সু—র মা'ও কলিকাতায় এসেছিলেন। তিনি ঢাকায় ফিরিয়া গিয়াছেন। তিনি মঠে দুইদিন আসিয়াছিলেন।

শ— তোমাদের মালা আমার নিকট হইতে শোধন করিয়া লইয়া-গিয়াছে।

আন্তরিক আশীর্বাদ করি প্রভুর শ্রীচরণে তোমার সরল বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি হউক। তুমি বালকের ন্যায় তাঁর কাছে বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি চাইবে—যেমন মা বাপের কাছে ছেলে আব্দার করে। দেখিবে

তিনি তোমায় ভালবাসিবেন, শান্তি দিবেন। তাঁকে খুব আপনার করিয়া লইবে। যত আপনার করিয়া লইবে, ততই তিনি তোমায় ভালবাসিবেন। তিনি কেবল শুদ্ধ ভালবাসা চান। আর অধিক কি লিখিব? আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে। মঠের সংবাদ এক প্রকার সব কুশল। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ — (৩০৫) — শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়, হাওড়া

শ্রীমান্ শৈলেশ,

অনেক দিনের পর তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। ভাই ভূপতির জন্মোৎসব ঢাকা আশ্রমে বেশ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে এবং অনেকেই উহাতে যোগদান করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছেন শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়া গিয়াছিলেন। কলিকাতা দর্জিপাড়া, ছিদাম মুদী লেনেও সেদিন বেশ উৎসব হইয়া গিয়াছে। মঠ থেকে প্রায় ৮।১০ জন গিয়াছিলেন। —মহারাজ ঠাকুরের পূজা ও হোমাদি করিয়াছিল, ভজনাদিও বেশ হইয়াছিল।

খোকা মহারাজকে তোমার প্রণামাদি জানাইয়াছি। তিনি তোমায় তাঁর ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানাইলেন। আমরা এখনও অনেকটা ভালই আছি, কাহারো জ্বরাদি হয় নাই, তবে সময় আগতপ্রায়। প্রভুর যা ইচ্ছা তাই হবে।

সু—র মা এখন মানসিক ভাল আছেন শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম এবং Sitting এ (আলোচনা সভায়) কয়েকটি সুশিক্ষিতা ভক্তমেয়ে যোগদান করিতেছেন এবং ২।১ জন স্ত্রীভক্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া আগতা স্ত্রী-ভক্তদের আনন্দ দান করেন, শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। সু—র মাও ইহাতে নিশ্চয় খুব খুশী হইবেন, আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। মা কৃপা করিয়া Sitting (আলোচনা সভায়)-র খুব উন্নতি করিয়া দিন এবং ঢাকায় মেয়েদের প্রভূত কল্যাণ হউক, আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

যা—বাবু অতি ভক্তিমান এবং সদাশয় লোক। তিনি আশ্রমে ভজনের সুবিধার জন্য একটি ভাল হারমনিয়াম্ দিয়াছেন শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। প্রভু, তাঁর বিশ্বাস ভক্তি দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়া দিন, প্রার্থনা করি।

তোমার শরীরটা আবার খারাপ হইতে আরম্ভ হইয়াছে শুনিয়া চিন্তিত রহিলাম। যত শীঘ্র কলেজের কায হইতে অবসর লইতে পার ততই ভাল। অন্ততঃ একটা লম্বা ছুটি। ঠাকুরের চরণে তোমার মন সর্বদা লেগে থাকবে, তাহাতে আমি বিন্দু মাত্র সন্দেহ করি না। শরীরটা ভাল থাকলে আরো ভাল করে তাঁকে ভাবতে পারবে।

সকলকে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ দিও। তুমিও জানিও।

ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৩০৬) রামকৃষ্ণ মিশন, সেবাশ্রম বারাণসী, ৩।২।২৩

শ্রীমান্ —,

তোমার পত্র পাইলাম। আর একখানি পত্রও মঠে পাইয়াছিলাম। চাকুরীর সম্বন্ধে প্রভুর ইচ্ছায় যাহা হয় হইবে, কোন চিন্তা করিও না। তিনি যাহা করেন ভালর জন্যই হইবে, নিশ্চয় জানিও। মন বিচলিত করিও না। এই সব Trial এর (পরীক্ষার) সময়ই তাঁর উপর কতদূর বিশ্বাস, ভক্তি ও নির্ভরতা হইয়াছে বুঝিতে পারিবে। তাঁর ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাক। রাত্রিতে ধ্যান জপ করিয়া আনন্দ পাইতে—নিশ্চয়ই তাহা করিবে। যে সময় তোমার ভাল বোধ হয় সেই সময়ই করিবে; আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই। বড় তাড়াতাড়ি – বেশী লিখিবার সময় নাই।

আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। প্রভুর ইচ্ছায় কোন চিন্তা নাই। তিনি তোমার ভালই করিবেন--নিশ্চয় জানিও। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব (৩০৭) ভুবনেশ্বর
শ্রীচরণভরসা ৩১।৩।২৩

শ্রীমান্ মন্থ,

তোমার পত্র পাইয়াছিলাম। এখানে ৺বাসন্তী পূজা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অতিশয় আবশ্যকীয় কার্যে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম। এই জন্য তোমার পত্রের উত্তর দেওয়া হয় নাই। তোমার জীবনের উদ্দেশ্য মহৎ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমি তোমায় বাড়ী ফিরিয়া যাইতে বলি না। প্রাণ ভরিয়া সাধন ভজন কর—ঠাকুরকে খুব প্রেম-হৃদয়ে ডাক, তোমার উদ্দেশ্য সফল হউক —আন্তরিক প্রার্থনা করি।

তোমার যখন ইচ্ছা হইবে তখন মাকে এক একবার দেখিতে যাইও। আর অধিক কি লিখিব, আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হোক। তোমার দাদারা আনন্দের সহিত সম্মতি দিয়াছেন শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। তোমার দাদারা সকলেই ধার্মিক, ধর্মের মর্ম তাঁরা বুঝেন। ওখানকার সাধুদের সকলকে আমার স্নেহাশীর্বাদ দিবে। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৩০৮) ভুবনেশ্বর, ১৫।৪।২৩

শ্রীমান্ মনু,

তোমার পত্র যথা সময়ে পাইয়াছিলাম। তুমি মঠে আসিয়াছ শুনিয়া খুবই সুখী হইলাম। মঠ অতি জাগ্রত স্থান, ওখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব সর্বদা পূর্ণরূপে রহিয়াছে, আমি তাহা বিশেষ অনুভব করি। তুমি ওখানে থাকিয়াই তাঁর নাম জপ ও ধ্যানাদি করিতে থাক, খুব আনন্দ পাইবে। মধ্যে মধ্যে মাকে দেখিয়া আসিবে। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। আমিও শীঘ্র মঠে যাইতেছি।

ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেবো জয়তি (৩০৯) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড় হাওড়া, ১৪।৫।২৩

শ্রীমান্ শরদিন্দু,

তোমার পত্র—র পত্রের সহিত পাইলাম। তাঁকে উত্তর দিলাম। সু—র মাকে ঠাকুর দয়া করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন। সু—র মা যেরূপ নির্যাতন সহ্য করিয়া প্রভুর কৃপায় তাঁর শ্রীচরণে মন রাখিতেছে, ইহা ঢাকার বহু নরনারীর একটা বড় দৃষ্টান্তের বিষয় এবং চিন্তার বিষয় হইবে। তার বিশ্বাস অচল অটল সুমেরুবৎ হইয়া আসিয়াছে, প্রভুর কৃপায়। ভবিষ্যতে তাঁর ঠাকুরের সেবার বন্দোবস্ত

সম্বন্ধে তাকে লিখিলাম।··· সে নিজের ভাবে নিজে থাক্। নিজের বাড়ীতে বসিয়া যে ভাবে ইচ্ছা ঠাকুরের পূজাসেবাদি করুক। তাকে কেহই টলাইতে পারিবে না।···

– কয়েকজন মহিলা যদি একত্রিত হইয়া কোন একটা স্থানে মধ্যে মধ্যে প্রভুর বিষয় চর্চা করে এবং মা ও মহারাজ প্রভৃতি ভক্তদের জীবনী আলোচনাদি করে তো, খুঁব ভাল হয়। আমার ইচ্ছা হয় ঢাকায় ঠাকুরের মেয়েভক্তদের এমন একটি স্থান হ'ক, যেখানে তারা স্বাধীন ভাবে ঐরূপ চর্চাদি করিতে পারে। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। আমার শরীর মন্দ নয়। তোমার বাবা কেমন আছেন?

ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণভরসা

(৩১০) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড় মঠ
জিলা—হাওড়া, ৯।১০।২৩

শ্রীমান্ শ—,

সু—র মা'র প্রেরিত আমার ৺পূজায় কাপড়ের জন্য তুমি যে ১০৲ দশ টাকা পাঠাইয়াছ তাহা সময়েই পৌছিয়াছে। তাঁকে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ দিবে। প্রভু তাঁর হৃদয়ে প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস দিয়া তাঁকে পূর্ণ করুন এবং তিনি শারীরিক ও মানসিক কুশলে থাকুন—ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

আমার শরীর ধীরে ধীরে ভাল হইতেছে। তুমি আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। শৈলেশ আজ মঠে পৌছিয়াছে। শুনিলাম

তোমার বাবা নাকি বড়ই অসুস্থ। তিনি কেমন থাকেন মধ্যে মধ্যে লিখিও। মঠে Malaria (ম্যালেরিয়া) দেখা দিয়াছে। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

(৩১১) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় পোঃ
হাওড়া, ১০।১১।২৩

শ্রীমান্ সতীন্দ্র,

তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি নিরাপদে গন্তব্যস্থানে পৌছিয়াছ শুনিয়া সুখী হইলাম। আমার শরীর ক্রমে ভাল হইয়া আসিতেছে, সর্দিটা অবশ্য এখনও আছে। বোধ হয় শীতকালটা ভর ইহা অল্প-বিস্তর থাকিবে, তবে প্রভুর কৃপায় উহা তত কষ্টকর নয়।

আমি আন্তরিক প্রার্থনা করি ঠাকুরে তোমার অহেতুকী ভক্তি বিশ্বাস হউক এবং হিমালয়ের ন্যায় উহা অচল অটল হইয়া থাকুক।

আজ রাত্রের ঢাকা মেলে শৈলেশ ঢাকা রওনা হইবে। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। তোমার শরীর মন সুস্থ থাকু এবং যে কাজ শিখিতেছ তাহাতে কৃতকার্য হও—ইহাই আমার প্রার্থনা। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(৩১২)

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণ ভরসা

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
হাওড়া, ১৭।১।২৪

শ্রীমান্ শৈলেশ,

তোমার পত্র পাইলাম। স—এইমাত্র পৌঁছিল। ভাখরখানি আসিবামাত্রই আমরা কিছু খাইলাম। খোকা মহারাজও কিছু খেলেন। মঠের উপস্থিত সকলেই কিছু কিছু খাইলেন। সকলে খুব খুশী। বেশ জিনিস; আর আর সব জিনিস ঠাকুরের ভোগে দেওয়া হইল।

সু—র মার শরীরটা অনেকদিন হইতে খারাপ রহিয়াছে শুনিয়া আমি বাস্তবিকই চিন্তিত আছি। আন্তরিক প্রার্থনা করি তিনি শীঘ্রই সুস্থ ও সবল হউন এবং ঠাকুরের যথাসাধ্য কাষ করুন। আমি তাঁকে ও শ—কে পত্র লিখিয়াছি। বোধ হয় এতদিনে তাঁরা পাইয়াছেন। কা—যাইবার সময় মঠ হইতে পাঁচ টাকা হাওলাত লইয়া গিয়াছে, অদ্যাবধি তাহা পাঠায় নাই এবং তার পত্রে সে বিষয়ে কোন উল্লেখও করে নাই—ইহা ঠিক নয়। শীঘ্রই যেন পাঠায়।

Local committeeর meetingএ (স্থানীয় কার্যনির্বাহক সমিতির সভায়) মিশনের কার্য ও মেয়েদের sitting (আলোচনা সভা) সম্বন্ধে কি কথা হয় তাহা আমায় জানাইও। অবশ্য তোমাদের দ্বারা প্রভু তাঁর কাষ ভালরূপেই করাইবেন—আমার বিশ্বাস।

ম—কে বলিও, তার পত্র পাইয়া সুখী হইয়াছি। আমার শরীর আজকাল তত মন্দ নাই, প্রভুর ইচ্ছায়। তোমাদের সকলের সর্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনীয়।…মঠের সংবাদ একপ্রকার মন্দ নয়—প্রভুর ইচ্ছায়। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুঃ---ঢাকা মঠের সকলকে ও হ—, শ—কেও আমার স্নেহাশীর্বাদ দিবে। যদি প্রভুর ইচ্ছা হয় তো উৎসবাদির পরে একবার আমার ঢাকা যাইবার ইচ্ছা হইতেছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৩১৩) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়, হাওড়া, ৪।২।২৪

শ্রীমান্ সতীন্দ্র,

তোমার পত্র পাইলাম। তোমার দাদা —শ অনেক কষ্ট করিয়া অর্থোপার্জন করিয়া তোমাদের পড়াইতেছে। যাহাতে তাহার অর্থের সার্থকতা হয়, সেজন্য মনপ্রাণে চেষ্টা করা তোমার উচিত। জীবনে যদি কোন ambition (উচ্চাকাঙ্ক্ষা) না থাকে, সে জীবন বৃথা। এবং সেজন্য অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করাও বৃথা। যাহা করিতেছ তাহাতে প্রভুর কৃপায় কৃতকার্য হইলে, নিজের ও অনেকের কল্যাণ করিতে পারিবে। নিষ্কর্মা জীবন পশুবৎ—প্রস্তরবৎ। এই সকল বিবেচনা করিয়া কায করিবে।

একবার ভাবিয়া দেখ যে, লেখাপড়া ও যে সকল কার্যে ব্রতী হইয়াছ—তাহা যদি ভালভাবে না কর, তা হইলে অতঃপর কি করিবে। আমাদের বা ঠাকুর স্বামীজীর সাধু-সন্ন্যাসীরা সকলেই কর্ম করিয়া থাকে এবং কর্ম করিতে হইলে বিশেষরূপে শিক্ষিত হওয়া চাই। তুমি পড়াশুনায় কৃতকার্য হইয়া ভালরূপ টাকাকড়ি উপায় করিতে পার ত তদ্দারা অনেকের উপকার করিতে পারিবে। অতএব সেজন্য ও ambition (উচ্চাকাঙ্ক্ষা) থাকা পুরুষের কায। তুমি কাপুরুষের মত চিন্তা করিও না, উহা আমাদের অভিমত নয় জানিবে।

ভগবানের স্মরণ মনন যতদূর সম্ভব করিয়া যাও। তাঁর কৃপায় এক মুহূর্তেই সব হইতে পারে। অতএব কাপুরুষের ন্যায় চিন্তা করিও না। মানুষ হও ইহাই স্বামীজীর শিক্ষা। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে। আমার শরীর তত ভাল নয়। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৩১৪) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
হাওড়া, ১০।১১।২৫

শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রনাথ,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তুমি অনেকটা ভাল আছ শুনিয়া সুখী হইলাম। যতদূর সম্ভব স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করিয়া চলিতেছে, ইহা খুব উত্তম। এখন তাড়াতাড়ি বাংলা দেশে আসিতে ইচ্ছা করিও না। আরও কিছুদিন অর্থাৎ যতদিন সুবিধা হয় ঐখানেই থাক।

সকালে জপ করা বা ধ্যান করা খুব ভাল। ব্রাহ্মমুহূর্তে অর্থাৎ রাত্রি ৩।৪ টার ভিতর উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া বসিবে, তারপর যতক্ষণ পার ধ্যানের চেষ্টা করিবে। জপ ভাল হ'লে ধ্যান আপনিই এসে পড়ে। জপটা যে ভাল হয়—ইহা তাঁর খুব কৃপা। ক্রমে সব হবে তাঁর কৃপায়।

সাংসারিক গল্প তো নানা প্রকার। যে গল্পে মন অধস্তরে এসে পড়ে অর্থাৎ বিষয়ভোগের দিকে ধাবিত হয়, তাহা অবশ্য বর্জনীয়।

সাধারণ গল্প অল্প সময়ের জন্য করিলে তত ক্ষতি হয় না। যে গল্প-দ্বারা মনে কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি আসে তাহা বর্জনীয়। সাধারণ বা ছোট ছোট বাসনা— মানে যদি কেবল খাওয়া-পরা নিয়ে হয়, তাহা একটু আধটু পূর্ণ করিলে তত ক্ষতি হয় না। বিচারের সহিত কর্মযোগ ভাল। কিন্তু ভক্তিই হচ্ছে মূল। তাঁকে ঠিক ঠিক অবলম্বন অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া যে যোগই কর না কেন তাহাই ভাল।

সারদানন্দ স্বামী এখন ভাল আছেন। আমার শরীর যদিও তত ভাল নয়, তবে তত মন্দও নয়। মঠে খুব Malaria (ম্যালেরিয়া) আরম্ভ হইয়াছে। অনেকে ভুগিতেছে, উঠিতেছে, আবার অনেকে পড়িতেছে—এইরূপই চলিতেছে। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহ ভালবাসা জানিবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৩১৫) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড়
হাওড়া, ১৯২৬

ম—,

তোমার ভক্তি ও ভালবাসাপূর্ণ পত্র যথাসময়েই পাইয়াছিলাম। তুমি নিয়মিত পাঁচ হাজার করিয়া জপ করিতেছ শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। ঐরূপই করিতে থাক। কিছু কিছু বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছ, খুব ভাল। এখন জপই কর, উহাতেই তাঁর কৃপায় আনন্দ পাবে, জপ করিতে করিতে ধ্যান আপনা হইতেই তাঁর কৃপায় হইবে। তার

জন্য তোমাকে চেষ্টা করিতে হইবে না। তুমি ঠাকুরের নিকট যেরূপ প্রার্থনা করিয়া থাক অর্থাৎ —"আমি যেন তাঁর নাম নিবার উপযুক্ত হইতে পারি—তাঁর নাম যেন আমার ভুল না হয়" ইহা অতি উত্তম প্রার্থনা—এইরূপই কর। তোমার পরম কল্যাণ হবে। প্রভুর দয়া তোমার উপর আছে, আমি নিশ্চয় জানি। তোমার খুব উন্নতি হবে, আমি বলছি।

আমার শরীর এখন মন্দ নাই। খোকা মহারাজ কলকাতায় আছেন, তাঁর শরীর অনেকটা ভাল--ডাক্তারের চিকিসাধীন আছেন। মঠের সকলে তাঁর কৃপায় একরূপ ভাল আছেন। ···তোমার মায়েদের খবর অনেক দিন পাই নাই, তাঁরা সব কেমন আছেন। তাঁদের ও আমার আশীর্বাদ দিও। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণম্

(৩১৬)

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
হাওড়া ১৯২৬

মা—,

তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। তুমি এতদিনে বোধ হয় ঢাকায় আসিয়াছ। আমার ৺শুভ বিজয়ার স্নেহাশীর্বাদ জানিও। তোমার বাড়ীর ৺পূজা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে শুনিয়া সুখী হইলাম। সবই মা'র কৃপা; মঠের পূজাও ঠাকুরের কৃপায় নির্বিঘ্নে সুচারু-রূপে ও সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তিনদিনে প্রায় আট হাজার নরনারী আনন্দে মায়ের শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলিদান, পূজাদর্শন, প্রসাদগ্রহণ করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন।

জপ এখন তুমি যে পরিমাণে করিতেছ তাহাই কর, তবে সংখ্যা বাড়াইবার চেষ্টা করিও। জপ করিতে করিতে তাঁর কৃপায় তাঁর নামে প্রেম স্বতঃই উৎপন্ন হইবে। তিনি প্রেমের ঠাকুর, প্রেম না দিয়ে তিনি থাকতে পারেন না। তিনি নিজের প্রেম ভক্তহৃদয়ে দিয়ে তাহাতে বিহার ও বিলাস করেন। তোমাকেও তিনি তাহা নিশ্চয় দিবেন, আমি জানি। তোমার বিষয়বাসনা কিছুই থাকিবে না, এখন যতটুকু আছে তার অধিক কখনই হইবে না, তাঁর কৃপায়—ইহা তুমি নিশ্চয় জানিও।

তুমি শারীরিক কেমন আছ? তোমার পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী ও ভাই ভগ্নীরা সব কেমন আছে? আমার আন্তরিক আশীর্বাদ তুমি ও তোমরা সকলে জানিবে। আমার শরীরটা তত ভাল নয়। খোকা মহারাজ শীঘ্রই ঢাকা বালিয়াটী যাইবেন। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব (৩১৭) শ্রীহাতিরামজী মঠ, উটকামণ্ড,

শ্রীচরণভরসা দক্ষিণ ভারত, ১৩।৭।২৬

শ্রীমান্ মহাদেব,

আজ তোমার প্রেরিত ৫৲ টাকা পাইলাম। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি ও তোমরা জানিবে। বিশুর পত্রে জানিলাম পাটনায় তোমাদের বাড়ী-নির্মাণকার্য আরম্ভ হইয়াছে। প্রার্থনা করি উহা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া যাউক।...

আমার শরীর এখন মোটের উপর ভাল ; অবশ্য বৃদ্ধ শরীর একটু না একটু কোন রকম অসুখ যথা সর্দি, একটু একটু বাত, লেগেই আছে ; তবে ঠাকুরের ইচ্ছায় তত বিশেষ কষ্টদায়ক নয়। এ স্থান খুব স্বাস্থ্যকর। অনেক উঁচুতে, প্রায় ৮০০০ ফিট্ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে। অতি রমণীয়। যে বাড়ীতে আমরা আছি, ইহাও অতি সুন্দর ও নির্জন। সব প্রভুরই দয়া।

এখানেও ঠাকুরের একটি ছোটখাট মঠ হইতেছে। এক মাসের ভিতর উহা শেষ হইয়া যাইবে। স্থানীয় কতকগুলি মধ্যবিত্ত অবস্থার ভক্ত মিলিয়া উহা করিতেছেন। যদিও তাদের পয়সা-কড়ি বেশী নাই, তথাপি খুব আগ্রহের সহিত চেষ্টা করিয়া চাঁদা তুলিয়া ইহা করিতেছেন। সব ঠাকুরেরই মহিমা। তোমাদের সর্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি। তোমাদের বিশ্বাস ভক্তি দিন দিন বৃদ্ধি হউক এবং আনন্দে থাক। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ (৩১৮) গোদাবরী হাউস্, উটকামণ্ড
শ্রীচরণভরসা দক্ষিণ ভারত ২৭।৮।২৬

শ্রীমান্ অচিন্ত্যানন্দ,

কিছুদিন হইল তোমার পত্র পাইয়াছি। এত পত্র আসে যে সকলকে সব সময় ঠিক ঠিক সময়ানুযায়ী জবাব দিতে পারি না। তবে তোমরা আমার মনে সর্বদাই আছ, এবং তোমার মঙ্গলকামনা করিয়া থাকি—ইহা নিশ্চয় জানিও। আর আমি নিশ্চয় জানি যে

ঠাকুর তোমায় পূর্ণ বিশ্বাস ভক্তি, জ্ঞান প্রীতি পবিত্রতা দিয়া এই জন্মেই পূর্ণ করিয়া দিবেন।

তোমার আবার সংসারে মায়া কিসের? ঠাকুর তো তোমায় দয়া করিয়া সব ত্যাগ করাইয়া দিয়াছেন. তবে তোমার মনে যে এরূপ প্রশ্ন উঠে, তাহা খুব ভাল। বর্তমান মনের অবস্থায় তুমি সন্তুষ্ট নও, ইহাই তার পরিচয়। এইরূপ ভাব মনে যত আসিবে ততই তাঁর দিকে এগিয়ে যাবে। ভক্ত এই সকল ভাবিয়া যখন মনে অশান্তি ভোগ করে, তখন তার অন্য বিচার না আসিয়া সে ঠাকুরের কাছে বালকের ন্যায় আবদার করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রার্থনা করে এবং ঠাকুর তখন দয়া করিয়া ভক্তকে নিজের নিকট টানিয়া লন। মনের এরূপ অশান্তিভাব না আসিলে তাঁতে অনুরাগ বৃদ্ধি হয় না। এই জন্যই তোমায় ঢাকা মিশনের কাজের জন্য পাঠান হইয়াছে এবং আমিই উহা প্রথম প্রস্তাব করি।

তোমার খুব অনুরাগ বৃদ্ধি হউক। শরীরটা তোমার ওখানে ভাল থাকিতেছে না শুনিয়া চিন্তিত রহিলাম। আন্তরিক প্রার্থনা করি তুমি শীঘ্র আরোগ্য লাভ কর—ওখানেই হউক বা অন্য কোথাও change করিয়াই হোক। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে এবং মধ্যে মধ্যে কেমন থাক সংবাদ দিবে।

দীক্ষাই লও আর সন্ন্যাসই লও, ভক্তিই সার। ঠাকুরই ভগবান, ঠাকুরই সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম, ঠাকুরই তোমার অন্তরাত্মা—এইটি পাকা দৃঢ় করিয়া ধারণা করিলে শান্তি পাইবে। আমার এই কথাটি মনে করিয়া রাখিবে, অন্যথা কাহারো কথা শুনিও না। ইহাতেই তোমার ব্রহ্মজ্ঞান

লাভ হইবে। বেদ উপনিষদ্ প্রতিপাদ্য সেই ব্রহ্মই ঠাকুর। তাঁর কাছে কাতর ভাবে প্রার্থনা করিলেই তিনি যে তোমার স্বরূপ, পরমাত্মা —এই জ্ঞান করামলকবৎ দেখাইয়া দিবেন, তোমার কোন চিন্তা নাই, আমি বলছি। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুঃ- মনের সকলভাব সকলের কাছে খুলিয়া বলা ঠিক নয়। আমরা যাহা বলিব তাহা ঠিক ঠিক কাযের কথা। ঠাকুরের জীবনীটি ভাল করিয়া ধারণা করিয়া পড়িও। কথামৃত, লীলাপ্রসঙ্গ, দেবেন বাবুর লিখিত জীবনী—এই গ্রন্থ গুলি ভাল করিয়া পড়িবে, দেখিবে—মনে অশান্তি হইলে তিনি কিরূপ হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া মা'র কাছে কাঁদিতেন। তাঁর কাছে কান্না ছাড়া আর উপায় নাই। তাঁর দয়া ভিন্ন কেহ কিছু করিতে পারে না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৩১৯) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, উটকামণ্ড
দক্ষিণ ভারত, ১৯।১০।২৬

শ্রীমান্ সু—,

তুমি আমার ৺শুভ বিজয়ার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। প্রার্থনা করি তোমার বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি দিন দিন খুব বৃদ্ধি হউক। তোমার মা বাবা, ভাইদের ও ভগ্নীদের সকলকে আমার শুভ-বিজয়ার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ দিও। প্রার্থনা করি তোমাদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হউক। তুমি কেমন আছ? বাটীর সকলে কেমন আছে? আমরা প্রভুর কৃপায় একপ্রকার ভাল।

এখানকার ঠাকুরের মঠ গত ২৪শে সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে, তাঁর কৃপায়। লোকজনের উৎসাহ ও উদ্যম দেখিয়া বড়ই আনন্দ ও আশা হইয়াছে। সবই ঠাকুদের কৃপা ও ইচ্ছা। তোমার মেজদিদি এখন কোথায় আছেন? তাঁরা সব কেমন আছেন? অ— পূজার বন্ধে কোথাও গিয়াছে কি? যদি সে ওখানে থাকে তো আমার ৺বিজয়ার স্নেহাশীর্বাদ তাকে দিও এবং তোমার বড়দিদি-কেও দিও।

আমরা ২১শে বৃহস্পতিবার ব্যাঙ্গালোর যাইবার মনস্থ করিয়াছি। ২২শে শুক্রবার প্রাতঃকালে সেখানে পৌছিব—ঠিকানা Sri Rama-krishna Ashram, Basavangudi, Bangalore City (শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বাসভ্যান্‌গুড়ি, ব্যাঙ্গালোর সিটি) পত্রের উত্তর দিও। ইতি—

তোমার ও তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(৩২০)

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণভরসা

শ্রীহাতিরামজী মঠ,
উটকামণ্ড, ১৯২৬

মা সরসী,

তোমার পত্র মাদ্রাজ মঠে পাইয়াছিলাম। সেইদিনই এখানে আসিবার জন্য যাত্রা করি।

আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে, মন্মথকেও জানাবে। মন্মথ পেটের অসুখে আবার এতদিন ভুগেছে শুনে দুঃখিত হলাম। প্রার্থনা করি, সে শারীরিক ও মানসিক ভাল থাকুক।

সনতের অসুখের সংবাদ ভুবনেশ্বর থেকে পেয়েছি। তার পেটের সেই পুরাতন অসুখ একবারে নির্দোষ হয়ে সারেনি। পিম মঠে এসেছে, ভালই হয়েছে। তার বিষয়ের ব্যাপারটা ঠাকুরের ইচ্ছায় একেবারে মিটে গেলেই খুব ভাল হয়। অনাদির অসুখের সংবাদে চিন্তিত রহিলাম। মোটেই ঘুম হয় না—এ বড়ই খারাপ। ঠাকুর তাকে আরোগ্য করে দিন, আন্তরিক প্রার্থনা করি। সে বড় ভাল ছেলে। টাইফয়েডের পর থেকেই তার শরীরটা কেমন খারাপ হয়ে গিয়েছে। শুনেছিলাম সে নাকি দার্জিলিং যাবে। ঠাণ্ডা পাহাড়ে খুব সম্ভব ঠাকুরের ইচ্ছায় অনেকটা ভাল হতে পারে। আমার মনে হয়, সে ৺পুরী দিনকতকের জন্য গেলে ভাল হয়। সেখানে খুব ঘুম হয়, সমুদ্রের হাওয়ায়।

এ স্থান অতি চমৎকার। সমুদ্রতীরে থেকে প্রায় ৮০০০ ফুট উপরে। দৃশ্য অতি সুন্দর, বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ এবং নির্জন। এ বাড়িটি তিরুপতি মোহন্ত মহারাজের, সুন্দর সুসজ্জিত—একেবারে নির্জন। তিনি ঠাকুরের ইচ্ছায় আমাদের কিছুদিনের জন্য থাকিতে দিয়াছেন। এখানকার স্বাস্থ্যও খুব ভাল। বেশ ঠাণ্ডা। বর্ষাকালে এখানে বৃষ্টি অতিশয় হয়। তাহারও বেশী দেরী নাই। সে সময় নাকি এখানকার স্বাস্থ্য আরো ভাল হয়। আমার শরীর এখানে অনেকটা ভাল বোধ করিতেছি। এ স্থান মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের গ্রীষ্মনিবাস, যেমন বাংলার দার্জিলিং। এ সময় এখানে অনেক রাজা জমিদার আসিয়া থাকেন।

পুনরায় আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে। আন্তরিক প্রার্থনা—তোমার প্রাণ মন একেবারে ঠাকুরে ডুবে যাক এবং সংসারের ঝঞ্ঝাবাত তোমাকে যেন স্পর্শ করিতে না পারে। মন্মথকেও ঐ আশীর্বাদ করি। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুঃ—মন্মথ বোধ হয় আমার মাদ্রাজ হইতে লিখিত পত্র পাইয়াছে। তাকে একবার মনে করে দিও।

(৩২১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, খার
বম্বে; ১০।১।২১

শ্রীমান্ মনু,

বাবা, তোমার পত্র পাইয়া বড়ই সুখী হইলাম। ৺মা'র দেখা শীঘ্রই পাবে, কোথাও যেতে হবে না। মা তোমার হৃদয়েই আছেন, খুব কেঁদে কেঁদে বালকের মত তাঁকে ডাক আর প্রার্থনা কর। ঠাকুর তোমার অজ্ঞান দূর ক'রে দিন। বাইরে তাঁকে খুঁজতে যাওয়া অজ্ঞান, ভিতরে খোঁজাই জ্ঞান বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি।

আশীর্বাদ করি তোমার তাই হোক। শীঘ্রই মা তোমায় শান্তি দিন—নিশ্চয়ই তিনি তাহা দিবেন। তুমি ও মতি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিও। আমি ভালই আছি, তাঁর ইচ্ছায়। তোমাদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হউক। এখানকার আর আর সকলে ভাল। ইতি—

তোমার চির শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৩২২) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় হাওড়া, ২৩।৭।২৭

শ্রীমান্ ধীরেন,

প্রিয়নাথের মারফত তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। মাদ্রাজের সংবাদ আমি প্রায় রোজই পাই। ঠাকুরের কৃপায় সদ্ভাব এখন কিছু ভাল আছে।

তুমি যেরূপ ধ্যান, জপ ও বিচারাদি করিতেছ তাহাই কর। গীতাও যেরূপ পড়িতেছ তাহাও পড়। সর্বভূতে তিনি এ ভাবটা ধ্যান করা খুব ভাল। কতক্ষণ কি করিবে সে কথা আমায় জিজ্ঞাসা না করিয়া তুমি যেরূপ বুঝিবে তাহাই করিবে। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। প্রার্থনা করি তুমি অধ্যাত্মরাজ্যে ধীরে ধীরে অগ্রসর হও। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুঃ—তুমি প্রভুর কৃপায় আনন্দে আছ এবং বিদ্যাপীঠের কার্য্য অধিকতর মনোযোগ দিয়া করিতে পারিতেছ শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। তুমি খুব উন্নত হও।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৩২৩) বেলুড় মঠ, হাওড়া, ১৪।১১।২৮

শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ,

তোমার ১০।১১ তারিখের পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। ভয় নাই, ঠাকুর তোমার কল্যাণ নিশ্চয়ই করিবেন। তিনি অহৈতুকী

কৃপাসিন্ধু। আমরা জানি না, তিনি ভক্তকে কিভাবে নিয়ে যাচ্ছেন। তবে তিনি মঙ্গলময় ইহা নিশ্চয়, তোমার মঙ্গল নিশ্চয়ই তিনি করিবেন। প্রাণের সহিত তাঁকে ডেকে যাও, তিনি তোমার কখন অমঙ্গল করিবেন না, আমি নিশ্চয়ই জানি। তোমায় যদি তিনি এইরূপ কষ্টের ভিতর দিয়া নিয়ে যান তা বেশ, তাই নিয়ে যান। কিন্তু কখনও যেন তাঁকে ভুল না হয়। তা তোমার হবে না।

এ কাজ না থাকে, আবার কাজ জুটে যাবে। কোন ভয় নাই। জীবনের উচ্চ উদ্দেশ্য কখন ভুলিও না; আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে। কোন ভয় নাই, ঠাকুর তোমায় দেখছেন। ইতি।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ (৩২৪) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠ
হাওড়া, ২৫।৩।৩০

মা সুধালতা,

তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। মা, ঠাকুরের কৃপায় তুমি আনন্দে আছ ও ছেলেমেয়েরা সব একপ্রকার ভাল শুনিয়া বড়ই আনন্দ হয়েছে। ঠাকুর পরম দয়াল, প্রেমের পুত্তলি, জ্ঞানময় বিজ্ঞানময়, চৈতন্যময়। তিনি সধবা বিধবা কিছুই দেখেন না, তিনি দেখেন হৃদয়। তিনি তোমার হৃদয়নাথ, জগতের নাথ। তিনি তোমায় শ্রীচরণে দয়া করিয়া স্থান দিয়াছেন। তুমি খুব আনন্দে থাক, আমি আন্তরিক আশীর্বাদ করি।

তোমার প্রেমের হৃদয়, খুব প্রেমের সহিত তাঁর ভজন কর—পরম শান্তি পাইবে। সেই প্রেমে সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা সব সহ্য করিতে পারিবে—কোন চিন্তা নাই। সংসারে জ্বালা-যন্ত্রণা তো আছেই, তবে তাঁর প্রেমে যে ভক্ত সে সবই আনন্দে সহ্য করিয়া যায়, সে-ই ঠিক ঠিক ভক্ত। দুঃখ কষ্ট পেয়ে তাঁকে ভুলে যাওয়া অতি নিম্নস্তরের ভক্তি। তাঁর কৃপায় তুমি সেরূপ কখনই হবে না।

তোমার প্রেরিত পটল ও সন্দেশ পাইলাম এবং একশত টাকা। আমার শরীর পূর্ববতই আছে, মঠের ছেলেরাও তাঁর কৃপায় এক প্রকার আছে। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে, ছেলে মেয়েদেরও দিও। লেখা ভাল হয় না, হাত কাঁপে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

পুঃ—কিছু প্রসাদ পাঠাইলাম।

শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের পুণ্যস্মৃতিতে

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥